শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রীম-কথিত

চতুর্থ ভাগ

"তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা

প্রথম সংস্করণ—১৩৫১
নবম সংস্করণ—১৩৫৬
ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ—১৩৮৬

কাপড়ে বাঁধাই—চৌদ্দ টাকা
সাধারণ বাঁধাই—বারো টাকা

কলিকাতা ১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন-৬, শ্রীম'এর ঠাকুরবাটী -হইতে শ্রী এ. কে. গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। পি-২০, সি. আই. টি. রোড, বেলিয়াঘাটা-১০, সান্ লিথোগ্রাফিং কোং হইতে শ্রী সৌরীন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥
[গীতা—২ অঃ; ৫৪

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষি নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥
[গীতা—১০ অঃ; ১২, ১৩

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীপাদপদ্মভরসা

পূজা ও নিবেদন

**যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥**

মা,

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা আবার উপস্থিত। আজ নবম্যাদি কল্পারম্ভ। আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, এবারের নৈবেদ্য।

মা, তোমার ও বাবার আশীর্বাদে শ্রীশ্রীকথামৃত আবার প্রকাশিত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্রের তেত্রিশখানি চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। ভগবদ্ভক্তগণ ধ্যান করিবেন।

ভক্তদের জন্য এবারে একটি বিশেষ শুভ সংবাদ আছে। ঠাকুর বলিতেছেন, **'মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে তারা যেন সিদ্ধ হয়'** (১৯২ পৃষ্ঠা)। এই শুভ অঙ্গীকারবাণী ভক্তদের যেন সদা স্মরণ থাকে।

এবার ভক্তসমাগম কথা অনেক আছে! ছোট নরেন, পূর্ণ, নারাণ প্রভৃতি শেষের ছোকরা ভক্তদিগের জন্য ব্যাকুলতা: নরেন্দ্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাসের উপদেশ; অধরকে চাকরি হইতে নিবৃত্তির উপদেশ; জন্মাষ্টমী দিবসে গিরিশের স্তব ও তাঁহার প্রতি ঠাকুরের উৎসাহ-বাণী—এই সকল চিত্র ভক্তেরা ধ্যান করিবেন সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের নানাবিধ ঈশ্বরীয় অবস্থা বর্ণনা করা মানুষের অসাধ্য। তাঁহার বালকাবস্থা বা পরমহংস অবস্থার কয়েকখানি চিত্র সন্নিবেশিত হইল। আর সিদ্ধি লাভের পর সাধনাবস্থায় যে সকল অমানুষিক ভাব ও অদ্ভুত দর্শন হইত, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস এই ভাগে পাওয়া যাইবে।

এই গ্রন্থে বিবৃত শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত ও ঠাকুরের নানাবিধ অবস্থাও একস্থানে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে; আমরা তাঁহার নিজের মুখে যাহা শুনিয়াছি ও নিজের চক্ষে যাহা দেখিয়াছি।

মা, ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে যখন শ্রীশ্রীকথামৃত প্রণয়ন-দুরূহ-ব্রত তোমার অকৃতি সন্তান গ্রহণ করে, তুমি আশীর্বাদ করিয়াছিলে ও অভয় প্রদান করিয়াছিলে। শ্রীনরেন্দ্র প্রভৃতি গুরুভায়েরাও যার পর নাই উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এখনও শ্রীযুক্ত বাবুরাম, শশী, গিরিশ প্রভৃতি ভায়েরা সর্বদা উৎসাহ দিতেছেন।

মা, তোমার আশীর্বাদ ও অভয়বাণী এ দাসানুদাসের একমাত্র অবলম্বন।

এক্ষণে করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আশীর্বাদ কর, যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত একমাত্র বাবার সেবা, তোমার সেবা, ও তোমাদের সন্তানদের ও ভক্তদের আনন্দবর্ধনে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে। ইতি—

নবম্যাদি কল্পারম্ভ ও দেবীর বোধন।
কলিকাতা, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯১০;
১০ই আশ্বিন, ১৩১৭।

একান্ত শরণাগত, দাসানুদাস
মা, তোমার অকৃতি সন্তান,
শ্রীম—

মা, তোমার আশীর্বাদে চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।
কোজাগর পূর্ণিমা, আশ্বিন; ১৩২১।

শ্রীম—

ঠাকুরের জন্মাবধি ঘটনাগুলি লইয়া তাঁহার চরিতামৃত ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া এইটি লিখিবার উপকরণ (materials) পাওয়া যাইবে—

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ পাওয়া যায়—

১ম (Direct and Recorded on the same day) :—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভক্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত যাহা বলিয়াছেন,—আর যাহা ভক্তেরা সেই দিনেই লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত এই জাতীয় উপকরণ। শ্রীম নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেইদিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেইগুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diary -তে লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।

২য় (Direct but unrecorded at the time of the Master): —

ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্তেরা নিজে যাহা শুনিয়াছিলেন আর এক্ষণে স্মরণ করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল। আর অন্যান্য অবতারের প্রায় এইরূপই হইয়াছে। তবে চব্বিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। লিপিবন্ধ থাকাতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবনা।

৩য় (Hearsay and unrecorded at the time of the Master): —

ঠাকুরের সমসাময়িক *হৃদয় মুখোপাধ্যায়, *রাম চাটুয্যে প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, অথবা *কামারপুকুর, *জয়রামবাটী, শ্যামবাজার নিবাসী বা ঠাকুর গোষ্ঠীর ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে যাহা শুনতে পাই, সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম —প্রকাশ করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে। ইতি, কলিকাতা, সন, ১৩১৭, ইং ১৯১০।
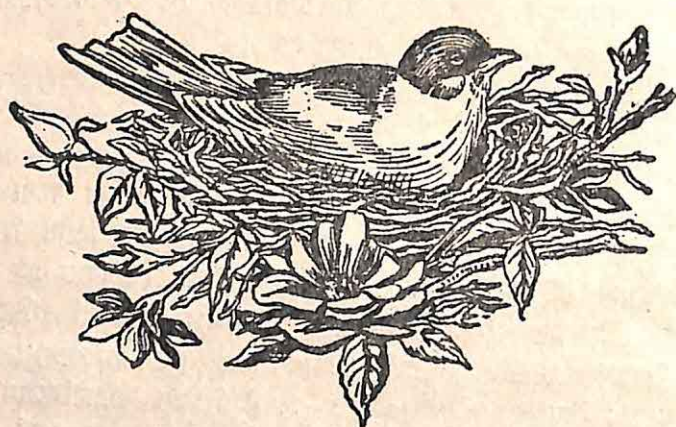
যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি)—যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে,—সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্‌ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়! যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি—যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[১৮৮২,—২৪শে আগষ্ট, দক্ষিণেশ্বর

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ—২য় খণ্ড]

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীমা

প্রথম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীযুক্ত রাখাল, প্রাণকৃষ্ণ, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ, মাস্টার প্রভৃতি সঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ীর সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। নিশিদিন হরিপ্রেমে—মার প্রেমে—মাতোয়ারা!

মেজেতে মাদুর পাতা; তিনি সেই মাদুরে আসিয়া বসিয়াছেন। সম্মুখে প্রাণকৃষ্ণ ও মাস্টার। শ্রীযুক্ত রাখালও ঘরে আছেন। হাজরা মহাশয় ঘরের বাহিরে দক্ষিণপূর্ব বারান্দায় বসিয়া আছেন।

শীতকাল—পৌষ মাস; ঠাকুরের গায়ে মোলেস্কিনের র‍্যাপার। সোমবার, বেলা ৮টা। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা অষ্টমী। ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩।

এখন অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অনেকেই আসিয়া ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ন্যূনাধিক এক বৎসর কাল নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বলরাম, মাস্টার, বাবুরাম, লাটু প্রভৃতি সর্বদা আসা-যাওয়া করিতেছেন। তাঁহাদের বৎসরাধিক পূর্ব হইতে রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, কেদার আসিতেছেন।

প্রায় পাঁচ মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। দুই মাস হইল শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত বিজয়াদি ব্রাহ্ম ভক্তসঙ্গে নৌযানে (স্টীমার-এ) আনন্দ করিতে করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে বাস করেন। তাঁহার আদি নিবাস জনাই গ্রামে। Exchange-এর বড়বাবু। নিলামের কাজ তদারক করেন। প্রথম পরিবারের সন্তান না হওয়াতে, তাঁহার মত লইয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারই একমাত্র পুত্র সন্তান হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণকৃষ্ণ বড় ভক্তি করেন। একটু স্থূলকায়, তাই ঠাকুর মাঝে মাঝে 'মোটা বামুন' বলিতেন। অতি সজ্জন ব্যক্তি। প্রায় নয় মাস হইল ঠাকুর তাঁহার বাটীতে ভক্তসঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ নানা ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি করিয়া অন্নভোগ দিয়াছিলেন।

ঠাকুর মেজেতে বসিয়া আছেন। কাছে এক চ্যাংড়া জিলিপী,—কোন ভক্ত আনিয়াছেন। তিনি একটু জিলিপী ভাঙ্গিয়া খাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি, সহাস্যে)—দেখ্‌ছো আমি মায়ের নাম করি বলে—এই সব জিনিস খেতে পাচ্ছি! (হাস্য)।

"কিন্তু তিনি লাউ কুমড়ো ফল দেন না,—তিনি অমৃত ফল দেন—জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য!"

ঘরে একটি ছয়-সাত বছরের ছেলে প্রবেশ করিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালকাবস্থা। একজন ছেলে যেমন আর একজন ছেলের কাছ থেকে খাবার লুকিয়ে রাখে—পাছে সে খাইয়া ফেলে, ঠাকুরেরও ঠিক সেই অপূর্ব বালকবৎ অবস্থা হইতেছে। তিনি জিলিপীর চ্যাংড়াটি হাত ঢাকা দিয়া লুকাইতেছেন। ক্রমে তিনি চ্যাংড়াটি একপার্শ্বে সরাইয়া দিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ গৃহস্থ বটেন। কিন্তু তিনি বেদান্ত চর্চা করেন—বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; তিনিই আমি—সোঽহং। ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, কলিতে অন্নগত প্রাণ—কলিতে নারদীয় ভক্তি।

'সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কে ধর্‌তে পারে!'—

বালকের ন্যায় হাত ঢাকিয়া মিষ্টান্ন লুকাইতে লুকাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাবরাজ্য ও রূপ দর্শন

ঠাকুর সমাধিস্থ—অনেকক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। দেহ নড়িতেছে না,—চক্ষু স্পন্দহীন,—নিঃশ্বাস পড়িতেছে কি না—বুঝা যায় না।—

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন,—যেন ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে আবার ফিরিয়া আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)—তিনি শুধু নিরাকার নন, তিনি আবার সাকার। তাঁর রূপ দর্শন করা যায়। ভাব-ভক্তির দ্বারা তাঁর সেই অতুলনীয় রূপ দর্শন করা যায়। মা নানারূপে দর্শন দেন।

[গৌরাঙ্গ দর্শন—রাতির মার বেশে মা]

"কাল মাকে দেখলাম। গেরুয়া জামা পরা, মুড়ি সেলাই নাই। আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন।

"আর একদিন মুসলমানের মেয়েরূপে আমার কাছে এসেছিলেন। মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী। ছয় সাত বছরের মেয়ে—আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে লাগ্‌ল ও ফচ্‌কিমি ক'রতে লাগল্‌।

"হৃদের বাড়ীতে যখন ছিলাম—গৌরাঙ্গ দর্শন হ'য়েছিল—কালাপেড়ে কাপড় পরা।

"হলধারী বল্‌তো তিনি ভাব-অভাবের অতীত। আমি মা'কে গিয়ে

বল্লাম—মা, হলধারী এ-কথা বল্‌ছে, তা হলে রূপ-টুপ কি সব মিথ্যা? মা রতির মার বেশে আমার কাছে এসে বল্লে,—'তুই ভাবেই থাক্'। আমিও হলধারীকে তাই বল্লাম।

"এক একবার ও-কথা ভুলে যাই বলে কষ্ট হয়। ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙ্গে গেল। তাই দৈববাণী বা প্রত্যক্ষ না হ'লে ভাবেই থাকবো—ভক্তি নিয়ে থাকবো! কি বল?"

প্রাণকৃষ্ণ—আজ্ঞা।

[ভক্তির অবতার কেন? রামের ইচ্ছা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর তোমাকেই বা কেন জিজ্ঞাসা করি। এর ভিতরে কে একটা আছে। সেই আমাকে নিয়ে এইরূপ কচ্ছে। মাঝে মাঝে দেবভাব প্রায় হ'ত,—আমি পূজো না করলে শান্ত হতুম না।

"আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি। যেমন বলান, তেমনি বলি।

"প্রসাদ বলে ভব সাগরে, বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা।
জোয়ার এলে উজিয়ে যাবো, ভাঁটীয়ে যাবো ভাঁটার বেলা॥

"ঝড়ের এঁটো পাতা কখনও উড়ে ভাল জায়গায় গিয়ে পড়্‌ল,—কখনও বা নর্দমায় গিয়ে পড়ল—ঝড় যে দিকে লয়ে যায়!

"তাঁতী বল্লে,—রামের ইচ্ছায় ডাকাতি হোলো, রামের ইচ্ছায় আমাকে পুলিসে ধর্‌লে,—আবার রামের ইচ্ছায় ছেড়ে দিলে।

"হনুমান বলেছিল—হে রাম, শরণাগত, শরণাগত :—এই আশীর্বাদ কর যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!

("কোলা ব্যাঙ মুমূর্ষু অবস্থায় বল্লে—রাম, যখন সাপে ধরে তখন 'রাম রক্ষা কর' বলে চীৎকার করি। কিন্তু এখন রামের ধনুক বিঁধে মরে যাচ্ছি, তাই চুপ করে আছি।)

"আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হ'তো—এই চক্ষু দিয়ে!—যেমন তোমায় দেখছি। এখন ভাবাবস্থায় দর্শন হয়।

"ঈশ্বর লাভ হ'লে বালকের স্বভাব হয়। যে যাকে চিন্তা করে তার সত্তা পায়। ঈশ্বরের স্বভাব বালকের ন্যায়। বালক যেমন খেলা ঘর করে, ভাঙ্গে, গড়ে—তিনিও সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কচ্ছেন। বালক যেমন কোনও গুণের বশ নয়—তিনিও তেমনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত।

"তাই পরমহংসেরা দশ পাঁচ জন বালক সঙ্গে রাখে, স্বভাব আরোপের জন্য।"

আগড়পাড়া হইতে একটি বিশবাইশ বছরের ছোকরা আসিয়াছেন। ছেলেটি যখন আসেন ঠাকুরকে ইসারা করিয়া নির্জনে লইয়া যান ও চুপি চুপি মনের কথা কন। তিনি নূতন যাতায়াত করিতেছেন। আজ ছেলেটি কাছে আসিয়া মেজেতে বসিয়াছেন।

[প্রকৃতিভাব ও কামজয়—সরলতা ও ঈশ্বরলাভ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছেলেটির প্রতি)—আরোপ করলে ভাব বদ্‌লে যায়। প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে ক্রমে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে তাদের নাইবার সময় দেখেছি,—মেয়েদের মত দাঁত মাজে, কথা কয়।

"তুমি একদিন শনি-মঙ্গলবারে এস!

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)—"ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায় .আমি, তুমি, ঘর, বাড়ী, পরিবার,—সব মিথ্যা। ঐ আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। কাঠামোর খুঁটি না থাকলে কাঠামোই হয় না—সুন্দর দুর্গা ঠাকুর প্রতিমাও হয় না।

"বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ না কর্‌লে চৈতন্যই হয় না—ভগবান লাভ হয় না—বিষয়বুদ্ধি থাক্‌লেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না—

"এইসি ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা বন্দি আউর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই॥

"যারা বিষয় কর্ম করে—আফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত! **সত্য কথা কলির তপস্যা।**"

প্রাণকৃষ্ণ—অস্মিন্ ধর্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকারনিরতো নির্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥

"মহানির্বাণতন্ত্রে এরূপ আছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ঐগুলি ধারণা ক'রতে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যশোদার ভাব ও সমাধি

ঠাকুর ছোট খাটটির উপর গিয়া নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সর্বদাই ভাবে পূর্ণ। ভাব-চক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন। রাখালকে দেখিতে দেখিতে বাৎসল্য রসে আপ্লুত হইলেন; অঙ্গে পুলক হইতেছে। এই চক্ষে কি যশোদা গোপালকে দেখিতেন?

দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ঘরের মধ্যস্থ ভক্তেরা অবাক ও নিস্তব্ধ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ভাবাবস্থা দর্শন করিতেছেন।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—রাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন হয়? যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশ্বর্যের ভাগ কম পড়ে যাবে। সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভুজা, ঈশ্বরী মূর্তি। সে মূর্তিতে ঐশ্বর্যের বেশী প্রকাশ। তারপর দর্শন দ্বিভুজা—তখন দশ হাত নাই—অত অস্ত্রশস্ত্র নাই। তারপর গোপাল মূর্তি দর্শন,—কোনও ঐশ্বর্য নাই কেবল কচি ছেলের মূর্তি। এরও পারে আছে—কেবল জ্যোতিঃ দর্শন।

[সমাধির পর ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা—বিচার ও আসক্তি ত্যাগ]

"তাঁকে লাভ হলে, তাঁতে সমাধিস্থ হলে—জ্ঞানবিচার আর থাকে না।

"জ্ঞান বিচার আর কতক্ষণ? যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয়,—

"যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুমি এ সব বোধ থাকে। যখন ঠিক ঠিক এক জ্ঞান হয় তখন চুপ হয়ে যায়। যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী।

"ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় দেখ নাই? প্রথমটা খুব হৈ-চৈ। পেট যত ভরে আস্‌ছে ততই হৈ-চৈ কমে যাচ্ছে। যখন দধি মুণ্ডি পড়ল তখন কেবল সুপ্ সাপ্! আর কোনও শব্দ নাই। তার পরই নিদ্রা—সমাধি। তখন হৈ চৈ আর আদৌ নাই!

(মাষ্টার ও প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)—"অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কয়, কিন্তু নীচের জিনিস লয়ে থাকে। ঘর-বাড়ী, টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ। মনুমেণ্ট-এর নীচে যতক্ষণ থাকা ততক্ষণ গাড়ী, ঘোড়া, সাহেব, মেম—এই সব দেখা যায়। উপরে উঠলে কেবল আকাশ, সমুদ্র, ধূ-ধূ কচ্ছে!—বাড়ী, ঘোড়া, গাড়ী, মানুষ এ সব আর ভাল লাগে না; এ সব পিঁপড়ের মত দেখায়!

"ব্রহ্মজ্ঞান হলে সংসারাসক্তি, কামিনীকাঞ্চনে উৎসাহ,—সব চলে যায়। সব শান্তি হয়ে যায়। কাঠ পোড়বার সময় অনেক পড়্ পড়্ শব্দ আর আগুনের ঝাঁঝ। যখন সব শেষ হয়ে গেল, ছাই পড়ল—তখন আর শব্দ থাকে না। আসক্তি গেলেই উৎসাহ যায়—শেষে শান্তি।

"ঈশ্বরের যত নিকটে এগিয়ে যাবে ততই শান্তি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ। গঙ্গার যত নিকটে যাবে ততই শীতল বোধ হবে। স্নান করলে আরও শান্তি।

"তবে জীব জগৎ,—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব,—এ সব, তিনি আছেন বলে সব আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। ১ এর পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। ১-কে পুঁছে ফেল্লে শূন্যের কোনও পদার্থ থাকে না।"

প্রাণকৃষ্ণকে কৃপা করিবার জন্য ঠাকুর কি এইবার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছেন?

ঠাকুর বলিতেছেন—

[ঠাকুরের অবস্থা—ব্রহ্মজ্ঞানের পর 'ভক্তির আমি']

"ব্রহ্মজ্ঞানের পর—সমাধির পর—কেহ কেহ নেমে এসে 'বিদ্যার আমি' 'ভক্তির আমি' ল'য়ে থাকে। বাজার চুকে গেলে কেউ কেউ আপনার খুশি বাজারে থাকে। যেমন নারদাদি। তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য 'ভক্তির আমি' ল'য়ে থাকেন। শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

"একটুও আসক্তি থাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায় না। সুতার ভিতর একটু আঁশ থাক্‌লে ছুঁচের ভিতর যাবে না।

"যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁর কাম-ক্রোধাদি নাম মাত্র। যেমন পোড়া দড়ি। দড়ির আকার। কিন্তু ফুঁ দিলে উড়ে যায়!

"মন আসক্তিশূন্য হলেই তাঁকে দর্শন হয়। শুদ্ধ মনে যা উঠবে সে তাঁরই বাণী। শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ বুদ্ধিও তা—শুদ্ধ আত্মাও তা। কেন না তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই।

"তাঁকে কিন্তু লাভ করলে ধর্মাধর্মের পার হওয়া যায়।

এই বলিয়া ঠাকুর সেই দেবদুর্লভকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান ধরিলেন—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুমূলে রে, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীরাধার ভাব

ঠাকুর দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। হাজরা মহাশয় বারান্দায় বসিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে প্রাণকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

"হাজরা একটি কম নয়। যদি এখানে বড় দর্‌গা হয়, তবে হাজরা ছোট দর্‌গা। (সকলের হাস্য)।

নবকুমার বারান্দার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভক্তদের দেখিয়াই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিতেছেন—অহঙ্কারের মূর্তি।

বেলা সাড়ে নয়টা হইয়াছে। প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন,—কলিকাতার বাটীতে ফিরিয়া যাইবেন।

একজন বৈরাগী গোপীযন্ত্রে ঠাকুরের ঘরে গান করিতেছেন—

নিত্যানন্দের জাহাজ এসেছে।
তোরা পারে যাবি তো ধর এসে॥
ছয় মানোয়ারি গোরা, তারা দেয় সদা পারা,
বুক পিঠে তার ঢাল খাঁড়া ঘেরা।
তারা সদর দুয়ার আলগা ক'রে, রত্নমাণিক বিলাচ্ছে।

গান— এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।
এবারে বর্ষা ভারি, হও হুঁশারী, লাগো আদা জল খেয়ে।
যখন আসবে শ্রাবণা, দেখ্‌তে দেবে না।
বাঁশ বাখারী পচে যাবে, ঘর ছাওয়া হবে না।
যেমন আসবে্‌ ঝট্‌কা, উড়বে মট্‌কা, মটকা যাবে ফাঁক হ'য়ে।
(তুমিও যাবে হাঁ হ'য়ে)।

গান— কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে, হরি হয়ে বল্‌ছ হরি।
কার ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব, তাও ত কিছু বুঝতে নারি।

ঠাকুর গান শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীযুক্ত কেদার চাটুয্যে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি অফিসের বেশ পরিয়া আসিয়াছেন, চাপকান, ঘড়ি, ঘড়ির চেন। কিন্তু ঈশ্বরের কথা হইলেই তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া যান। অতি প্রেমিক লোক। অন্তরে গোপীর ভাব।

কেদারকে দেখিয়া ঠাকুরের একবারে শ্রীবৃন্দাবন-লীলা উদ্দীপন হইয়া গেল। প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া গান গাহিতেছেন—

সখি, সে বন কতদূর।
(যথা আমার শ্যামসুন্দর) (আর চলিতে যে নারি)

শ্রীরাধার ভাবে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ। চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। কেবল চক্ষের দুই কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতেছে।

কেদার ভূমিষ্ঠ। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া স্তব করিতেছেন—

হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং।
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্॥
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপম্।
সকল ভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। কেদার নিজ বাটী হালিসহর হইতে কলিকাতায় কর্মস্থলে যাইবেন। পথে দক্ষিণেশ্বর কালী-

মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যাইতেছেন। একটু বিশ্রাম করিয়া কেদার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে ভক্তসঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বেলা প্রায় দুপ্রহর হইল। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের জন্য থালা করিয়া মা কালীর প্রসাদ আনিয়া দিলেন। ঘরের মধ্যে ঠাকুর দক্ষিণাস্য হইয়া আসনে বসিলেন ও প্রসাদ পাইলেন। আহার বালকের ন্যায়,—একটু একটু সব মুখে দিলেন।

আহারান্তে ঠাকুর ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাড়োয়ারী ভক্তেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অভ্যাসযোগ—দুই পথ—বিচার ও ভক্তি

বেলা ৩টা। মাড়োয়ারী ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। মাষ্টার, রাখাল ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরে আছেন।

মাড়োয়ারী ভক্ত—মহারাজ, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দুই রকম আছে। বিচার পথ,—আর অনুরাগ বা ভক্তির পথ।

"সৎ অসৎ বিচার। একমাত্র সৎ বা নিত্য বস্তু ঈশ্বর, আর সমস্ত অসৎ বা অনিত্য। বাজীকরই সত্য ভেল্কী মিথ্যা। এইটি বিচার।

"বিবেক আর বৈরাগ্য। এই সৎ-অসৎ বিচারের নাম বিবেক। বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। এটি একেবারে হয় না—রোজ অভ্যাস করতে হয়। কামিনীকাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ করতে হয়;—তারপর তাঁর ইচ্ছায় মনের ত্যাগও করতে হয়, বাহিরের ত্যাগও করতে হয়। কলকাতার লোকেদের বলবার যো নাই 'ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর'—বলতে হয় 'মনে ত্যাগ কর'।

"অভ্যাস যোগের দ্বারা কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়। গীতায় এ কথা আছে। অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে তখন ইন্দ্রিয় সংযম করতে—কাম, ক্রোধ বশ করতে—কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ হাত-পা টেনে নিলে আর বাহির করে না; কুড়ুল দিয়ে চারখানা ক'রে কাটলেও আর বাহির করে না।"

মাড়োয়ারী ভক্ত—মহারাজ, দুই পথ বল্লেন; আর এক পথ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনুরাগ বা ভক্তির পথ। **ব্যাকুল হ'য়ে একবার কাঁদ—নির্জনে, গোপনে—দেখা দাও বোলে।**

"ডাক দেখি মন ডাকার মত তেমন শ্যামা থাকতে পারে!"

মাড়োয়ারী ভক্ত—মহারাজ, সাকার পূজার মানে কি? আর নিরাকার নির্গুণ,—এর মানেই বা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখ্‌লে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়।

"সাকার রূপ কি রকম জান? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়ভুড়ি উঠে সেইরূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক-একটি রূপ উঠছে দেখা যায়! অবতারও একটি রূপ। অবতার লীলা সে আদ্যাশক্তিরই খেলা।

[পাণ্ডিত্য—আমি কে? আমিই তুমি]

"পাণ্ডিত্যে কি আছে? ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায়। নানা বিষয় জান্‌বার দরকার নাই।

"যিনি আচার্য তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার। অপরকে বধ করবার জন্য ঢাল-তরোয়াল চাই; আপনাকে বধ করবার জন্য একটি ছুঁচ বা নরুণ হলেই হয়।

"আমি কে, এইটি খুঁজতে গেলে তাঁকেই পাওয়া যায়। আমি কি মাংস, না হাড়, না রক্ত, না মজ্জা;—না মন, না বুদ্ধি? শেষে বিচারে দেখা যায় যে আমি এ সব কিছুই নয়। 'নেতি' 'নেতি'। আত্মা ধরবার ছোঁবার যো নাই। তিনি নির্গুণ—নিরুপাধি।

"কিন্তু ভক্তি মতে তিনি সগুণ। চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম—সব চিন্ময়!"

মাড়োয়ারী ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যা ও আরতি]

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর গঙ্গাদর্শন করিতেছেন। ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎমাতার নাম করিতেছেন ও খাটটিতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার চিন্তা করিতেছেন।

ঠাকুরবাড়ীতে এইবার আরতি হইতেছে। যাঁহারা এখন পোস্তার উপর বা পঞ্চবটী মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন তাঁহারা দূর হইতে আরতির মধুর ঘণ্টা-নিনাদ শুনিতেছেন। জোয়ার আসিয়াছে ভাগীরথী কুলকুল শব্দ করিয়া উত্তরবাহিনী হইতেছেন। আরতির মধুর শব্দ এই কুলকুল শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া আরও মধুর হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে প্রেমোন্মত্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। সকলেই মধুর! হৃদয় মধুময়। মধু, মধু, মধু!

দ্বিতীয় খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, রাম নিত্যগোপাল, চৌধুরী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

নির্জনে সাধন—ফিলজফি—ঈশ্বর দর্শন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে মধ্যাহ্নে সেবার পর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। আজ রবিবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

রাখাল, হরিশ, লাটু, হাজরা আজকাল ঠাকুরের পদছায়ায় সর্বদা বাস করিতেছেন। কলিকাতা হইতে রাম, কেদার, নিত্যগোপাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়াছেন। আর চৌধুরী আসিয়াছেন।

চৌধুরীর সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। মনের শান্তির জন্য তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে কয়বার আসিয়াছেন। তিনি চারটা পাশ করিয়াছেন—রাজ সরকারের কাজ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—রাখাল, নরেন্দ্র, ভবনাথ এরা নিত্য সিদ্ধ—জন্ম থেকেই চৈতন্য আছে। লোকশিক্ষার জন্যই শরীর ধারণ।

"আর এক থাক আছে কৃপাসিদ্ধ। হঠাৎ তাঁর কৃপা হ'ল—অমনি দর্শন আর জ্ঞানলাভ। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর—আলো নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হ'য়ে যায়!—একটু একটু করে হয় না।

"যারা সংসারে আছে তাদের সাধন করতে হয়। নির্জনে গিয়ে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকতে হয়।

(চৌধুরীর প্রতি)—"পাণ্ডিত্য দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

"আর তাঁর বিষয় কে বিচার করে বুঝবে—তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি যাতে হয়, তাই সকলের করা উচিত।

[ভীষ্মদেবের ক্রন্দন—হারজিত—দিব্য চক্ষু ও গীতা]

"তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য—কি বুঝবে? তাঁর কার্যই বা কি বুঝতে পারবে?

"ভীষ্মদেব যিনি সাক্ষাৎ অষ্টবসুর একজন বসু—তিনিই শরশয্যায় শুয়ে কাঁদতে লাগলেন। বল্লেন—কি আশ্চর্য! পাণ্ডবদের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান সর্বদাই আছেন তবু তাদের দুঃখ-বিপদের শেষ নাই!—ভগবানের কার্য কে বুঝবে!

"কেউ মনে করে আমি একটু সাধন-ভজন করেছি, আমি জিতেছি। কিন্তু হার-জিত তাঁর হাতে। এখানে একজন মাগী (বেশ্যা) মরবার সময় সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করলে।"

চৌধুরী—তাঁকে কিরূপে দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ চক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্যচক্ষু দেন তবে দেখা যায়। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ঠাকুর দিব্যচক্ষু দিছলেন।

"তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব কিতাব করে! কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না।

[অহেতুকী ভক্তি—মূলকথা—রাগানুরাগা ভক্তি]

"যদি রাগ ভক্তি হয়—অনুরাগের সহিত ভক্তি—তা হ'লে তিনি স্থির থাকতে পারেন না।

"ভক্তি তাঁর কিরূপ প্রিয়—খোল্ দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়,—গব্ গব্ করে খায়!

"রাগ-ভক্তি—শুদ্ধাভক্তি—অহেতুকী ভক্তি। যেমন প্রহ্লাদের।

"তুমি বড়লোকের কাছে কিছু চাও না—কিন্তু রোজ আসো—তাকে দেখতে ভালোবাসো। জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল—'আজ্ঞা, দরকার কিছু নাই—আপনাকে দেখতে এসেছি।' এর নাম অহৈতুকী ভক্তি। তুমি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাও না—কেবল ভালবাসো।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।
[২য় ভাগ ৫ম খণ্ড—১ম পরিচ্ছেদ

"মূলকথা ঈশ্বরে রাগানুগা ভক্তি। আর বিবেক বৈরাগ্য।"

চৌধুরী—মহাশয়, গুরু না হ'লে কি হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**সচ্চিদানন্দই গুরু।**

"শব সাধন করে ইষ্ট দর্শনের সময় গুরু সাম্‌নে এসে পড়েন—আর বলেন, 'ঐ দেখ তোর ইষ্ট।'—তারপর গুরু ইষ্টে লীন হ'য়ে যান। যিনি গুরু তিনিই ইষ্ট। গুরু খেই ধরে দেন।

"অনন্তব্রত করে। কিন্তু পূজা করে—বিষ্ণুকে। তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরের অনন্তরূপ!

[শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়]

(রামাদি ভক্তদের প্রতি)—"যদি বল কোন্ মূর্তির চিন্তা করবো; যে মূর্তি ভাল লাগে তারই ধ্যান করবে। কিন্তু জান্‌বে যে সবই এক।

"কারু উপর বিদ্বেষ করতে নাই। শিব, কালী, হরি—সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে সেই ধন্য।

"বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল।

"একটু কাম-ক্রোধাদি না থাক্‌লে শরীর থাকে না। তাই তোমরা, কেবল কমাবার চেষ্টা কর্‌বে।

ঠাকুর কেদারকে দেখিয়া বলিতেছেন—

"ইনি বেশ। নিত্যও মানেন, লীলাও মানেন। এদিকে ব্রহ্ম আবার দেব-লীলা-মানুষলীলা পর্যন্ত।"

কেদার বলেন যে, ঠাকুর মানুষদেহ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

[সন্ন্যাসী ও কামিনী—ভক্তা স্ত্রীলোক]

নিত্যগোপালকে দেখিয়া ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন—

"এর বেশ অবস্থা!

(নিত্যগোপালের প্রতি)—"তুই সেখানে বেশী যাস্‌ নি।—কখনও একবার গেলি। ভক্ত হ'লেই বা—মেয়ে মানুষ কি না। তাই সাবধান!

"সন্ন্যাসীর বড় কঠিন নিয়ম। স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখ্‌বে না। এটি সংসারী লোকদের পক্ষে নয়।

"স্ত্রীলোক যদি খুব ভক্তও হয়,—তবুও মেশামিশি করা উচিত নয়। জিতেন্দ্রিয় হ'লেও—লোক-শিক্ষার জন্য ত্যাগীর এ সব করতে হয়।

"সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখ্‌লে অন্য লোকে ত্যাগ ক'রতে শিখ্‌বে। তা না হ'লে তারাও প'ড়ে যাবে। সন্ন্যাসী জগৎগুরু।"

এইবার ঠাকুর ও ভক্তেরা উঠিয়া বেড়াইতেছেন। মাষ্টার প্রহ্লাদের ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছবি দেখিতেছেন। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি—ঠাকুর বলিয়াছেন।

তৃতীয় খণ্ড

নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বলরাম মন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন—বৈঠকখানার উত্তর-পূর্বের ঘরে। বেলা একটা হইবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, বলরাম, মাষ্টার ঘরে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া আছেন।

আজ অমাবস্যা। শনিবার, ৭ই এপ্রিল (২৫শে চৈত্র) ১৮৮৩। ঠাকুর সকালে বলরামের বাড়ী আসিয়া মধ্যাহ্নে সেবা করিয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল ও আরও দু-একটি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারাও এখানে আহার করিয়াছেন। ঠাকুর বলরামকে বলিতেন—এদের খাইও, তাহ'লে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হ'বে।

কয়েকদিন হইল ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশবের বাটীতে নববৃন্দাবন নাটক দেখিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে নরেন্দ্র ও রাখাল ছিলেন। নরেন্দ্র অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন। কেশব পওহারী বাবা সাজিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি)—কেশব (সেন) সাধু সেজে শান্তিজল ছড়াতে লাগলো। আমার কিন্তু ভালো লাগলো না। অভিনয় করে শান্তি জল!

"আর একজন (কু-বাবু) পাপ পুরুষ সেজেছিল। ও রকম সাজাও ভাল না। নিজে পাপ করাও ভাল না—পাপের অভিনয় করাও ভাল না।"

নরেন্দ্রের শরীর তত সুস্থ নয়, কিন্তু তাঁহার গান শুনিতে ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা। তিনি বলিতেছেন—"নরেন্দ্র এরা বলছে একটু গা না।"

নরেন্দ্র তানপুরা লইয়া গাইতেছেন—

আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখি, গাও না রে।
ব্রহ্মকল্পতরুপরে বসে রে পাখি, বিভুগুণ গাও দেখি,
(গাও গাও); ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ,
সুপক্ক ফল খাও না রে।
বল বল আত্মারাম, পড় প্রাণারাম,
হৃদয়-মাঝে প্রাণ বিহঙ্গ ডাকো অবিরাম,
ডাকো তৃষিত চাতকের মত,
পাখি অলস থেকো না রে।

গান— বিশ্বভুবনরঞ্জন ব্রহ্ম পরম জ্যোতি।
অনাদিদেব জগৎপতি প্রাণের প্রাণ॥

গান— ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও।
চরণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।
কলুষ-কলঙ্কে তাহে, অবারিত এ হৃদয়;
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
মৃত-সঞ্জীবনী দৃষ্টে, শোধন করিয়ে লও।

গান— গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে।
[২য় ভাগ, ৫ম খণ্ড—২য় পরিচ্ছেদ

গান— চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।
[৩য় ভাগ, ১৫শ খণ্ড—৩য় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ভবনাথকে গান গাহিতে বলিতেছেন। ভবনাথ গাহিতেছেন—

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী!
সুখে দুঃখে সম, বন্ধু এমন কে, পাপ-তাপ-ভয়হারী।
সঙ্কট-পূরিত ঘোর ভবার্ণব, তারে কোন কাণ্ডারি;
কার প্রসাদে দূর-পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী?
পাপদহন-পরিতাপ নিবারি, কে দেয় শান্তির বারি;
ত্যজিলে সকলে, অন্তিমকালে, কে লয় ক্রোড় প্রসারি॥

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—এ (ভবনাথ) পান মাছ ত্যাগ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি, সহাস্যে)—সে কি রে! পান মাছে কি হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না! **কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ**। রাখাল কোথায়?

একজন ভক্ত—আজ্ঞা রাখাল ঘুমুচ্ছেন।

ঠাকুর (সহাস্যে)—একজন মাদুর বগলে ক'রে যাত্রা শুনতে এসেছিল। যাত্রার দেরী দেখে মাদুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়্‌লো। যখন উঠলো তখন সব শেষ হ'য়ে গেছে! (সকলের হাস্য)।

"তখন মাদুর বগলে ক'রে বাড়ী ফিরে গেলো।" (হাস্য)।

রামদয়াল বড় পীড়িত। আর এক ঘরে শয্যাগত। ঠাকুর সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন।

[পঞ্চদশী, বেদান্ত শাস্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারী ও শাস্ত্রার্থ]

বেলা ৪টা হইবে। বৈঠকখানা ঘরে নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বসিয়া আছেন। কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে।

ব্রাহ্মভক্ত—মহাশয়ের পঞ্চদশী দেখা আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব একবার প্রথম প্রথম শুন্‌তে হয়,—প্রথম প্রথম একবার বিচার ক'রে নিতে হয়। তারপর—

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,

মন তুই দেখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।

"সাধনাবস্থায় ওসব শুন্‌তে হয়। তাঁকে লাভের পর জ্ঞানের অভাব থাকে না। মা রাশ ঠেলে দেন।

"প্রথমে বানান ক'রে লিখ্‌তে হয়,—তার পর অমনি টেনে যাও।

"সোনা গলাবার সময় খুব উঠে প'ড়ে লাগতে হয়। এক হাতে হাপর—এক হাতে পাখা—মুখে চোঙ্গ—যতক্ষণ না সোনা গলে। গলার পর, যেই গড়নেতে ঢালা হলো—অমনি নিশ্চিন্ত।

"শাস্ত্র শুধু পড়্‌লে হয় না। কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে থাক্‌লে শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়।

'সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত।

কালার পিরীতে পড়ে সব হইল হত॥' (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবের কথা বলিতেছেন—

"কেশবের যোগ ভোগ। সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে।

একজন ভক্ত কন্‌ভোকেসন্ (বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের বাৎসরিক সভা) সম্বন্ধে বলিতেছেন—দেখ্‌লাম লোকে লোকারণ্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেক লোক একসঙ্গে দেখ্‌লে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। আমি দেখলে বিহ্বল হ'য়ে যেতাম।

চতুর্থ খণ্ড

নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মন্দিরদর্শন ও উদ্দীপন—শ্রীরাধার প্রেমোন্মাদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। সঙ্গে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি আছেন। বেলা পাঁচটা হইবে।

৺কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ী নন্দনবাগানে। তিনি পূর্বে সদরওয়ালা ছিলেন। আদি সমাজভুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি নিজের বাড়ীতেই দ্বিতলায় বৃহৎ প্রকোষ্ঠ-মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, আর ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া মাঝে মাঝে উৎসব করিতেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর শ্রীনাথ, যজ্ঞনাথ প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণ কিছুদিন ঐরূপ উৎসব করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ঠাকুরকে অতি যত্ন করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।

ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নীচে একটি বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ঘরে ব্রাহ্ম ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

আহূত হইয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে দ্বিতলায় উপাসনামন্দিরে গিয়া উপবেশন করিলেন। উপাসনার গৃহের পূর্বধারে বেদী রচনা হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ইংরাজী বাদ্যযন্ত্র (Piano) রহিয়াছে। ঘরের উত্তরাংশে কয়েকখানি চেয়ার পাতা আছে। তাহারই পূর্বধারে দ্বার আছে—অন্তঃপুরে যাওয়া যায়।

সন্ধ্যার সময় উৎসবের উপাসনা আরম্ভ হইবে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীযুক্ত ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় দু-একটি ভক্তসঙ্গে বেদীতে বসিয়া উপাসনা কার্য সম্পন্ন করিবেন।

গ্রীষ্মকাল—আজ বুধবার, চৈত্র কৃষ্ণাদশমী তিথি। ২রা মে, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। ব্রাহ্মভক্তেরা অনেকে নীচের বৃহৎ প্রাঙ্গণে বা বারান্দায় বেড়াইতেছেন। শ্রীযুক্ত জানকী ঘোষাল প্রভৃতি কেহ কেহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপাসনা গৃহে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিবেন। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বেদীর সম্মুখে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া রাখাল মাষ্টার প্রভৃতিকে কহিতেছেন—

"নরেন্দ্র আমায় বলেছিল, 'সমাজ মন্দির প্রণাম করে কি হয়?'

"মন্দির দেখ্‌লে তাঁকেই মনে পড়ে—উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয় সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়,—আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয়। এ সব জায়গা দেখলে ভগবানকেই মনে পড়ে।

"একজন ভক্ত বাব্‌লা গাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিল!—এই মনে করে যে এই কাঠে ঠাকুর রাধাকান্তের বাগানের জন্য কুড়ুলের বাঁট হয়।

"একজন ভক্তের এরূপ গুরুভক্তি যে গুরুর পাড়ার লোককে দেখে ভাবে বিভোর হয়ে গেল!

"মেঘ দেখে—নীলবসন দেখে—চিত্রপট দেখে—শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন হতো। তিনি এই সব দেখে উন্মত্তের ন্যায় 'কোথায় কৃষ্ণ!' বলে ব্যাকুল হ'তেন।"

ঘোষাল—উন্মাদ ত ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি গো? একি বিষয়চিন্তা করে উন্মাদ, যে অচৈতন্য হবে? এ অবস্থা যে ভগবান চিন্তা করে হয়! প্রেমোন্মাদ, জ্ঞানোন্মাদ—কি শুনো নাই?

[উপায়—ঈশ্বরকে ভালবাসা ও ছয় রিপুকে মোড় ফিরানো]

একজন ব্রাহ্মভক্ত—কি উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর উপর ভালবাসা।—আর এই সদাসর্বদা বিচার—ঈশ্বরই সত্য, জগৎ অনিত্য।

"অশ্বত্থই সত্য—ফল দুদিনের জন্য।"

ব্রাহ্মভক্ত—কাম, ক্রোধ, রিপু রয়েছে, কি করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছয় রিপুকে ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও।

"আত্মার সহিত রমণ করা, এই কামনা।

"যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয় তাদের উপর ক্রোধ। তাঁকে পাবার লোভ। 'আমার আমার' যদি করতে হয়—তবে তাঁকে লয়ে। যেমন—আমার কৃষ্ণ, আমার রাম। যদি অহংকার করতে হয় তো বিভীষণের মত?—আমি রামকে প্রণাম করেছি—এ মাথা আর কারু কাছে অবনত করবো না।"

ব্রাহ্মভক্ত—তিনিই যদি সব করাচ্ছেন তা হলে আমি পাপের জন্য দায়ী নই?

[Free Will, Responsibility (পাপের দায়িত্ব)]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—দুর্যোধন এ কথা বলেছিল—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

"যার ঠিক বিশ্বাস—ঈশ্বরই কর্তা আর আমি অকর্তা—তার পাপ কার্য হয় না। যে নাচতে ঠিক শিখেছে তার বেতালে পা পড়ে না।

"অন্তর শুদ্ধ না হলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না!

ঠাকুর উপাসনা গৃহে সমবেত লোকগুলিকে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন— "মাঝে মাঝে এরূপ একসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন করা খুব ভাল।

"তবে সংসারী লোকদের ঈশ্বরে অনুরাগ ক্ষণিক—যেমন তপ্ত লোহে জলের ছিটে দিলে, জল তাতে যতক্ষণ থাকে!"

[ব্রহ্মোপাসনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

এইবার উপাসনা আরম্ভ হইবে। উপাসনার বৃহৎ প্রকোষ্ঠ ব্রাহ্মভক্তে পরিপূর্ণ হইল। কয়েকটি ব্রাহ্মিকা ঘরের উত্তর দিকে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন —হাতে সঙ্গীতপুস্তক।

পিয়ানো ও হারমোনিয়াম সংযোগে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। সঙ্গীত শুনিয়া ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। ক্রমে উদ্বোধন— প্রার্থনা,—উপাসনা। বেদীতে উপবিষ্ট আচার্যগণ বেদ হইতে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন—

'ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নোবোধি। নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।

'তুমি আমাদের পিতা, আমাদের সদ্‌বুদ্ধি দাও—তোমাকে নমস্কার! আমাদিগকে বিনাশ করিও না।'

ব্রাহ্মভক্তেরা সমস্বরে আচার্যের সহিত বলিতেছেন—

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতংযদ্বিভাতি।

শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্। শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

এইবার আচার্যগণ স্তব করিতেছেন—

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়

নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়। ইত্যাদি।

স্তোত্র পাঠের পর আচার্যেরা প্রার্থনা করিতেছেন—

অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।

মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবির্ম্ম এধি।

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

স্তোত্রাদি পাঠ শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। এইবার আচার্য প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন।

[অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ—অহেতুককৃপাসিন্ধু]

উপাসনা হইয়া গেল। ভক্তদের লুচি, মিষ্টান্ন আদি খাওয়াইবার উদ্যোগ হইতেছে। ব্রাহ্ম ভক্তেরা অধিকাংশই নীচের প্রাঙ্গণে ও বারান্দায় বায়ুসেবন করিতেছেন।

রাত নয়টা হইল। ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। গৃহস্বামীরা আহূত সংসারী ভক্তদের লইয়া খাতির করিতে করিতে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন যে ঠাকুরের আর কোন সংবাদ লইতে পারিতেছেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখাল প্রভৃতির প্রতি)—কিরে কেউ ডাকে না যে রে!

রাখাল (সক্রোধে)—মহাশয়, চলে আসুন—দক্ষিণেশ্বরে যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আরে রোস্—গাড়ীভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে!—রোক্—করলেই হয় না। পয়সা নাই আবার ফাঁকা রোক্! আর এত রাত্রে খাই কোথা!

অনেকক্ষণ পরে শোনা গেল, পাতা হইয়াছে। সব ভক্তদের এককালে আহ্বান করা হইল। সেই ভিড়ে ঠাকুর রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে দ্বিতলায় জলযোগ করিতে চলিলেন। ভিড়েতে বসিবার জায়গা পাওয়া যাইতেছে না। অনেক কষ্টে ঠাকুরকে একধারে বসানো হইল।

স্থানটি অপরিষ্কার। একজন রন্ধনী ব্রাহ্মণী তরকারী পরিবেশন করিল—ঠাকুরের তরকারী খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি নুন টাক্না দিয়া লুচি খাইলেন ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর দয়াসিন্ধু। গৃহস্বামীদের ছোকরা বয়স। তাহারা তাঁহার পূজা করিতে জানে না বলিয়া তিনি কেন বিরক্ত হইবেন? তিনি না খাইয়া চলিয়া গেলে যে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। আর তাহারা ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়াই এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছে।

আহারান্তে ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ভাড়া কে দিবে? গৃহস্বামী-দের দেখ্তেই পাওয়া যাচ্ছে না। ঠাকুর গাড়ীভাড়া সম্বন্ধে ভক্তদের কাছে আনন্দ করিতে করিতে গল্প করিয়াছিলেন—

"গাড়ী ভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়ে দিলে!—তারপর অনেক কষ্টে তিন টাকা পাওয়া গেল, দু আনা আর দিলে না! বলে, ঐতেই হবে।"

পঞ্চম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে—শ্রীযুক্ত রাখাল, রাম, কেদার, তারক, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসংগে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে—ঠাকুরের শ্রীচরণপূজা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সন্ধ্যারতির পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে দেবী প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন ও চামর লইয়া কিয়ৎক্ষণ ব্যজন করিতেছেন।

গ্রীষ্মকাল। আজ শুক্রবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-তৃতীয়া তিথি, ৮ই জুন ১৮৮৩। গত মঙ্গলবার অমাবস্যার কথা শ্রীশ্রীকথামৃত দ্বিতীয় ভাগ পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ কলিকাতা হইতে সন্ধ্যার পর রাম, কেদার (চাটুয্যে), তারক ঠাকুরের জন্য ফুল, মিষ্টান্ন লইয়া একখানি গাড়ী করিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কেদারের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ হইবে। পরম ভক্ত। ঈশ্বরের কথা হইলেই চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়! প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন,—তৎপরে কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সহিত মিলিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রয় লইয়াছেন। রাজ সরকারের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্‌-এর কর্ম করেন। তাঁহার বাটী কাঁচড়াপাড়ার নিকট হালিসহর গ্রামে।

শ্রীযুক্ত তারকের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর হইবে। বিবাহ করিয়াছিলেন—কিছুদিন পরে পত্নীবিয়োগ হইল। তাঁহার বাটী বারাসাত গ্রামে। তাঁহার পিতা একজন উচ্চদরের সাধক—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেকবার দর্শন করিয়াছিলেন। তারকের মাতৃবিয়োগের পর তাঁহার পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন।

তারক রামের বাটীতে সর্বদা যাতায়াত করেন। তাঁহার ও নিত্যগোপালের সংগে তিনি প্রায় ঠাকুরকে দর্শন করিতে আইসেন। এখনও একটি অফিসে কর্ম করিতেছেন। কিন্তু সর্বদাই উদাস ভাব।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘর হইতে বহির্গত হইয়া চাতালে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, রাম, মাষ্টার, কেদার, তারক প্রভৃতি ভক্তেরা সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন।

[শ্রীযুক্ত তারকের প্রতি স্নেহ—কেদার ও কামিনী কাঞ্চন]

ঠাকুর তারকের চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নিজের ঘরে মেজেতে বসিয়া আছেন। পা দুখানি বাড়াইয়া দিয়াছেন,—রাম ও কেদার নানা কুসুম ও পুষ্পমালা দিয়া শ্রীপাদপদ্ম বিভূষিত করিয়াছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ!

কেদারের নব রসিকের ভাব। শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন। তাহা হইলে শক্তি সঞ্চার হইবে—এই ধারণা। ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—"মা, আঙ্গুল ধরে আমার কি ক'রতে পারবে!" কেদার বিনীত-ভাবে হাত জোড় করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি, ভাবাবেশে)—কামিনীকাঞ্চনে মন টানে (তোমার) —মুখে বল্লে কি হবে যে আমার ওতে মন নাই।

"এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে—রূপার খনি—সোনার খনি—হীরে-মাণিক। একটু উদ্দীপন হ'য়েছে ব'লে মনে কোরো না যে সব হয়ে গেছে!"

ঠাকুর আবার মার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন,—"মা, একে সরিয়ে দাও।"

কেদার শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সভয়ে রামকে বলিতেছেন—"ঠাকুর একি বলিতেছেন!"

[অবতার ও পার্ষদ]

শ্রীযুক্ত রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভাবে রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"আমি অনেকদিন এখানে এসেছি!—তুই কবে এলি?"

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে **তিনি ঈশ্বরের অবতার**—আর রাখাল তাঁহার একজন পার্ষদ—অন্তরঙ্গ?

ষষ্ঠ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসব-ক্ষেত্রে রাখাল, রাম, মাষ্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর সংকীর্ত্তনানন্দে—ঠাকুর কি গৌরাঙ্গ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসব-ক্ষেত্রে বহুলোকসমাকীর্ণ রাজপথে সংকীর্ত্তনের দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। বেলা একটা হইয়াছে। আজ সোমবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি, ১৮ই জুন, ১৮৮৩।

সংকীর্ত্তনমধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য চতুর্দিকে লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইতেছে। ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন, কেহ কেহ ভাবিতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন! চতুর্দিকে হরিধ্বনি সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় বাড়িতেছে। চতুর্দিক হইতে পুষ্প বৃষ্টি ও হরির লুট পড়িতেছে।

নবদ্বীপ গোস্বামী প্রভু সংকীর্ত্তন করিতে করিতে রাঘব-মন্দিরাভিমুখে যাইতেছিলেন। এমন সময়ে ঠাকুর কোথা হইতে তীর বেগে আসিয়া সংকীর্ত্তন দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন।

এটি **রাঘব পণ্ডিতের** চিঁড়ার **মহোৎসব**। শুক্লাপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে প্রতিবর্ষে হইয়া থাকে। **দাস রঘুনাথ** প্রথমে এই মহোৎসব করেন। রাঘব পণ্ডিত তাহার পরে বর্ষে বর্ষে করিয়াছিলেন। দাস রঘুনাথকে নিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন, 'ওরে চোরা তুই বাড়ী থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে আসিস্, আর চুরি করে প্রেম আস্বাদ করিস্—আমরা কেউ জান্‌তে পারি না! আজ তোকে দণ্ড দিব, তুই চিঁড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা কর্।'

ঠাকুর প্রতি বৎসরই প্রায় আসেন, আজও রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে আসিবার কথা ছিল। রাম সকালে কলিকাতা হইতে মাষ্টারের সহিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। সেইখানে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণামানন্তর উত্তরের বারান্দায় আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। রাম কলিকাতা হইতে যে গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ী করিয়া ঠাকুরকে পেনেটীতে আনা হইল। সেই গাড়ীতে রাখাল, মাষ্টার, রাম, ভবনাথ, আরও দু-একটি ভক্ত—তাহার মধ্যে একজন ছাদে বসিয়াছিলেন।

গাড়ী ম্যাগাজীন্ রোড দিয়া চানকের বড় রাস্তায় (ট্রাঙ্ক রোড্) গিয়া পড়িল। যাইতে যাইতে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে অনেক ফষ্টি-নষ্টী করিতে লাগিলেন।

[পেনেটী মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব]

পেনেটীর মহোৎসব-ক্ষেত্রে গাড়ী পৌঁছিবামাত্র রাম প্রভৃতি ভক্তেরা দেখিয়া অবাক হইলেন—ঠাকুর গাড়ীতে এই আনন্দ করিতেছিলেন, হঠাৎ একাকী নামিয়া তীরের ন্যায় ছুটিতেছেন! তাঁহারা অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্ত্তনের দলের মধ্যে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। পাছে পড়িয়া যান শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামী সমাধিস্থ দেখিয়া তাঁহাকে অতি যত্নে ধারণ করিতেছেন। আর চতুর্দিকের ভক্তেরা হরিধ্বনি করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প ও বাতাসা নিক্ষেপ করিতেছেন ও একবার দর্শন করিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছেন!

ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করিতেছেন। বাহ্যদশায় নাম ধরিলেন—

যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, ঐ তারা তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা তারা দুভাই এসেছে রে!
(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়) (যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)

ঠাকুরের সংগে সকলে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন, আর বোধ করিতেছেন, গৌর-নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—

নদে টলমল টলমল করে—গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে।

সংকীর্ত্তনতরংগ রাঘবমন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে পরিক্রমণ ও নৃত্য করিয়া ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম করিয়া, গংগাকুলের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ীর দিকে এই তরংগায়িত জনসংঘ অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ীতে সংকীর্ত্তন দলের কিয়দংশ প্রবেশ করিতেছে—অধিকাংশ লোকই প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কেবল দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি করিয়া উঁকি মারিতেছে।

[শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আংগিনা মধ্যে নৃত্য]

ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আংগিনায় আবার নৃত্য করিতেছেন। কীর্ত্তনানন্দে গর্গর মাতোয়ারা। মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। আর চতুর্দিক হইতে পুষ্প ও বাতাসা চরণতলে পড়িতেছে। হরিনামের রোল আংগিনার ভিতর মুহুর্মুহু হইতেছে। সেই ধ্বনি রাজপথে পৌঁছিয়া সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। ভাগীরথীবক্ষে যে সকল নৌকা যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের আরোহীগণ অবাক্ হইয়া এই সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় হরিধ্বনি শুনিতে লাগিল ও নিজেরাও 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে লাগিল।

পেনেটীর মহোৎসবে সমবেত সহস্র নরনারী ভাবিতেছে, এই মহাপুরুষের

ভিতর নিশ্চয়ই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। দুই একজন ভাবিতেছে ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই শ্রীগৌরাঙ্গ।

ক্ষুদ্র আঙিনায় বহুলোক একত্রিত হইয়াছে। ভক্তেরা অতি সন্তর্পণে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বাহিরে আনিলেন।

[শ্রীমণি সেনের বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণ]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত মণি সেনের বৈঠকখানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। এই সেন পরিবারদেরই পেনেটীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা। তাঁহারাই এখন বর্ষে বর্ষে মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন ও ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেন।

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলে পর মণি সেন ও তাঁহাদের গুরুদেব নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে কক্ষান্তরে লইয়া প্রসাদ আনিয়া সেবা করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাম, রাখাল, মাষ্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তদেরও আর এক ঘরে বসান হইল। ঠাকুর ভক্তবৎসল—নিজে দাঁড়াইয়া আনন্দ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশ

শ্রীগৌরাঙ্গের মহাভাব, প্রেম ও তিন দশা

অপরাহ্ণ। রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর মণি সেনের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। নবদ্বীপ গোস্বামী প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাণ্ডা হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মণি সেন ঠাকুরের গাড়ীভাড়া দিতে চাহিলেন। ঠাকুর তখন বৈঠকখানায় একটি কৌচে বসিয়া আছেন আর বলিতেছেন,—'গাড়ীভাড়া ওরা (রাম প্রভৃতিরা) নেবে কেন? ওরা রোজগার করে।'

এইবার ঠাকুর নবদ্বীপ গোস্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নবদ্বীপের প্রতি)—ভক্তি পাকলে ভাব;—তার পর মহাভাব—তার পর প্রেম;—তার পর বস্তু লাভ (ঈশ্বরলাভ)।

"গৌরাঙ্গের—মহাভাব, প্রেম।

"এই প্রেম হলে জগৎ ত ভুল হ'য়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়! গৌরাঙ্গের এই প্রেম হ'য়েছিল। সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌লো।

"জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না—তাদের ভাব পর্যন্ত। আর গৌরাঙ্গের তিনটি অবস্থা হ'ত। কেমন?

নবদ্বীপ—আজ্ঞা হাঁ। অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা আর বাহ্যদশা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন। অর্ধবাহ্যদশায় কেবল নৃত্য কর্‌তে পারতেন। বাহ্যদশায় নামসংকীর্ত্তন ক'রতেন।

নবদ্বীপ তাঁহার ছেলেটিকে আনিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। ছেলেটি যুবা পুরুষ—শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

নবদ্বীপ—ঘরে শাস্ত্র পড়ে। এদেশে বেদ এক রকম পাওয়াই যেত না। মোক্ষমূলর ছাপালেন, তাই তবু লোকে পড়ছে।

[পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র—শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশী শাস্ত্র পড়াতে আরও হানি হয়।

"শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তার পর আর গ্রন্থের কি দরকার।

"সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয়—ঈশ্বর লাভের জন্য!

"আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। গীতার সার, দশবার গীতা বল্লে যা হয়, অর্থাৎ 'ত্যাগী, ত্যাগী'।"

নবদ্বীপ—'ত্যাগী' ঠিক হয় না, 'তাগী' হয়। তা'হলেও সেই মানে। তগ্ ধাতু ঘঞ=তাগ;—তার উত্তর ইন্ প্রত্যয়—তাগী। 'ত্যাগী' মানেও যা 'তাগী' মানেও তাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতার সার মানে—হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ভগবানকে পাবার জন্য সাধনা কর।

নবদ্বীপ—ত্যাগ করবার মন কই হচ্ছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা গোস্বামী, তোমাদের ঠাকুর সেবা আছে,—তোমাদের সংসার ত্যাগ করলে চলবে না। তা হ'লে ঠাকুর সেবা কে করবে? তোমরা মনে ত্যাগ করবে।

"তিনিই লোকশিক্ষার জন্য তোমাদের সংসারে রেখেছেন—তুমি হাজার মনে করো, ত্যাগ করতে পারবে না—তিনি এমন প্রকৃতি তোমায় দিয়েছেন যে, তোমার সংসারের কাজই করতে হবে।

"শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—তুমি 'যুদ্ধ কর্‌বে না, কি ব'লছো?—তুমি ইচ্ছা কর্‌লেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'তে পার্‌বে না, তোমার প্রকৃতিতে তোমায় যুদ্ধ করাবে।"

[সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ—গোস্বামীর যোগ ও ভোগ]

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহিত কথা কহিতেছেন—এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থির,—চক্ষু পলক-

শূন্য। নিঃশ্বাস বহিতেছে কি না বহিতেছে,—বুঝা যায় না। নবদ্বীপ গোস্বামী, তাঁহার পুত্র ও ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর নবদ্বীপকে বলিতেছেন—

"যোগ ভোগ। তোমরা গোস্বামীবংশ তোমাদের দুইই আছে।

"এখন কেবল তাঁকে প্রার্থনা কর, আন্তরিক প্রার্থনা—'হে ঈশ্বর তোমার এই ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্য আমি চাই না,—আমি তোমায় চাই।

"তিনি তো সর্বভূতেই আছেন—তবে ভক্ত কাকে বলে? যে তাঁতে থাকে—যার মন-প্রাণ-অন্তরাত্মা সব, তাঁতে গত হয়েছে।"

ঠাকুর এইবার সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নবদ্বীপকে বলিতেছেন—

"আমার এই যে অবস্থাটা হয় (সমাধি অবস্থা) কেউ কেউ বলে রোগ। আমি বলি যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য হয়ে রয়েছে,—তাঁর চিন্তা করে কেউ কি অচৈতন্য হয়?"

শ্রীযুক্ত মণি সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বিদায় করিতেছেন—কাহাকে এক টাকা, কাহাকে দুই টাকা—যে যেমন ব্যক্তি।

ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—

"আমার টাকা নিতে নাই।"

মণি সেন তথাপি ছাড়েন না।

ঠাকুর তখন বলিলেন, যদি দাও তোমার গুরুর দিব্য। মণি সেন আবার দিতে আসিলেন। তখন ঠাকুর যেন অধৈর্য হইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন—'কেমন গো নেবো?' মাষ্টার ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন,—'আজ্ঞা না—কোন মতেই নেবেন না।'

শ্রীযুক্ত মণি সেনের লোকেরা তখন আম সন্দেশ কিনিবার নাম করিয়া রাখালের হস্তে টাকা দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আমি গুরুর দিব্য দিয়েছি।—আমি এখন খালাস। রাখাল নিয়েছে সে এখন বুঝুগ্‌গে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে আরোহণ করিলেন—দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ফিরিয়া যাইবেন।

[নিরাকার ধ্যান ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

পথে মতিশীলের ঠাকুরবাড়ী। ঠাকুর মাষ্টরকে অনেক দিন হইল বলিতেছেন—একসঙ্গে আসিয়া এই ঠাকুরবাড়ীর ঝিল দর্শন করিবেন—নিরাকার ধ্যান কিরূপ আরোপ করিতে হয়, শিখাইবার জন্য।

ঠাকুরের খুব সর্দি হইয়াছে। তথাপি ভক্তসঙ্গে ঠাকুরবাড়ী দেখিবার জন্য গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন।

ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা আছে। সন্ধ্যার এখনও একটু দেরী আছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

এইবার ঠাকুরবাড়ীর পূর্বাংশে যে ঝিল আছে তাহার ঘাটে আসিয়া ঝিল ও মৎস্য দর্শন করিতেছিলেন। কেহ মাছগুলির হিংসা করে না, মুড়ি ইত্যাদি খাবার জিনিস কিছু দিলেই বড় বড় মাছ দলে দলে সম্মুখে আসিয়া ভক্ষণ করে—তারপর নির্ভয়ে আনন্দে লীলা করিতে করিতে জলমধ্যে বিচরণ করে।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—"এই দ্যাখো কেমন মাছগুলি। এইরূপ চিদানন্দ সাগরে এই মাছের ন্যায় আনন্দে বিচরণ করা।"

সপ্তম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রহ্লাদচরিত্র শ্রবণ ও ভাবাবেশ—যোষিৎসঙ্গ নিন্দা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে মেজেতে বসিয়া প্রহ্লাদ-চরিত্র শুনিতেছেন। বেলা প্রায় ৮টা হইবে। শ্রীযুক্ত রামলাল ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পড়িতেছেন।

আজ শনিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা প্রতিপদ; ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। মণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার পদছায়ায় বাস করিতেছেন;—তিনি ঠাকুরের কাছে বসিয়া প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতেছেন। ঘরে শ্রীযুক্ত রাখাল, লাটু, হরীশ; কেহ বসিয়া শুনিতেছেন,—কেহ যাতায়াত করিতেছেন। হাজরা বারান্দায় আছে।

ঠাকুর প্রহ্লাদচরিত্র কথা শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। যখন হিরণ্যকশিপু বধ হইল, নৃসিংহের রুদ্র মূর্তি দেখিয়া ও সিংহনাদ শুনিয়া ব্রহ্মাদি দেবতারা প্রলয়াশঙ্কায় প্রহ্লাদকেই নৃসিংহের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। প্রহ্লাদ বালকের ন্যায় স্তব করিতেছেন। ভক্তবৎসল স্নেহে প্রহ্লাদের গা চাটিতে ছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, 'আহা! আহা! ভক্তের উপর কি ভালবাসা! বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাব সমাধি হইল! স্পন্দহীন,—চক্ষের কোণে প্রেমাশ্রু!

ভাব উপশমের পর ঠাকুর ছোট খাটখানিতে গিয়া বসিয়াছেন। মণি মেজের উপর তাঁহার পাদমূলে বসিলেন। ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঈশ্বরের পথে থাকিয়া যাহারা স্ত্রী-সঙ্গ করে তাহাদের প্রতি ঠাকুর ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—লজ্জা হয় না। ছেলে হ'য়ে গেছে আবার স্ত্রী-সঙ্গ ঘৃণা করে না।—পশুদের মত ব্যবহার! নাল, রক্ত, মল, মূত্র এ সব ঘৃণা করে না! যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমাসুন্দরী রমণী চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। যে শরীর থাক্‌বে না—যার ভিতর কৃমি, ক্লেদ, শ্লেষ্মা, যত প্রকার অপবিত্র জিনিস—সেই শরীর নিয়ে আনন্দ। লজ্জা হয় না!

[ঠাকুরের প্রেমানন্দ ও মা কালীর পূজা]

মণি তিরস্কৃত হইয়া চুপ করিয়া হেঁট মুখ হইয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন—তাঁর প্রেমের এক বিন্দু যদি কেউ পায় কামিনীকাঞ্চন

অতি তুচ্ছ বলে বোধ হয়। মিছরির পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা তুচ্ছ হয়ে যায়। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে, তাঁর নাম গুণ সর্বদা কীর্ত্তন ক'রলে—তাঁর উপর সেই ভালবাসা ক্রমে হয়।

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ও গান গাইতে লাগিলেন—

সুরধনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
(নিতাই নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে)।

প্রায় ১০টা বাজে! শ্রীযুক্ত রামলাল কালীঘরে মা কালীর নিত্য পূজা সাঙ্গ করিয়াছেন। ঠাকুর মাকে দর্শন করিবার জন্য কালীঘরে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন। মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন। দুই একটি ফুল মার চরণে দিলেন। নিজের মাথায় ফুল দিয়া ধ্যান করিতেছেন। এইবার গীতচ্ছলে মার স্তব করিতেছেন—

ভবদারা ভয়হরা নাম শুনেছি তোমার।
তাইতে এবার দিয়েছি ভার, তারো তারো না তারো মা।

[৩য় ভাগ, ৪র্থ খণ্ড—২য় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁর ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় বসিয়াছেন। বেলা ১০টা হইবে। এখনও ঠাকুরদের ভোগ ও ভোগারতি হয় নাই। মা কালী ও রাধাকান্তের প্রসাদি মাখন ও ফল মূল হইতে কিছু লইয়া ঠাকুর জলযোগ করিয়াছেন। রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরাও কিছু কিছু পাইয়াছেন।

ঠাকুরের কাছে বসিয়া রাখাল Smiles' Self-Help পড়িতেছেন,—Lord Erskine -এর বিষয়।

[নিষ্কাম কর্ম—পূর্ণ জ্ঞানী গ্রন্থ পড়ে না]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ওতে কি বল্‌ছে?

মাষ্টার—সাহেব ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য কর্ম করতেন,—এই কথা বল্‌ছে। নিষ্কাম কর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে ত বেশ! কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ—একখানাও পুস্তক সঙ্গে থাকবে না। যেমন শুকদেব—তাঁর সব মুখে।

"বইয়ে—শাস্ত্রে—বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। সাধু চিনিটুকু ল'য়ে বালি ত্যাগ করে। সাধু সার গ্রহণ করে।"

শুকদেবাদির নাম করিয়া ঠাকুর কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইতেছেন?

বৈষ্ণবচরণ কীর্ত্তনিয়া আসিয়াছেন। তিনি সুবোলমিলন কীর্ত্তন শুনাইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুত রামলাল থালায় করিয়া ঠাকুরের জন্য প্রসাদ আনিয়া দিলেন। সেবার পর—ঠাকুর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

রাত্রে মণি নবতে শয়ন করিলেন। শ্রীশ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ঠাকুরের সেবার জন্য আসিতেন তখন এই নবতেই বাস করিতেন। কয়েক মাস হইল তিনি কামারপুকুরে শুভাগমন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরাখাল, লাটু, জনাইয়ের মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সঙ্গে পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথী। কাছেই করবী, বেল, জুঁই, গোলাপ, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি নানা কুসুমবিভূষিত পুষ্পবৃক্ষ। বেলা ১০টা হইবে।

আজ রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর মণিকে দেখিতেছেন ও গান গাইতেছেন—

তারিতে হবে মা তারা হয়েছি শরণাগত।
হইয়া রয়েছি যেন পিঞ্জরের পাখির মত॥
অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি।
মায়াতে মোহিত হ'য়ে বৎসহারা গাভীর মত॥

[রামচিন্তা—সীতার ন্যায় ব্যাকুলতা]

"কেন? পিঞ্জরের পাখির মত হতে যাব কেন? হ্যাক্! থু!"

কথা কহিতে কহিতে ভাবাবিষ্ট—শরীর, মন সব স্থির ও চক্ষে ধারা! কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন. **মা সীতার মত করে দাও**—একেবারে সব ভুল—দেহ ভুল, যোনি, হাত, পা, স্তন—কোনো দিকে হুঁশ নাই। কেবল এক চিন্তা—কোথায় রাম!'

কিরূপ ব্যাকুল হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়—মণিকে এইটি শিখাইবার জন্যই কি ঠাকুরের সীতার উদ্দীপন হইল? সীতা রামময়জীবিতা,—রামচিন্তা ক'রে উন্মাদিনী—দেহ যে এমন প্রিয় তাহাও ভুলে গেছেন!

বেলা ৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। জনাইয়ের মুখুয্যেবাবু একজন আসিয়াছেন—তিনি শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞাতি। তাঁহার সঙ্গে একটি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্ম বন্ধু। মণি, রাখাল, লাটু, হরিশ, যোগীন; প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন।

যোগীন দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদের ছেলে। তিনি আজকাল প্রায়

প্রত্যহ বৈকালে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন ও রাত্রে চলিয়া যান। যোগীন এখনও বিবাহ করেন নাই।

মুখুয্যে (প্রণামানন্তর)—আপনাকে দর্শন ক'রে বড় আনন্দ হোলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি সকলের ভিতরই আছেন; সকলের ভিতর সেই সোনা, কোনোখানে বেশী প্রকাশ। সংসারে সোনা অনেক মাটি চাপা।

মুখুয্যে (সহাস্যে)—মহাশয়, ঐহিক পারত্রিক কি তফাৎ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধনের সময় 'নেতি' 'নেতি' করে ত্যাগ ক'রতে হয়। তাঁকে লাভের পর বুঝা যায় তিনিই সব হয়েছেন।

"যখন রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হোলো দশরথ বড় ভাবিত হয়ে বশিষ্ঠদেবের শরণাগত হলেন—যাতে রাম সংসার ত্যাগ না করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখেন, তিনি বিমনা হ'য়ে বসে আছেন—অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ বল্লেন, রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন? সংসার কি তিনি ছাড়া? আমার সঙ্গে বিচার করো। রাম দেখলেন, সংসার সেই পরব্রহ্ম থেকেই হয়েছে,—তাই চুপ ক'রে রহিলেন।

"যেমন যে জিনিস থেকে ঘোল, সেই জিনিস থেকে মাখম। তখন ঘোলেরই মাখম, মাখমেরই ঘোল। অনেক কষ্টে মাখম তুললে (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হোলো); —তখন দেখছো যে মাখম থাকলেই ঘোলও আছে,—যেখানে মাখম সেইখানেই ঘোল। ব্রহ্ম আছেন বোধ থাক্‌লেই—জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব-ও আছে।

[ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র উপায়]

"ব্রহ্ম যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে (অর্থাৎ মুখে বলা হয়েছে), কিন্তু ব্রহ্ম কি,—কেউ মুখে বলতে পারে নাই। তাই উচ্ছিষ্ট হয় নাই। এ কথাটি বিদ্যাসাগরকে বলেছিলাম—বিদ্যাসাগর শুনে ভারী খুসী।

"বিষয় বুদ্ধির লেশ থাক্‌লে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কামিনীকাঞ্চন মনে আদৌ থাক্‌বে না, তবে হবে। গিরিরাজকে পার্বতী বল্লেন, 'বাবা, ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও তা হ'লে সাধুসঙ্গ কর'।"

ঠাকুর কি বল্‌ছেন, সংসারী লোক বা সন্ন্যাসী যদি কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে তা হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না?

[যোগভ্রষ্ট—ব্রহ্মজ্ঞানের পর সংসার]

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার মুখুয্যেকে সম্বোধন ক'রে বলছেন—"তোমাদের ধন ঐশ্বর্য আছে অথচ ঈশ্বরকে ডাকছো, এ খুব ভাল। গীতায় আছে যারা যোগ-ভ্রষ্ট তারাই ভক্ত হ'য়ে ধনীর ঘরে জন্মায়।

মুখুয্যে (বন্ধুর প্রতি, সহাস্যে)—শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি মনে ক'রলে জ্ঞানীকে সংসারেও রাখ্‌তে পারেন। তাঁর ইচ্ছাতে জীব জগৎ হয়েছে। তিনি ইচ্ছাময়—

মুখুয্যে (সহাস্যে)—তাঁর আবার ইচ্ছা কি? তাঁর কি কিছু অভাব আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তাতেই বা দোষ কি? জল স্থির থাকলেও জল,—তরঙ্গ হ'লেও জল।

[জীব জগৎ কি মিথ্যা?]

"সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাক্‌লেও সাপ,—আবার তির্যক্‌গতি হয়ে এঁকে বেঁকে চল্‌লেও সাপ।

"বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি,—যখন কাজ ক'রছে তখনও সেই ব্যক্তি।

"জীব জগৎকে বাদ দেবে কেমন করে—তা হলে যে ওজনে কম পড়ে! বেলের বীচি, খোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না।

"ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। সেই আদ্যাশক্তিতেই জীব জগৎ হয়েছে।"

[সমাধিযোগের উপায়—ক্রন্দন ঃ ভক্তিযোগ ও ধ্যানযোগ]

মুখুয্যে—কেন যোগভ্রষ্ট হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি। ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি।'

"কামিনীকাঞ্চনই মায়া। মন থেকে ঐ দুটি গেলেই যোগ। আত্মা—পরমাত্মা চুম্বক পাথর, জীবাত্মা যেন একটি ছুঁচ—তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু ছুঁচে যদি মাটি মাখা থাকে চুম্বক টানে না,—মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে। কামিনী কাঞ্চন মাটি পরিষ্কার ক'রতে হয়।"

মুখুয্যে—কিরূপে পরিষ্কার হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো—সেই জল মাটিতে লাগ্‌লে ধুয়ে ধুয়ে যাবে। যখন খুব পরিষ্কার হবে তখন চুম্বকে টেনে লবে।—যোগ তবেই হবে।

মুখুয্যে—আহা কি কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর জন্য কাঁদতে পারলে দর্শন হয়—সমাধি হয়। যোগে সিদ্ধ হলেই সমাধি। কাঁদলে কুম্ভক আপনি হয়; তারপর সমাধি।

"আর এক আছে ধ্যান। সহস্রারে শিব বিশেষরূপে আছেন। তাঁর ধ্যান। শরীর সরা, মন বুদ্ধি জল। এই জলে সেই সচ্চিদানন্দ সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্ব সূর্যের ধ্যান করতে করতে সত্য সূর্য তাঁর কৃপায় দর্শন হয়।

[সাধুসঙ্গ কর ও আমমোক্তার (বকলমা) দাও]

"কিন্তু সাংসারী লোকের সর্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার। সকলেরই দরকার। সন্ন্যাসীরও দরকার। তবে সংসারীদের বিশেষতঃ, রোগ লেগেই আছে—কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে সর্বদা থাকতে হয়।"

মুখুয্যে—আজ্ঞা, রোগ লেগেই আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে আমমোক্তারি (বকলমা) দাও—যা হয় তিনি করুন। তুমি বিড়ালছানার মত কেবল তাঁকে ডাকো—ব্যাকুল হয়ে। তার মা যেখানে তাকে রাখে—সে কিছু জানে না;—কখনও বিছানার উপর রাখছে,—কখনও হেঁশালে।

[প্রবর্তক শাস্ত্র পড়ে—সাধনার পর তবে দর্শন]

মুখুয্যে—গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পড়া ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু পড়লে শুনলে কি হবে? কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়—আবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।

"প্রথমে প্রবর্তক। সে পড়ে, শুনে। তারপর সাধক,—তাঁকে ডাকছে, ধ্যান চিন্তা করছে, নাম গুণ কীর্ত্তন করছে। তারপর সিদ্ধ—তাঁকে বোধে বোধ করছে, দর্শন করছে। তাপর সিদ্ধের সিদ্ধ; যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা—কখনও বাৎসল্য, কখনও মধুর ভাব।

মণি, রাখাল, যোগীন, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা এই সকল দেবদুর্লভ তত্ত্বকথা অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

এইবার মুখুয্যেরা বিদায় লইবেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর যেন তাঁদের সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মুখুয্যে (সহাস্যে)—আপনার আবার উঠা বসা।—

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আবার উঠা বস্যতেই বা ক্ষতি কি? জল স্থির হলেও জল,—আর হেললে দুল্‌লেও জল। ঝড়ের এঁটো পাতা—হাওয়াতে যে দিকে লয়ে যায়? আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও বেদান্ত সম্বন্ধে গুহ্য ব্যাখ্যা—অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—জগৎ কি মিথ্যা]

Identity of the Undifferentiated and Differentiated

জনাইয়ের মুখুয্যেরা চলিয়া গেলেন। মণি ভাবিতেছেন, বেদান্তদর্শন মতে 'সব স্বপ্নবৎ'। তবে জীব জগৎ আমি এ সব—কি মিথ্যা?

মণি একটু একটু বেদান্ত দেখিয়াছেন। আবার বেদান্তের অস্ফুট প্রতিধ্বনি কাণ্ট্, হেগেল প্রভৃতি জার্মান পণ্ডিতদের বিচার একটু পড়েছেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুর্বল মানুষের ন্যায় বিচার করেন নাই,—জগন্মাতা তাঁহাকে সমস্ত দর্শন* করাইয়াছেন। মণি তাই ভাবছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সহিত একাকী পশ্চিমের গোল বারান্দায় কথা কহিতেছেন। সম্মুখে গঙ্গা—কুল কুল রবে দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। শীতকাল—সূর্যদেব এখন দেখা যাইতেছে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। যাঁহার জীবন বেদময়—যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য বেদান্তবাক্য—যাঁহার শ্রীমুখ দিয়া শ্রীভগবান কথা কন—যাঁহার কথামৃত লইয়া বেদ, বেদান্ত, শ্রীভাগবত গ্রন্থকার ধারণ করে, সেই অহেতুককৃপাসিন্ধু পুরুষ গুরুরূপ ধারণ করিয়া কথা কহিতেছেন।

মণি—জগৎ কি মিথ্যা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—মিথ্যা কেন? ও সব বিচারের কথা।

"প্রথমটা, 'নেতি' 'নেতি' বিচার করবার সময়, তিনি জীব নন, জগৎ নন চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন, হয়ে যায়;—'এ সব স্বপ্নবৎ' হয়ে যায়। তারপর অনুলোম বিলোম। তখন তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন বোধ হয়।

"তুমি সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠ্‌লে। কিন্তু যতক্ষণ ছাদ বোধ ততক্ষণ সিঁড়িও আছে। যার উঁচু বোধ আছে, তার নীচু বোধও আছে।

"আবার ছাদে উঠে, দেখলে—যে জিনিসে ছাদ তৈয়ের হয়েছে—ইট, চূণ, সুরকি—সেই জিনিসেই সিঁড়ি তৈয়ের হয়েছে।

"আর যেমন বেলের কথা বলেছি।

"যার **অটল** আছে তার **টল**ও আছে।

---

* **Revelation ; Transcendental Perception ; God-vision.**

"আমি যাবার নয়। 'আমি ঘট' যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ জীব জগৎও রয়েছে। তাঁকে লাভ করলে দেখা যায় তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।—শুধু বিচারে হয় না।

"শিবের দুই অবস্থা। যখন সমাধিস্থ—মহাযোগে বসে আছেন—তখন আত্মারাম। আবার যখন সে অবস্থা থেকে নেবে আসেন—একটু 'আমি' থাকে তখন 'রাম' 'রাম' করে নৃত্য করেন!"

ঠাকুর শিবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন?

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম ও তাঁহার চিন্তা করিতেছেন। ভক্তেরাও নির্জনে গিয়া যে যার ধ্যানাদি করিতে লাগিলেন। এ দিকে ঠাকুর-বাড়ীতে মা কালীর মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও দ্বাদশ শিবমন্দিরে আরতি হইতে লাগিল।

আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রোদয় হইল। সে আলো মন্দির-শীর্ষে, চতুর্দিকের তরুলতা ও মন্দিরের পশ্চিমে ভাগীরথী-বক্ষে পড়িয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এই সময় সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন। মণি বৈকালে বেদান্ত সম্বন্ধে যে কথার অবতারণা করিয়াছিলেন ঠাকুর আবার সেই কথাই কহিতেছেন।

[সব চিন্ময় দর্শন—মথুরকে খাজাঞ্চির পত্র লেখা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও সব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।

"আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়!—প্রতিমা চিন্ময়!—বেদী চিন্ময়!—কোশা কুশী চিন্ময়!—চৌকাট চিন্ময়!—মার্বেলের পাথর—সব চিন্ময়!

"ঘরের ভিতর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে! সচ্চিদানন্দ রসে।

"কালীঘরের সম্মুখে একজন দুষ্ট লোককে দেখলাম;—কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জ্বলজ্বল করছে দেখলাম!

"তাইত বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্যন্ত। তখন খাজাঞ্চি সেজোবাবুকে চিঠি লিখলে যে ভট্‌চার্জি মহাশয় ভোগের লুচি বিড়ালদের খাওয়াচ্ছেন। সেজোবাবু আমার অবস্থা বুঝতো। পত্রের উত্তরে লিখলে, 'উনি যা করেন তাতে কোন কথা বোলো না।'

"তাঁকে লাভ কর্‌লে এইগুলি ঠিক দেখা যায় তিনিই জীব, জগৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন।

"তবে যদি তিনি 'আমি' একেবারে পুঁছে দেন তখন যে কি হয় মুখে বলা যায় না। রামপ্রসাদ যেমন বলেছেন—

'তখন তুমি ভাল কি আমি ভাল সে তুমিই বুঝবে।'

"সে অবস্থাও আমার এক একবার হয়।

"বিচার করে একরকম দেখা যায়,—আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখন আর একরকম দেখা যায়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন—উপায় প্রেম

পরদিন সোমবার, বেলা আটটা হইল। ঠাকুর সেই ঘরে বসিয়া আছেন। রাখাল, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত মধু ডাক্তারও আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরের কাছে সেই ছোট খাটটির উপরেই বসিয়া আছেন। মধু ডাক্তার প্রবীণ—ঠাকুরের অসুখ হইলে প্রায় তিনি আসিয়া দেখেন। বড় রসিক লোক।

মণি ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামানন্তর উপবেশন করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—কথাটা এই—সচ্চিদানন্দে প্রেম।

[ঠাকুরের সীতামূর্তি দর্শন—গৌরী পণ্ডিতের কথা]

"কিরূপ প্রেম? ঈশ্বরকে কিরূপ ভালবাসতে হবে? গৌরী বল্‌তো রামকে জানতে গেলে সীতার মত হতে হয়; ভগবানকে জানতে ভগবতীর মত হতে হয়,—ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন সেইরূপ তপস্যা ক'রতে হয়; পুরুষকে জান্‌তে গেলে প্রকৃতিভাব আশ্রয় ক'রতে হয়—সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব।

"আমি সীতামূর্তি দর্শন করেছিলাম। দেখলাম সব মনটা রামেতেই রয়েছে। যোনি, হাত, পা, বসন ভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নাই। যেন জীবনটা রামময়—রাম না থাকলে, রামকে না পেলে, প্রাণে বাঁচবে না!"

মণি—আজ্ঞা হাঁ,—যেন পাগলিনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—উন্মাদিনী!—ইয়া। ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হতে হয়।

"কামিনীকাঞ্চনে মন থাক্‌লে হয় না। কামিনীর সঙ্গে রমণ,—তাতে কি সুখ! ঈশ্বরদর্শন হলে রমণ-সুখের কোটীগুণ আনন্দ হয়। গৌরী বল্‌ত, মহাভব হ'লে শরীরের সব ছিদ্র—লোমকূপ পর্যন্ত—মহাযোনি হয়ে যায়। এক একটি ছিদ্রে আত্মার সহিত রমণ-সুখ বোধ হয়।)

[গুরু পূর্ণ জ্ঞানী হবেন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক্‌তে হয়। গুরুর মুখে শুনে নিতে হয়—কি কর্‌লে তাঁকে পাওয়া যায়।

“গুরু নিজে পূর্ণ জ্ঞানী হ’লে তবে পথ দেখিয়ে দিতে পারে।

“পূর্ণ জ্ঞান হ’লে বাসনা যায়,—পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। দত্তাত্রেয় আর জড়্‌ভরত—এদের বালকের স্বভাব হ’য়েছিল।”

মণি—আজ্ঞে, এদের খপর আছে;—আরও এদের মত কত জ্ঞানী লোক হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ! জ্ঞানীর সব বাসনা যায়,—যা থাকে তাতে কোন হানি হয় না। পরশমণিকে ছুঁলে তরবার সোনা হ’য়ে যায়,—তখন আর সে তরবারে হিংসার কাজ হয় না। সেইরূপ জ্ঞানীর কাম-ক্রোধের কেবল ভঙ্গীটুকু থাকে। নামমাত্র। তাতে কোন অনিষ্ট হয় না।

মণি—আজ্ঞে, আপনি যেমন বলেন, জ্ঞানী তিন গুণের অতীত হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কোন গুণেরই বশ নন। এরা তিনজনেই ডাকাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐগুলি ধারণা করা চাই।

মণি—পূর্ণ জ্ঞানী পৃথিবীতে বোধ হয় তিন-চার জনের বেশী নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন পশ্চিমের মঠে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখা যায়।

মণি—আজ্ঞা, সে সন্ন্যাসী আমিও হ’তে পারি!

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথায় কিয়ৎক্ষণ মণিকে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—কি সব ছেড়ে?

মণি—মায়া না গেলে কি হবে? মায়াকে যদি জয় না কর্‌তে পারে শুধু সন্ন্যাসী হ’য়ে কি হবে?

সকলেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন।

[ত্রিগুণাতীত ভক্ত যেমন বালক]

মণি—আজ্ঞা, ত্রিগুণাতীত ভক্তি কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে ভক্তি হ’লে সব চিন্ময় দেখে। চিন্ময় শ্যাম। চিন্ময় ধাম। ভক্তও চিন্ময়। সব চিন্ময়। এ ভক্তি কম লোকের হয়।

ডাক্তার মধু (সহাস্যে)—ত্রিগুণাতীত ভক্তি—অর্থাৎ ভক্ত কোন গুণের বশীভূত নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ইয়া! যেমন পাঁচ বছরের বালক—কোন গুণের বশ নয়।

মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া প্রণাম করিলেন ও মেজেতে আসন গ্রহণ করিলেন।

মণিও মেজেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর শুইয়া মণি মল্লিকের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটি একটি কথা কহিতেছেন।

মণি মল্লিক—আপনি কেশব সেনকে দেখ্‌তে গিছ্‌লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ—এখন কেমন আছেন?

মণি মল্লিক—কিছু সারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলাম বড় রাজসিক,—অনেকক্ষণ বসিয়েছিল,—তারপর দেখা হল।

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন ও ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

[শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত—ঠাকুর 'রাম রাম' করিয়া পাগল]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আমি 'রাম' 'রাম' করে পাগল হ'য়েছিলাম। সন্ন্যাসীর ঠাকুর রামলালাকে লয়ে লয়ে বেড়াতাম। তাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম। যেখানে যাবো,—সঙ্গে করে লয়ে যেতাম। 'রামলালা রামলালা' করে পাগল হয়ে গেলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিল্বমূলে ও পঞ্চবটীতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিল্ববৃক্ষের নিকট মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বেলা প্রায় নয়টা হইবে।

আজ বুধবার, ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৩। কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি।

বিল্বতল ঠাকুরের সাধনভূমি। অতি নির্জন স্থান। উত্তরে বারুদখানা ও প্রাচীর। পশ্চিমে ঝউগাছগুলি সর্বদাই প্রাণ-উদাসকারী সোঁ সোঁ শব্দ করিতেছে; পরেই ভাগীরথী। দক্ষিণে পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে। চতুর্দিকে এত গাছপালা, দেবালয়গুলি দেখা যাইতেছে না।

(শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না ক'রলে কিন্তু হবে না।

মণি—কেন? বশিষ্ঠদেব ত রামচন্দ্রকে বলেছিলেন,—'রাম, সংসার যদি ঈশ্বর ছাড়া হয় তা হ'লে সংসার ত্যাগ করো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিয়া)—সে রাবণবধের জন্য!—তাই রাম সংসারে রইলেন—বিবাহ করলেন।)

মণি নির্বাক হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য পঞ্চবটী অভিমুখে গমন করিলেন।

['নিরাকার সাধন বড় কঠিন']

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী তলায় মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বেলা প্রায় ১০টা হইল।

মণি—আজ্ঞা, নিরাকার সাধন কি হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হবে না কেন? ও পথ বড় কঠিন*। আগেকার ঋষিরা অনেক তপস্যার দ্বারা বোধে বোধ ক'রত,—ব্রহ্ম কি বস্তু অনুভব ক'রত। ঋষিদের খাটুনি কত ছিল।—নিজেদের কুটীর থেকে সকালবেলা বেরিয়ে যেত,—সমস্ত দিন তপস্যা ক'রে সন্ধ্যার পর আবার ফিরতো। তারপর এসে একটু ফলমূল খেতো।

"এ সাধনে একেবারে বিষয় বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকলে হবে না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এ সব বিষয় মনে আদপে থাক্‌বে না। তবে শুদ্ধ মন হবে। সেই শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ আত্মাও তা। মনেতে কামিনীকাঞ্চন একেবারে থাকবে না—

"তখন আর একটি অবস্থা হয়। ঈশ্বরই কর্তা আমি অকর্তা' আমি না হ'লে চলবে না এরূপ জ্ঞান থাক্‌বে না—সুখে দুঃখে।

"একটি মঠের সাধুকে দুষ্ট লোকে মেরেছিল,—সে অজ্ঞান হ'য়ে গিছলো। চৈতন্য হ'লে যখন জিজ্ঞাসা ক'রলে কে তোমাকে দুধ খাওয়াচ্ছে? সে বলেছিল, যিনি আমায় মেরেছেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।

মণি—আজ্ঞা হাঁ, জানি।

[স্থিত সমাধি ও উন্মনা সমাধি]

শ্রীরামকৃষ্ণ—না শুধু জানলে হবে না;—ধারণা করা চাই।

"বিষয়চিন্তা মনকে সমাধিস্থ হ'তে দেয় না।

"একেবারে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হ'লে স্থিত-সমাধি হয়। আমার স্থিত-সমাধিতে দেহত্যাগ হতে পারে, কিন্তু ভক্তি ভক্ত নিয়ে একটু থাকবার বাসনা আছে। তাই একটু দেহের উপরেও মন আছে।

"আর এক আছে উন্মনা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। ওটা তুমি বুঝেছ?

মণি—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। বেশীক্ষণ এ সমাধি থাকে না, বিষয়চিন্তা এসে ভঙ্গ হয়—যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়।

---

* ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥—গীতা

"ও দেশে দেয়লের ভিতর গর্তে নেউল থাকে। গর্তে যখন থাকে বেশ আরামে থাকে। কেউ কেউ ন্যাজে ইট বেঁধে দেয়—তখন ইটের জোরে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যতবার গর্তের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে—ততবারই ইটের জোরে বাইরে এসে পড়ে। বিষয়-চিন্তা এমনি—যোগীকে যোগভ্রষ্ট করে।

"বিষয়ী লোকদের এক একবার সমাধির অবস্থা হ'তে পারে। সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে, কিন্তু সূর্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হ'য়ে যায়। বিষয় মেঘ।"

মণি—সাধন করলে জ্ঞান আর ভক্তি দুই কি হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তি নিয়ে থাকলে দুই-ই হয়। দরকার হয়, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দেন। খুব উঁচু ঘর হ'লে একাধারে দুই-ই হতে পারে।

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাধিমন্দিরে—ঈশ্বর দর্শন ও ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের দক্ষিণপূর্বের বারান্দায় রাখাল, লাটু, মণি, হরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা নয়টা হবে। রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণানবমী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩।

মণির গুরুগৃহে বাসের আজ দশম দিবস।

শ্রীযুত মনোমোহন কোন্নগর হইতে সকাল বেলা আসিয়াছেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার কলিকাতায় যাইবেন। হাজরাও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। নীলকণ্ঠের দেশের একজন বৈষ্ণব ঠাকুরকে গান শুনাইতেছিলেন। বৈষ্ণব প্রথমে নীলকণ্ঠের গান গাইলেন,—

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব-নটবর তপতকাঞ্চন কায়।
ক'রে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায়।
কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাঞ্ছা তিন বস্তু আস্বাদিতে, এসেছ তিনেরি দায়;—
সে তিন পরশে, বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতায়॥
নীলাব্জ হেমাব্জে করিয়ে আবৃত, হ্লাদিনীর পুরাও দেহভেদগত;—
অধিরূঢ়মহাভাবে বিভাবিত, সাত্ত্বিকাদি মিলে যায়;
সে ভাব আস্বাদনের জন্য, কান্দেন অরণ্যে,
প্রেমের বন্যে ভেসে ভেসে যায়॥
নবীন সন্ন্যাসী, সুতীর্থ অন্বেষী, কভু নীলাচলে কভু যান কাশী;
অযাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি, নাহি জাতিভেদ তায়;
দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভণে, এই বাঞ্ছা মনে, করে বিকাব গৌরের পায়।

পরের গানটি মানস-পূজা সম্বন্ধে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—এ গান (মানস পূজা) কি এক রকম লাগল।

হাজরা—এ সাধকের নয়,—জ্ঞান দীপ, জ্ঞান প্রতিমা!

[পঞ্চবটীতে তোতাপুরীর ক্রন্দন—পদ্মলোচনের ক্রন্দন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কেমন কেমন বোধ হলো!

"আগেকার সব গান ঠিক ঠিক। পঞ্চবটীতে, ন্যাংটার কাছে আমি গান

গেয়েছিলাম,—'জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।' আর একটা গান—'দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।'

"ন্যাংটা অতো জ্ঞানী,—মানে না বুঝেই কাঁদ্‌তে লাগলো।

"এ সব গানে কেমন ঠিক ঠিক কথা—

"ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি!

"পদ্মলোচন আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কাঁদ্‌তে লাগলো। দ্যাখো, অত বড় পণ্ডিত!"

[God-vision—One and Many ; Unity in Diversity.—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ]

আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। মেজেতে মণি বসিয়া আছেন। নহবতের রোশুনচৌকি বাজনা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আনন্দ করিতেছেন।

শ্রবণের পর মণিকে বুঝাইতেছেন, ব্রহ্মই জীব জগৎ হ'য়ে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—কেউ বল্লে, অমুক স্থানে হরিনাম নাই। বলবামাত্রই দেখলাম, তিনিই সব জীব* হ'য়ে আছেন। যেন অসংখ্য জলের—ভুড়ভুড়ি—জলের বিম্ব! আবার দেখছি যেন অসংখ্য বড়ি বড়ি!

"ও দেশ থেকে বর্ধমানে আস্‌তে আস্‌তে দৌড়ে একবার মাঠের পানে গেলাম,—বলি দেখি, এখানে জীবরা কেমন ক'রে খায়, থাকে!—গিয়ে দেখি মাঠে পিঁপড়ে চলছে! সব স্থানই চৈতন্যময়!

হাজরা ঘরে প্রবেশ করিয়া মেজেতে বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নানা ফুল—পাপ্‌ড়ি থাক্ থাক্ † তাও দেখছি!—ছোট বিম্ব, বড় বিম্ব!

এই সকল ঈশ্বরীয় রূপ-দর্শন-কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। বলিতেছেন, আমি হয়েছি! আমি এসেছি!

এই কথা বলিয়াই একেবারে সমাধিস্থ হইলেন। সমস্ত স্থির! অনেকক্ষণ সম্ভোগের পর বাহিরের একটু হুঁশ আসিতেছে।

এইবার বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। হেসে হেসে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন।

---

* সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্রসমদর্শনঃ॥—গীতা

† আত্মনি চৈবম্ বিচিত্রাশ্চহি। বেদান্তসূত্র—২৮—১, ২

[ক্ষোভ, বাসনা গেলেই পরমহংস অবস্থা—সাধনকালে বটতলায়
পরমহংস দর্শন-কথা]

অদ্ভুতদর্শনের পর চক্ষু হইতে যেরূপ আনন্দ-জ্যোতি বাহির হয়, সেইরূপ ঠাকুরের চক্ষের ভাব হইল। মুখে হাস্য। শূন্য দৃষ্টি।

ঠাকুর পায়চারী করিতে করিতে বলিতেছেন।—

"বটতলার পরমহংস দেখ্‌লাম—এই রকম হেসে চল্‌ছিল!—**সেই স্বরূপ কি আমার হল!**

এইরূপ পাদচারণের পর ঠাকুর ছোট খাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন,—'যাক্ আমি জান্‌তেও চাই না!—মা, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি থাকে।'

(মণির প্রতি)—**ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা!**

আবার মাকে বলিতেছেন—'মা! পূজা উঠিয়েছ;—সব বাসনা যেন যায় না! মা, পরমহংস তো বালক—বালকের মা চাই না? তাই তুমি মা, আমি ছেলে। মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকে!'

ঠাকুর এরূপ স্বরে মার সঙ্গে কথা বলিতেছেন,—যে পাষাণ পর্যন্ত বিগলিত হইয়া যায়। আবার মাকে বলিতেছেন,—'মা! **শুধু অদ্বৈত জ্ঞান!** হ্যাক থু!! যতক্ষণ 'আমি' রেখেছ ততক্ষণ **তুমি!** পরমহংস তো বালক, বালকের মা চাই না?

মণি অবাক হইয়া ঠাকুরের এই দেবদুর্লভ অবস্থা দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তাঁহারই বিশ্বাসের জন্য—তাঁহারই চৈতন্যের জন্য—আর জীবশিক্ষার জন্য গুরুরূপী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই পরমহংস অবস্থা।

মণি আরও ভাবিতেছেন—'ঠাকুর বলেন, অদ্বৈত—চৈতন্য—নিত্যানন্দ। অদ্বৈতজ্ঞান হলে চৈতন্য হয়,—তবেই নিত্যানন্দ হয়। ঠাকুরের শুধু অদ্বৈতজ্ঞান নয়,—নিত্যানন্দের অবস্থা। জগন্মাতার প্রেমানন্দে সর্বদাই বিভোর,—মাতোয়ারা!'

হাজরা ঠাকুরের এই অবস্থা হঠাৎ দেখিয়া হাত জোড় করিয়া মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন—'ধন্য! ধন্য!'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরাকে বলিতেছেন—"তোমার বিশ্বাস কই! তবে তুমি এখানে আছ যেমন জটিলে কুটিলে—লীলা পোষ্টাই জন্য।"

বৈকাল হইয়াছে। মণি একাকী দেবালয়ে নির্জনে বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুৎ অবস্থা ভাবিতেছেন। আর ভাবিতেছেন ঠাকুর কেন বলিলেন, 'ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা।' এই গুরুরূপী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

কে? স্বয়ং ভগবান্ কি আমাদের জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন? ঠাকুর বলেন, ঈশ্বরকোটী—অবতারাদি—না হ'লে জড়সমাধি (নির্বিকল্প সমাধি) হ'তে নেমে আসতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুহ্য কথা

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥ [গীতা—১০, ১৩

পরদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঝাউতলায় মণির সহিত একাকী কথা কহিতেছেন। বেলা আটটা হইবে। সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথি। ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। আজ মণির প্রভুসঙ্গে একাদশ দিবস।

শীতকাল। সূর্যদেব পূর্বকোণে সবে উঠিয়াছেন। ঝাউতলার পশ্চিমদিকে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। এখন উত্তরবাহিনী—সবে জোয়ার আসিয়াছে। চতুর্দিকে বৃক্ষলতা। অনতিদূরে সাধনার স্থান সেই বিল্বতরুমূল দেখা যাইতেছে। ঠাকুর পূর্বাস্য হইয়া কথা কহিতেছেন। মণি উত্তরাস্য হইয়া বিনীতভাবে শুনিতেছেন। ঠাকুরের ডানদিকে পঞ্চবটী ও হাঁসপুকুর। শীতকাল, সূর্যোদয়ে জগৎ যেন হাসিতেছে। ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিতেছেন।

[তোতাপুরীর ঠাকুরের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য।

"ন্যাংটা উপদেশ দিত,—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কিরূপ। যেমন অনন্ত সাগর—উর্ধ্বে নীচে, ডাইনে বামে, জলে জল। কারণ—সলিল। জল স্থির।—কার্য হলে তরঙ্গ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—কার্য।

"আবার বলতো, বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই ব্রহ্ম। যেমন কর্পূর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না।

"ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত। লুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছ্‌লো। এসে আর খবর দিলে না। সমুদ্রেতেই গলে গেল।

"ঋষিরা রামকে বলেছিলেন,—'রাম, ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার বল্‌তে পারেন। কিন্তু আমরা তা বলি না। আমরা শব্দব্রহ্মের উপাসনা করি। আমরা মানুষরূপ চাই না।' রাম একটু হেসে প্রসন্ন হয়ে, তাদের পূজা গ্রহণ ক'রে চলে গেলেন।

[নিত্য, লীলা—দুই-ই সত্য]

"কিন্তু যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। যেমন বলেছি, ছাদ আর সিঁড়ি। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। নরলীলায় অবতার। নরলীলা

কিরূপ জান? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড় হুড় ক'রে পড়ছে সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে—নলের ভিতর দিয়ে—আস্ছে। কেবল ভরদ্বাজাদি বার জন ঋষি রামচন্দ্রকে অবতার বলে চিনেছিলেন। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।"

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার? শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত—ক্ষুদিরামের গয়াধামে স্বপ্ন—ঠাকুরকে হৃদয়ের মার পূজা—ঠাকুরের মধ্যে মথুরের ঈশ্বরী দর্শন—ফুলুই শ্যামবাজারে শ্রীগৌরাঙ্গের আবেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন। আচ্ছা, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?

"আমার বাবা গয়াতে গিছ্লেন। সেখানে রঘুবীর স্বপন দিলেন, আমি তোদের ছেলে হব। বাবা স্বপন দেখে বল্লেন, ঠাকুর, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন করে তোমার সেবা ক'রবো! রঘুবীর বল্লেন—তা হয়ে যাবে।

"দিদি—হৃদের মা—আমার পা পূজা ক'রতো ফুল-চন্দন দিয়ে। একদিন তার মাথায় পা দিয়ে (মা) বল্লে, তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে।

"সেজোবাবু বল্লে, বাবা, তোমার ভিতরে আর কিছু নাই,—সেই ঈশ্বর আছেন। দেহটা কেবল খোল মাত্র,—যেমন বাহিরে কুমড়োর আকার কিন্তু ভিতরের শাঁস বীচি কিছুই নাই। তোমায় দেখলাম, যেন ঘোমটা দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে।

"আগে থাক্তে সব দেখিয়ে দেয়। বটতলায় (পঞ্চবটীতলায়) গৌরাঙ্গের সংকীর্তনের দল দেখেছিলাম। তার ভিতর যেন বলরামকে দেখেছিলাম,—আর যেন তোমায় দেখেছিলাম।

"গৌরাঙ্গের ভাব জান্তে চেয়েছিলাম। ও দেশে—শ্যামবাজারে—দেখালে। গাছে পাঁচিলে লোক,—রাত দিন সঙ্গে সঙ্গে লোক! সাত দিন হাগ্বার জো ছিল না। তখন বল্লাম, মা, আর কাজ নাই? তাই এখন শান্ত।

"আর একবার আসতে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। (সহাস্যে) তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই—তা হ'লে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আস্বে কেন?

"তোমায় চিনেছি—তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে। তুমি আপনার জন—এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র। এখানে সব আস্ছে—যেন কলমির দল,—এক জায়গায় টানলে সবটা এসে পড়ে। পরস্পর সব আত্মীয়—যেমন ভাই ভাই। জগন্নাথে রাখাল, হরিশ-টরিশ গিয়েছে, আর তুমিও গিয়েছ—তা কি আলাদা বাসা হবে?

"যতদিন এখানে আস নাই, ততদিন ভুলে ছিলে; এখন আপনাকে চিনতে পার্বে। তিনি গুরুরূপে এসে জানিয়ে দেন।

[তোতাপুরীর উপদেশ—গুরুরূপী শ্রীভগবান স্বস্বরূপকে জানিয়ে দেন]

"ন্যাংটা বাঘ আর ছাগলের পালের গল্প বলেছিল! একটা বাঘিনী ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। একটা ব্যাধ দূর থেকে দেখে ওকে মেরে ফেল্লে। ওর পেটে ছানা ছিল, সেটা প্রসব হয়ে গেল। সেই ছানাটা ছাগলের সঙ্গে বড় হতে লাগলো। প্রথমে ছাগলদের মায়ের দুধ খায়,—তারপর একটু বড় হ'লে ঘাস খেতে আরম্ভ ক'রলে। আবার ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে খুব বড় হোলো—কিন্তু ঘাস খায় আর ভ্যা ভ্যা করে। কোন জানোয়ার আক্রমণ করলে ছাগলদের মত দৌড়ে পালায়!

"একদিন একটা ভয়ঙ্কর বাঘ ছাগলদের পাল আক্রমণ কর্‌লে। সে অবাক হ'য়ে দেখলে যে, ওদের ভিতর একটা বাঘ ঘাস খাচ্ছিল,—ছাগলদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালালো! তখন ছাগলদের কিছু না ব'লে ঐ ঘাসখেকো বাঘটাকে ধরলে। সেটা ভ্যা-ভ্যা ক'রতে লাগলো! আর পালাবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো। তখন সে তাকে একটা জলের ধারে টেনে নিয়ে গেল। আর বল্লে, 'এই জলের ভিতর তোর মুখ দেখ। দেখ, আমারও যেমন হাঁড়ির মত মুখ, তোরও তেমনি।' তারপর তার মুখে একটু মাংস গুঁজে দিলে। প্রথমে, সে কোন মতে খেতে চায় না:—তারপর একটু আস্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। তখন বাঘটা বল্লে, 'তুই ছাগলদের সঙ্গে ছিলি আর তুই ওদের মত ঘাস খাচ্ছিলি! ধিক্‌ তোকে!' তখন সে লজ্জিত হলো।

"ঘাস খাওয়া কি না কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলের মত ভ্যা ভ্যা করে ডাকা, আর পালানো—সামান্য জীবের মত আচরণ করা। বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া,—কিনা, গুরু যিনি চৈতন্য করালেন; তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁকেই আত্মীয় বলে জানা; নিজের ঠিক মুখ দেখা কি না স্বস্বরূপকে চেনা।"

ঠাকুর দণ্ডায়মান হইলেন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। কেবল ঝাউগাছের সোঁ সোঁ শব্দ ও গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি! তিনি রেল পার হইয়া পঞ্চবটীর মধ্য দিয়া নিজের ঘরের দিকে মণির সহিত কথা কইতে কইতে যাইতেছেন। মণি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বটমূলে প্রণাম]

পঞ্চবটীতে আসিয়া, যেখানে ডালটি পড়ে গেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া পূর্বাস্য হইয়া বটমূলে, চাতাল মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। এই স্থান সাধনের স্থান;—এখানে কত ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন—কত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, আর মার সঙ্গে কত কথা হইয়াছে!—তাই কি ঠাকুর এখানে যখন আসেন, তখন প্রণাম করেন?

বকুলতলা হইয়া নহবতের কাছে আসিয়াছেন। মণি সঙ্গে।

নহবতের কাছে আসিয়া হাজরাকে দেখিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন—'বেশী খেয়ো না। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না! আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে। বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না।' ঠাকুর নিজের ঘরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাখাল, রাম, সুরেন্দ্র, লাটু প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আহারান্তে ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। আজ ২৪শে ডিসেম্বর। বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন।

—বেলা একটা হইবে। মণি একাকী ঝাউতলায় বেড়াইতেছেন, এমন সময় রেলের নিকট দাঁড়াইয়া হরিশ উচ্চৈস্বরে মণিকে বলিতেছেন—প্রভু ডাকছেন,—শিবসংহিতা পড়া হবে।

শিবসংহিতায় যোগের কথা আছে,—ষটচক্রের কথা আছে।

মণি ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। ঠাকুর খাটের উপর, ভক্তেরা মেঝের উপর, বসিয়া আছেন। শিবসংহিতা এখন আর পড়া হইল না। ঠাকুর নিজেই কথা কহিতেছেন।

[প্রেমাভক্তি ও শ্রীবৃন্দাবনলীলা—অবতার ও নরলীলা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—গোপীদের প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস থাকে,—অহংতা আর মমতা। আমি কৃষ্ণকে সেবা না ক'রলে কৃষ্ণের অসুখ হবে,—এর নাম অহংতা। এতে ঈশ্বরবোধ থাকে না।

"মমতা,—'আমার আমার' করা। পাছে পায়ে কিছু আঘাত লাগে, গোপীদের এত মমতা, তাদের সূক্ষ্ম শরীর শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে থাকত।

"যশোদা বল্লেন, তোদের চিন্তামণি-কৃষ্ণ জানি না,—আমার গোপাল! গোপীরাও বলছে, 'কোথায় আমার প্রাণবল্লভ! আমার হৃদয়বল্লভ! ঈশ্বরবোধ নাই।

"যেমন ছোট ছেলেরা, দেখেছি বলে, 'আমার বাবা'। যদি কেউ বলে, 'না, তোর বাবা নয়';—তাহলে বলবে 'না, আমার বাবা।'

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ ক'রতে হয়,—তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক, কখন বা ভয়—ঠিক মানুষের মত। রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়ে-

ছিলেন। গোপাল নন্দের জুতো মাথায় করে নিয়ে গিছ্‌লেন—পিঁড়ে বয়ে নিয়ে গিছ্‌লেন।

"থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মত ব্যবহার করবে,—যে রাজা সেজেছে তার মত ব্যবহার করবে না। যা সেজেছে তাই অভিনয় করবে।

"একজন বহুরূপী সেজেছে, 'ত্যাগী সাধু'। সাজটি ঠিক হয়েছে দেখে বাবুরা একটি টাকা দিতে গেল। সে নিলে না, উঁহু করে চলে গেল। গা-হাত-পা ধুয়ে যখন সহজ বেশে এলো, তখন বল্লে, 'টাকা দাও'। বাবুরা বল্লে, 'এই তুমি টাকা নেবো না বলে চলে গেলে, আবার টাকা চাইছ?' সে বল্লে, 'তখন সাধু সেজেছি, টাকা নিতে নাই।'

"তেমনি ঈশ্বর, যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন।

"বৃন্দাবনে গেলে অনেক লীলার স্থান দেখা যায়।"

[সুরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ—ভক্তসেবার্থ দান ও সত্য কথা]

সুরেন্দ্র—আমরা ছুটিতে গিছ্‌লাম;—বড় 'পয়সা দাও', 'পয়সা দাও' করে। 'দাও' 'দাও' করতে লাগলো—পান্ডারা আর সব। তাদের বল্লুম, আমরা কাল কল্‌কাতা যাবো। ব'লে, সেই দিনই পলায়ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওকি! ছি! ছি! কাল যাবো বলে আজ পালানো! ছি!

সুরেন্দ্র (লজ্জিত হইয়া)—বনের মধ্যে মাঝে মাঝে বাবাজীদের দেখেছিলাম, নির্জনে বসে সাধন-ভজন ক'রছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাবাজীদের কিছু দিলে?

সুরেন্দ্র—আজ্ঞে, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও ভাল কর নাই। সাধু-ভক্তদের কিছু দিতে হয়। যাদের টাকা আছে, তাদের ওরূপ লোক সামনে পড়লে কিছু দিতে হয়।

[শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত—মথুর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন, ১৮৬৮]

"আমি বৃন্দাবনে গিছ্‌লাম—সেজো বাবুর সঙ্গে।

"মথুরার ধ্রুবঘাট যাই দেখ্‌লাম অমনি দপ্‌ করে দর্শন হল, বসুদেব কৃষ্ণ কোলে ল'য়ে যমুনা পার হচ্ছেন।

"আবার সন্ধ্যার সময় যমুনা পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট খোড়ো ঘর। বড় কুলগাছ। গোধূলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। দেখ্‌লাম হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। তার পরেই কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে।

"যেই দেখা, অমনি 'কোথায় কৃষ্ণ!' বলে—বেহুঁশ হ'য়ে গেলাম।

"শ্যামকুন্ড রাধাকুন্ড দর্শন ক'রতে ইচ্ছা হয়েছিল। পাল্‌কী করে আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ; লুচি, জিলিপী পাল্কীর ভিতরে দিলে। মাঠ

পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদতে লাগলাম, 'কৃষ্ণ রে! তুই নাই, কিন্তু সেই সব স্থান রয়েছে! সেই মাঠ তুমি গোরু চরাতে!'

"হৃদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আস্‌ছিল। আমি চক্ষের জলে ভাসতে লাগলাম। বিয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে পারলাম না!

"শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডতে গিয়ে দেখলাম, সাধুরা একটি একটি ঝুপড়ীর মত করেছে;—তার ভিতরে পিছনে ফিরে সাধন-ভজন করছে—পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়। দ্বাদশ বন দেখবার উপযুক্ত।

"বঙ্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল, আমি তাঁকে ধরতে গিছিলাম। গোবিন্‌জীকে দুইবার দেখ্‌তে চাইলাম না। মথুরায় গিয়ে রাখাল-কৃষ্ণকে স্বপন দেখেছিলাম। হৃদে ও সেজোবাবু দেখেছিল।

[দেবীভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র—যোগ ও ভোগ]

"তোমাদের যোগও আছে, ভোগও আছে।

"ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি। ব্রহ্মর্ষি, যেমন শুকদেব—একখানি বইও কাছে নাই। দেবর্ষি যেমন নারদ। রাজর্ষি জনক,—নিষ্কাম কর্ম করে।

"দেবীভক্ত ধর্ম মোক্ষ দুই-ই পায়। আবার অর্থ কামও ভোগ করে।

"তোমাকে একদিন দেবীপুত্র দেখেছিলাম। তোমার দুই-ই আছে, যোগ আর ভোগ। না হ'লে তোমার চেহারা শুষ্ক হ'ত।

[ঘাটে ঠাকুরের দেবীভক্ত দর্শন—নবীন নিয়োগীর যোগ ও ভোগ]

"সর্বত্যাগীর চেহারা শুষ্ক। একজন দেবীভক্তকে ঘাটে দেখেছিলাম। নিজে খাচ্ছে আর সেই সঙ্গে দেবীপূজা কচ্ছে। সন্তান ভাব!

"তবে বেশী টাকা হওয়া ভাল নয়। যদু মল্লিককে এখন দেখলাম ডুবে গেছে! বেশী টাকা হয়েছে কি না।

"নবীন নিয়োগী,—তারও যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে। দুর্গা পূজার সময় দেখি, বাপ-ব্যাটা দুজনেই চামর কচ্ছে।"

সুরেন্দ্র—আজ্ঞা, ধ্যান হয় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—স্মরণ-মনন ত আছে?

সুরেন্দ্র—আজ্ঞা, মা মা বলে ঘুমিয়ে পড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খুব ভাল। স্মরণ-মনন থাক্‌লেই হলো।

ঠাকুর সুরেন্দ্রের ভার লইয়াছেন, আর তাঁহার ভাবনা কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগ-শিক্ষা—শিবসংহিতা

সন্ধ্যার পর ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। মণিও ভক্তদের সহিত মেজেতে বসিয়া আছেন। যোগের বিষয়—ষট্‌চক্রের বিষয়—কথা কহিতেছেন। শিব-সংহিতায় সেই সকল কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—সুষুম্নার ভিতর সব পদ্ম আছে—চিন্ময়। যেমন মোমের গাছ,—ডাল, পালা, ফল,—সব মোমের। মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছে। চতুর্দল পদ্ম। যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে! 'প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী!'

(মণির প্রতি)—"ভক্তি যোগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হ'লে ভগবান্‌ দর্শন হয় না। গান ক'রে ক'রে একাগ্রতার সহিত গাইবে—নির্জনে গোপনে—

'জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী! তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী,
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী।'

"গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হ'য়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়!"

মণি—আজ্ঞা, এ সব একবার ক'রলে মনের খেদ মিটে যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! খেদ মেটেই বটে।

"যোগের বিষয় গোটাকতক মোটামুটি তোমায় বলে দিতে হবে।

[গুরুই সব করেন—সাধনা ও সিদ্ধি—নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ]

"কি জান, ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাখী ঠোকরায় না। সময় হ'লেই পাখী ডিম ফুটোয়।

"তবে একটু সাধনা করা দরকার। গুরুই সব করেন,—তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা কাটা হলে পর একটু সরে দাঁড়াতে হয়। তারপর গাছটা মড় মড় করে আপনিই ভেঙ্গে পড়ে।

"যখন খাল কেটে জল আনে, আর একটু কাট্‌লেই নদীর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে, তখন যে কাটে সে সরে দাঁড়ায়। তখন মাটিটা ভিজে আপনিই পড়ে যায়, আর নদীর জল হুড় হুড় করে খালে আসে।

"অহঙ্কার, উপাধি, এ সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। 'আমি পণ্ডিত', 'আমি অমুকের ছেলে', 'আমি ধনী', 'আমি মানী'—এ সব উপাধি ত্যাগ হলেই দর্শন।

"ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য, সংসার অনিত্য এর নাম বিবেক। বিবেক না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না।

"সাধনা ক'রতে ক'রতে তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হয়। একটু খাটা চাই। তার পরেই দর্শন ও আনন্দ লাভ।

"অমুক জায়গায় সোনার কলসি পোতা আছে শুনে লোক ছুটে যায় আর খুঁড়তে আরম্ভ করে। খুঁড়তে খুঁড়তে মাথার ঘাম পড়ে। অনেক খোঁড়ার পর এক জায়গায় কোদালে ঠন্ করে শব্দ হল; কোদাল ফেলে দেখে, কলসী বেরিয়েছে কি না। কলসী দেখে নাচতে থাকে।

"কলসী বার করে মোহর ঢেলে, হাতে করে গণে, আর খুব আনন্দ দর্শন, স্পর্শন, সম্ভোগ! কেমন?"

মণি—আজ্ঞা, হাঁ।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন—

[আমার আপনার লোক কে? একাদশী করার উপদেশ]

"আমার যারা আপনার লোক, তাদের বোক্‌লেও আবার আসবে।

"আহা, নরেন্দ্রের কি স্বভাব! মা কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই বলতো; আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম, 'শ্যালা, তুই আর এখানে আসিস না।' তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না। কি বল?"

মণি—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ,—নিরাকারে নিষ্ঠা।

মণি (সহাস্যে)—যখন আসে একটা কাণ্ড সঙ্গে আনে।

ঠাকুর আনন্দে হাসিতেছেন, বলিতেছেন, 'একটা কাণ্ডই বটে'।

* * *

পরদিন মঙ্গলবার, ২৫শে ডিসেম্বর কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। বেলা প্রায় এগারটা হইবে। ঠাকুরের এখনও সেবা হয় নাই। মণি ও রাখালাদি ভক্তেরা ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয়, আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয়। কেমন?

মণি—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খই-দুধ খাবে,—কেমন?

নবম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে—বেদান্তবাদী সাধুসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ীতে উঠিতেছেন—'কালীঘাট' দর্শনে যাইবেন। শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটী হইয়া যাইবেন—অধরও সেখান হইতে সঙ্গে যাইবেন। আজ শনিবার, অমাবস্যা; ২৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৩। বেলা ১টা হইবে।

গাড়ী তাঁহার ঘরের উত্তরের বারান্দার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

মণি গাড়ীর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আজ্ঞা, আমি কি যাব?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন?

মণি—কলকাতার বাসা হয়ে একবার আসতাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (চিন্তিত হইয়া)—আবার যাবে? এখানে বেশ আছ।

মণি বাড়ী ফিরিবেন—কয়েক ঘণ্টার জন্য, কিন্তু ঠাকুরের মত নাই।

রবিবার, ৩০শে ডিসেম্বর; পৌষ শুক্ল প্রতিপদ তিথি। বেলা তিনটা হইয়াছে। মণি গাছতলায় একাকী বেড়াইতেছেন,—একটি ভক্ত আসিয়া বলিলেন, প্রভু ডাকিতেছেন। ঘরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। মণি গিয়া প্রণাম করিলেন ও মেজেতে ভক্তদের সঙ্গে বসিলেন।

কলিকাতা হইতে রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি বেদান্তবাদী সাধু আসিয়াছেন। ঠাকুর যেদিন রামের বাগান দর্শন করিতে যান, সেইদিন এই সাধুটির সহিত দেখা হয়। সাধু পার্শ্বের বাগানের একটি গাছের তলায় একাকী একটি খাটিয়ায় বসিয়াছিলেন। রাম আজ ঠাকুরের আদেশে সেই সাধুটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। সাধুও ঠাকুরকে দর্শন করিবেন—ইচ্ছা করিয়াছেন।

ঠাকুর সাধুর সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। নিজের কাছে ছোট তক্তাটির উপর সাধুকে বসাইয়াছেন। কথাবার্তা হিন্দীতে হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ সব তোমার কিরূপ বোধ হয়?

বেদান্তবাদী সাধু—এ সব স্বপ্নবৎ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা? আচ্ছা জী, ব্রহ্ম কি রূপ?

সাধু—শব্দই ব্রহ্ম। অনাহত শব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু জী শব্দের প্রতিপাদ্য একটি আছেন। কেমন?

সাধু—বাচ্য* ঐ হ্যায়, বাচক ঐ হ্যায়।

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। স্থির,—চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। সাধু ও ভক্তেরা অবাক্ হইয়া ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থা দেখিতেছেন। কেদার সাধুকে বলিতেছেন—

"এই দেখো জী! ইস্‌কো সমাধি বোল্‌তা হ্যায়।"

সাধু গ্রন্থেই সমাধির কথা পড়িয়াছেন, সমাধি কখনও দেখেন নাই।

ঠাকুর একটু একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন—'মা, ভাল হব—বেহুঁশ করিস্ নে—সাধুর সঙ্গে সচ্চিদানন্দের কথা ক'ব!—মা, সচ্চিদানন্দের কথা নিয়ে বিলাস কর্‌বো!'

সাধু অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন ও এই সকল কথা শুনিতেছেন। এইবার ঠাকুর সাধুর সহিত কথা কহিতেছেন—বলিতেছেন—আব্ সোঽহং উড়ায়ে দেও। আব্ হাম্ তোম্;—বিলাস! (অর্থাৎ সোঽহং—'সেই আমি' উড়ায়ে দাও; —এখন 'আমি তুমি')।

যতক্ষণ আমি তুমি রয়েছে ততক্ষণ মাও আছেন—এস তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা যাক। এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন?

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ঠাকুর পঞ্চবটী মধ্যে বেড়াইতেছেন,—সঙ্গে রাম, কেদার, মাষ্টার প্রভৃতি।

[শ্রীরামকৃষ্ণের কেদারের প্রতি উপদেশ—সংসার ত্যাগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সাধুটিকে কি রকম দেখ্‌লে?

কেদার—শুষ্ক জ্ঞান! সবে হাঁড়ি চড়েছে,—এখনও চাল চড়ে নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বটে, কিন্তু ত্যাগী। **সংসার যে ত্যাগ করেছে, সে অনেকটা এগিয়েছে।**

"সাধুটি প্রবর্তকের ঘর। তাঁকে লাভ না করলে কিছুই হল না। যখন তাঁর প্রেমে মত্ত হওয়া যায়, আর কিছু ভাল লাগে না, তখন—

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে!
মন, তুই দেখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে!

ঠাকুরের ভাবে কেদার একটি গান বলিতেছেন—

মনের কথা কইবো কি সই, কইতে মানা—
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা,

---

*'বাচ্যবাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বর'—অধ্যাত্মরামায়ণ

ও সে দুই এক জনা, ভাবে ভাসে রসে ডোবে,
ও সে উজান পথে করে আনাগোনা (ভাবের মানুষ)।

ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরিয়াছেন। ৪টা বাজিয়াছে,—মা কালীর ঘর খোলা হইয়াছে। ঠাকুর সাধুকে সঙ্গে করিয়া মা কালীর ঘরে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন।

কালীঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করিতেছেন। সাধুও হাত জোড় করিয়া মাথা নোয়াইয়া মাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেমন জী, দর্শন!

সাধু (ভক্তিভরে)—কালী প্রধানা হ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কালী ব্রহ্ম অভেদ। কেমন জী?

সাধু—যতক্ষণ বহির্মুখ, ততক্ষণ কালী মান্‌তে হবে। যতক্ষণ বহির্মুখ ততক্ষণ ভাল মন্দ; ততক্ষণ এটি প্রিয়, এটি ত্যাজ্য।

"এই দেখুন, নামরূপ তো সব মিথ্যা, কিন্তু যতক্ষণ আমি বহির্মুখ ততক্ষণ স্ত্রীলোক ত্যাজ্য। আর উপদেশের জন্য এটা ভাল, ওটা মন্দ;—নচেৎ ভ্রষ্টাচার হবে।"

ঠাকুর সাধুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—দেখলে,—সাধু কালীঘরে প্রণাম করলেন!

মণি—আজ্ঞা, হাঁ!

পরদিন সোমবার, ৩১শে ডিসেম্বর। বেলা ৪টা হইবে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন। বলরাম, মণি, রাখাল, লাটু, হরিশ প্রভৃতি আছেন। ঠাকুর মণিকে ও বলরামকে বলিতেছেন—

[মুখে জ্ঞানের কথা—হলধারীকে ঠাকুরের তিরস্কার কথা]

"হলধারীর জ্ঞানীর ভাব ছিল। সে অধ্যাত্ম, উপনিষৎ,—এই সব রাতদিন পড়্‌তো। এদিকে সাকার কথায় মুখ ব্যাঁকাতো। আমি যখন কাঙ্গালীদের পাতে একটু একটু খেলাম, তখন বল্লে, 'তোর ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে!' আমি বল্লাম, 'তবে রে শ্যালা, আমার আবার ছেলেপিলে হবে! তোর গীতা, বেদান্ত পড়ার মুখে আগুন!' দ্যাখো না, এদিকে বলছে জগৎ মিথ্যা!—আবার বিষ্ণুঘরে নাক সিঁট্‌কে ধ্যান!

সন্ধ্যা হইল। বলরামাদি ভক্তেরা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। ঘরে ঠাকুর মার চিন্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সুমধুর শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে। ঠাকুর ভাবে সুমধুর স্বরে সুর করিয়া মার সহিত কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত]

ঠাকুর মধুর নাম উচ্চারণ করিতেছেন—"হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ! মাকে বলিতেছেন—"ও মা! ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করে রাখিস্ নে! ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা! আমি আনন্দ কর্‌বো! বিলাস কর্‌বো!

আবার বলিতেছেন,—"বেদান্ত জানি না মা! জানতে চাই না মা!—মা তোকে পেলে বেদ-বেদান্ত কত নীচে পড়ে থাকে!

"কৃষ্ণ রে! তোরে বলবো, খা রে—নে রে—বাপ! কৃষ্ণ রে! বল্‌বো, তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছিস বাপ।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান ও বিচার পথ—ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ৮টা হইবে। আজ পৌষ শুক্লা পঞ্চমী, বুধবার, ২রা জানুয়ারী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঘরে রাখাল ও মণি আছেন। মণির আজ প্রভুসঙ্গে একবিংশতি দিবস।

ঠাকুর মণিকে বিচার করিতে বারণ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি)—"বেশী বিচার করা ভাল না। আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ,—তাঁকে লাভ করলে তাঁর জগতের বিষয়ও জানা যায়।

(মণি ও রাখালের প্রতি)—"যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করলে তার কত বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সব জান্‌তে পারা যায়।

"তাই তো ঋষিরা বাল্মীকিকে 'মরা' 'মরা' জপ করতে বল্লেন।

"ওর একটু মানে আছে; 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ—আগে ঈশ্বর, তার পরে জগৎ।

[কৃষ্ণকিশোরের সহিত 'মরা' মন্ত্রকথা]

"কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, 'মরা' 'মরা' শুদ্ধ মন্ত্র,—ঋষি দিয়েছেন বলে। 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ।

"তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। আগে দরকার ঈশ্বর দর্শন! তারপর বিচার—শাস্ত্র, জগৎ।

[ঠাকুরের রাস্তায় ক্রন্দন—'মা বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও'—১৮৬৮]

(মণির প্রতি)—"তাই তোমাকে বল্‌ছি,—আর বিচার কোরো না। আমি ঝাউতলা থেকে উঠে যাচ্ছিলাম ঐ কথা বলতে। বেশী বিচার করলে শেষে

হানি হয়—শেষে হাজরার মত হয়ে যাবে। আমি রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতাম আর বলেছিলাম—

'মা, বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।

"বল, আর (বিচার) করবে না?"

মণি—আজ্ঞা, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়। যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে, তারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে।

"তাঁর দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে? ও দেশে ধান মাপে, যেই রাশ ফুরোয় অমনি একজন রাশ ঠেলে দেয়! মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন।

[পদ্মলোচনের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি—পঞ্চবটীতে সাধনকালে প্রার্থনা]

"তাঁকে লাভ করলে পণ্ডিতদের খড়-কুটো বোধ হয়। পদ্মলোচন বলে-ছিল, 'তোমার সঙ্গে কৈবর্তের বাড়ীতে সভায় যাবো, তার আর কি?—তোমার সঙ্গে হাঁড়ির বাড়ী গিয়ে খেতে পারি!'

"ভক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভালবাসতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। ভগবতীর কাছে কার্তিক আর গণেশ বসে ছিলেন। তাঁর গলায় মণিময় রত্নমালা। মা বল্লেন, 'যে ব্রহ্মাণ্ড আগে প্রদক্ষিণ করে আস্‌তে পারবে, তাকে এই মালা দিব।' কার্তিক তৎক্ষণাৎ ক্ষণবিলম্ব না ক'রে ময়ূর চড়ে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ আস্তে আস্তে মাকে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রণাম করলেন। গণেশ জানে মার ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড! মা প্রসন্না হ'য়ে গণেশের গলায় হার পরিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ পরে কার্তিক এসে দেখে যে, দাদা হার প'রে বসে আছে।

"মাকে কেঁদে কেঁদে আমি বলেছিলাম, 'মা, বেদ-বেদান্তে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও,—পুরাণ তন্ত্রে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন।

"তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন,—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।

[সাধনকালে ঠাকুরের দর্শন—শিবশক্তি, নৃমুণ্ডস্তূপ, গুরুকর্ণধার, সচ্চিদানন্দসাগর]

"একদিন দেখালেন, চতুর্দিকে **শিব আর শক্তি**। শিব-শক্তির রমণ। মানুষ, জীবজন্তু, তরুলতা, সকলের ভিতরেই সেই শিব আর শক্তি!—পুরুষ আর প্রকৃতি! এদের রমণ।

"আর একদিন দেখালেন **নৃমুণ্ডস্তূপাকার**!—পর্বতাকার! আর কিছুই নাই!—আমি তার মধ্যে একলা ব'সে!

"আর একবার দেখালেন **মহাসমুদ্র**! আমি লবণ-পুত্তলিকা হয়ে মাপতে

যাচ্ছি! মাপতে গিয়ে গুরুর কৃপায় পাথর হয়ে গেলুম!—দেখলাম জাহাজ একখানা;—অমনি উঠে পড়লাম!—গুরু কর্ণধার! (মণির প্রতি) সচ্চিদানন্দ গুরুকে রোজ ত সকালে ডাকো?”

মণি—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুকর্ণধার। তখন দেখছি, আমি একটি, তুমি একটি। আবার লাফ দিয়ে প'ড়ে মীন হলাম। সচ্চিদানন্দসাগরে আনন্দে বেড়াচ্চি দেখলাম।

“এ সব অতি গুহ্য কথা! **বিচার করে কি বুঝবে? তিনি যখন দেখিয়ে দেন, সব পাওয়া যায়—কিছুরই অভাব থাকে না।”**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাধনকালে বেলতলায় ধ্যান ১৮৫৯-৬১—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ

[শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি গমন—রঘুবীরের জমি রেজিষ্ট্রি—১৮৭৮-৮০]

ঠাকুরের মধ্যাহ্ন সেবা হইয়াছে। বেলা প্রায় ১টা। শনিবার ৫ই জানুয়ারী। মণির আজ প্রভুসঙ্গে ত্রয়োবিংশতি দিবস।

মণি আহারান্তে নবতে ছিলেন—হঠাৎ শুনিলেন, কে তাঁহার নাম ধরিয়া তিন-চার বার ডাকিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের ঘরের উত্তরের লম্বা বারান্দা হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ডাকিতেছেন। মণি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

দক্ষিণের বারান্দায় ঠাকুর মণির সহিত বসিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা কি রকম ধ্যান করো?—আমি বেলতলায় স্পষ্ট নানা রূপ দর্শন করতাম। একদিন দেখ্‌লাম সামনে টাকা, শাল, এক সরা সন্দেশ, দুজন মেয়েমানুষ! মনকে জিজ্ঞাসা করলাম, মন! তুই এসব কিছু চাস্?—সন্দেশ দেখলাম গু! মেয়েদের মধ্যে একজনের ফাঁদি নথ। তাদের ভিতর-বাহির সব দেখ্‌তে পাচ্ছি—নাড়ীভুঁড়ি, মল-মূত্র, হাড়-মাংস, রক্ত। মন কিছুই চাইলে না।

“তাঁর পাদপদ্মেতেই মন রহিল। নিক্তির নীচের কাঁটা আর উপরের কাঁটা—মন সেই নীচের কাঁটা। পাছে উপরের কাঁটা (ঈশ্বর) থেকে মন বিমুখ হয় সদাই আতঙ্ক। একজন আবার শূল হাতে সদাই কাছে বসে থাক্‌ত;—ভয় দেখালে, নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হলেই এর বাড়ি মারবো।

“কিন্তু কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হ’লে হবে না। আমি তিন ত্যাগ করে-

ছিলাম—জমিন, জরু, টাকা*। রঘুবীরের নামের জমি ওদেশে রেজিষ্ট্রি করতে গিছ্‌লাম। আমায় সই করতে বল্লে। আমি সই করলুম না। 'আমার জমি' বলে তো বোধ নাই। কেশব সেনের গুরু ব'লে খুব আদর করেছিল। আম এনে দিলে।—তা বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। **সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে নাই।**

"ত্যাগ না হ'লে কেমন ক'রে তাঁকে লাভ করা যাবে! যদি একটা জিনিসের পর আর একটা জিনিস থাকে, তা হলে প্রথম জিনিসটাকে না সরালে, কেমন করে একটা জিনিস পাবে?

"নিষ্কাম হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। তবে সকাম ভজন করতে করতে নিষ্কাম হয়। ধ্রুব রাজ্যের জন্য তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু ভগবানকে পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যদি কাঁচ কুড়ুতে এসে কেউ কাঞ্চন পায়, তা ছাড়্‌বে কেন?

[দয়া, দানাদি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—চৈতন্যদেবের দান]

"সত্ত্বগুণ এলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়।

"দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়,—সে ভাল না। তবে নিষ্কাম করলে ভাল। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন।

"সাক্ষাৎকার হ'লে ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা করবে যে 'আমি কতকগুলো পুকুর, রাস্তা, ঘাট, ডিস্পেন্সারী, হাসপাতাল, এই সব করবো, ঠাকুর আমায় বর দাও। তাঁর সাক্ষাৎকার হ'লে ওসব বাসনা এক পাশে পড়ে থাকে।

"তবে দয়ার কাজ—দানাদি কাজ—কি কিছু করবে না?

"তা নয়। সামনে দুঃখ কষ্ট দেখ্‌লে টাকা থাক্‌লে দেওয়া উচিত। জ্ঞানী বলে, 'দেরে দেরে, এরে কিছু দে।' তা না হলে, আমি কি করতে পারি,—ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা' এইরূপ বোধ হয়।

"মহাপুরুষেরা জীবের দুঃখে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন। শঙ্করাচার্য জীবশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

"অন্নদানের চেয়ে জ্ঞান দান, ভক্তিদান আরও বড়। চৈতন্যদেব তাই আচণ্ডালে ভক্তি বিলিয়েছিলেন। দেহের সুখ-দুঃখ তো আছেই। এখানে আম খেতে এসেছো, আম খেয়ে যাও। জ্ঞানভক্তিই প্রয়োজন। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

---

* ভিক্ষুঃ সৌবর্ণাদিনাং নৈব পরিগ্রহেৎ।
যস্মাদ্‌ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টং চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ।
যস্মাদ্‌ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টং চ স পৌল্কসো ভবেৎ।
যস্মাদ্‌ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যং চ স আত্মহা ভবেৎ
তস্মাদ্‌ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন ন দৃষ্টঞ্চ স্পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহ্যঞ্চ। [পরমহংসোপনিষৎ

[স্বাধীন ইচ্ছা (*Free Will*) কি আছে, ঠাকুরের সিদ্ধান্ত]

"তিনি সব কচ্ছেন। যদি বল তা হলে লোকে পাপ করতে পারে। তা নয়—যার ঠিক বোধ হয়েছে 'ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা' তার আর বেতালে পা পড়ে না।

"ইংলিশম্যান-রা যাকে স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) বলে, সেই স্বাধীন-ইচ্ছাবোধ তিনিই দিয়ে রাখেন।

"যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর ঐ স্বাধীন ইচ্ছা-বোধ না দিলে পাপের বৃদ্ধি হ'ত। নিজের দোষে পাপ কচ্ছি, এ বোধ যদি তিনি না দিতেন, তা হলে পাপের আরও বৃদ্ধি হ'ত।

"যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে দেখ্‌তেই 'স্বাধীন ইচ্ছা'—বস্তুতঃ তিনিই যন্ত্রী আমি যন্ত্র। তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি গাড়ী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্ত জন্য ক্রন্দন ও প্রার্থনা

বেলা চারিটা বাজিয়াছে। পঞ্চবটীঘরে শ্রীযুক্ত রাখাল আরও দু-একটি ভক্ত মণির কীর্ত্তন গান শুনিতেছেন—

গান—ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে এসে যায়।

রাখাল গান শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বাবুরাম, হরিশ—ক্রমে রাখাল ও মণি।

রাখাল—ইনি আজ বেশ কীর্ত্তন করে আনন্দ দিয়েছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া গান গাইতেছেন —।

বাঁচলাম সখি, শুনি কৃষ্ণ নাম (ভাল কথার মন্দও ভাল)।

(মণির প্রতি)—এই সব গান গাইবে—'সব সখি মিলি বৈঠল, (এইত রাই ভাল ছিল)। (বুঝি হাট ভাঙ্গ্‌ল!)

আবার বলিতেছেন, "এই আর কি!—ভক্তি, ভক্ত নিয়ে থাকা।

[শ্রীরাধা ও যশোদা সংবাদ—ঠাকুরের 'আপনার লোক']

"কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা শ্রীমতীর কাছে এসেছিলেন। শ্রীমতী ধ্যানস্থ ছিলেন। তার পর যশোদাকে বল্লেন, 'আমি আদ্যাশক্তি, তুমি আমার কাছে কিছু বর লও।' যশোদা বল্লেন, 'বর আর কি দিবে!—তবে এই বলো—যেন কায়মনো-বাক্যে তারই সেবা কর্‌তে পারি,—যেন এই চক্ষে তার ভক্তের দর্শন হয়:—এই মনে তার ধ্যান চিন্তা যেন হয়,—আর বাক্য দ্বারা তার নাম গুণ গান যেন হয়।'

"তবে যাদের খুব পাকা হয়ে গেছে, তাদের ভক্ত না হলেও চলে,—কখন কখন ভক্ত ভাল লাগে না। পঙ্খের কাজের উপর চূণকাম ফেটে যায়। অর্থাৎ যার তিনি অন্তরে বাহিরে তাদের এইরূপ অবস্থা।

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চবটীমূলে মণিকে আবার বলিতেছেন—"তোমার মেয়ে সুর—এই রকম গান অভ্যাস করতে পার?—'সখি সে বন কত দূর!—যে বনে আমার শ্যাম সুন্দর।

(বাবুরাম দৃষ্টে, মণির প্রতি)—"দেখো, যারা আপনার তারা হল পর—রামলাল আর সব যেন আর কেউ। যারা পর তারা হল আপনার,—দ্যাখনা, বাবুরামকে বল্‌ছি—'বাহ্যে যা—মুখ ধো!' এখন ভক্তরাই আত্মীয়।"

মণি—আজ্ঞা, হাঁ।

[উন্মাদের পূর্বে পঞ্চবটীতে সাধন ১৮৫৭-৫৮—চিৎশক্তি ও চিদাত্মা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (পঞ্চবটী দৃষ্টে)—এই পঞ্চবটীতে বসতাম।—কালে উন্মাদ হলাম!—তাও গেল! কালই ব্রহ্ম। যিনি কালের সহিত রমণ করেন, তিনিই কালী—আদ্যাশক্তি! অটলকে টলিয়ে দেন।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন—'ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তার কালরূপ কেন হল'।

"আজ শনিবার, মা কালীর ঘরে যেও।

বকুলতলার নিকট আসিয়া ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন—

"চিদাত্মা আর চিৎশক্তি। চিদাত্মা পুরুষ, চিৎশক্তি প্রকৃতি। চিদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, চিৎশক্তি শ্রীরাধা। ভক্ত ঐ চিৎশক্তির এক একটি রূপ।

"অন্যান্য ভক্তেরা সখীভাব বা দাসভাবে থাক্‌বে। এই মূলকথা।"

সন্ধ্যার পর ঠাকুর কালীঘরে গিয়াছেন। মণি সেখানে মার চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন।

[ভক্তদের জন্য জগন্মাতার কাছে ক্রন্দন—ভক্তদের আশীর্বাদ]

সমস্ত দেবালয়ে আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর ঘরে তক্তার উপর বসিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। মেজেতে কেবল মণি বসিয়া আছেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। এখন ভাবের পূর্ণ মাত্রা—ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ছোট ছেলে যেমন মার কাছে আব্দার করে কথা কয়। মাকে করুণস্বরে বলিতেছেন—"ওমা, কেন সে রূপ দেখালি নি!—সেই ভুবনমোহন রূপ! এত কোরে তোকে ব'ল্লাম! তা তোকে বল্লেতো তুই শুন্‌বি নি!—তুই ইচ্ছাময়ী।"

সুর করে মাকে এই কথাগুলি বল্লেন, শুন্‌লে পাষাণ বিগলিত হয়।

ঠাকুর আবার মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন—

"মা বিশ্বাস চাই। যাক্‌ শালার বিচার।—সাত চোনার বিচার এক চোনায় যায়।—বিশ্বাস চাই (গুরুবাক্যে বিশ্বাস)—বালকের মত বিশ্বাস!—মা বলেছে, ওখানে ভুত আছে,—তা ঠিক জেনে আছে,—যে ভুত আছে! মা বলেছে ওখানে জুজু!—তো তাই ঠিক জেনে আছে! মা বলেছে, ও তোর দাদা হয়—তো জেনে আছে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা! বিশ্বাস চাই!

"কিন্তু মা! ওদেরই বা দোষ কি!—ওরা কি কর্‌বে! বিচার একবার তো করে নিতে হয়!—দেখ না ঐ সেদিন এত করে বল্লাম, তা কিছু হলো না—আজ কেন একবারে—* * * *

ঠাকুর মার কাছে করুণ গদ্‌গদস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতেছেন। কি আশ্চর্য! ভক্তদের জন্য মার কাছে কাঁদছেন—"মা, যারা যারা তোমার কাছে আস্‌ছে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরো!—সব ত্যাগ করিও না মা!—আচ্ছা, শেযে যা হয় কোরো!

"মা, সংসারে যদি রাখো, তো এক একবার দেখা দিস্‌!—না হলে কেমন করে থাক্‌বে। এক একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে মা!—তার পর শেষে যা হয় কোরো।

ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। সেই অবস্থায় হঠাৎ মণিকে বলিতেছেন।—"দ্যাখো, তুমি যা বিচার করেছো, অনেক হয়েছে!—আর না। বল আর কর্‌বে না?"

মণি করজোড়ে বলিতেছেন, আজ্ঞা না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেক হয়েছে!—তুমি প্রথম আস্‌তে মাত্র তোমায় ত আমি বলেছিলাম—তোমার ঘর।—আমি তো সব জানি?

মণি (কৃতাঞ্জলি)—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে,—এ সব ত আমি জানি?

মণি (করজোড়ে)—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছেলে হয়েছে শুনে বকেছিলাম।—এখন গিয়ে বাড়ীতে থাকো—তাদের জানিও যেন তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জান্‌বে তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়।

মণি চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর বাপের সঙ্গে প্রীত কোরো—এখন উড়্‌তে শিখে,—তুমি বাপকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌তে পারবে না?

মণি (করজোড়ে)—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমায় আর কি বলবো, তুমি ত সব জানো?—সব ত বুঝছো?

মণি চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর—সব ত বুঝছো?

মণি—আজ্ঞা, একটু একটু বুঝ্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেকটা ত বুঝ্‌ছো। রাখাল যে এখানে আছে, ওর বাপ সন্তুষ্ট আছে।

মণি হাত জোড় করিয়া চুপ করিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন —"তুমি যা ভাব্‌ছো তাও হয়ে যাবে'।"

[ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে—মা ও জননী—কেন নরলীলা?]

ঠাকুর এইবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ঘরে রাখাল, রামলাল। রামলালকে গান গাহিতে কহিতেছেন। রামলাল গান গাহিতেছেন—

গান—সমর আলো করে কার কামিনী!

গান—কে রণে নাচিছে বামা নীরদবরণী।

শোণিত সায়রে যেন ভাসিছে নব নলিনী॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—মা আর জননী। যিনি জগৎরূপে আছেন—সর্বব্যাপী হয়ে তিনিই মা। জননী যিনি জন্মস্থান। আমি মা বল্‌তে বল্‌তে সমাধিস্থ হতুম;—মা বল্‌তে বল্‌তে যেন জগতের ঈশ্বরীকে টেনে আনতুম! যেমন জেলেরা জাল ফেলে তার পর অনেকক্ষণ পরে জাল গুটোতে থাকে। বড় বড় মাছ সব পড়েছে।

[গৌরী পণ্ডিতের কথা—কালী ও শ্রীগৌরাঙ্গ এক]

"গৌরী বলেছিল, কালী গৌরাঙ্গ এক বোধ হ'লে, তবে ঠিক জ্ঞান হয়। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি (কালী)। তিনি নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।"

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই নররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের আদেশে আবার গাহিতেছেন,—এবারে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা।

গান—কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে অপরূপ জ্যোতি,
শ্রীগৌরাঙ্গমূরতি, দু'নয়নে প্রেম বহে শতধারে!

গান—গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নররূপে দেখ্‌তে পেলে তবে ত ভক্তেরা ভালবাসতে পারবে, তবেই ভাই ভগিনী বাপ মা সন্তানের মত স্নেহ কর্‌তে পারবে।

"তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটি হয়ে লীলা কর্‌তে আসেন।"

দশম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, লাটু, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি সঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে আঘাত—সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে সেই ঘরে অবস্থিতি করিতেছেন। বেলা তিনটা। শনিবার ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ (২০শে মাঘ ১২৯০ সাল) শুক্লা ষষ্ঠী।

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন; সঙ্গে কেহ না থাকাতে রেলের কাছে পড়িয়া যান। তাহাতে তাঁহার বাম হাতের হাড় সরিয়া যায় ও খুব আঘাত লাগে। মাষ্টার কলিকাতা হইতে ভক্তদের নিকট হইতে বাড়্, প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ্ আনিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখাল, মহিমাচরণ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা ঘরে আছেন। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিগো! তোমার কি ব্যারাম হয়েছিল? এখন সেরেছে তো?

মাষ্টার—আজ্ঞে, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—হ্যাঁগা, 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' তবে এ রকম হলো কেন?

ঠাকুর তক্তার উপর বসিয়া আছেন। মহিমাচরণ নিজের তীর্থদর্শনের গল্প করিতেছেন। ঠাকুর শুনিতেছেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্বে তীর্থদর্শন।

মহিমাচরণ—কাশী সিক্‌রোলের একটি বাগানে একটি ব্রহ্মচারী দেখ্‌লাম। বল্লে, এ বাগানে কুড়ি বৎসর আছি। কিন্তু কার বাগান জানে না। আমায় জিজ্ঞাসা করলে 'নৌকরী করো বাবু? আমি বল্লাম, না। তখন বলে—'কেয়া, পরিব্রাজক হ্যায়?'

নর্মদাতীরে একটি সাধু দেখ্‌লাম, অন্তরে গায়ত্রী জপ কচ্ছেন—শরীরে পুলক হচ্ছে। আবার এমন প্রণব আর গায়ত্রী উচ্চারণ করেন, যে যারা বসে থাকে তাদের রোমাঞ্চ আর পুলক হয়।

ঠাকুরের বালকস্বভাব,—ক্ষুধা পাইয়াছে; মাষ্টারকে বলিতেছেন, "কৈ, কি এনেছ?" রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য ঠাকুর বলিতেছেন—"আমি জিলিপী খাবো," "আমি জল খাবো!"

ঠাকুর বালকস্বভাব,—জগন্মাতাকে কেঁদে কেঁদে বল্‌ছেন—ব্রহ্মময়ী! আমার এমন কেন কর্‌লি? আমার হাতে বড় লাগ্‌ছে।—(রাখাল, মহিমা,

হাজরা প্রভৃতির প্রতি)—আমার ভাল হবে? ভক্তেরা ছোট ছেলেটিকে যেমন বুঝায়—সেইরূপ বল্‌ছেন 'ভাল হবে বৈকি!'

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি)—যদিও শরীর রক্ষার জন্য তুই আছিস্,—তোর দোষ নাই।—কেন না, তুই থাকলেও রেল পর্যন্ত ত যেতিস না।

[শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানভাব—'ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটী নমস্কার']

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—

"ওঁ ওঁ ওঁ—মা আমি কি বল্‌ছি! মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করো না—মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না। আমি যে ছেলে!—ভয়-তরাসে।—আমার মা চাই—ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটী নমস্কার। ও যাদের দিতে হয়, তাদের দাও গে। আনন্দময়ী! আনন্দময়ী!

ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে আনন্দময়ী! আনন্দময়ী! বলিয়া কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন—

"আমি ঐ খেদে খেদ করি (শ্যামা)।
তুমি মাতা থাক্‌তে আমার জাগা ঘরে চুরি॥"

ঠাকুর আবার মাকে বলিতেছেন—"আমি কি অন্যায় করেছি মা? আমি কি কিছু করি মা?—তুই যে সব করিস্ মা! আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী! (রাখালের প্রতি, সহাস্যে) দেখিস, তুই যেন পড়িস্ নে।—মান করে যেন ঠকিস্ না।

ঠাকুর মাকে আবার বলিতেছেন—"মা, আমি লেগেছে বলে কি কাঁদছি? না।—

"আমি ঐ খেদে খেদ করি (শ্যামা)।
তুমি মাতা থাক্‌তে আমার জাগা ঘরে চুরি॥"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কি করে ঈশ্বরকে ডাক্‌তে হয়—'ব্যাকুল হও'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় আবার হাসিতেছেন ও কথা কহিতেছেন—বালক যেমন বেশী অসুখ হলেও এক একবার হেসে খেলে বেড়ায়। মহিমাদি ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছুই হলো না বাবু!

"বিবেক বৈরাগ্যের ন্যায় আর জিনিস নাই।

"সংসারীদের অনুরাগ ক্ষণিক—তপ্ত খোলায় জল যতক্ষণ থাকে—একটি ফুল দেখে হয়'ত বল্লে, আহা! কি চমৎকার ঈশ্বরের সৃষ্টি!

"ব্যাকুলতা চাই। যখন ছেলে বিষয়ের ভাগের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে, তখন
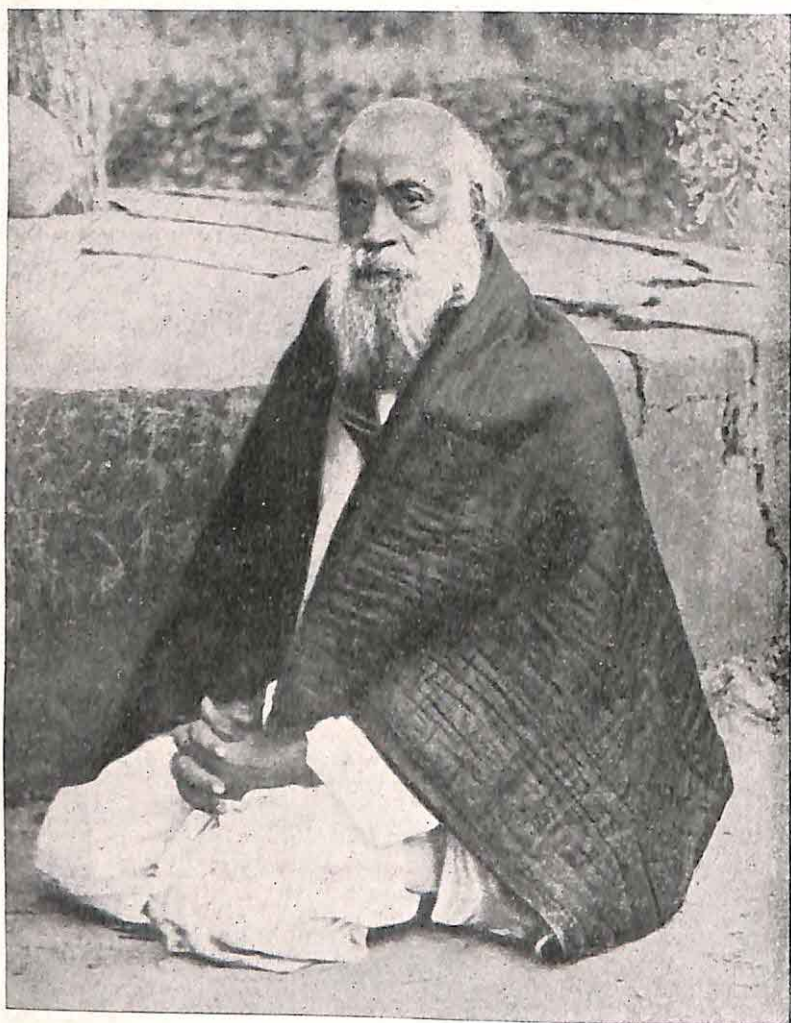
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(শ্রীম)

জন্ম ১২৬১, ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার। শ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন—১৮৮২ ফেব্রুয়ারী। শ্রীঠাকুরের সঙ্গে—১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ আগষ্ট। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঁচ ভাগ ও গস্‌পেল অভ্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ-এর লেখক। দেহত্যাগ ১৯৩২, ৪ঠা জুন। ১৩৩৯, ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ফলহারিণী অমাবস্যা তিথি।

বাপ মা দুজনে পরামর্শ করে, আর ছেলেকে আগেই হিস্যা ফেলে দেয়। **ব্যাকুল হ'লে তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন।** তিনি যে কালে জন্ম দিয়েছেন, সে কালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। তিনি আপনার বাপ, আপনার মা,—তাঁর উপর জোর খাটে। 'দাও পরিচয়। নয় গলায় ছুরি দিব!'

কিরূপে মাকে ডাকিতে হয়, ঠাকুর শিখাইতেছেন—"আমি মা বলে এইরূপে ডাকতাম—'মা আনন্দময়ী!—দেখা দিতে যে হবে!'—

"আবার কখন বলতাম,—'ওহে দীননাথ—জগন্নাথ—আমি ত জগৎ ছাড়া নই নাথ! আমি জ্ঞানহীন—সাধনহীন,—ভক্তিহীন—আমি কিছুই জানি না—দয়া করে দেখা দিতে হবে।"

ঠাকুর অতি করুণ স্বরে সুর করিয়া, কিরূপে তাঁহাকে ডাকিতে হয়, শিখাইতেছেন। সেই করুণ স্বর শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে,—মহিমাচরণ চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছেন।

মহিমাচরণকে দেখিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন—

"ডাক্ দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিবপুর ভক্তগণ ও আমমোক্তারি (বকলমা)—শ্রীমধু ডাক্তার

শিবপুর হইতে ভক্তেরা আসিলেন। তাহারা অত দূর হইতে কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সার সার গুটিকতক কথা তাঁহাদিগকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবপুরের ভক্তদের প্রতি)—**ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য।** বাবু আর বাগান। ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্য। লোকে বাগানই দেখে, বাবুকে চায় কয়জনে?

ভক্ত—আজ্ঞা, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সদসৎ বিচার। তিনি সত্য আর সব অনিত্য—এইটি সর্বদা বিচার। ব্যাকুল হয়ে ডাকা।

ভক্ত—আজ্ঞে, সময় কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাদের সময় আছে, তারা ধ্যান ভজন করবে।

"যারা একান্ত পারবে না তারা দুবেলা খুব দুটো করে প্রণাম করবে। তিনি ত অন্তর্যামী,—বুঝছেন যে, এরা কি করে! অনেক কাজ করতে হয়। তোমাদের ডাক্‌বার সময় নাই,—তাঁকে আমমোক্তারি (বকলমা) দাও। কিন্তু তাঁকে লাভ না করলে—তাঁকে দর্শন না করলে, কিছুই হলো না।"

একজন ভক্ত—আজ্ঞা, আপনাকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও কথা আর বোলো না। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউ-এর কিছু গঙ্গা নয়। আমি এত বড় লোক, আমি অমুক—এই সব অহঙ্কার না গেলে তাঁকে পাওয়া যায় না। 'আমি' ঢিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি ক'রে ফ্যালো।

[কেন সংসার? ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ]

ভক্ত—সংসারে কেন তিনি রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সৃষ্টির জন্য রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা। তাঁর মায়া। কামিনী কাঞ্চন দিয়ে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন।

ভক্ত—কেন ভুলিয়ে রেখেছেন? কেন, তাঁর ইচ্ছা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি যদি ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন তা হলে আর কেউ সংসার করে না, সৃষ্টিও চলে না।

"চালের আড়তে বড় বড় ঠেকের ভিতরে চাল থাকে। পাছে ইঁদুরগুলো ঐ চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খই মুড়কি রেখে দেয়। ঐ খই মুড়কি মিষ্টি লাগে, তাই ইঁদুরগুলো সমস্ত রাত কড়র মড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর করে না।

"কিন্তু দ্যাখো, এক সের চালে চৌদ্দগুণ খই হয়। কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশী। তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভা তিলোত্তমার রূপ চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়।"

ভক্ত—তাঁকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুলতা কেন হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**ভোগান্ত না হ'লে ব্যাকুলতা হয় না।** কামিনী কাঞ্চনের ভোগ যে টুকু আছে সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন খেলায় মত্ত হয়, তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে তখন বলে, 'মা যাবো।' হৃদের ছেলে পায়রা লয়ে খেলা কচ্ছিল; পায়রাকে ডাকছে,—'আয় তি তি!' করে! পায়রা লয়ে খেলা তৃপ্তি যাই হলো, অমনি কাঁদতে আরম্ভ করলে। তখন একজন অচেনা লোক এসে বল্লে, আমি তোকে মার কাছে লয়ে যাচ্ছি আয়। সে তারই কাঁধে চড়ে অনায়াসে গেল।

"যাঁরা নিত্যসিদ্ধ, তাদের সংসারে ঢুকতে হয় না। তাদের ভোগের বাসনা জন্ম থেকেই মিটে গেছে।

[শ্রীমধু ডাক্তারের আগমন—শ্রীমধুসূদন ও নামমাহাত্ম্য]

পাঁচটা বাজিয়াছে। মধু ডাক্তার আসিয়াছেন। ঠাকুরের হাতটিতে বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছেন। ঠাকুর বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। আর বলিতেছেন, ঐহিক ও পারত্রিকের মধুসূদন।

মধু—(সহাস্যে)—কেবল নামের বোঝা বয়ে মরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কেন নাম কি কম? তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয়।

সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে স্বর্ণ-মণি মাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে ওজন কচ্ছিলেন, তখন হলো না! যখন রুক্মিণী তুলসী আর কৃষ্ণনাম একদিকে লিখে দিলেন, তখন ঠিক ওজন হলো!

এইবার ডাক্তার বাড় বাঁধিয়া দিবেন। মেজেতে বিছানা করা হইল। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে মেজেতে আসিয়া শয়ন করিতেছেন। সুর করিয়া করিয়া বলিতেছেন "রাই-এর দশম দশা! বৃন্দে বলে, আর কত বা হবে!"

ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। ঠাকুর আবার গাহিতেছেন—"সব সখি মিলি বৈঠল—সরোবর কূলে!" ঠাকুরও হাসিতেছেন, ভক্তেরাও হাসিতেছেন। বাড় বাঁধা হইয়া গেলে ঠাকুর বলিতেছেন—

"আমার কলকাতার ডাক্তারদের তত বিশ্বাস হয় না। শম্ভুর বিকার হয়েছে, ডাক্তার (সর্বাধিকারী) বলে ও কিছু নয়, ও ঔষধের নেশা! তার পরই শম্ভুর দেহত্যাগ হলো!*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে অধর কলিকাতা হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঘরে মহিমাচরণ, রাখাল, মাষ্টার। হাজরাও এক একবার আসিতেছেন।

অধর—আপনি কেমন আছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (স্নেহমাখা স্বরে)—এই দ্যাখো! হাতে লেগে কি হয়েছে। (সহাস্যে) আছি আর কেমন!

অধর মেজেতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাহাকে বলিতেছেন,—"তুমি একবার এইটে হাত বুলিয়ে দাও তো!"

অধর ছোট খাটটির উত্তর প্রান্তে বসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন। ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত আবার কথা কহিতেছেন।

[মূলকথা অহেতুকী ভক্তি—'স্বস্বরূপকে জানো']

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—অহেতুকী ভক্তি,—তুমি এইটি যদি সাধতে পার, তাহলে বেশ হয়।

"মুক্তি, মান, টাকা, রোগ ভাল হওয়া, কিছুই চাই না;—কেবল তোমায় চাই! এর নাম অহেতুকী ভক্তি। বাবুর কাছে অনেকেই আসে—নানা কামনা

---

* শম্ভু মল্লিকের মৃত্যু—১৮৭৭

করে; কিন্তু যদি কেউ কিছুই চায় না কেবল ভালবাসে বোলে বাবুকে দেখতে আসে, তা হলে বাবুরও ভালবাসা তার উপর হয়।

"প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি—ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধ নিষ্কাম ভালবাসা।

মহিমাচরণ চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার তাহাকে বলিতেছেন,—"আচ্ছা, তোমার যেমন ভাব সেইরূপ বলি, শোন।

(মহিমার প্রতি)—"বেদান্তমতে স্বস্বরূপকে চিন্‌তে হয়। কিন্তু অহং ত্যাগ না করলে হয় না। অহং একটি লাঠির স্বরূপ—যেন জলকে দুভাগ কচ্ছে। আমি আলাদা, তুমি আলাদা।

"সমাধিস্থ হয়ে এই অহং চলে গেলে ব্রহ্মকে বোধে বোধ হয়।"

ভক্তেরা হয়ত কেহ কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুরের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে? তা যদি হয়ে থাকে তবে উনি 'আমি' 'আমি' করিতেছেন কেন?

ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—'আমি' মহিম চক্রবর্তী,—বিদ্বান, এই 'আমি' ত্যাগ করতে হবে। বিদ্যার 'আমি'তে দোষ নাই। শঙ্করাচার্য লোক-শিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

"স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাক্‌লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তাই সংসারে কঠিন। যত সিয়ান হও না কেন, কাজলের ঘরে থাক্‌লে গায়ে কালি লাগ্‌বে। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়।

"তবে জ্ঞানীর পক্ষে স্বদারায় কখন কখন গমন, দোষের নয়। যেমন মলমূত্র ত্যাগ তেমনই রেতঃ ত্যাগ—পায়খানা আর মনে নাই।

"আধা ছানার মণ্ডা কখন বা খেলে। (মহিমার হাস্য)। সংসারীর পক্ষে তত দোষের নয়।

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

"সন্ন্যাসীর পক্ষে খুব দোষের। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক,—থুথু ফেলে থুথু খাওয়া।

("স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সন্ন্যাসী বসে বসে কথা কবে না—হাজার ভক্ত হলেও। জিতেন্দ্রিয় হ'লেও আলাপ করবে না।)

"সন্ন্যাসী কামিনী কাঞ্চন দুই-ই ত্যাগ করবে—যেমন মেয়ের পট পর্যন্ত দেখবে না, তেম্‌নি কাঞ্চন—টাকা—স্পর্শ করবে না। টাকা কাছে থাক্‌লেও খারাপ! হিসাব, দুশ্চিন্তা টাকার অহঙ্কার, লোকের উপর ক্রোধ, কাছে থাকলে এই সব এসে পড়ে।—সূর্য দেখা যাচ্ছিল মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে।

"তাইতো মাড়োয়ারী যখন হৃদের কাছে টাকা জমা দিতে চাইলে, আমি বল্লাম 'তাও হবে না—কাছে থাকলেই মেঘ উঠবে।'

"সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্যও বটে,—

আর লোকশিক্ষার জন্য। সন্ন্যাসী যদিও নিজে নির্লিপ্ত হয়—জিতেন্দ্রিয় হয়—তবু লোকশিক্ষার জন্য কামিনীকাঞ্চন এইরূপে ত্যাগ করবে।

"সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে ত লোকের সাহস হবে! তবেই ত তারা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা করবে!

"এ ত্যাগ শিক্ষা যদি সন্ন্যাসী না দেয়, তবে কে দিবে!

[জনকাদির ঈশ্বরলাভের পর সংসার—ঋষি ও শূকরমাংস]

"তাঁকে লাভ করে তবে সংসারে থাকা যায়। যেমন মাখম তুলে জলে ফেলে রাখা। জনক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে ছিলেন।

"জনক দুখান তরবার ঘোরাতেন—জ্ঞানের আবার কর্মের। সন্ন্যাসী কর্ম-ত্যাগ করে। তাই কেবল একখানা তরবার—জ্ঞানের। জনকের মত জ্ঞানী সংসারী গাছের নীচের ফল উপরের ফল দুই-ই খেতে পারে। সাধুসেবা, অতিথি-সৎকার এ সব পারে। মাকে বলেছিলাম, 'মা, আমি শুঁট্‌কে সাধু হব না।'

"ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর খাওয়ারও বিচার থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ব্রহ্মা-নন্দের পর সব খেতে পারতো—শূকরমাংস পর্যন্ত।

[চার আশ্রম, যোগতত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

(মহিমার প্রতি)—"মোটামুটি দুই প্রকার যোগ—কর্মযোগ আর মনোযোগ,—কর্মের দ্বারা যোগ আর মনের দ্বারা যোগ।

"ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস—এর মধ্যে প্রথম তিনটিতে কর্ম করতে হয়। সন্ন্যাসীর দণ্ডকমণ্ডলু, ভিক্ষাপাত্র ধারণ করতে হয়। সন্ন্যাসী নিত্যকর্ম করে। কিন্তু হয় ত মনের যোগ নাই—জ্ঞান নাই, ঈশ্বরে মন নাই। কোন কোন সন্ন্যাসী নিত্যকর্ম কিছু কিছু রাখে,—লোকশিক্ষার জন্য। গৃহস্থ বা অন্যান্য আশ্রমী যদি নিষ্কাম কর্ম করতে পারে, তা হলে তাদের কর্মের দ্বারা যোগ হয়।

"পরমহংস অবস্থায়—যেমন শুকদেবাদির—কর্ম সব উঠে যায়। পূজা, জপ, তর্পণ, সন্ধ্যা এই সব কর্ম। এ অবস্থায় কেবল মনের যোগ। বাহিরের কর্ম কখন কখন সাধ ক'রে করে—লোকশিক্ষার জন্য। কিন্তু সর্বদা স্মরণ মনন থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহিমাচরণের শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ ও ঠাকুরের সমাধি

কথা কহিতে কহিতে রাত আটটা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণকে শাস্ত্র হইতে কিছু স্তবাদি শুনাইতে বলিলেন। মহিমাচরণ একখানি বই লইয়া উত্তর গীতার প্রথমেই পরব্রহ্মসম্বন্ধীয় যে শেলাক তাহা শুনাইতেছেন—

"যদেকং নিষ্কলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিবর্জিতম্॥

ক্রমে তৃতীয় অধ্যায়ের ৭ম শেলাক পড়িতেছেন—

"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥

(অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের দেবতা অগ্নি, মুনিদিগের দেবতা হৃদয়মধ্যে—স্বল্প বুদ্ধি মনুষ্যদের প্রতিমাই দেবতা,—আর সমদর্শী মহাযোগীদিগের দেবতা সর্বত্রই আছেন।)

'সর্বত্র সমদর্শিনাম্'—এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র ঠাকুর হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। হাতে সেই বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ভক্তেরা সকলেই অবাক্—এই সমদর্শী মহাযোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

অনেকক্ষণ এইরূপে দাঁড়াইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন। মহিমাচরণকে এইবার সেই হরিভক্তির শেলাক আবৃত্তি করিতে বলিলেন। মহিমা নারদপঞ্চরাত্র হইতে আবৃত্তি করিতেছেন—

অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
বিরম্ বিরম্ ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্॥
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম্।
ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীঞ্চ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! আহা!

[ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড—তুমিই চিদানন্দ—নাহং নাহং]

শেলাকগুলির আবৃত্তি শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন। কষ্টে ভাব সংবরণ করিলেন। এইবার যতিপঞ্চক পাঠ হইতেছে—

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং, ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিসুখৈকং জগদাত্মরূপং, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপম্॥

না কাশিকাহং নিজবোধরূপং’—এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন,—“যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।”

এইবার পাঠ হইতেছে নির্বাণষট্‌কং—

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং,
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

যতবার মহিমাচরণ বলিতেছেন—চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্, ততবারই ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন—

“নাহং! নাহং!—তুমি তুমি চিদানন্দ।”

মহিমাচরণ জীবন্মুক্তি গীতা থেকে কিছু পড়িয়া ষট্‌চক্রবর্ণনা পড়িতেছেন। তিনি নিজে কাশীতে যোগীর যোগাবস্থায় মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, বলিলেন।

এইবার ভূচরী ও খেচরী মুদ্রার বর্ণনা করিতেছেন,—ও সাম্ভবী বিদ্যার। সাম্ভবী;—যেখানে সেখানে যায়, কোন উদ্দেশ্য নাই।

[পূর্বকথা—সাধুদের কাছে ঠাকুরের রামগীতাপাঠ শ্রবণ]

মহিমা—রামগীতায় বেশ বেশ কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি রামগীতা রামগীতা কচ্ছো,—তবে তুমি ঘোর বেদান্তী! সাধুরা কত পড়তো এখানে।

মহিমাচরণ প্রণব শব্দ কিরূপ তাই পড়িতেছেন—‘তৈলধারামবিচ্ছিন্নম্—দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ’! আবার সমাধির লক্ষণ বলিতেছেন—

ঊর্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্।
সর্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥”

অধর, মহিমাচরণ ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উন্মাদ অবস্থা—সরলতা ও সত্যকথা

পরদিন রবিবার, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ (২১শে মাঘ ১২৯০ সাল)। মাঘ শুক্লা সপ্তমী। মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুর নিজাসনে বসিয়া আছেন। কলিকাতা হইতে রাম সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার অসুখ শুনিয়া চিন্তিত হইয়া আসিয়াছেন। মাষ্টারও কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের হাতে বাড়্ বাঁধা, ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

[পূর্বকথা—উন্মাদ, জানবাজারে বাস—সরলতা ও সত্যকথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—এমনি অবস্থায় মা রেখেছেন যে ঢাকাঢাকি করবার জো নাই। বালকের অবস্থা!

“রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পায়, নিন্দা করে, গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙা হাত ঢেকে দেয়। মধু ডাক্তারকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলছিলো। তখন চেঁচিয়ে বল্লাম—‘কোথা গো মধুসূদন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙে গেছে!’

“সেজোবাবু আর সেজো গিন্নি যে ঘরে শুতো সেই ঘরে আমিও শুতাম! তারা ঠিক ছেলেটির মতন আমায় যত্ন করত। তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। সেজোবাবু বল্‌তো, ‘বাবা তুমি আমাদের কোন কথাবার্তা শুনতে পাও? আমি বলতাম, ‘পাই’।

“সেজো গিন্নি সেজোবাবুকে সন্দেহ করে বলেছিল, যদি কোথাও যাও—ভট্‌চায্যি মশায় তোমার সঙ্গে যাবেন। এক জায়গায় গেলো—আমায় নীচে বসালে। তারপর আধ ঘণ্টা পরে এসে বল্লে, ‘চল বাবা, গাড়িতে উঠবে চল।’ সেজো গিন্নি জিজ্ঞাসা কল্লে, আমি ঠিক ঐ সব কথা বল্লুম। আমি বল্লুম, ‘দ্যাখগা, একটা বাড়ীতে আমরা গেলুম,—উনি আমায় নীচে বসালে—উপরে আপনি গেল;—আধ ঘণ্টা পরে এসে বল্লে, ‘চল বাবা চল’! সেজো গিন্নি যা হয় বুঝে নিলে।

“মাড়েদের এক সরিক এখানকার গাছের ফল, কপি গাড়ী করে বাড়ীতে চালান করে দিত। অন্য সরিকরা জিজ্ঞাসা করাতে আমি ঠিক তাই বল্লুম।”

একাদশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মাষ্টার, মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর অধৈর্য কেন? মণি মল্লিকের প্রতি উপদেশ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মেজেতে মণি মল্লিক বসিয়া আছেন। ঠাকুরের হাতে এখনও বাড় বাঁধা। মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া মণি মল্লিকের নিকট মেজেতে বসিলেন। আজ রবিবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ (১৩ই ফাল্গুন, ১২৯০ সাল)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কিসে করে এলে?

মাষ্টার—আজ্ঞা, আলমবাজার পর্যন্ত গাড়ি করে এসে ওখান থেকে হেঁটে এসেছি।

মণিলাল—উঃ! খুব ঘেমেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তাই ভাবি, আমার এ সব বাই নয়! তা না হলে ইংলিশম্যানরা এত কষ্ট করে আসে!

ঠাকুর কেমন আছেন—হাত ভাঙ্গার কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি এইটার জন্য এক একবার অধৈর্য হই—একে দেখাই—আবার ওকে দেখাই—আর বলি, হ্যাঁগা ভাল হবে কি? রাখাল চটে,—আমার অবস্থা বোঝে না। এক একবার মনে করি এখান থেকে যায় যাক—আবার মাকে বলি, মা কোথায় যাবে—কোথায় জ্বলতে পুড়তে যাবে!

"আমার বালকের মত অধৈর্য অবস্থা আজ বলে নয়। সেজোবাবুকে হাত দেখাতাম, বলতাম হ্যাঁগা আমার কি অসুখ করেছে?

"আচ্ছা তা হলে ঈশ্বরে নিষ্ঠা কই?—ওদেশে যাবার সময় গোরুর গাড়ির কাছে ডাকাতের মত লাঠি হাতে কতকগুলো মানুষ এলো! আমি ঠাকুরদের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখন বলি রাম, কখন দুর্গা, কখন ওঁ তৎসৎ—যেটা খাটে।

(মাষ্টারের প্রতি)—"আচ্ছা কেন এত অধৈর্য আমার?"

মাষ্টার—আপনি সর্বদাই সমাধিস্থ—ভক্তদের জন্য একটু মন শরীরের উপর রেখেছেন, তাই—শরীর রক্ষার জন্য এক একবার অধৈর্য হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, একটু মন আছে কেবল শরীরে,—আর ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতে।

[Exhibition দর্শন প্রস্তাব—ঠাকুরের চিড়িয়াখানা দর্শন কথা]

মণিলাল মল্লিক এগ্‌জিবিশন্‌-এর গল্প করিতেছেন।

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে আছেন—বড় সুন্দর মূর্তি—শুনে ঠাকুরের চক্ষে জল আসিয়াছে। **সেই বাৎসল্যরসের** প্রতিমা যশোদার কথা শুনিয়া ঠাকুরের উদ্দীপন হইয়াছে,—তাই কাঁদিতেছেন।

মণিলাল—আপনার অসুখ,—তা না হলে আপনি একবার গিয়ে দেখে আস্‌তেন—গড়ের মাঠের প্রদর্শনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি)—আমি গেলে সব দেখতে পাব না! একটা কিছু দেখেই বেহুঁশ হয়ে যাবো—আর কিছু দেখা হবে না। চিড়িয়াখানা দেখাতে লয়ে গিছ্‌লো। সিংহ দর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম!—ঈশ্বরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপন হলো—তখন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে!—সিংহ দেখেই ফিরে এলাম। তাই যদু মল্লিকের মা একবার বলে, এগ্‌জিবিশন্‌-এ এঁকে নিয়ে চল—আবার বলে, না!

মণি মল্লিক পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী। বয়স প্রায় ৬৫ হইয়াছে। ঠাকুর তাঁহারই ভাবে কথাচ্ছলে, তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন।

[পূর্বকথা—জয়নারায়ণ পণ্ডিত দর্শন—গৌরীপণ্ডিত]

শ্রীরামকৃষ্ণ—জয় নারায়ণ পণ্ডিত খুব উদার ছিল। গিয়ে দেখলাম বেশ ভাবটি। ছেলেগুলি বুট্‌ পরা;—নিজে বল্লে আমি কাশী যাবো। যা বল্লে তাই শেষে কল্লে। কাশীতে বাস—আর কাশীতেই দেহত্যাগ হলো।*

"বয়স হলে সংসার থেকে ঐ রকম চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করা ভাল। কি বল?"

মণিলাল—হাঁ; সংসারের ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গৌরী স্ত্রীকে-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করতো। সকল স্ত্রীই ভগবতীর এক একটি রূপ।

(মণিলালের প্রতি)—"তোমার সেই কথাটি এঁদের বলতো গা।"

মণিলাল (সহাস্যে)—নৌকা করে কয়জন গঙ্গা পার হচ্ছিলো। একজন পণ্ডিত বিদ্যার পরিচয় খুব দিচ্ছিল। 'আমি নানা শাস্ত্র পড়িছি,—বেদ-বেদান্ত—ষড়দর্শন।' একজনকে জিজ্ঞাসা কল্লে—'বেদান্ত জান?' সে বল্লে, 'আজ্ঞা না।' 'তুমি সাঙ্খ্য পাতঞ্জল জান?'—'আজ্ঞা না।' দর্শন টর্শন কিছুই পড় নাই?—'আজ্ঞা না।'

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৬৯-এর পূর্বে পণ্ডিতকে দেখিয়াছিলেন। পণ্ডিত জয়নারায়ণের কাশী গমন ১৮৬৯ জন্ম—১৮০৪। কাশীপ্রাপ্তি—১৮৭৩ খৃঃ।

"পণ্ডিত সগর্বে কথা কহিতেছেন ও লোকটি চুপ করে বসে আছে। এমন সময়ে ভয়ংকর ঝড়—নৌকা ডুবতে লাগ্‌লো। সেই লোকটি বল্লে, 'পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন?' পণ্ডিত বল্লেন; 'না'। সে বল্লে, 'আমি সাংখ্য পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি।"

[ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু—লক্ষ্য বেঁধা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নানা শাস্ত্র জান্‌লে কি হবে! ভবনদী পার হতে জানাই দরকার। **ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।**

"লক্ষ্য ভেদের সময় দ্রোণাচার্য অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ?—এই রাজাদের কি তুমি দেখতে পাচ্ছ? অর্জুন বল্লেন,—'না'। 'আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ?'—'না'—'গাছ দেখ্‌তে পাচ্ছ?'—'না'। 'গাছের উপর পাখি দেখতে পাচ্ছ?'—'না'। 'তবে কি দেখতে পাচ্ছো?'—'শুধু পাখির চোখ'।

"যে শুধু পাখির চোখটি দেখ্‌তে পায় সেই লক্ষ্য বিঁধ্‌তে পারে।

"যে কেবল দেখে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, সেই চতুর। অন্য খবরে আমাদের কাজ কি? হনুমান বলেছিল, আমি তিথি নক্ষত্র অতো জানি না,—কেবল রাম চিন্তা করি।

(মাষ্টারের প্রতি)—"খানকতক পাখা এখানকার জন্যে কিনে দিও।

(মণিলালের প্রতি)—"ওগো তুমি একবার এঁর (মাষ্টারের) বাবার কাছে যেও। ভক্ত দেখলে উদ্দীপন হবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত মণিলাল প্রভৃতির প্রতি উপদেশ—নরলীলা

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ আসনে বসিয়া আছেন। মণিলাল প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া ঠাকুরের মধুর কথামৃত পান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এই হাত ভাঙ্গার পর একটা ভারী অবস্থা বদলে যাচ্ছে। নরলীলাটি কেবল ভাল লাগ্‌ছে।

"নিত্য আর লীলা। নিত্য—সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

"লীলা—ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা।

[তু সচ্চিদানন্দ—বৈষ্ণবচরণের শিক্ষা—ঠাকুরের রামলীলা দর্শন]

"বৈষ্ণবচরণ বল্‌তো নরলীলায় বিশ্বাস হলে তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে। তখন শুনতাম না। এখন দেখছি ঠিক। বৈষ্ণবচরণ মানুষের ছবি দেখে কোমল ভাব—প্রেমের ভাব—পছন্দ করতো।

(মণিলালের প্রতি)—'ঈশ্বরই মানুষ হয়ে লীলা কচ্ছেন—তিনিই মণি মল্লিক হয়েছেন। শিখরা শিক্ষা দেয়,—তু **সচ্চিদানন্দ**।

"এক একবার নিজের স্বরূপ (সচ্চিদানন্দ)-কে দেখতে পেয়ে মানুষ অবাক হয়, আর আনন্দে ভাসে। হঠাৎ আত্মীয় দর্শন হলে যেমন হয়। (মাষ্টারের প্রতি) সেদিন গাড়ীতে আসতে আসতে বাবুরামকে দেখে যেমন হয়েছিল—তুমি তো গাড়ীতে ছিলে।

"শিব যখন স্বস্বরূপকে দেখেন, তখন 'আমি কি!' 'আমি কি!' বলে নৃত্য করেন।

"অধ্যাত্মে (অধ্যাত্ম রামায়ণে) ঐ কথাই আছে। নারদ বল্‌ছেন, হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি,—সীতাই যত স্ত্রীলোক হয়েছেন।

"রামলীলায় যারা সেজেছিল, দেখে বোধ হলো নারায়ণই এই সব মানুষের রূপ ধরে রয়েছেন! আসল-নকল সমান বোধ হলো।

"কুমারী পূজা করে কেন? সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক একটি রূপ। শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশী প্রকাশ।

[কেন অসুখে ঠাকুর অধৈর্য—ঠাকুরের বালক ও ভক্তের অবস্থা]

(মাষ্টারের প্রতি)—"কেন আমি অসুখ হলে অধৈর্য হই। আমায় বালকের স্বভাবে রেখেছে। বালকের সব নির্ভর মার উপর।

"দাসীর ছেলে বাবুর ছেলের সঙ্গে কোঁদল করতে করতে বলে, আমি মাকে বলে দিব।

[রাধাবাজারে সুরেন্দ্র কর্তৃক ফটোছবি তুলানো ১৮৮১]

"রাধাবাজারে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছ্‌লো। সেদিন রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী যাবার কথা ছিল—কেশব সেন আর সব আস্‌বে শুনেছিলুম। গোটাকতক কথা বল্‌বো বলে ঠিক করেছিলাম। রাধাবাজারে গিয়ে সব ভুলে গেলাম! তখন বল্লাম!—'**মা তুই বল্‌বি!** আমি আর কি বল্‌বো!'

[পূর্বকথা—কোয়ার সিং—রামলালের মা—কুমারী পূজা]

"আমার জ্ঞানীর স্বভাব নয়। জ্ঞানী আপনাকে দেখে বড়—বলে, আমার আবার রোগ!

"কোয়ার সিং বল্লে, 'তোমার এখনও দেহের জন্য ভাবনা আছে?'

"আমার স্বভাব এই—**আমার মা সব জানে**। রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী তিনি কথা কবেন। সেই কথাই কথা। সরস্বতীর জ্ঞানের একটি কিরণে এক হাজার পণ্ডিত থ হয়ে যায়!

"ভক্তের অবস্থায়—বিজ্ঞানীর অবস্থায়—রেখেছে। তাই রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করি। জ্ঞানীর অবস্থায় রাখ্‌লে উটি হত না!

"এ অবস্থায় দেখি মা-ই সব হয়েছেন! সর্বত্র তাঁকে দেখতে পাই!

"কালীঘরে দেখলাম, মা-ই হয়েছেন—দুষ্টলোক পর্যন্ত—ভাগবত পন্ডিতের ভাই পর্যন্ত।

"রামলালের মা-কে বক্‌তে গিয়ে আর পারলাম না। দেখলাম তাঁরই একটি রূপ! মাকে কুমারীর ভিতর দেখতে পাই বলে কুমারী পূজা করি।

"আমার মাগ (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায়ে হাত বুলায়ে দেয়,—তার পর আমি আবার নমস্কার করি।

"তোমরা আমার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করো,—হৃদে থাক্‌লে পায়ে হাত দেয় কে!—কারুকে পা ছুঁতে দিতো না।

"এই অবস্থায় রেখেছে বলে নমস্কার ফিরুতে হয়।

"দ্যাখো, দুষ্ট লোককে পর্যন্ত বাদ দিবার জো নাই। তুলসী শুক্‌নো হোক, ছোট হোক—ঠাকুর সেবায় লাগবে।"

দ্বাদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্য, অধর, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ অসুখে অধৈর্য কেন? বিজ্ঞানীর অবস্থা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবার পর রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নহে—এখনও হাতে বাড় বাঁধা। আজ রবিবার, ২৩শে মার্চ ১৮৮৪ (১১ই চৈত্র ১২৯০)।

নিজের অসুখ,—কিন্তু ঠাকুর আনন্দের হাট বসাইয়াছেন। দলে দলে ভক্ত আসিতেছেন। সর্বদাই ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গে—আনন্দ। কখনও কীর্ত্তনানন্দ কখনও বা ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন। ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দেখে। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

[নরেন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধ—নরেন্দ্র 'দলপতি']

রাম—আর মিত্রের কন্যার সঙ্গে নরেন্দ্রের সম্বন্ধ হচ্ছে। অনেক টাকা দেবে বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ঐ রকম একটা দলপতি টলপতি হয়ে যেতে পারে। ও যেদিকে যাবে সেই দিকেই একটা কিছু বড় হয়ে দাঁড়াবে।

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা আর বেশী তুলিতে দিলেন না।

(রামের প্রতি)—"আচ্ছা, অসুখ হলে আমি এত অধৈর্য হই কেন? একবার একে জিজ্ঞাসা করি কিসে ভাল হবে। একবার ওকে জিজ্ঞাসা করি।

"কি জান, হয় সকলকেই বিশ্বাস করতে হয়, না হয় কারুকে নয়।

"তিনিই ডাক্তার-কবিরাজ হয়েছেন। তাই সকল চিকিৎসককেই বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ মনে করলে বিশ্বাস হয় না।

[পূর্বকথা—শম্ভু মল্লিক ও হলধারীর অসুখ]

"শম্ভুর ঘোর বিকার—সর্বাধিকারী দেখে বলে ঔষধের গরম।

"হলধারী হাত দেখালে, ডাক্তার বল্লে, "চোখ দেখি;—ও! পিলে হয়েছে।' হলধারী বল্লে, 'পিলে-টিলে কোথাও কিছু নাই।'

"মধু ডাক্তারের ঔষধটি বেশ।"

রাম—ঔষধে উপকার হয় না। তবে প্রকৃতিকে অনেকটা সাহায্য করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঔষধে উপকার না হলে, আফিমে বাহ্যে বন্ধ হয় কেন?

[কেশব সেনের কথা—সুলভ-সমাচারে ঠাকুরের বিষয় ছাপানো]

রাম কেশবের শরীর ত্যাগের কথা বলিতেছেন।

রাম—আপনি ত ঠিক বলেছিলেন,—ভাল গোলাপের—(বসরাই গোলাপের) গাছ হলে মালী গোড়া শুদ্ধ খুলে দেয়,—শিশির পেলে আরও তেজে গাছ হবে। সিদ্ধবচন ত ফলেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে জানে বাপু, অত হিসাব করি নাই; তোমরাই বলছ।

রাম—ওরা আপনার বিষয় (সুলভ সমাচারে) ছাপিয়ে দিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছাপিয়ে দেওয়া! এ কি! এখন ছাপানো কেন?—আমি খাই-দাই থাকি, আর কিছু জানি না।

"কেশব সেনকে আমি বল্লাম, কেন ছাপালে? তা বল্লে—তোমার কাছে লোক আসবে বলে।

[লোকশিক্ষা ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা—হনুমানসিং-এর কুস্তিদর্শন]

(রাম প্রভৃতির প্রতি)—"মানুষের শক্তি দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না। ঈশ্বরের শক্তি না হলে অবিদ্যা জয় করা যায় না।

"দুইজনে কুস্তি লড়েছিল—হনুমান সিং আর একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। মুসলমানটি খুব হৃষ্টপুষ্ট। কুস্তির দিনে, আর আগের পনের দিন ধরে, মাংস-ঘি খুব করে খেলে! সবাই ভাবলে, এ-ই জিতবে। হনুমান সিং—গায়ে ময়লা কাপড়—ক'দিন ধরে কম কম খেলে, আর মহাবীরের নাম জপ্‌তে লাগলো। যেদিন কুস্তি হল, সেদিন একবারে উপবাস। সকলে ভাবলে, এ নিশ্চয়ই হারবে। কিন্তু সেই জিত্‌লো। যে পনর দিন ধরে খেলে, সেই হারলো।

"ছাপাছাপি করলে কি হবে?—যে লোকশিক্ষা দেবে তার শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে। আর ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না।

[বাল্য—কামারপুকুরে লাহাদের বাড়ী সাধুদের পাঠশ্রবণ]

"আমি মুর্খোত্তম।" (সকলের হাস্য)।

একজন ভক্ত—তা হলে আপনার মুখ থেকে বেদ বেদান্ত—তা ছাড়াও কত কি—বেরোয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কিন্তু ছেলে বেলায় লাহাদের ওখানে (কামারপুকুরে) সাধুরা যা প'ড়তো, বুঝতে পারতুম। তবে একটু-আধটু ফাঁক যায়। কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।

[পাণ্ডিত্য কি জীবনের উদ্দেশ্য? মুর্খ ও ঈশ্বরের কৃপা]

"তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। লক্ষ্য বিঁধবার সময় অর্জুন বল্লেন

—আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,—কেবল পাখির চক্ষু দেখতে পাচ্ছি—রাজাদেরও দেখতে পাচ্ছি না,—গাছ দেখতে পাচ্ছি না—পাখি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।

"তাঁকে লাভ হলেই হলো!—সংস্কৃত নাই জানলাম।

"তাঁর কৃপা পণ্ডিত মূর্খ সকল ছেলেরই উপর—যে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। **বাপের সকলের উপরে সমান স্নেহ।**

"বাপের পাঁচটি ছেলে,—দুই একজন 'বাবা' বলে ডাকতে পারে। আবার কেউ বা 'বা' বলে ডাকে,—কেউ বা 'পা' বলে ডাকে,—সবটা উচ্চারণ কর্‌তে পারে না। যে বাবা বলে, তার উপর কি বাপের বেশী ভালবাসা হবে?—যে 'পা' বলে তার চেয়ে? বাবা জানে—এরা কাঁচ ছেলে, 'বাবা' ঠিক বল্‌তে পাচ্ছে না।*

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলায় মন]

"এই হাত ভাঙ্গার পর একটা অবস্থা বদলে যাচ্ছে—নরলীলার দিকে মনটা বড় যাচ্ছে। তিনিই মানুষ হয়ে খেলা কচ্ছেন।

"মাটির প্রতিমায় তাঁর পূজা হয়—আর মানুষে হয় না?

"একজন সদাগর লঙ্কার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে লঙ্কার কূলে ভেসে এসেছিল। বিভীষণের আজ্ঞায় লোকটিকে তাঁর কাছে লয়ে গেল। 'আহা! এটি আমার রামচন্দ্রের ন্যায় মূর্তি সেই নররূপ।' এই বলে বিভীষণ আনন্দে বিভোর হলেন। আর ঐ লোকটিকে বসন ভূষণ পরিয়ে পূজা আর আরতি কর্‌তে লাগ্‌লেন।

"এই কথাটি আমি যখন প্রথম শুনি, তখন আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল, বলা যায় না।

[পূর্বকথা—বৈষ্ণবচরণ—ফুলুইশ্যামবাজারের কর্তাভজাদের কথা]

"বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বল্লে, যে যাকে ভালবাসে, তাকে ইষ্ট বলে জানলে, ভগবানে শীঘ্র মন হয়। 'তুই কাকে ভালবাসিস?' 'অমুক পুরুষকে।' 'তবে ওকেই তোর ইষ্ট বলে জান্।' ও দেশে (কামারপুকুর, শ্যামবাজারে) আমি বল্লাম—'এরূপ মত আমার নয়। আমার মাতৃভাব।' দেখ্‌লাম যে **লম্বা লম্বা কথা কয়, আবার ব্যভিচার করে।** মাগীরা জিজ্ঞাসা করলে—আমাদের কি মুক্তি হবে না? আমি বল্লাম—হবে যদি এক জনেতে ভগবান্ বলে নিষ্ঠা থাকে। পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে থাকলে হবে না।"

রাম—কেদারবাবু কর্তাভজাদের ওখানে বুঝি গিছ্‌লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও পাঁচ ফুলের মধু আহরণ করে।

---

* See Maxmuller's Hibbert Lectures.

['হলধারীর বাবা'—'আমার বাবা'—বৃন্দাবনে ফিরতিগোষ্ঠদর্শনে ভাব]

(রাম, নিত্যগোপাল প্রভৃতির প্রতি)—"ইনিই আমার ইষ্ট" এইটি ষোল আনা বিশ্বাস হলে—তাঁকে লাভ হয়—দর্শন হয়।

"আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস!

"মেয়ের বাড়ী যাচ্ছিল। রাস্তায় বেলফুল আর বেলপাতা চমৎকার হয়ে রয়েছে দেখে, ঠাকুরের সেবার জন্য সেই সব নিয়ে দুই তিন ক্রোশ পথ ফিরে তার বাড়ী এলো।

"রাম যাত্রা হচ্ছিল। কৈকেয়ী রামকে বনবাস যেতে বল্লেন। হলধারীর বাপ যাত্রা শুন্‌তে গিছিল—একবারে দাঁড়িয়ে উঠল।—যে কৈকেয়ী সেজেছে, তার কাছে এসে 'পামরী!'—এই কথা বলে দেউটি (প্রদীপ) দিয়ে মুখ পোড়াতে গেল।

"স্নান করবার পর যখন জলে দাঁড়িয়ে—রক্তবর্ণং চতুর্মুখম্—এই সব বলে ধ্যান কর্‌তো—তখন চক্ষু জলে ভেসে যেত!

"আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চল্‌তেন, গাঁয়ের দোকানীরা দাঁড়িয়ে উঠ্‌ত। বল্‌ত ঐ তিনি আস্‌ছেন।

"যখন হালদার পুকুরে স্নান করতেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না। খপর নিত—'উনি কি স্নান করে গেছেন?'

"রঘুবীর! রঘুবীর! বলতেন, আর তাঁর বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত।

"আমারও ঐরকম হত। বৃন্দাবনে ফির্‌তি গোষ্ঠ দেখে, ভাবে শরীর ঐরূপ হয়ে গিছ্‌লো।

"তখনকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হয় তো কালীরূপে তিনি নাচ্‌ছেন, সাধক হাততালি দিচ্ছে! এরূপ কথাও শোনা যায়।"

[পঞ্চবটীর হঠযোগী]

পঞ্চবটীর ঘরে একটি হঠ্‌যোগী আসিয়াছেন। এঁড়েদর কৃষ্ণকিশোরের পুত্র রামপ্রসন্ন ও আরও কয়েকটি লোক ঐ হঠ্‌যোগীকে বড় ভক্তি করেন। কিন্তু তাঁর আফিম আর দুধে মাসে পঁচিশ টাকা খরচা পড়ে। রামপ্রসন্ন ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আপনার এখানে অনেক ভক্তরা আসে কিছু বলে কয়ে দিবেন,—হঠযোগীর জন্য তাহলে কিছু টাকা পাওয়া যায়।"

ঠাকুর কয়েকটি ভক্তকে বলিলেন—পঞ্চবটীতে হঠযোগীকে দেখে এসো, কেমন লোকটি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুরদাদা ও মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ

'ঠাকুরদাদা' দুই একটি বন্ধুসঙ্গে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। বয়স ২৭।২৮ হইবে। বরাহনগরে বাস। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে,—কথকতা অভ্যাস করিতেছেন। সংসার ঘাড়ে পড়িয়াছে,—দিন কতক বৈরাগ্য হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। এখনও সাধন-ভজন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কি হেঁটে আস্‌ছো? কোথায় বাড়ী?

ঠাকুরদাদা—আজ্ঞা হাঁ; বরাহনগরে বাড়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে কি দরকার ছিল?

ঠাকুরদাদা—আজ্ঞা, আপনাকে দর্শন করতে আসা, তাঁকে ডাকি—মাঝে মাঝে অশান্তি হয় কেন? দুই পাঁচ দিন বেশ আনন্দে যায়—তার পর অশান্তি কেন?

[কারিকর; মন্ত্রে বিশ্বাস; হরিভক্তি; জ্ঞানের দুটি লক্ষণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—বুঝেছি,—ঠিক পড়্‌ছে না। কারিকর দাঁতে দাঁত বসিয়ে দেয়—তা হলে হয়—একটু কোথায় আট্‌কে আছে।

ঠাকুরদাদা—আজ্ঞা, এইরূপ অবস্থাই হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মন্ত্র নিয়েছ?

ঠাকুরদাদা—আজ্ঞা, হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মন্ত্রে বিশ্বাস আছে?

ঠাকুরদাদার বন্ধু বলিতেছেন—ইনি বেশ গান গাইতে পারেন।

ঠাকুর বলিতেছেন—একটা গান গাও নাগো।

ঠাকুরদাদা গাইতেছেন—

প্রেম গিরি-কন্দরে, যোগী হয়ে রহিব।
আনন্দনির্ঝর পাশে য়োগধ্যানে থাকিব॥
তত্ত্বফল আহরিয়ে জ্ঞান-ক্ষুধা নিবারিয়ে,
বৈরাগ্য-কুসুম দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম পূজিব।
মিটাতে বিরহ-তৃষা কূপ জলে আর যাব না,
হৃদয়-করঙ্গ ভরে শান্তি-বারি তুলিব।
কভু ভাব শৃঙ্গ পরে, পদামৃত পান করে,
হাসিব কাঁদিব (আবার) নাচিব গাইব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা, বেশ গান! আনন্দ নির্ঝর! তত্ত্বফল! হাসিব কাঁদিব নাচিব গাইব।

"তোমার ভিতর থেকে এমন গান ভাল লাগ্‌ছে—আবার কি!

"সংসারে থাকতে গেলেই সুখ দুঃখ আছে—একটু আধটু অশান্তি আছে।

"কাজলের ঘরে থাক্‌লে গায়ে একটু কালি লাগেই।"

ঠাকুরদাদা—আজ্ঞা,—এখন কি করব—বলে দিন্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম করবে—**'হরিবোল'**—হরিবোল'—'হরিবোল' বলে।

"আর একবার এসো,—আমার হাতটা একটু সারুক।

মহিমাচরণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

(মহিমার প্রতি)—"আহা. ইনি একটি বেশ গান গেয়েছেন।—গাও তো গা সেই গানটি আর একবার।"

ঠাকুরদাদা আবার গাইলেন, 'প্রেম গিরি-কন্দরে' ইত্যাদি।

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন—তুমি সেই শ্লোকটি একবার বলত—হরিভক্তির কথা।

মহিমাচরণ নারদপঞ্চরাত্র হইতে সেই শ্লোকটি বলিতেছেন—

অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওটাও বল—লভ লভ হরিভক্তিং।

মহিমাচরণ বলিতেছেন—

বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শংকরং জ্ঞানসিন্ধুম্॥
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম্।
ভব-নিগড়-নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তরীঞ্চ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শংকর হরিভক্তি দিবেন।

(মহিমা—পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ।)

(শ্রীরামকৃষ্ণ—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, সংকোচ—এ সব পাশ; কি বল?

মহিমা—আজ্ঞা হাঁ, গোপন করবার ইচ্ছা, প্রশংসায় কুণ্ঠিত হওয়া।)

শ্রীরামকৃষ্ণ—দুটি জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম কূটস্থ বুদ্ধি। হাজার দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-বিঘ্ন হোক—নির্বিকার, যেমন কামারশালের লোহা, যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর, দ্বিতীয়, পুরুষকার—খুব রোখ। কাম ক্রোধে আমার অনিষ্ট কচ্ছে তো একেবারে ত্যাগ! কচ্ছপ যদি হাত পা ভিতরে সাদ করে, চারখানা করে কাটলেও আর বার করবে না।

[তীব্র, মন্দা ও মর্কট বৈরাগ্য]

(ঠাকুরদাদা প্রভৃতির প্রতি)—"বৈরাগ্য দুই প্রকার। তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য। মন্দা বৈরাগ্য—হচ্ছে হবে—ঢিমে তেতালা। তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত খুরের ধার—মায়াপাশ কচ্ কচ্ করে কেটে দেয়।

"কোনও চাষা কতদিন ধরে খাট্‌ছে—পুষ্করিণীর জল ক্ষেতে আর আসছে না! মনে রোখ নাই! আবার কেউ দু চার দিন পরেই—আজ জল আন্‌বো ত ছাড়বো, প্রতিজ্ঞা করে। নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ। সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যার সময় যখন জল কুল কুল করে আস্‌তে লাগলো, তখন আনন্দ। তারপর বাড়ীতে গিয়ে পরিবারকে বলে,—'দে এখন তেল দে নাইবো।' নেয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা।

"একজনের পরিবার বল্লে, 'অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোমার কিছু হলো না! যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির ষোল জন স্ত্রী,—এক একজন করে তাদের ত্যাগ করছে।'

"সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা,—বল্লে 'ক্ষেপী! সে লোক ত্যাগ কর্‌তে পারবে না,—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়! আমি ত্যাগ কর্‌তে পারবো। এই দেখ,—আমি চল্লুম!'

"সে বাড়ীর গোছ গাছ না করে—সেই অবস্থায়—কাঁধে গাম্‌ছা—বাড়ী ত্যাগ করে, চলে গেল।—এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য।

"আর এক রকম বৈরাগ্য তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া বসন পরে কাশী গেল। অনেক দিন সংবাদ নাই। তারপর একখানা চিঠি এলো—'তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটি কর্ম হইয়াছে।

"সংসারের জ্বালা ত আছেই!—মাগ অবাধ্য, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলের অন্নপ্রাশন দিতে পার্‌ছে না, ছেলেকে পড়াতে পারছে নাঃ—বাড়ী ভাঙ্গা, ছাত দিয়ে জল পড়্‌ছে;—মেরামতের টাকা নাই।

"তাই ছোক্‌রারা এলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তোর কে কে আছে?

(মহিমার প্রতি)—"তোমাদের সংসার ত্যাগের কি দরকার? সাধুদের কত কষ্ট! একজনের পরিবার বললে, তুমি সংসার ত্যাগ করবে—কেন? আট ঘরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতে হবে তার চেয়ে এক ঘরে খাওয়া পাচ্ছ, বেশ ত।

"সদাব্রত খুঁজে খুঁজে সাধু তিন ক্রোশ রাস্তা থেকে দূরে গিয়ে পড়ে। দেখেছি, জগন্নাথ দর্শন ক'রে—সোজা পথ দিয়ে সাধু আস্‌ছে; সদাব্রতর জন্য তার সোজা পথ ছেড়ে যেতে হয়।

"এতো বেশ,—কেল্লা থেকে যুদ্ধ। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলে অনেক অসুবিধা। বিপদ। গায়ের উপর গোলাগুলি এসে পড়ে!

"তবে দিন কতক নির্জনে গিয়ে, জ্ঞান লাভ করে, সংসারে এসে থাকতে

হয়। জনক জ্ঞান লাভ করে সংসারে ছিল। জ্ঞানের পর যেখানেই থাক তাতে কি?”

মহিমাচরণ—মহাশয়, মানুষ কেন বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে লাভ না করে বিষয়ের মধ্যে থাকে বোলে। তাঁকে লাভ করলে আর মুগ্ধ হয় না। বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়,—তা হলে আর তার অন্ধকার ভাল লাগে না।

[ঊর্ধ্বরেতা, ধৈর্যরেতা ও ঈশ্বরলাভ—সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম]

“তাঁকে পেতে গেলে বীর্য ধারণ করতে হয়।

“শুকদেবাদি ঊর্ধ্বরেতা। এঁদের রেতঃপাত কখন হয় নাই।

“আর এক আছে ধৈর্যরেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তারপর বীর্যধারণ। বার বছর ধৈর্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটি নূতন নাড়ী হয়, তার নাম মেধা নাড়ী। সে নাড়ী হলে সব স্মরণ থাকে,—সব জানতে পারে।

“বীর্যপাতে বলক্ষয় হয়। স্বপ্নদোষে যা বেরিয়ে যায়, তাতে দোষ নাই। ও ভাতের গুণে হয়। ও সব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই কাজ হয়। তবু স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়।

“শেষে যা থাকে, তা খুব রিফাইন (Refine) হয়ে থাকে। লাহাদের ওখানে গুড়ের নাগরি সব রেখেছিল,—নাগরির নীচে একটি একটি ফুটো করে, তারপর এক বৎসর পরে দেখ্‌লে; সব দানা বেঁধে রয়েছে—মিছরির মত। রস যা বেরিয়ে যাবার, ফুটো দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে।

“স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ—সন্ন্যাসীর পক্ষে। তোমাদের হয়ে গেছে, তাতে দোষ নাই।

“সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখ্‌বে না। সাধারণ লোকে তা পারে না। সা রে গা মা পা ধা নী। ‘নী’তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।

“সন্ন্যাসীর পক্ষে বীর্যপাত বড়ই খারাপ। তাই তাদের সাবধানে থাক্‌তে হয়। স্ত্রীরূপ দর্শন যাতে না হয়। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও সেখানে থেকে সরে যাবে। স্ত্রীরূপ দেখাও খারাপ। জাগ্রত অবস্থায় না হয়, স্বপ্নে বীর্যপাত হয়।

“সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রীয় হলেও লোকশিক্ষার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবে না। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও বেশীক্ষণ আলাপ করবে না।

“সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী। আর দু-রকম একাদশী আছে। ফল মূল খেয়ে,—আর লুচি ছক্কা খেয়ে। (সকলের হাস্য)।

“লুচি ছক্কার সঙ্গে হলো দুখানা রুটি দুধে ভিজ্‌ছে। (সকলের হাস্য)।

(সহাস্যে) “তোমরা নির্জলা একাদশী পারবে না।

[পূর্বকথা—কৃষ্ণকিশোরের একাদশী—রাজেন্দ্র মিত্র]

"কৃষ্ণকিশোরকে দেখ্‌লাম, একাদশীতে লুচি ছক্কা খেলে। আমি হৃদুকে বল্লাম—হৃদু, আমার কৃষ্ণকিশোরের একাদশী করতে ইচ্ছা হচ্ছে। (সকলের হাস্য)। তাই একদিন করলাম। খুব পেট ভরে খেলাম তারপর দিন আর কিছু খেতে পার্‌লাম না।" (সকলের হাস্য)।

যে কয়েকটি ভক্ত পঞ্চবটীতে হটযোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের বলিতেছেন,—"কেমন গো—কিরূপ দেখ্‌লে? তোমাদের গজ দিয়ে তো মাপলে?"

ঠাকুর দেখিলেন, ভক্তরা প্রায় কেহই হঠযোগীকে টাকা দিতে রাজী নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধুকে টাকা দিতে হলেই তাকে আর ভাল লাগে না।

"রাজেন্দ্র মিত্র—আটশ টাকা মাইনে—প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'কেমন গো, মেলায় কেমন সব সাধু দেখ্‌লে? রাজেন্দ্র বল্লে—'কই তেমন সাধু দেখ্‌তে পেলেম না। একজনকে দেখ্‌লাম বটে কিন্তু তিনিও টাকা লন।'

"আমি ভাবি যে, সাধুদের কেউ টাকা পয়সা দেবে না ত খাবে কি করে? এখানে প্যালা দিতে হয় না—তাই সকলে আসে। আমি ভাবি; আহা, ওরা টাকা বড় ভালবাসে! তাই নিয়েই থাকুক।"

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। একজন ভক্ত ছোট খাটটির উত্তর দিকে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর ভক্তটিকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন—"যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। সাকার রূপও মান্‌তে হয়। কালীরূপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তার পরে দেখ্‌তে পায় যে, সেই রূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। **যিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই কালী।"**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহিমার পাণ্ডিত্য—মণি সেন, অধর ও মিটিং (Meeting)

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায় মহিমা প্রভৃতির সহিত হঠযোগীর কথা কহিতেছেন। রামপ্রসন্ন ভক্ত কৃষ্ণকিশোরের পুত্র, তাই ঠাকুর তাহাকে স্নেহ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রামপ্রসন্ন কেবল ঐ রকম করে হো হো করে বেড়াচ্ছে। সেদিন এখানে এসে বসলো—একটু কথা কবে না—প্রাণায়াম ক'রে নাক টিপে বসে রইলো; খেতে দিলাম, তা খেলে না। আর একদিন ডেকে বসালুম। তা পায়ের উপর পা দিয়ে বস্‌লো—কাপ্তেনের দিকে পা'টা দিয়ে। ওর মার দুঃখ দেখে কাঁদি।

(মহিমার প্রতি)—"ঐ হঠযোগীর কথা তোমায় বলতে বলেছে। সাড়ে ছ আনা দিন খরচ। এ দিকে আবার নিজে বল্‌বে না।"

মহিমা—বল্লে শোনে কে। (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে আসিয়া নিজের আসনে বসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মণি সেন (যাঁদের পেনেটীতে ঠাকুরবাড়ী) দু একটি বন্ধুসঙ্গে আসিয়াছেন ও ঠাকুরের হাত ভাঙ্গা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা পড়া করিতেছেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন ডাক্তার।

ঠাকুর ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের ঔষধ সেবন করিতেছেন। মণিবাবুর সঙ্গী ডাক্তার তাঁহার ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন না। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন "সে (প্রতাপ) তো বোকা নয়, তা তুমি অমন কথা বলছ কেন?"

এমন সময় লাটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন শিশি পড়ে ভেঙ্গে গেছে।

মণি (সেন) হঠযোগীর কথা শুনিয়া বলিতেছেন—হঠযোগী কাকে বলে? 'হট্‌—মানে ত গরম'।

মণি সেনের ডাক্তার সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তদের পরে বলিলেন—"ওকে জানি। যদু মল্লিককে বলেছিলাম, এ ডাক্তার তোমার ওলম্বাকুল,—অমুক ডাক্তারের চেয়েও মোটা বুদ্ধি।"

[শ্রীযুক্ত মাষ্টারের সহিত একান্তে কথা]

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। তিনি খাটের পাশে পাপোষে পশ্চিমাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। এদিকে মহিমাচরণ পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসিয়া মণি সেনের ডাক্তারের সহিত উচ্চৈঃস্বরে শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন

হইতে শুনিতে পাইতেছেন ও ঈষৎ হাস্য করিয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন—"ঐ ঝাড়ছে! রজোগুণ! রজোগুণে একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে, লেকচার দিতে ইচ্ছা হয়। সত্ত্বগুণে অন্তর্মুখ হয়,—আর গোপন। কিন্তু খুব লোক! ঈশ্বর কথায় এত উল্লাস!"

অধর আসিয়া প্রণাম করিলেন ও মাষ্টারের পাশে বসিলেন।

শ্রীযুক্ত অধর সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বয়ক্রম ত্রিশ বৎসর হইবে। অনেক দিন ধরিয়া সমস্তদিন অফিসের পরিশ্রমের পর ঠাকুরের কাছে প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আসেন। তাঁহার বাটী কলিকাতা শোভাবাজার বেনেটোলায়। অধর কয়েকদিন আসেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিগো, এতদিন আস নাই কেন?

অধর—আজ্ঞা, অনেকগুলো কাজে পড়ে গিছলাম। ইস্কুলের দরুন সভা এবং আর আর মিটিং-এ যেতে হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মিটিং ইস্কুল এই সব লয়ে একেবারে ভুলে গিছলে।

অধর (বিনীত ভাবে)—আজ্ঞা সব চাপা পড়ে গিছলো। আপনার হাতটা কেমন আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই দেখো এখনো সারে নাই। প্রতাপের ঔষধ খাচ্ছিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর হঠাৎ অধরকে বলিতেছেন—"দ্যাখো এ সব অনিত্য—মিটিং, ইস্কুল, আফিস্ এ সব অনিত্য। **ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।** সব মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উচিত।

অধর চুপ করিয়া আছেন।

"এ সব অনিত্য। শরীর এই আছে এই নাই। তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়।*

"তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নাই। কচ্ছপের মত সংসারে থাক। কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায়;—কিন্তু ডিম আড়াতে রাখে—সব মনটা তার ডিম যেখানে, সেখানে পড়ে থাকে।

"কাপ্তেনের বেশ স্বভাব হয়েছে। যখন পূজা করতে বসে, ঠিক একটি ঋষির মত!—এ দিকে কর্পূরের আরতি; সুন্দর স্তব পাঠ করে। পূজা ক'রে যখন উঠে, চক্ষে যেন পিঁপড়ে কামড়েছে! আর সর্বদা গীতা ভাগবত এ সব পাঠ করে। আমি দু একটা ইংরাজী কথা কয়েছিলাম,—তা রাগ কল্লে। বলে—ইংরাজী পড়া লোক ভ্রষ্টাচারী!'

কিয়ৎক্ষণ পরে অধর অতি বিনীতভাবে বলিতেছেন—

"আপনার আমাদের বাড়ীতে অনেকদিন যাওয়া হয় নাই। বৈঠকখানা ঘরে গন্ধ হয়েছিল—আর যেন সব অন্ধকার!"

---

* অধর কয়েক মাস পরেই দেহত্যাগ করিলেন।

ভক্তের এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের স্নেহ-সাগর যেন উথলিয়া উঠিল। তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবে অধর ও মাষ্টারের মস্তক ও হৃদয় স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আর সস্নেহে বলিতেছেন—"আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি! তোমরাই আমার আপনার লোক!

এইবার মহিমাচরণ ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—ঊর্ধ্বরেতার কথা তখন যা বল্‌ছিলে তা ঠিক। বীর্য ধারণ না করলে এ সব (উপদেশ) ধারণা হয় না।

"একজন চৈতন্যদেবকে বল্লে, এদের (ভক্তদের) এত উপদেশ দেন, তেমন উন্নতি করতে পাচ্ছে না কেন? তিনি বল্লেন—এরা যোষিৎসঙ্গ ক'রে সব অপব্যয় করে!—তাই ধারণা করতে পারে না! ফুটো কলসীতে জল রাখলে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়।"

মহিমা প্রভৃতি ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন! কিয়ৎক্ষণ পরে মহিমাচরণ বলিতেছেন—ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন—যাতে আমাদের সেই শক্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**এখনও সাবধান হও!** আষাঢ় মাসের জল, বটে, রোধ করা শক্ত কিন্তু জল অনেক তো বেরিয়ে গেছে!—এখন বাঁধ দিলে থাকবে।

ত্রয়োদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, জন্মোৎসব দিবসে বিজয়, কেদার, রাখাল, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

পঞ্চবটীমূলে জন্মোৎসবদিবসে বিজয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতলায় পুরাতন বটবৃক্ষের চাতালের উপর বিজয়, কেদার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। কয়েকটি ভক্ত চাতালের উপর বসিয়া আছেন। অধিকাংশই চাতালের নীচে, চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা ১টা হইবে। রবিবার, ২৫শে মে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ; ১২৯১ শুক্ল প্রতিপদ।

ঠাকুরের জন্মদিন ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। কিন্তু তাঁহার হাতে অসুখ বলিয়া এতদিন জন্মোৎসব হয় নাই। এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তাই আজ ভক্তেরা আনন্দ করিবেন। সহচরী গান গাইবে। সহচরী প্রবীণা হইয়াছেন কিন্তু প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনী।

মাষ্টার ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া পঞ্চবটীতে আসিয়া দেখেন যে, ভক্তেরা সহাস্যবদন—আনন্দে অবস্থান করিতেছেন। ঠাকুর বৃক্ষমূলে চাতালের উপর যে বসিয়া আছেন, তিনি দেখেন নাই অথচ ঠাকুরের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তিনি কোথায়? এই কথা শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিলেন। হঠাৎ সম্মুখে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া, মাষ্টার অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, ঠাকুরের বামদিকে কেদার (চাটুয্যে) এবং বিজয় (গোস্বামী) চাতালের উপর বসিয়া আছেন। ঠাকুর দক্ষিণাস্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাষ্টারের প্রতি)—দেখ কেমন দুজনকে (কেদার ও বিজয়কে) মিলিয়ে দিয়েছি!

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মাধবীলতা আনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রোপণ করিয়াছিলেন। আজ মাধবী বেশ বড় হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা উঠিয়া দুলিতেছে, নাচিতেছে—ঠাকুর আনন্দে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন—"বাঁদুরে ছানার ভাব। পড়লে ছাড়ে না।" সুরেন্দ্র চাতালের নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন, "তুমি উপরে এসো না। এমন টা (পা মেলা) বেশ হবে।"

সুরেন্দ্র উপরে গিয়া বসিলেন। ভবনাথ জামা পরিয়া বসিয়াছেন দেখিয়া সুরেন্দ্র বলিতেছেন—'কি হে বিলাতে যাবে না কি?'

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন—"আমাদের বিলাত ঈশ্বরের কাছে।" ঠাকুর ভক্তদের সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি মাঝে মাঝে কাপড় ফেলে, আনন্দময় হয়ে বেড়াতাম। শম্ভু একদিন বল্‌ছে, 'ওহে তুমি তাই ন্যাংটো হয়ে বেড়াও!—বেশ আরাম!—আমি একদিন দেখলাম।'

সুরেন্দ্র—আফিস থেকে এসে জামা চাপকান খোলবার সময় বলি—মা তুমি কত বাঁধাই বেঁধেছ।

[সুরেন্দ্রের আফিষ্—সংসার, অষ্টপাশ ও তিন গুণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—অষ্টপাশ দিয়ে বন্ধন। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি অভিমান, সঙ্কোচ, গোপনের ইচ্ছা—এই সব।

ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

আমি ঐ খেদে খেদ করি শ্যামা। [১ম ভাগ, ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ

গান— শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)
ঘুড়ি আশাবায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।
[১ম ভাগ, ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ

"মায়া দড়ি কিনা মাগ ছেলে। বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কশা হয়েছে দড়ি। বিষয়—কামিনীকাঞ্চন।

গান— ভবে আসা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম।
আশার আশা ভাঙগা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম।
প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল,
(শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলাম!
ছ' দুই আট, ছ'চার দশ, কেউ নয় মা আমার বশ;
খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজী ভোর হইল।

"পঞ্জুড়ি অর্থাৎ পঞ্চভূত। পঞ্জা ছক্কায় বন্দী হওয়া অর্থাৎ পঞ্চভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া। 'ছ তিন নয়ে ফাঁকি দিব।' ছয়কে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া। 'তিনকে ফাঁকি দেওয়া' অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হওয়া।

"সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণেতেই মানুষকে বশ করেছে। তিন ভাই; সত্ত্ব থাকলে রজঃকে ডাক্‌তে পারে, রজঃ থাক্‌লে তমঃকে ডাকতে পারে। তিন গুণই চোর। তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বদ্ধ করে, সত্ত্বগুণে বন্ধন খোলে বটে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্যন্ত যেতে পারে না।"

বিজয় (সহাস্যে)—সত্ত্বও চোর কিনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়।

ভবনাথ—বাঃ! কি চমৎকার কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ এ খুব উঁচু কথা।

ভক্তেরা এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয় কেদার প্রভৃতির প্রতি কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে উপদেশ

শ্রীরামকৃষ্ণ—বন্ধনের কারণ কামিনীকাঞ্চন। কামিনীকাঞ্চনই সংসার। কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না।

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের গামছা লইয়া সম্মুখ আবরণ করিলেন। আর বলিতেছেন—"আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্চ?—এই আবরণ! এই কামিনীকাঞ্চন আবরণ গেলেই চিদানন্দ লাভ।

"দ্যাখো না—যে মাগ সুখ ত্যাগ করেছে, সে তো জগৎ সুখ ত্যাগ করেছে! ঈশ্বর তার অতি নিকট।

কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে এই কথা শুনিতেছেন।

(কেদার, বিজয় প্রভৃতির প্রতি)—"মাগ সুখ যে ত্যাগ করেছে, সে জগৎসুখ ত্যাগ করেছে।—এই কামিনীকাঞ্চনই আবরণ। তোমাদের তো এত বড় বড় গোঁফ, তবু তোমরা ঐ-তেই রয়েছ! বল! মনে মনে বিবেচনা করে দেখ।—"

বিজয়—আজ্ঞা, তা সত্য বটে।

কেদার অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,—

"সকলকেই দেখি, মেয়েমানুষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ী গিছ্‌লাম;—তার বাড়ী হয়ে রামের বাড়ী যাব। তাই কাপ্তেনকে বল্লাম 'গাড়ীভাড়া দাও'। কাপ্তেন তার মাগ্‌গে বল্লে! সে মাগও তেমনি—'ক্যা হুয়া' 'ক্যা হুয়া' করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বল্লে যে, ওরাই (রামেরা) দেবে। গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে! (সকলের হাস্য)।

"টাকা কড়ি সর্ব্বস্ব সব মাগের হাতে! আবার বলা হয়, 'আমি দু'টো টাকাও আমার কাছে রাখ্‌তে পারি না—কেমন আমার স্বভাব!"

"বড়বাবুর হাতে অনেক কর্ম, কিন্তু করে দিচ্চে না। একজন বল্লে, 'গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম হবে।' গোলাপী বড়বাবুর রাঁড়।

[পূর্ব্বকথা—ফোর্ট দর্শন—স্ত্রীলোক ও 'কলমবাড়া রাস্তা']

"পুরুষগুলো বুঝতে পারে না, কত নেমে গেছে।

"কেল্লায় যখন গাড়ী করে গিয়ে পৌঁছিলাম তখন বোধ হলো যেন সাধারণ

রাস্তা দিয়ে এলাম। তার পরে দেখি যে চারতোলা নীচে এসেছি! কলমবাড়া (Sloping) রাস্তা! যাকে ভূতে পায়, সে জান্‌তে পারে না যে আমায় ভূতে পেয়েছে। সে ভাবে আমি বেশ আছি।”

বিজয় (সহাস্যে)—রোজা মিলে গেলে রোজা ঝাড়িয়ে দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ওকথার বেশী উত্তর দিলেন না। কেবল বলিলেন—

“সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।”

তিনি আবার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে আজ্ঞে হাঁ, আমার স্ত্রীটি ভাল। একজনেরও স্ত্রী মন্দ নয়। (সকলের হাস্য)।

“যারা কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা-নেশায় কিছু বুঝতে পারে না। যারা দাবাবোড়ে খেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল। কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে, তারা অনেকটা বুঝতে পারে।

“স্ত্রী মায়ারূপিণী। নারদ রামকে স্তব করতে লাগলেন—‘হে রাম, তোমার অংশে যত পুরুষ; তোমার মায়ারূপিণী সীতার অংশে যত স্ত্রী। আর কোন বর চাই না—এই কোরো, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!”

[গিরীন্দ্র, নগেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি উপদেশ]

সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্র ও তাঁহার নগেন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতুষ্পুত্রেরা আসিয়াছেন। গিরীন্দ্র আফিসের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। নগেন্দ্র ওকালতির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীন্দ্র প্রভৃতির প্রতি)—তোমাদের বলি—তোমরা সংসারে আসক্ত হইও না। দ্যাখো, রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে,—সৎ অসৎ বিচার হয়েছে!—এখন তাকে বলি, ‘বাড়ীতে যা; কখনও এখানে এলি, দুই দিন থাক্‌লি।’

“আর তোমরা পরস্পর প্রণয় ক’রে থাক্‌বে—তবেই মঙ্গল হবে। আর আনন্দে থাক্‌বে। যাত্রাওয়ালারা যদি এক সুরে গায়, তবেই যাত্রাটি ভাল হয়, আর যারা শুনে তাদের আহ্লাদ হয়।

“ঈশ্বরে বেশী মন রেখে খানিকটা মন দিয়ে সংসারের কাজ করবে।

“সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা,—আর কাজে চার আনা। সাধুর ঈশ্বরের কথাতেই বেশী হুঁশ। সাপের ন্যাজ মাড়ালে আর রক্ষা নাই!—ন্যাজে যেন তার বেশী লাগে।”

[পঞ্চবটীতে সহচরীর কীর্ত্তন—হঠাৎ মেঘ ও ঝড়]

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবার সময় সিঁতির গোপালকে ছাতির কথা বলিয়া গেলেন। গোপাল মাষ্টারকে বলিতেছেন—‘উনি বলে গেলেন, ছাতি ঘরে রেখে

আস্‌তে।' পঞ্চবটীতলায় কীর্ত্তনের আয়োজন হইল। ঠাকুর আসিয়া বসিয়াছেন। সহচরী গান গাইতেছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন।

গতকল্য শনিবার অমাবস্যা গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস। আজ মধ্যে মধ্যে মেঘ করিতেছিল। হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কীর্ত্তন ঘরেই হইবে স্থির হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সিঁতির গোপালের প্রতি)—হ্যাঁগা ছাতিটা এনেছ?

গোপাল—আজ্ঞা, না। গান শুন্‌তে শুন্‌তে ভুলে গেছি!

ছাতিটি পঞ্চবটীতে পড়িয়া আছে; গোপাল তাড়াতাড়ি আনিতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি যে এত এলোমেলো, তবু অত দূর নয়!

"রাখাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণের কথায় ১৩ই কে বলে ১১ই।

"আর গোপাল—গোরুর পাল! (সকলের হাস্য)।

"সেই যে স্যাক্‌রাদের গল্পে আছে—একজন বলছে, 'কেশব', একজন বলছে 'গোপাল', একজন বলছে 'হরি', একজন বলছে 'হর'। সে 'গোপালের' মানে গোরুর পাল!" (সকলের হাস্য)।

সুরেন্দ্র গোপালের উদ্দেশ করিয়া আনন্দে বলিতেছেন—'কানু কোথায়?'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে—সহচরীর গৌরাঙ্গসন্ন্যাস গান

কীর্ত্তনী গৌরসন্ন্যাস গাইতেছেন ও মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন—

(নারী হেরবে না!) (সে যে সন্ন্যাসীর ধর্ম!)
(জীবের দুঃখ ঘুচাইতে,) (নারী হেরিবে না!)
(নইলে বৃথা গৌর অবতার!)

ঠাকুর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস কথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। অমনি ভক্তেরা গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন। ভবনাথ রাখাল ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন—পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর উত্তরাস্য, বিজয়, কেদার, রাম, মাষ্টার, মনোমোহন, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা মণ্ডলাকার করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ কি আসিয়া ভক্তসঙ্গে হরিনাম-মহোৎসব করিতেছেন!

[শ্রীকৃষ্ণই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—আবার জীব জগৎ—স্বরাট্‌ বিরাট্‌]

অল্পে অল্পে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। ঠাকুর সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। 'কৃষ্ণ' এই কথা এক এক বার উচ্চারণ করিতেছেন। আবার এক এক বার পারিতেছেন না। বলিতেছেন— —কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ।

সচ্চিদানন্দ!—কই তোমার রূপ আজকাল দেখি না! এখন তোমায় অন্তরে বাহিরে দেখ্‌ছি—জীব, জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সবই তুমি! মন বুদ্ধি সবই তুমি! গুরুর প্রণামে আছে—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

"তুমিই অখণ্ড তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছো! তুমিই আধার, তুমিই আধেয়! প্রাণকৃষ্ণ! মনকৃষ্ণ! বুদ্ধিকৃষ্ণ! আত্মাকৃষ্ণ! প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!"

বিজয়ও আবিষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "বাবু, তুমিও কি বেহুঁশ হয়েছো?"

বিজয় (বিনীতভাবে)—আজ্ঞা, না।

কীর্ত্তনী আবার গাইতেছেন—'আঁধল প্রেম!' কীর্ত্তনী যাই আখর দিলেন —'সদাই হিয়ার মাঝে রাখিতাম, ওহে প্রাণবঁধু হে!' ঠাকুর আবার সমাধিস্থ! —ভবনাথের কাঁধে ভাঙ্গা হাতটি রহিয়াছে!

কিঞ্চিৎ বাহ্য হইলে, কীর্ত্তনী আবার আখর দিতেছেন—'যে তোমার জন্য সব ত্যাগ করেছে তার কি এতো দুঃখ?'

ঠাকুর কীর্ত্তনীকে নমস্কার করিলেন। বসিয়া গান শুনিতেছেন—মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট। কীর্ত্তনী চুপ করিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

[প্রেমে দেহ ও জগৎ ভুল—ঠাকুরের ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও সমাধি]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তের প্রতি)—প্রেম কাকে বলে। ঈশ্বরে যার প্রেম হয়—যেমন চৈতন্যদেব—তার জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে, আবার দেহ যে এতো প্রিয়, এ পর্যন্ত ভুল হ'য়ে যাবে!

প্রেম হলে কি হয়, ঠাকুর গান গাইয়া বুঝাইতেছেন।

হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে। (সে দিন কবে বা হবে)
(অঙ্গে পুলক হবে) (সংসার বাসনা যাবে)
(দুর্দিন ঘুচে সুদিন হবে,) (কবে হরির দয়া হবে,)

ঠাকুর দাঁড়াইয়াছেন ও নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের বাহু আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলের ভিতর তাঁহাকে লইয়াছেন।

নৃত্য করিতে করিতে আবার সমাধিস্থ! চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া! কেদার সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য স্তব করিতেছেন—

"হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহম্, হরিহরবিধিবেদ্যং
যোগিভির্ধ্যানগম্যম জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপম্।
সকল ভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে""

ক্রমে সমাধি ভংগ হইল। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও নাম করিতেছেন—**ওঁ সচ্চিদানন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! যোগমায়া!—ভাগবত-ভক্ত-ভগবান্!**

কীর্ত্তন ও নৃত্যস্থলের ধূলি ঠাকুর লইতেছেন।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রত—সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষা

ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল বারান্দায় বসিয়াছেন। কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাষ্টার, কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুর এক-একবার বলিতেছেন—'হা কৃষ্ণচৈতন্য!'

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—ঘরে নাকি অনেক হরিনাম হয়েছে—তাই খুব জমে গেল!

ভবনাথ—তাতে আবার সন্ন্যাসের কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—'আহা! কি ভাব!'

এই বলিয়া গান ধরিলেন—

প্রেমধন বিলায় গোরারায়।

প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!
চাঁদ নিতাই ডাকে আয়! আয়! চাঁদ, গৌর ডাকে আয়!
(ঐ) শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।

(বিজয় প্রভৃতির প্রতি)—"বেশ বলেছে কীর্ত্তনে,—
"সন্ন্যাসী নারী হেরবে না। এই সন্ন্যাসীর ধর্ম।' কি ভাব!"

বিজয়—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সন্ন্যাসীকে দেখে তবে সবাই শিখবে—তাই অত কঠিন নিয়ম! —নারীর চিত্রপট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না!—এমনি কঠিন নিয়ম!

কালো পাঁঠা মার সেবার জন্য বলি দিতে হয়—কিন্তু একটু ঘা থাকলে হয় না। রমণীসংগ তো করবে না—মেয়েদের সংগে আলাপ পর্যন্ত করবে না।"

বিজয়—ছোট হরিদাস ভক্ত মেয়ের সংগে আলাপ করেছিল। চৈতন্যদেব হরিদাসকে ত্যাগ করলেন।

[পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মাড়োয়ারীর টাকা ও মথুরের জমি লিখিয়া দিবার প্রস্তাব]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন—যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোট্‌কা গন্ধ! ও গন্ধ থাকলে বৃথা সৌন্দর্য।

"মাড়োয়ারী আমার নামে টাকা লিখে দিতে চাইলে;—মথুর জমি লিখে দিতে চাইলে;—তা লতে পার্‌লাম না।

"সন্ন্যাসীর ভারী কঠিন নিয়ম। যখন সাধু-সন্ন্যাসী সেজেছে,—তখন ঠিক সাধু-সন্ন্যাসীর মত কাজ করতে হবে। থিয়েটারে দেখ নাই!—যে রাজা সাজে সে রাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে সে মন্ত্রীই সাজে।

"একজন বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজেছিল। বাবুরা তাকে এক তোড়া টাকা দিতে গেল। সে 'উঁহু' করে চলে গেল,—টাকা ছুঁলেও না। কিন্তু খানিক পরে গা-হাত পা ধুয়ে নিজের কাপড় পরে এলো। বল্লে, 'কি দিচ্ছিলে এখন দাও'। যখন সাধু সেজেছিল, তখন টাকা ছুঁতে পারে নাই। এখন চার আনা দিলেও হয়।

"কিন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায়। পাঁচ বছরের বালকের স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান নাই। তবু লোকশিক্ষার জন্য সাবধান হতে হয়।"

[শ্রীযুক্ত কেশব সেনের দ্বারা লোকশিক্ষা হ'ল না কেন]

শ্রীযুক্ত কেশব সেন কামিনীকাঞ্চনের ভিতর ছিলেন।—তাই লোকশিক্ষার ব্যাঘাত হইল। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ইনি (কেশব)—বুঝেচো?

বিজয়—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এদিক-ওদিক দুই রাখতে গিয়ে তেমন কিছু পারলেন না।

[শ্রীচৈতন্যদেব কেন সংসার ত্যাগ করিলেন]

বিজয়—চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, 'নিতাই, আমি যদি সংসার ত্যাগ না করি, তা হলে লোকের ভাল হবে না। সকলেই আমার দেখাদেখি সংসার করতে চাইবে।—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে হরিপাদপদ্মে সমস্ত মন দিতে কেহ চেষ্টা করবে না!"

শ্রীরামকৃষ্ণ—চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন।

"সাধু-সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করবে। আবার নির্লিপ্ত হলেও, লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনীকাঞ্চন রাখবে না। ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদগুরু! তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে!"

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। বিজয় কেদারকে বলিতেছেন—'আজ সকালে (ধ্যানের সময়) আপনাকে দেখেছিলাম;—গায়ে হাত দিতে যাই—কেউ নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, ত্রয়োদশ খন্ড,
জন্মোৎসব-দিবসে ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ-কথা সমাপ্ত।

চতুর্দশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, লাটু, মাষ্টার, অধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত বাবুরাম, রাখাল, লাটু, নিরঞ্জন, নরেন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নিজের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, তাই জগন্মাতার নাম ও চিন্তা করিতেছেন। ঘরে রাখাল, অধর, মাষ্টার, আরও দু একজন ভক্ত আছেন।

আজ শুক্রবার—জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা-দ্বাদশী, ২০শে জুন, ১৮৮৪। পাঁচ দিন পরে রথযাত্রা হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল। অধর আরতি দেখিতে গেলেন। ঠাকুর মণির সহিত কথা কহিতেছেন ও আনন্দে মণির শিক্ষার জন্য ভক্তদের গল্প করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, বাবুরামের কি পড়বার ইচ্ছা আছে?

"বাবুরামকে বল্লাম, 'তুই লোকশিক্ষার জন্য পড়। সীতার উদ্ধারের পর বিভীষণ রাজ্য করতে রাজী হ'লো না। রাম বল্লেন, তুমি মূর্খদের শিক্ষার জন্য রাজ্য করো। না হ'লে তারা বল্‌বে, বিভীষণ রামের সেবা করেছে তার কি লাভ হ'লো?—রাজ্যলাভ দেখলে খুশী হবে।

"তোমায় বলি সেদিন দেখলাম—বাবুরাম ভবনাথ আর হরিশ এদের প্রকৃতি ভাব।

"বাবুরামকে দেখলাম—দেবীমূর্তি। গলায় হার। সখী সঙ্গে। ও স্বপ্নে কি পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ। একটু কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে।

"কি জানো দেহ রক্ষার অসুবিধা হ'চ্ছে। ও এসে থাকলে ভাল হয়। এদের স্বভাব সব একরকম হ'য়ে যাচ্ছে। নোটো (লাটু) চড়েই রয়েছে (সর্বদাই ভাবেতে রয়েছে)। ক্রমে লীন হ'বার যোগ।

"রাখালের এমনি স্বভাব হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে যে, তাকে আমার জল দিতে হয়! (আমার) সেবা করতে বড় পারে না।

"বাবুরাম আর নিরঞ্জন—এদের ছাড়া কই ছোক্‌রা?—যদি আর কেউ আসে, বোধ হয়, ঐ উপদেশ নেবে; চলে যাবে।

"তবে টানাটানি করে আস্‌তে বলি না, বাড়ীতে হাঙ্গামা হ'তে পারে

(সহাস্যে) আমি যখন বলি 'চলে আয় না' তখন বেশ বলে,—'আপনি করে নিন্ না! রাখালকে দেখে কাঁদে। বলে, ও বেশ আছে!

"রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে; জানি, আর ও আসক্ত হবে না। বলে, 'ও সব আলুনি লাগে!' ওর পরিবার এখানে এসেছিল। ১৪ বৎসর বয়স। এখান হয়ে কোন্নগরে গেল। তারা ওকে কোন্নগরে যেতে বল্লে। ও গেল না। বলে,—'আমোদ-আহ্লাদ ভাল লাগে না।'

"নিরঞ্জনকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?"

মাষ্টার—আজ্ঞা, বেশ চেহারা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, চেহারা শুধু নয়। সরল। সরল হ'লে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। সরল হ'লে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়। পাট করা জমি কাঁকর কিছু নাই, বীজ পড়লেই গাছ হয় আর শীঘ্র ফল হয়।

"নিরঞ্জন বিয়ে করবে না। তুমি কি বল,—কামিনীকাঞ্চনই বন্ধ করে?"

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পান তামাক ছাড়লে কি হবে? কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।

"ভাবে দেখলাম, যদিও চাকরি করছে, ওকে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই। মার জন্য কর্ম করে,—ও'তে দোষ নাই।

"তোমার কর্ম যা করো,—এতে দোষ নাই। এ ভাল কাজ।

"কেরাণী জেলে গেলো—বদ্ধ হোলো—বেড়ী পর্‌লে—আবার মুক্ত হলো। মুক্ত হওয়ার পর সে কি ধেই ধেই করে নাচবে? সে আবার কেরাণীগিরিই করে। তোমার উপায়ের ইচ্ছা নাই। ও'দের খাওয়ানো পরানো। তারা তা না হ'লে কোথায় যাবে?"

মণি—কেউ নেয় তো ছাড়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বই কি। এখন এও করো, ও-ও করো।

মণি—সব ত্যাগ করতে পারা ভাগ্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বই কি! তবে যেমন সংস্কার। তোমার একটু কর্ম বাকী আছে। সেটুকু হয়ে গেলেই শান্তি—তখন তোমায় ছেড়ে দেবে। হাসপাতালে নাম লেখালে সহজে ছাড়ে না। রোগ সম্পূর্ণ সারলে তবে ছাড়ে।

"ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, আমায় উদ্ধার করো! হে ঈশ্বর! আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ, তারা ও কথা বলে না। তাদের দুটি জিনিস জানলেই হলো; প্রথম, আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কে? তারপর, তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি?

"তুমি এই শেষ থাকের। তা না হ'লে এতো সব করে............

[নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জনের পুরুষ-ভাব; বাবুরাম, ভবনাথের প্রকৃতি-ভাব]

"ভবনাথ, বাবুরাম এদের প্রকৃতি-ভাব। হরিশ মেয়ের কাপড় পরে শোয়।

বাবুরাম বলেছে, ঐ ভাবটা ভাল লাগে। তবেই মিল্‌লো। ভবনাথেরও ঐ ভাব। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, এদের ব্যাটাছেলের ভাব।

[হাত ভাঙ্গার মানে—সিদ্ধাই (Miracles) ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

"আচ্ছা হাত ভাঙ্গার মানেটা কি? আগে একবার ভাবাবস্থায় দাঁত ভেঙ্গে গিছ্‌লো, এবার ভাবাবস্থায় হাত ভাঙ্গলো।

মণি চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন—

"হাত ভেঙ্গেছে সব অহঙ্কার নির্মূল করবার জন্য! **এখন আর ভিতরে আমি খুঁজে পাচ্ছি না।** খুঁজতে গিয়ে দেখি, তিনি রয়েছেন। অহঙ্কার একেবারে না গেলে তাঁকে পাবার যো নাই!

"চাতকের দ্যাখো মাটিতে বাসা, কিন্তু কত উপরে উঠে!

"আচ্ছা, কাপ্তেন বলে, মাছ খাও বলে তোমার সিদ্ধাই হয় নাই।

"এক একবার গা কাঁপে পাছে ঐ সব শক্তি এসে পড়ে। এখন যদি সিদ্ধাই হয়, এখানে ডাক্তারখানা হাসপাতাল হ'য়ে পড়বে। লোক এসে বলবে, 'আমার অসুখ ভাল করে দাও!' সিদ্ধাই কি ভাল?"

মাষ্টার—আজ্ঞে, না। আপনি তো বলেছেন, অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে একটি থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক বলেছ! যারা হীনবুদ্ধি, তারাই সিদ্ধাই চায়।

"যে লোক বড় মানুষের কাছে কিছু চেয়ে ফেলে, সে আর খাতির পায় না! সে লোককে এক গাড়ীতে চড়্‌তে দেয় না;—আর যদি চড়্‌তে দেয় তো কাছে বস্‌তে দেয় না। **তাই নিষ্কাম ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি—সর্বাপেক্ষা ভাল।**

[সাকার নিরাকার দুই-ই সত্য—ভক্তের বাটী ঠাকুরের আড্ডা]

"আচ্ছা, সাকার নিরাকার দুই-ই সত্য। কি বলো?—নিরাকারে মন অনেকক্ষণ রাখা যায় না—তাই ভক্তের জন্য সাকার।

"কাপ্তেন বেশ বলে। পাখী উপরে খুব উঠে যখন শ্রান্ত হয়, তখন আবার ডালে এসে বিশ্রাম করে। নিরাকারের পর সাকার।

"তোমার আড্ডাটায় একবার যেতে হবে। ভাবে দেখ্‌লাম—অধরের বাড়ী, সুরেন্দ্রের বাড়ী, বলরামের বাড়ী—এ সব আমার আড্ডা।

"কিন্তু ওরা এখানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি নাই।"

[ভক্তসঙ্গে লীলা পর্যন্ত বাজীকরের খেলা—চণ্ডী—দয়া ঈশ্বরের]

মাষ্টার—আজ্ঞা, তা কেন হবে? সুখ বোধ হ'লেই দুঃখ। আপনি সুখ দুঃখের অতীত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, আর আমি দেখছি,—বাজীকর আর বাজীকরের খেলা। বাজীকরই সত্য। তাঁর খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মত।

"যখন চন্ডী শুন্‌তাম, তখন ঐটি বোধ হ'য়েছিল। এই শুম্ভ নিশুম্ভের জন্ম হ'লো। আবার কিছুক্ষণ পরে শুনলাম বিনাশ হয়ে গেল।"

মাষ্টার—আজ্ঞা, আমি কালনায় গঙ্গাধরের সঙ্গে জাহাজে ক'রে যাচ্ছিলাম। জাহাজের ধাক্কা লেগে এক নৌকা লোক, কুড়ি পঁচিশজন ডুবে গেল! স্টীমারের তরঙ্গের ফেনার মত জলে মিশিয়ে গেল!

"আচ্ছা, যে বাজী দেখে, তার কি দয়া থাকে?—তার কি কর্তৃত্ব বোধ থাকে?—কর্তৃত্ব বোধ থাক্‌লে তবে তো দয়া থাক্‌বে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে একেবারে সবটা দ্যাখে,—ঈশ্বর মায়া, জীব, জগৎ।

"সে দ্যাখে যে, মায়া (বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া) জীব, জগৎ—আছে অথচ নাই। যতক্ষণ নিজের 'আমি' আছে, ততক্ষণ ওরাও আছে। জ্ঞান অসির দ্বারা কাটলে পর, আর কিছুই নাই! তখন নিজের 'আমি' পর্যন্ত বাজীকরের বাজী হ'য়ে পড়ে!

মণি চিন্তা করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "কি রকম জানো?—যেমন পঁচিশ থাক্ পাপ্‌ড়িওয়ালা ফুল। এক চোপে কাটা!

"কর্তৃত্ব! রাম! রাম!—শুকদেব, শঙ্করাচার্য এঁরা বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। দয়া মানুষের নয়, দয়া ঈশ্বরের। বিদ্যার আমির ভিতরেই দয়া, বিদ্যার 'আমি' তিনিই হয়েছেন।

[অতি গুহ্য কথা—কালীব্রহ্ম—আদ্যাশক্তির এলাকা—কল্কি অবতার]

"কিন্তু হাজার বাজী দ্যাখো, তবু তাঁর অন্ডরে (Under) (অধীন)। পালাবার জো নাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান তেম্‌নি করতে হবে। সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—তবে বাজীর খেলা দেখা যায়। নচেৎ নয়।

"যতক্ষণ একটু 'আমি' থাকে, ততক্ষণ সেই আদ্যাশক্তির এলাকা। তাঁর অন্ডরে—তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার যো নাই।

"আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতারলীলা। তাঁর শক্তিতে অবতার। অবতার তবে কাজ করেন। সমস্ত ইমার শক্তি।

"কালীবাড়ীর আগেকার খাজাঞ্চি কেউ কিছু বেশী রকম চাইলে বল্‌তো 'দু তিন দিন পরে এসো'। মালিককে জিজ্ঞাসা কর্‌বে।

"কলির শেষে কল্কি অবতার হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে—সে কিছু জানে না—হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আস্‌বে—"

[কেশব সেনের মাতা ও ভগিনী—ধাত্রী ভুবনমোহিনী]

অধর আরতি দেখিয়া আসিয়া বসিলেন। ধাত্রী ভুবনমোহিনী মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ঠাকুর সকলের জিনিস খাইতে পারেন না—বিশেষতঃ ডাক্তার, কবিরাজের, ধাত্রীর। অনেক যন্ত্রণা দেখেও তাহারা টাকা লন, এই জন্য খাইতে পারেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধর প্রভৃতি ভক্তের প্রতি)—ভুবন এসেছিল। পঁচিশটা বোম্বাই আম আর সন্দেশ রসগোল্লা এনেছিল। আমায় বল্লে, আপনি একটা আঁব খাবে? আমি বল্লাম—আমার পেট ভার। আর সত্যই দেখ না, একটু কচুরি সন্দেশ খেয়েই পেট কি রকম হ'য়ে গেছে।

"কেশব সেনের মা বোন্ এরা এসেছিল। তাই আবার খানিকটা নাচলাম! কি করি!—ভারী শোক পেয়েছে।"

বলরামমন্দিরে রথের পুনর্যাত্রায় ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্বয়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। আনন্দময় মূর্তি!—ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ পুনর্যাত্রা। বৃহস্পতিবার। আষাঢ় শুক্লা দশমী। ৩রা জুলাই ১৮৮৪। শ্রীযুক্ত বলরামের বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা আছে, একখানি ছোট রথও আছে। তাই তিনি ঠাকুরকে, পুনর্যাত্রা উপলক্ষে, নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই ছোট রথখানি বারবাটীর দোতলার চকমিলান বারান্দায় টানা হইবে। গত ২৫শে জুন বুধবারে শ্রীশ্রীরথযাত্রার দিন, ঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের ঠন্‌ঠনিয়ার বাড়ীতে আসিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।* সেই দিনই বৈকালে কলেজ ষ্ট্রীটে ভূধরের বাটীতে পণ্ডিত শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিন দিন হইল, গত সোমবারে শশধর তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে দ্বিতীয়বার দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।†

ঠাকুরের আদেশে বলরাম শশধরকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পণ্ডিত হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া লোকশিক্ষা দিতেছেন। তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভিতরে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য এত উৎসুক হইয়াছেন?

ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে রাম, মাষ্টার, বলরাম, মনোমোহন, কয়েকটি ছোকরা ভক্ত, বলরামের পিতা প্রভৃতি বসিয়া আছেন। বলরামের পিতা অতি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব। তিনি প্রায় বৃন্দাবনধামে তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জে একাকী বাস করেন ও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবার তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীবৃন্দাবনে তিনি সমস্ত দিন ঠাকুরের সেবা লইয়া থাকেন। কখনও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ পড়েন। কখনও কখনও ভক্তিগ্রন্থ লইয়া তাহার প্রতিলিপি করেন। কখনও বসিয়া বসিয়া নিজে ফুলের মালা গাঁথেন। কখনও বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করেন। ঠাকুরকে দর্শন করাইবার জন্য, বলরাম তাঁহাকে পত্রের উপর পত্র লিখিয়া কলিকাতায় আনাইয়াছেন। 'সব ধর্মেই সাম্প্রদায়িক ভাব; বিশেষতঃ বৈষ্ণবদের মধ্যে; ভিন্ন মতের লোক পরস্পর বিরোধ করে, সমন্বয় করিতে জানে না'—এই কথা ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন।

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—প্রথম ভাগ। † শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—তৃতীয় ভাগ।

[বলরামের পিতার প্রতি সর্বধর্মসমন্বয় উপদেশ। ভক্তমাল; শ্রীভাগবত—পূর্বকথা—মথুরের কাছে বৈষ্ণবচরণের গোঁড়ামি ও শাক্তদের নিন্দা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—বৈষ্ণবদের একটি গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই,—ভক্তদের সব কথা আছে। তবে একঘেয়ে। এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে!

"আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সুখ্যাত ক'রে সেজোবাবুর কাছে আনালুম। সেজোবাবু খুব যত্ন খাতির করলে। রুপার বাসন বার ক'রে জল খাওয়ান পর্যন্ত। তার পর সেজোবাবুর সাম্‌নে বলে কি—আমাদের কেশব মন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না!' সেজোবাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হ'য়ে উঠলো। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি!

"শ্রীমদ্ভাগবত—তাতেও নাকি ঐ রকম কথা আছে, 'কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধ'রে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা!' **সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় ক'রে গেছে।**

"শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার ক'রে দেন,—শাক্তেরা বলে, 'তাতো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী—তিনি কি আপনি এসে পার ক'রবেন?—ঐ কৃষ্ণকেই রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য'। (সকলের হাস্য)।

[পূর্বকথা—ঠাকুরের জন্মভূমিদর্শন* ১৮৮০—ফুলুই শ্যামবাজারের তাঁতী বৈষ্ণবদের অহঙ্কার—সমন্বয় উপদেশ]

"নিজের নিজের মত লয়ে আবার অহঙ্কার কত! ও দেশে, শ্যামবাজার এই সব জায়গায়, তাঁতীরা আছে। অনেকে বৈষ্ণব, তাদের লম্বা লম্বা কথা। বলে, 'ইনি কোন্ বিষ্ণু মানেন? পাতা বিষ্ণু! (অর্থাৎ যিনি পালন করেন!)—ও আমরা ছুঁই না! কোন্ শিব? আমরা আত্মারাম শিব, আত্মারামেশ্বর শিব, মানি। কেউ বল্‌ছে, 'তোমরা বুঝিয়ে দেও না, কোন হরি মান।' তাতে কেউ বলছে—'না, আমরা আর কেন, ঐখান থেকেই হোক্।' এদিকে তাঁত বোনে; আবার এই সব লম্বা লম্বা কথা!

[লালাবাবুর রাণী কাত্যায়নীর মো-সাহেব রতির মার গোঁড়ামি]

"রতির মা রাণী কাত্যায়নীর মো-সাহেব;—বৈষ্ণবচরণের দলের লোক,

---

* শ্রীরামকৃষ্ণের শেষবার জন্মভূমি দর্শন সময়ে ১৮৮০ খৃঃ ফুলুই শ্যামবাজারে হৃদয়ের সঙ্গে শুভাগমন করিয়া নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, সদয় বাবাজী প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করেন।

গোঁড়া বৈষ্ণবী। এখানে খুব আসা যাওয়া করতো। ভক্তি দ্যাখে কে! যাই আমায় দেখলে মা কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালালো!

"**যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক**। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে ল'য়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ।

> নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহতারি,
> কারে নিন্দো কারে বন্দো, দোনা পাল্লা ভারী।'

"বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা পুরাণেও তাঁরই কথা। **সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা**। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।

"বেদে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—শিবঃ কেবলঃ—কেবলঃ শিবঃ। পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আছে,—কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা—বালকবৎ—উন্মাদবৎ

ঠাকুর বারান্দার দিকে একটু গিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। বাহিরে যাইবার সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরের কন্যা তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিল, তাহার বয়স ৬।৭ বৎসর হইবে। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলে পর মেয়েটি তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আরও দু একটি সমবয়স্ক ছেলে মেয়ে আছে।

বিশ্বম্ভরের কন্যা (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আমি তোমায় নমস্কার কর্‌লুম, দেখলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কই, দেখি নাই।

কন্যা—তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার করি;—দাঁড়াও, এ পা'টা করি!

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন ও ভূমি পর্যন্ত মস্তক নত করিয়া কুমারীকে প্রতিনমস্কার করিলেন। ঠাকুর মেয়েটিকে গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েটি বলিল—'মাইরি, গান জানি না?'

তাহাকে আবার অনুরোধ করাতে বলিতেছে, 'মাইরি বল্লে আর বলা হয়?' ঠাকুর তাহাদের লইয়া আনন্দ করিতেছেন ও গান শুনাইতেছেন। প্রথমে কেলুয়ার গান, তারপর, 'আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দি, তোর ভাতার এলে বলবে কি!" (ছেলেরা ও ভক্তেরা গান শুনিয়া হাসিতেছেন)।

[পূর্বকথা—জন্মভূমি দর্শন* ১৮৬৯-৭০—বালক শিবরামের চরিত্র—সিহোড়ে হৃদয়ের বাড়ী দুর্গাপূজা—ঠাকুরের উন্মাদ কালে লিঙ্গপূজা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মত। সব চৈতন্যময় দেখে।

"যখন আমি ও দেশে (কামারপুকুরে), রামলালের ভাই (শিবরাম) তখন ৪।৫ বছর বয়স,—পুকুরের ধারে ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। পাতা নড়ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বল্‌ছে 'চোপ্'! আমি ফড়িং ধরবো! ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতর সে আছে; বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে,—তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গেল না, উঁকি মেরে মেরে এক একবার দেখছে, বিদ্যুৎ,—আর বলছে, 'খুড়ো! আবার চকমকি ঠুকছে'।

"পরমহংস বালকের ন্যায়—আত্মপর নাই, ঐহিক সম্বন্ধের আঁট নাই। রামলালের ভাই একদিন বল্‌ছে, 'তুমি খুড়ো না পিসে?'

"পরমহংসের বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রহ্মময় দেখে—কোথায় যাচ্ছে—কোথায় চলছে—হিসাব নাই। রামলালের ভাই হৃদের বাড়ী দুর্গাপূজা দেখতে গি'ছিল। হৃদের বাড়ী থেকে ছট্‌কে আপনা আপনি কোন্ দিকে চলে গেছে! চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাসা করছে, তুই কোথা থেকে এলি? তা কিছু বলতে পারে না। কেবল বল্লে—'চালা' (অর্থাৎ যে আটচালায় পূজা হয়েছে)। যখন জিজ্ঞাসা করলে, 'কার বাড়ী থেকে এসেছিস্?' তখন কেবল বলে—'দাদা'।

"পরমহংসের আবার উন্মাদের অবস্থা হয়। যখন উন্মাদ হল, শিবলিঙ্গ বোধে নিজের লিঙ্গ পূজা করতাম। জীবন্তলিঙ্গপূজা। একটা আবার মুক্তা পরানো হতো! এখন আর পারি না।

[প্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৫) পূর্ণজ্ঞানী পাগলের সঙ্গে দেখা]

"দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসেছিল,—পূর্ণ-জ্ঞানী। ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি—এক হাতে একটি ভাঁড় আবচারা; গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোন সন্ধ্যা আহ্নিক নাই, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেলে। তার পর কালীঘরে গিয়ে স্তব করতে লাগল। মন্দির কেঁপে গিয়েছিল! হলধারী তখন কালীঘরে ছিল। অতিথিশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই—

---

* শ্রীযুক্ত শিবরামের জন্ম—১৮ই চৈত্র ১২৭২, দোলপূর্ণিমার দিনে (৩০শে মার্চ ১৮৬৬ খৃঃ) ঠাকুরের এবার জন্মভূমি দর্শনের সময় তিন চার বছর বয়স অর্থাৎ ১৮৬৯-৭০ খৃঃ।

তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল—যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলিকে সরিয়ে নিজে খেতে লাগলো,—তা কুকুরগুলো কিছু বলে নাই। হলধারী পেছু পেছু গিয়েছিল, আর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কে! তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী?' তখন সে বলেছিল, 'আমি পূর্ণজ্ঞানী! চুপ!'

"আমি হলধারীর কাছে যখন এ সব কথা শুনলাম, আমার বুক গুর্ গুর্ কর্‌তে লাগলো, আর হৃদেকে জড়িয়ে ধরলুম। মাকে বল্লাম, 'মা তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে!' আমরা দেখতে গেলাম—আমাদের কাছে খুব জ্ঞানের কথা—অন্য লোক এলে পাগলামি। যখন চলে গেল, হলধারী অনেকখানি সঙ্গে গিয়েছিল। ফটক পার হলে হলধারীকে বলেছিল, 'তোকে আর কি বলবো। এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে যখন কোন ভেদবুদ্ধি থাক্‌বে না, তখন জানবি পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে।' তারপর বেশ হন্ হন্ ক'রে চলে গেল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তপস্যার প্রয়োজন—সাধ্যসাধনা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ভক্তেরাও কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—শশধরকে তোমার কেমন বোধ হয়?

মাষ্টার—আজ্ঞা, বেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খুব বুদ্ধিমান্, না?

মাষ্টার—আজ্ঞা, পাণ্ডিত্য বেশ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতার মত—যাকে অনেকে গণে, মানে, তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। তবে ওর একটু কাজ বাকী আছে।

"শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে, **কিছু তপস্যার দরকার—কিছু সাধ্য-সাধনার দরকার।**

[পূর্বকথা—গৌরী পণ্ডিত ও নারায়ণ শাস্ত্রীর সাধনা—বেলঘরের বাগানে কেশবের সহিত সাক্ষাৎ ১৮৭৫—কাপ্তেনের আগমন ১৮৭৫-৭৬]

"গৌরী পণ্ডিত সাধন করেছিল। যখন স্তব করতো, 'হা রে রে নিরালম্ব লম্বোদর!'—তখন পণ্ডিতেরাও কেঁচো হয়ে যেত।

"নারায়ণ শাস্ত্রীও শুধু পণ্ডিত নয়, সাধ্য সাধনা করেছিল।

"নারায়ণ শাস্ত্রী পঁচিশ বৎসর একটানে পড়েছিল। সাত বৎসর ন্যায় পড়েছিল—তবুও 'হর, হর, বল্‌তে বল্‌তে ভাব হত। জয়পুরের রাজা সভা-

পণ্ডিত কর্‌তে চেয়েছিল। তা সে কাজ স্বীকার করলে না। দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাকত। বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার ভারী ইচ্ছা,—সেখানে তপস্যা করবে। যাবার কথা আমাকে প্রায় বল্‌ত। আমি তাকে সেখানে যেতে বারণ কর্‌লাম। —তখন বলে 'কোন্‌' দিন মরে যাব, সাধন কবে কর্‌ব—ডুব্‌কি কব্‌ ফাট যায়গা!' অনেক জেদাজেদির পর আমি যেতে বল্লাম।

"শুনতে পাই, কেউ কেউ বলে, নারায়ণ শাস্ত্রী নাকি শরীর ত্যাগ করেছে, তপস্যা করবার সময় ভৈরবে নাকি চড়্‌ মেরেছিল। আবার কেউ কেউ বলে, 'বেঁচে আছে—এই আমরা তাকে রেলে তুলে দিয়ে এলাম।'

"কেশব সেনকে দেখবার আগে নারা'ণ শাস্ত্রীকে বল্লুম, তুমি একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক। সে দেখে এসে বল্লে, লোকটা জপে সিদ্ধ। সে জ্যোতিষ জান্‌তো—বল্লে, 'কেশব সেনের ভাগ্য ভাল্‌। আমি সংস্কৃতে কথা কইলাম, সে ভাষায় (বাঙ্গালায়) কথা কইল।'

"তখন আমি হৃদেকে সঙ্গে ক'রে বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখলাম। দেখেই বলেছিলাম 'এঁরই ন্যাজ খসেছে,—ইনি জলেও থাকতে পারেন, ডাঙ্গাতেও থাকতে পারেন।'

"আমাকে পরোখ করবার জন্য তিনজন ব্রহ্মজ্ঞানী ঠাকুরবাড়ীতে পাঠিয়েছিল। তার ভিতর প্রসন্নও ছিল। রাত দিন আমায় দেখবে, দেখে কেশবের কাছে খবর দিবে। আমার ঘরের ভিতর রাত্রে ছিল—কেবল 'দয়াময়, দয়াময়' করতে লাগল—আর আমাকে বলে, 'তুমি কেশব বাবুকে ধর তা হলে তোমার ভাল হবে।' আমি বল্লাম, 'আমি সাকার মানি' তবুও 'দয়াময়, দয়াময়' করে! তখন আমার একটা অবস্থা হল। হয়ে বল্লাম, 'এখান থেকে যা!' ঘরের মধ্যে কোনমতে থাকতে দিলাম না! তারা বারান্দায় গিয়ে শুয়ে রইল।

"কাপ্তেনও যেদিন আমায় প্রথম দেখলে সেদিন রাত্রে রয়ে গেল।

[মাইকেল মধুসূদন*—নারা'ণ শাস্ত্রীর সহিত কথা]

"নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল, মাইকেল এসেছিল। মথুর বাবুর বড় ছেলে দ্বারিক বাবু সঙ্গে ক'রে এনেছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমা হবার যোগাড় হয়েছিল। তাই মাইকেলকে এনে বাবুরা পরামর্শ করছিল।

"দপ্তরখানার সঙ্গে বড়ঘর। সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা কইতে বল্লাম। সংস্কৃতে কথা ভাল বল্‌তে পারলেন না। ভুল হ'তে লাগল! তখন ভাষায় কথা হল।

---

* শ্রীমধুসূদন কবি—জন্ম সাগরদাঁড়ি ১৮২৪; ইংলণ্ডে অবস্থিতি ১৮৬২-৬৭; দেহত্যাগ, ১৮৭৩। ঠাকুরকে দর্শন ১৮৬৮-র পরে হইবে।

"নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, 'তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে।' মাইকেল পেট দেখিয়ে বলে, 'পেটের জন্য—ছাড়তে হয়েছে।'

"নারায়ণ শাস্ত্রী বলে, 'যে পেটের জন্য ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কি কইব!' তখন মাইকেল আমায় বল্লে, 'আপনি কিছু বলুন।'

"আমি বল্লাম, কে জানে কেন আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। আমার মুখ কে যেন চেপে ধর্‌ছে।"

[কামিনীকাঞ্চন পণ্ডিতকেও হীনবুদ্ধি করে—বিষয়ীর পূজাদি]

ঠাকুরকে দর্শন করিতে চৌধুরী বাবুর আসিবার কথা ছিল।

মনোমোহন—চৌধুরী আস্‌বেন না। তিনি বল্লেন, ফরিদপুরের সেই বাঙ্গাল (শশধর) আস্‌বে—তবে যাব না!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি হীনবুদ্ধি!—বিদ্যার অহঙ্কার তার উপর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিবাহ করেছে,—ধরাকে সরা মনে করেছে!

চৌধুরী এম, এ, পাশ করিয়াছেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর খুব বৈরাগ্য হইয়াছিল। ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় যাইতেন। আবার তিনি বিবাহ করিয়াছেন। তিন চার শত টাকা মাহিনা পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—এই কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি মানুষকে হীন-বুদ্ধি করেছে। হরমোহন যখন প্রথমে গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল। দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হতাম। তখন বয়স ১৭/১৮ হবে। প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা করেছে। মামার বাড়ীতে ছিল, বেশ ছিল। সংসারের কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। এখন আলাদা বাসা ক'রে পরিবারের রোজ বাজার করে। (সকলের হাস্য)। সেদিন ওখানে গিয়েছিল। আমি বল্লাম 'যা এখান থেকে চলে যা—তোকে ছুঁতে আমার গা কেমন করছে।'

কর্তাভজা চন্দ্র (চাটুয্যে) আসিয়াছেন। বয়ক্রম যাট পঁয়ষট্টি। মুখে কেবল কর্তাভজাদের শ্লোক। ঠাকুরের পদসেবা করিতে যাইতেছেন। ঠাকুর পা স্পর্শ করিতে দিলেন না। হাসিয়া বলিলেন, 'এখন তো বেশ হিসাবি কথা বলছে।' ভক্তেরা হাসিতে লাগিলেন।

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের অন্তঃপুরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেছেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন।

ঠাকুর আবার বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। সহাস্যবদন। বলিলেন, 'আমি পাইখানার কাপড় ছেড়ে জগন্নাথকে দর্শন করলাম। আর একটু ফুল টুল দিলাম।

"বিষয়ীদের পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। যারা ভগবান বই জানে

না তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্বদাই 'রাম' 'ওঁ রাম' জপ করে। জ্ঞানপথের লোকেরাও 'সোঽহং' জপ করে। কারও কারও সর্বদাই জিহ্বা নড়ে।

"সর্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলরামের বাড়ী, শশধর প্রভৃতি ভক্তগণ—ঠাকুরের সমাধি

শ্রীযুক্ত শশধর দু একটি বন্ধু সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমরা সকলে বাসকসজ্জা জেগে আছি—কখন বর আসবে!

পণ্ডিত হাসিতেছেন। ভক্তের মজলিস। বলরামের পিতাঠাকুর উপস্থিত আছেন। ডাক্তার প্রতাপও আসিয়াছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি)—জ্ঞানের চিহ্ন, প্রথম—শান্ত স্বভাব; দ্বিতীয়—অভিমানশূন্য স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণই আছে।

"জ্ঞানীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে—যেমন লেক্‌চার দিবার সময়—সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসপণ্ডিত। (পণ্ডিত ও অন্যান্য সকলের হাস্য)।

"বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ।

"বালকের অবস্থার ভিতর আবার, বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন! পৌগণ্ড অবস্থায় ফচ্‌কিমি। উপদেশ দিবার সময় যুবার ন্যায়।"

পণ্ডিত—কিরূপ ভক্তি দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়?

[শশধর ও ভক্তিতত্ত্ব-কথা—জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই—বৈষ্ণবদের দীনভাব]

শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রকৃতি অনুসারে ভক্তি তিন রকম! ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ।

"ভক্তির সত্ত্ব—ঈশ্বরই টের পান। সেরূপ ভক্ত গোপন ভালবাসে,—হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে, কেউ টের পায় না। সত্ত্বের সত্ত্ব—বিশুদ্ধ সত্ত্ব—হলে ঈশ্বর দর্শনের আর দেরী নাই;—যেমন অরুণোদয় হ'লে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের আর দেরী নাই।

"ভক্তির রজঃ যাদের হয়, তাদের একটু ইচ্ছা হয়—লোকে দেখুক আমি

ভক্ত। সে ষোড়শোপচার দিয়ে পূজা করে, গরদ পরে ঠাকুরঘরে যায়,—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা,—মালায় মুক্তা,—মাঝে মাঝে একটি সোনার রুদ্রাক্ষ।

"ভক্তির তমঃ—যেমন ডাকাতপড়া ভক্তি। ডাকাত ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগার ভয় নাই,—মুখে 'মারো! লোটো!' উন্মাদের ন্যায় বলে—'হর, হর, হর; ব্যোম, ব্যোম! জয় কালী!' মনে খুব জোর, জ্বলন্ত বিশ্বাস!

"শাক্তদের ঐরূপ বিশ্বাস।—কি, একবার কালীনাম দুর্গানাম করেছি—একবার রামনাম করেছি, আমার আবার পাপ।

"বৈষ্ণবদের বড় দীন হীন ভাব। যারা কেবল মালা জপে, (বলরামের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া) কেঁদে কোকিয়ে বলে, 'হে কৃষ্ণ দয়া কর,—আমি অধম, আমি পাপী!'

"এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই যে, তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ!—রাতদিন হরিনাম করে, আবার বলে—আমার পাপ!

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গান গাইতেছেন—

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ সুরাপানাদি বিনাশী নারী।
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক, (ও মা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

গান শুনিয়া শশধর কাঁদিতেছেন।

ঠাকুর আবার গান গাইতেছেন—

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।
সুধাপানে ঢল ঢল কিন্তু ঢলে পড়ে না মা!

অধরের গায়ক বৈষ্ণবচরণ এইবার গান গাইতেছেন—

দুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার,
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্য তুমি সে পাতাল,
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল॥
দশমহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার,
এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার॥
চল অচল তুমি মা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি বিশ্বমূল॥
ত্রিলোকজননী তুমি ত্রিলোকতারিণী,
সকলের শক্তি তুমি (মা গো) তোমার শক্তি তুমি॥

এই কয় চরণ গান শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর নিজে গান ধরিলেন—

যশোদা নাচাতো শ্যামা বলে নীলমণি,
সেরূপ লুকালে কোথা করালবদনী।

বৈষ্ণবচরণ এইবার কীর্ত্তন গাইতেছেন। সুবোল-মিলন। যখন গায়ক আখর দিতেছেন—'রা বৈ ধা বেরোয় না রে!'—ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

শশধর প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুনর্যাত্রা—রথের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে ঠাকুরের নৃত্য ও সংকীর্ত্তন

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। গানও সমাপ্ত হইল। শশধর, প্রতাপ, রামদয়াল, রাম, মনোমোহন, ছোকরা ভক্তেরা প্রভৃতি অনেকেই বসিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন, "তোমরা একটা কেউ খোঁচা দেও না"—অর্থাৎ শশধরকে কিছু জিজ্ঞাসা কর।

রামদয়াল (শশধরের প্রতি)—ব্রহ্মের রূপকল্পনা যে শাস্ত্রে আছে, সে কল্পনা কে করেন?

পণ্ডিত—ব্রহ্ম নিজে করেন,—মানুষের কল্পনা নয়।

ডাঃ প্রতাপ—কেন? রূপ কল্পনা করেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? তিনি কারু সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেন না! তাঁর খুশি, তিনি ইচ্ছাময়! কেন তিনি করেন, এ খপ্পরে আমাদের কাজ কি? বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খাও; কটা গাছ ক-হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা,—এ সব হিসাবে কাজ কি? বৃথা তর্ক বিচার করলে বস্তু লাভ হয় না।

ডাঃ প্রতাপ—তা হ'লে আর বিচার কর্‌ব না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৃথা তর্ক বিচার করবে না। তবে সদ্‌সৎ বিচার করবে,—কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা অনিত্য। যেমন কামক্রোধাদির বা শোকের সময়।

পণ্ডিত—ও আলাদা। ওকে বিবেকাত্মক বিচার বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, সদ্‌সৎ-বিচার। [সকলে চুপ করিয়া আছেন

(পণ্ডিতের প্রতি)—"আগে বড় বড় লোক আস্‌ত।"

পণ্ডিত—কি, বড় মানুষ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, বড় বড় পণ্ডিত।

ইতিমধ্যে ছোট রথখানি বাহিরের দুতলার বারান্দার উপর আনা হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলরাম নানা বর্ণের কুসুম ও পুষ্পমালায় সুশোভিত হইয়াছেন এবং অলঙ্কার ও নববস্ত্র পীতাম্বর পরিধান করিয়াছেন। বলরামের
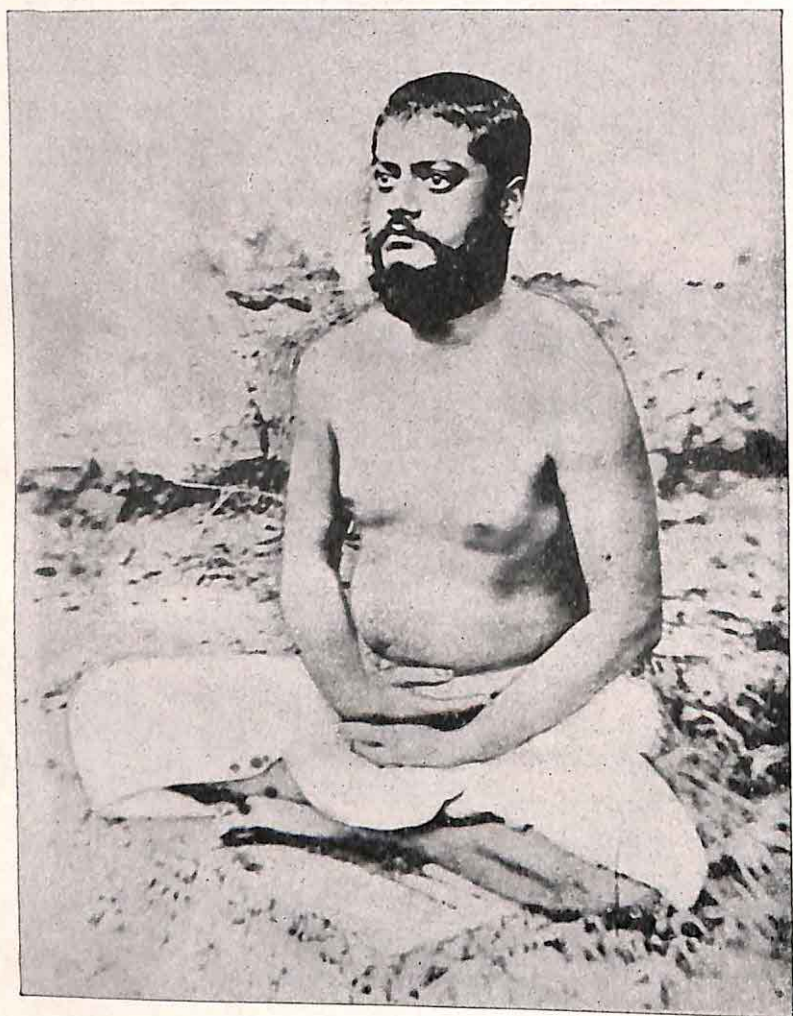
স্বামীজী

সাত্ত্বিক পূজা, কোন আড়ম্বর নাই। বাহিরের লোকে জানেও না যে, বাড়ীতে রথ হইতেছে।

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে রথের সম্মুখে আসিয়াছেন। ঐ বারান্দাতেই রথ টানা হইবে। ঠাকুর রথের দাড় ধরিয়াছেন ও কিয়ৎক্ষণ টানিলেন। পরে গান ধরিলেন—নদে টলমল টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

গান—যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে তারা তারা দুভাই এসেছে রে।

ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও সেই সঙ্গে নাচিতেছেন ও গাইতেছেন। কীর্ত্তনিয়া বৈষ্ণবচরণ, সম্প্রদায়ের সহিত গানে ও নৃত্যে যোগ দান করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারান্দা পরিপূর্ণ হইল। মেয়েরাও নিকটস্থ ঘর হইতে এই প্রেমানন্দ দেখিতেছেন! বোধ হইল, যেন শ্রীবাসমন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তসঙ্গে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বন্ধুবর্গ-সঙ্গে পণ্ডিতও রথের সম্মুখে এই নৃত্য গীত দর্শন করিতেছেন।

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে উপবেশন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—এর নাম ভজনানন্দ। সংসারীরা বিষয়ানন্দ নিয়ে থাকে,—কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ। ভজন কর্‌তে কর্‌তে তাঁর যখন কৃপা হয়, তখন তিনি দর্শন দেন—তখন ব্রহ্মানন্দ।

শশধর ও ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

পণ্ডিত (বিনীতভাবে)—আজ্ঞা, কিরূপ ব্যাকুল হ'লে মনের এই সরস অবস্থা হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরকে দর্শন করবার জন্য প্রাণ যখন আটু-পাটু হয় তখন এই ব্যাকুলতা আসে। গুরু শিষ্যকে বল্লে, এসো তোমায় দেখিয়ে দি কিরূপ ব্যাকুল হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। এই ব'লে একটি পুকুরের কাছে নিয়ে শিষ্যকে জলে চুবিয়ে ধরলে। তুল্‌লে পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তোমার প্রাণ কি রকম হচ্ছিল? সে বল্লে, প্রাণ আটু-বাটু কচ্ছিল।

পণ্ডিত—হাঁ হাঁ, তা বটে; এবার বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরকে ভালবাসা, এই সার! ভক্তিই সার। নারদ রামকে বল্লেন, তোমার পাদপদ্মে যেন সদা শুদ্ধাভক্তি থাকে; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রামচন্দ্র বল্লেন, আর কিছু বর লও; নারদ বল্লেন, আর কিছু চাই না,—কেবল যেন পাদপদ্মে ভক্তি থাকে।

পণ্ডিত বিদায় লইবেন। ঠাকুর বল্‌লেন, এঁকে গাড়ী আনিয়ে দাও।

পণ্ডিত—আজ্ঞা না, আমরা অমনি চলে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তা কি হয়!—ব্রহ্মা যাঁরে না পায় ধ্যানে—

পণ্ডিত—যাবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সন্ধ্যাদি ক'র্তে হবে।

[শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস-অবস্থা ও কর্মত্যাগ—মধুর নাম কীর্তন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—মা আমার সন্ধ্যাদি কর্ম উঠিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যাদি দ্বারা দেহ-মন শুদ্ধ করা। সে অবস্থা এখন আর নাই।

এই বলিয়া ঠাকুর গানের ধুয়া ধরিলেন—'শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি, তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মারে পাবি!'

শশধর প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাম—আমি কাল শশধরের কাছে গিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কই, আমি ত বলি নাই তা বেশ ত, তুমি গিছিলে।

রাম—একজন খবরের কাগজের (Indian Empire) সম্পাদক আপনার নিন্দা করছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা করলেই বা।

রাম—তারপর শুনুন! আমার কথা শুনে তখন আর আমায় ছাড়ে না, আপনার কথা আরও শুনতে চায়!

ডাক্তার প্রতাপ এখনও বসিয়া। ঠাকুর বলিতেছেন—সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) একবার যেও,—ভুবন (ধাত্রী) ভাড়া দেবে বলেছে।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম করিতেছেন—রামনাম, কৃষ্ণনাম, হরিনাম করিতেছেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে শুনিতেছেন। এত সুমিষ্ট নাম কীর্তন, যেন মধুবর্ষণ হইতেছে। আজ বলরামের বাড়ী যেন নবদ্বীপ হইয়াছে। **বাহিরে নবদ্বীপ, ভিতরে বৃন্দাবন।**

আজ রাত্রেই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন। বলরাম তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেছেন—জল খাওয়াইবেন। এই সুযোগে মেয়ে ভক্তেরাও তাঁহাকে আবার দর্শন করিবেন।

এদিকে ভক্তেরা বাহিরের বৈঠকখানায় তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন ও একসঙ্গে সংকীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর বাহিরে আসিয়াই যোগ দিলেন। কীর্তন চলিতেছে—

আমার গৌর নাচে।
নাচে সংকীর্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণসঙ্গে॥
হরিবোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে,
গোরার অরুণ নয়নে, বহিছে সঘনে, প্রেমধারা হেম অঙ্গে॥

ঠাকুর আখর দিতেছেন—

নাচে সংকীর্তনে (শচীর দুলাল নাচে রে)।
(আমার গোরা নাচে রে) (প্রাণের গোরা নাচে রে)।

ষোড়শ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে মাষ্টার, রাখাল, লাটু, বলরাম, অধর, শিবপুরভক্তগণ প্রভৃতি সঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিবপুর ভক্তসঙ্গে যোগতত্ত্ব কথা—কুণ্ডলিনী ও ষট্‌চক্রভেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মধ্যাহ্নসেবার পর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা দুইটা হইবে।

শিবপুর হইতে বাউলের দল ও ভবানীপুর হইতে ভক্তেরা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল, লাটু, হরিশ, আজকাল সর্বদাই থাকেন। ঘরে বলরাম, মাষ্টারও আছেন।

আজ রবিবার ৩রা আগষ্ট, ১৮৮৪ (২০শে শ্রাবণ)। শুক্লা-দ্বাদশী, ঝুলনযাত্রার দ্বিতীয় দিন। গতকল্য ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাড়ীতে গিয়াছিলেন,—যেখানে শশধর প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—কামিনীকাঞ্চনে মন থাক্‌লে যোগ হয় না। সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিতে। সাধ্য-সাধনার পর কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন। ঈড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না নাড়ী;—সুষুম্নার মধ্যে ছ'টি পদ্ম আছে। সর্বনীচে মূলাধার। তারপর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এইগুলিকে ষড়চক্র বলে।

"কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হ'লে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব পদ্ম ক্রমে পার হ'য়ে হৃদয়মধ্যে অনাহত পদ্ম—সেইখানে এসে অবস্থান করে। তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি থেকে মন সরে গিয়ে চৈতন্য হয় আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক অবাক্ হ'য়ে জ্যোতিঃ দ্যাখে আর বলে, 'একি!' 'একি!'

"ষড়চক্র ভেদ হলে কুণ্ডলিনী সহস্রার পদ্মে গিয়ে মিলিত হন। কুণ্ডলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয়।

"বেদমতে এ সব চক্রকে—'ভূমি' বলে। সপ্তভূমি। হৃদয়—চতুর্থ ভূমি। অনাহত পদ্ম, দ্বাদশ দল।

"বিশুদ্ধ চক্র পঞ্চম ভূমি। এখানে মন উঠ্‌লে কেবল ঈশ্বরকথা বল্‌তে আর শুন্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ চক্রের স্থান কণ্ঠ। ষোড়শ দল পদ্ম। যার এই চক্রে মন এসেছে, তার সাম্‌নে বিষয় কথা—কামিনীকাঞ্চনের কথা—হ'লে ভারী কষ্ট হয়! ওরূপ কথা শুন্‌লে সে সেখান থেকে উঠে যায়।

"তারপর ষষ্ঠ ভূমি। আজ্ঞা চক্র—দ্বিদল পদ্ম। এখানে কুলকুণ্ডলিনী এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে—যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো, মনে হয় আলো ছুঁলাম, কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে ব'লে ছোঁয়া যায় না।

"তারপর সপ্তম ভূমি। সহস্রার পদ্ম। সেখানে কুণ্ডলিনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রারে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন—তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন। শিব-শক্তির মিলন!

"সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হ'য়ে আর বাহ্য থাকে না। সে আর দেহ রক্ষা করতে পারে না। মুখে দুধ দিলে দুধ গড়িয়ে যায়। এ অবস্থায় থাক্‌লে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না।

"ঈশ্বরকোটী—অবতারাদি—এই সমাধি অবস্থা থেকে নাম্‌তে পারে। তারা ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নামতে পারে। তিনি তাদের ভিতর 'বিদ্যার আমি' —'ভক্তের আমি'—লোকশিক্ষার জন্য—রেখে দেন। তাদের অবস্থা—যেমন ষষ্ঠ ভূমি আর সপ্তম ভূমির মাঝখানে বাচ্‌খেলা।

"সমাধির পর 'বিদ্যার আমি' কেউ কেউ ইচ্ছা করে রেখে দেন। সে আমির আঁট নাই।—রেখা মাত্র।

"হনুমান সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর 'দাস-আমি' রেখেছিলেন। নারদাদি—সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এঁরাও ব্রহ্মজ্ঞানের পর 'দাস-আমি', 'ভক্তের আমি' রেখেছিলেন। এঁরা, জাহাজের মত, নিজেও পারে যান, আবার অনেক লোককে পার ক'রে নিয়ে যান।

ঠাকুর এইরূপে কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন? বলিতেছেন—

[পরমহংস—নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী। ঠাকুরের ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি—নিত্যলীলাযোগ]

"পরমহংস—নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী। নিরাকারবাদী যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী। এঁরা আপ্তসারা—নিজের হ'লেই হ'ল।

"ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকে। যেমন কুম্ভ পরিপূর্ণ হ'ল, অন্য পাত্রে জল ঢালাঢালি কর্‌ছে।

"এরা যে সব সাধনা ক'রে ভগবান্‌কে লাভ করেছে, সেই সকল কথা লোকশিক্ষার জন্য বলে—তাদের হিতের জন্য। জলপানের জন্য অনেক কষ্টে কূপ খনন কর্‌লে—ঝুড়ি-কোদাল লয়ে। কূপ হয়ে গেল, কেউ কেউ কোদাল, আর আর যন্ত্র কূপের ভিতরেই ফেলে দেয়—আর কি দরকার! কিন্তু কেউ কেউ কাঁধে ফেলে রাখে, পরের উপকার হবে বলে।

"কেউ আম লুকিয়ে খেয়ে মুখ পুঁছে! কেউ অন্য লোককে দিয়ে খায়—লোকশিক্ষার জন্য আর তাঁকে আস্বাদন করবার জন্য। 'চিনি খেতে ভালবাসি'।

"গোপীদের ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞান চাইত না। তারা কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে, কেউ দাসীভাবে ঈশ্বরকে সম্ভোগ ক'রতে চাইত।"

[কীর্ত্তনানন্দে—শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও মায়ের নাম]

শিবপুরের ভক্তেরা গোপীযন্ত্র লইয়া গান করিতেছেন। প্রথম গানে বলিতেছেন, 'আমরা পাপী, আমাদের উদ্ধার কর'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ভয় দেখিয়ে—ভয় পেয়ে—ভজনা, প্রবর্তকের ভাব। তাঁকে লাভ করার গান গাও। আনন্দের গান। (রাখালের প্রতি) নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে সেদিন কেমন গান ক'রছিল'—

'হরিনাম মদিরায় মত্ত হও—

"কেবল অশান্তির কথা ভাল নয়। তাঁকে লয়ে আনন্দ—তাঁকে লয়ে মাতোয়ারা হওয়া।"

শিবপুরের ভক্ত—আজ্ঞা, আপনার গান একটি হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি গাইব? আচ্ছা, যখন হবে গাইব।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গান গাইতেছেন। গাইবার সময় ঊর্দ্ধদৃষ্টি।

গান—কৌপিন দাও কাঙ্গালবেশে ব্রজে যাই হে ভারতী।

গান—গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

গান—দেখসে 'আয় গৌরবরণ রূপখানি (গো সজনী)।
আল্‌তাগোলা দুধের ছানা মাখা গোরার গায়,
(দেখে ভাবের উদয় হয়)।
কারিগর ভাঙ্গড়, মিস্ত্রী বৃষভানুনন্দিনী।

গান—ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।

গৌরাঙ্গের নামের পর মার নাম করিতেছেন—

(১) শ্যামা ধন কি সবাই পায়। অবোধ মন বুঝে না একি দায়॥

(২) মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।

(৩) শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে,
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে।
আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘুরায় ধরে কলডুরি;
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে॥
যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে,
কোনো কলের ভক্তি ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা। প্রেমতত্ত্ব

এই গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া দর্শন করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

"মা উপর থেকে (সহস্রার থেকে?) এখানে নেমে এসো!—কি জ্বালাও!—চুপ করে বস!

"মা যার যা (সংস্কার) আছে, তাই ত হবে!—আমি আর এদের কি বল্‌বো! বিবেক বৈরাগ্য না হলে কিছু হয় না।

"বৈরাগ্য অনেক প্রকার। এক রকম আছে মর্কট-বৈরাগ্য—সংসারের জ্বালায় জ্বলে বৈরাগ্য!—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। আর ঠিক ঠিক বৈরাগ্য—সব আছে, কিছুর অভাব নাই, অথচ সব মিথ্যা বোধ।

"বৈরাগ্য একেবারে হয় না। সময় না হলে হয় না। তবে একটা কথা আছে—শুনে রাখা ভাল। সময় যখন হবে তখন মনে হবে—ও! সেই শুনেছিলাম!

"আর একটি কথা। এ সব কথা শুন্‌তে শুন্‌তে বিষয়বাসনা একটু একটু করে কমে। মদের নেশা কমাবার জন্য একটু একটু চালুনির জল খেতে হয়। তা হলে ক্রমে ক্রমে নেশা ছুট্‌তে থাকে।

"জ্ঞানলাভের অধিকারী বড়ই কম। গীতায় বলেছে—হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন তাঁকে জান্‌তে ইচ্ছা করে। আবার যারা জান্‌তে ইচ্ছা করে, সেইরূপ হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন জান্‌তে পারে।"

তান্ত্রিক ভক্ত—'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে' ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে আসক্তি যত কম্‌বে, ততই জ্ঞান বাড়্‌বে। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি।

[সাধুসঙ্গ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, ভাব, মহাভাব, প্রেম।]

"প্রেম সকলের হয় না। গৌরাঙ্গের হয়েছিল। জীবের ভাব হতে পারে—এই পর্যন্ত। ঈশ্বর-কোটীর—যেমন অবতার আদির—প্রেম হয়। প্রেম হলে জগৎ মিথ্যা তো বোধ হইবেই, আবার শরীর যে এত ভালবাসার জিনিস, তা ভুল হয়ে যায়!

"পার্শী বইয়ে (হাফেজে) আছে, চামড়ার ভিতর মাংস,—মাংসের ভিতর হাড়, হাড়ের ভিতর মজ্জা, তার পরে আরো কত কি! সকলের ভিতর প্রেম!

"প্রেমে কোমল, নরম, হয়ে যায়। প্রেমে, কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হয়েছেন।

"প্রেম হলে সচ্চিদানন্দকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়। যাই দেখ্‌তে চাইবে দড়ি ধরে টানলেই হয়। যখন ডাক্‌বে তখন পাবে।

"ভক্তি পাক্‌লে ভাব। ভাব হলে সচ্চিদানন্দকে ভেবে অবাক্ হয়ে যায়। জীবের এই পর্যন্ত। আবার ভাব পাক্‌লে মহাভাব,—প্রেম। যেমন কাঁচা আম আর পাকা আম।

"শুদ্ধা ভক্তিই সার আর সব মিথ্যা!

"নারদ স্তর্ব করাতে রাম বল্লেন, তুমি বর লও। নারদ চাইলেন, শুদ্ধা ভক্তি। আর বল্লেন—রাম, যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই! রাম বল্লেন, ও তো হলো, আর কিছু বর লও।

"নারদ বল্লেন,—আর কিছু চাই না, কেবল ভক্তি!

"এই ভক্তি কিরূপে হয়? প্রথমে সাধুসঙ্গ কর্‌তে হয়। সাধুসঙ্গ কর্‌লে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা, ঈশ্বরকথা বই আর কিছু শুন্‌তে ইচ্ছা করে না; তাঁরই কাজ কর্‌তে ইচ্ছা করে।

"নিষ্ঠার পর ভক্তি। তারপর ভাব,—মহাভাব, প্রেম—বস্তুলাভ।

"মহাভাব, প্রেম, অবতার আদির হয়। সংসারী জীবের জ্ঞান, ভক্তের জ্ঞান, আর অবতারের জ্ঞান সমান নয়। সংসারী জীবের জ্ঞান যেন প্রদীপের আলো,—শুধু ঘরের ভিতরটি দেখা যায়। সে জ্ঞানে খাওয়া দাওয়া, ঘর করা, শরীর রক্ষা, সন্তান পালন এই সব হয়।

"ভক্তের জ্ঞান, যেন চাঁদের আলো। ভিতর বার দেখা যায়, কিন্তু অনেক দূরের জিনিস, কি খুব ছোট জিনিস, দেখা যায় না। অবতার আদির জ্ঞান যেন সূর্যের আলো। ভিতর বার, ছোট বড়—তাঁরা সব দেখ্‌তে পান।

"তবে সংসারী জীবের মন ঘোলা জল হ'য়ে আছে বটে, কিন্তু নির্মলি ফেল্লে আবার পরিষ্কার হতে পারে। বিবেক বৈরাগ্য নির্মলি।

এইবার ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

[ঈশ্বরকথা শ্রবণের প্রয়োজন। 'সময়-সাপেক্ষ'। ঠাকুরের সহজাবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকে বলো।

ভক্ত—আজ্ঞা, সব তো শুনলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুনে রাখা ভাল, কিন্তু সময় না হলে হয় না।

"যখন খুব জ্বর, তখন কুইনাইন্ দিলে কি হবে? ফিবার মিক্‌শ্চার দিয়ে বাহ্যে-টাহ্যে হ'য়ে একটু কম পড়লে' তখন কুইনাইন্ দিতে হয়। আবার কারু কারু অমনি সেরে যায়, কুইনাইন্ না দিলেও হয়।

"ছেলে ঘুমবার সময় বলেছিল—'মা আমার যখন হাগা পাবে তখন তুলো। মা বল্লে, 'বাবা, আমায় তুলতে হবে না, হাগায় তোমায় তুলবে।'

"কেউ কেউ এখানে আসে দেখি, কোন ভক্তসঙ্গে নৌকা করে এসেছে। ঈশ্বরীয় কথা তাদের ভাল লাগে না। কেবল বন্ধুর গা টিপছে, 'কখন যাবে, কখন যাবে?' যখন বন্ধু কোন রকমে উঠলো না, তখন বলে, তবে ততক্ষণ আমি নৌকায় গিয়ে বসে থাকি।'

"যাদের প্রথম মানুষ জন্ম, তাদের ভোগের দরকার। কতকগুলো কাজ করা না থাকলে চৈতন্য হয় না।

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবেন। গোল বারান্দায় মাষ্টারকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আচ্ছা, আমার কি রকম অবস্থা?

মাষ্টার (সহাস্যে)—আজ্ঞা, আপনার উপরে সহজাবস্থা—ভিতর গভীর।—আপনার অবস্থা বোঝা ভারী কঠিন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ; যেমন floor করা মেজে, লোকে উপরটাই দেখে, মেজের নীচে কত কি আছে, জানে না!

চাঁদনীর ঘাটে বলরাম প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত কলিকাতা যাইবার জন্য নৌকা আরোহণ করিতেছেন। বেলা চারিটা বাজিয়াছে। ভাটা পড়িয়াছে, তাহাতে দক্ষিণে হাওয়া। গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গমালায় বিভূষিত হইয়াছে।

বলরামের নৌকা বাগবাজার অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে, মাষ্টার অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছেন।

নৌকা অদৃশ্য হইলে তিনি আবার ঠাকুরের কাছে আসিলেন।

ঠাকুর পশ্চিমের বারান্দা হইতে নামিতেছেন—ঝাউতলা যাইবেন। উত্তর-পশ্চিমে সুন্দর মেঘ হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, বৃষ্টি হবে কি, ছাতাটা আনো দেখি। মাষ্টার ছাতা আনিলেন। লাটুও সঙ্গে আছেন।

ঠাকুর পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন। লাটুকে বলিতেছেন—'তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিস্ কেন?'

লাটু—'কিছু খেতে পারি না!'

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেবল কি ঐ ঃ—সময় খারাপ পড়েছে—আর বেশী ধ্যান করিস্ বুঝি?

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তোমার ঐটে ভার রইল। বাবুরামকে বল্‌বে, রাখাল গেলে দুই একদিন মাঝে মাঝে এসে থাকবে। তা না হলে আমার মন ভারী খারাপ হবে।

মাষ্টার—যে আজ্ঞা, আমি বল্‌ব।

সরল হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাবুরাম সরল কি না!

[ঝাউতলা ও পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সুন্দর রূপ দর্শন]

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে দক্ষিণাস্য হইয়া আসিতেছেন। মাষ্টার ও লাটু পঞ্চবটীতলায় দাঁড়াইয়া উত্তরাস্য হইয়া দেখিতেছেন।

ঠাকুরের পশ্চাতে নবীন মেঘ গগনমণ্ডল সুশোভিত করিয়া জাহ্নবী-জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—তাহাতে গঙ্গাজল কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে।

ঠাকুর আসিতেছেন—যেন সাক্ষাৎ ভগবান দেহ ধারণ করিয়া মর্ত্যলোকে ভক্তের জন্য কলুষবিনাশিনী হরিপাদাম্বুজসম্ভূতা সুরধুনীর তীরে বিচরণ করিতেছেন! সাক্ষাৎ তিনি উপস্থিত।—তাই কি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, উদ্যানপথ দেবালয়, ঠাকুরপ্রতিমা, সেবকগণ, দৌবারিকগণ, প্রত্যেক ধূলিকণা, এত মধুর হইতেছে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবাই চৈতন্য, নরেন্দ্র, বাবুরাম, লাটু, মণি, রাখাল, নিরঞ্জন, অধর

ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। বলরাম আম্র আনিয়াছিলেন! ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যেকে বলিতেছেন—তোমার ছেলের জন্য আমগুলি নিয়ে যেও। ঘরে শ্রীযুক্ত নবাই চৈতন্য বসিয়াছেন। তিনি লাল কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন।

উত্তরের লম্বা বারান্দায় ঠাকুর হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন। ব্রহ্মচারী হরিতাল ভস্ম ঠাকুরের জন্য দিয়াছেন।—সেই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মচারীর ঔষধ আমার বেশ খাটে—লোকটা ঠিক।

হাজরা—কিন্তু বেচারী সংসারে পড়েছে—কি করে! কোন্নগর থেকে নবাই চৈতন্য এসেছেন। কিন্তু সংসারী হ'য়ে লাল কাপড় পরা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বল্‌ব! আর আমি দেখি ঈশ্বর নিজেই এইসব মানুষরূপ ধারণ করে রয়েছেন। তখন কারুকে কিছু বল্‌তে পারি না।

ঠাকুর আবার ঘরের মধ্যে আসিয়াছেন। হাজরার সহিত নরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

হাজরা—'নরেন্দ্র আবার মোকদ্দমায় পড়েছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—শক্তি মানে না। দেহধারণ কর্‌লে শক্তি মান্‌তে হয়।

হাজরা—বলে, আমি মান্‌লে সকলেই মানবে,—তা কেমন করে মানি।

"অত দূর ভাল নয়। এখন শক্তিরই এলাকায় এসেছে। জজসাহেব পর্যন্ত যখন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাক্সে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—তোমার সঙ্গে নরেন্দ্রের দেখা হয় নাই?

মাষ্টার—আজ্ঞা, আজ কাল হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একবার দেখা করো না—আর গাড়ী করে এখানে আনবে।

(হাজরার প্রতি)—"আচ্ছা, এখানকার সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ?"

হাজরা—আপনার সাহায্য পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভবনাথ? সংস্কার না থাকলে এখানে এত আসে?

"আচ্ছা, হরিশ, লাটু—কেবল ধ্যান করে;—উগ্নো কি?"

হাজরা—হাঁ, কেবল ধ্যান করা কি? আপনাকে সেবা করে, সে এক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হবে!—ওরা উঠে গিয়ে আবার কেউ আসবে।

[মণির প্রতি নানা উপদেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাবস্থা]

হাজরা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। এখনও সন্ধ্যার দেরী আছে। ঠাকুর ঘরে বসিয়া একান্তে মণির সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আচ্ছা, আমি যা ভাবাবস্থায় বলি, তাতে লোকের আকর্ষণ হয়?

মণি—আজ্ঞা, খুব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—লোকে কি ভাবে? ভাবাবস্থায় দেখ্‌লে কিছু বোধ হয়?

মণি—বোধ হয়, একাধারে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য—তার উপর সহজাবস্থা। ভিতর দিয়ে কত জাহাজ চলে গেছে, তবু সহজ! ও অবস্থা অনেকে বুঝতে পারে না—দু চার জন কিন্তু ঐতেই আকৃষ্ট হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঘোষপাড়ার মতে ঈশ্বরকে 'সহজ' বলে। আর বলে, **সহজ না হলে সহজকে না যায় চেনা।**

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও অভিমান ও অহঙ্কার। 'আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী']

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আচ্ছা, আমার অভিমান আছে?

মণি—আজ্ঞা, একটু আছে। শরীর রক্ষা আর ভক্তি ভক্তের জন্য,—জ্ঞান উপদেশের জন্য। তাও আপনি প্রার্থনা করে রেখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**আমি রাখি নাই;—তিনিই রেখে দিয়েছেন।** আচ্ছা, ভাবাবেশের সময় কি হয়?

মণি—আপনি তখন বল্লেন, ষষ্ঠভূমিতে মন উঠে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তারপর কথা যখন ক'ন, তখন পঞ্চমভূমিতে মন নামে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনিই সব কচ্ছেন। আমি কিছুই জানি না।

মণি—আজ্ঞা, তাই জন্যই ত এত আকর্ষণ!

[Why all Scriptures—all Religions—are true—
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিরুদ্ধ শাস্ত্রের সমন্বয়]

মণি—আজ্ঞা, শাস্ত্রে দু রকম বলেছে। এক পুরাণের মতে কৃষ্ণকে চিদাত্মা, রাধাকে চিৎশক্তি বলেছে। আর এক পুরাণে কৃষ্ণই কালী—আদ্যাশক্তি বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেবীপুরাণের মত।—এ মতে কালীই কৃষ্ণ হয়েছেন।

"তা হলেই বা!—তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত।"

এই কথা শুনিয়া মণি অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

মণি—ও বুঝেছি। আপনি যেমন বলেন, ছাদে উঠা নিয়ে কথা। যে কোন উপায়ে উঠ্‌তে পারলেই হলো— দড়ি বাঁশ—যে কোন উপায়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এইটি যে বুঝেছ, এটুকু ঈশ্বরের দয়া। **ঈশ্বরের কৃপা না হলে সংশয় আর যায় না।**

"কথাটা এই—কোন রকমে তার উপর যাতে ভক্তি হয়—ভালবাসা হয়। নানা খবরে কাজ কি? একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয়, তা হলেই হলো। ভালবাসা হলেই তাঁকে লাভ করা যাবে। তারপর যদি দরকার হয়, তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন—সব পথের খবর বলে দিবেন। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলেই হল—নানা বিচারের দরকার নাই। আম খেতে এসেছ, আম খাও; কত ডাল, কত পাতা, এ সবের হিসাবের দরকার নাই! হনুমানের ভাব—'আমি বার তিথি নক্ষত্র জানি না—এক রাম চিন্তা করি।

[সংসারত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ। ভক্তের সঞ্চয় না যদৃচ্ছালাভ?]

মণি—এখন এরূপ ইচ্ছা হয় যে, কর্ম খুব কমে যায়,—আর ঈশ্বরের দিকে খুব মন দিই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! তা বৈ কি!

"কিন্তু জ্ঞানী নির্লিপ্ত হয়ে সংসারে থাকতে পারে!

মণি—আজ্ঞা, কিন্তু নির্লিপ্ত হতে গেলে বিশেষ শক্তি চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা বটে। কিন্তু হয়তো তুমি (সংসার) চেয়েছিলে।

"কৃষ্ণ শ্রীমতীর হৃদয়েই ছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা হলো, তাই মানুষরূপে লীলা।

"এখন প্রার্থনা করো, যাতে এ সব কমে যায়।

"আর মন থেকে ত্যাগ হলেই হলো।"

মণি—সে যারা বাহিরে ত্যাগ করতে পারে না। উঁচু থাকের জন্য একেবারেই ত্যাগ—মনের ত্যাগ ও বাহিরের ত্যাগ।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন।—আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈরাগ্যের কথা তখন কেমন শুনলে।

মণি—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈরাগ্য মানে কি বল দেখি?

মণি—বৈরাগ্য মানে শুধু সংসারে বিরাগ নয়। ঈশ্বরে অনুরাগ আর সংসারে বিরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ঠিক বলেছ।

"সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উগুনোর জন্য অতো ভেবো না। যদৃচ্ছা লাভ—এই ভালো। সঞ্চয়ের জন্য অতো ভেবো না। যারা তাঁকে মন

প্রাণ সমর্পণ করে—যারা তাঁর ভক্ত, শরণাগত,—তারা ও সব অতো ভাবে না। যত্র আয়—তত্র ব্যয়। এক দিক্ থেকে টাকা আসে, আর এক দিক্ থেকে খরচ হয়ে যায়। এর নাম যদৃচ্ছালাভ। গীতায় আছে।

[শ্রীযুক্ত হরিপদ, রাখাল, বাবুরাম, অধর প্রভৃতির কথা]

ঠাকুর হরিপদর কথা কহিতেছেন।—'হরিপদ সেদিন এসেছিল।'

মণি (সহাস্যে)—হরিপদ কথকতা জানে। প্রহ্লাদচরিত্র, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা—এ সব বেশ সুর করে বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বটে! সেদিন তার চক্ষু দেখ্‌লাম, যেন চড়ে রয়েছে। বল্লাম,—'তুই কি খুব ধ্যান করিস্?' তা মাথা হেঁট করে থাকে। আমি তখন বল্লাম,—অতো নয় রে!

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর মার নাম করিতেছেন ও চিন্তা করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল। শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশী। ঝুলন-উৎসবের দ্বিতীয় দিন। চাঁদ উঠিয়াছে! মন্দির, মন্দির-প্রাঙ্গণে, উদ্যান,—আনন্দময় হইয়াছে। রাত আটটা হইল। ঘরে ঠাকুর বসিয়া আছেন। রাখাল ও মাষ্টারও আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—বাবুরাম বলে, 'সংসার!—ওরে বাবা!'

মাষ্টার—ও শোন কথা। বাবুরাম সংসারের কি জানে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা বটে। নিরঞ্জন দেখেছ,—খুব সরল!

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ। তার চেহারাতেই আকর্ষণ করে। চোখের ভাবটি কেমন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু চোখের ভাব নয়—সমস্ত। তার বিয়ে দেবে বলেছিল,—তা সে বলেছে, আমায় ডুবুবে কেন? (সহাস্যে) হ্যাঁগা, লোকে বলে, খেটে খুটে গিয়ে পরিবারের কাছে গিয়ে বসলে নাকি খুব আনন্দ হয়।

মাষ্টার—আজ্ঞা, যারা ঐ ভাবে আছে, তাদের হয় বৈকি।

(রাখালের প্রতি, সহাস্যে)—একজামিন হচ্ছে—leading question.

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—মায়ে বলে, ছেলের একটা গাছতলা করে দিলে বাঁচি! রোদে ঝলসা পোড়া হয়ে গাছতলায় বস্‌বে।

মাষ্টার—আজ্ঞা, রকমারী বাপ মা আছে। মুক্ত বাপ ছেলেদের বিয়ে দেয় না। যদি দেয় সে খুব মুক্ত! (ঠাকুরের হাস্য)।

[অধর ও মাষ্টারের কালীদর্শন। অধরের চন্দ্রনাথতীর্থ ও সীতাকুণ্ডের গল্প]

শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। একটু বসিয়া কালীদর্শন জন্য কালীঘরে গেলেন।

মাষ্টারও কালী দর্শন করিলেন। তৎপরে চাঁদনীর নিকটে আসিয়া গঙ্গার

কূলে বসিলেন। গঙ্গার জল জ্যোৎস্নায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সবে জোয়ার আসিল। মাষ্টার নির্জ্জনে বসিয়া ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত্র চিন্তা করিতেছেন—তাঁহার অদ্ভুত সমাধি অবস্থা,—মুহুর্মুহুঃ ভাব—প্রেমানন্দ,—অবিশ্রান্ত ঈশ্বরকথাপ্রসঙ্গ,—ভক্তের উপর অকৃত্রিম স্নেহ—বালকের চরিত্র—এইসব স্মরণ করিতেছেন। আর ভাবিতেছেন—ইনি কে—ঈশ্বর কি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন?

অধর, মাষ্টার, ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। অধর চট্টগ্রামে কর্ম উপলক্ষে ছিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থের ও সীতাকুণ্ডের গল্প করিতেছেন।

অধর—সীতাকুণ্ডের জলে আগুনের শিখা জিহ্বার ন্যায় লক্ লক্ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ কেমন করে হয়?

অধর—জলে ফসফরস (phosphorus) আছে।

শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে ঘরে আসিয়াছেন। ঠাকুর অধরের কাছে তাঁহার সুখ্যাতি করিতেছেন। আর বলিতেছেন,—'রাম আছে, তাই আমাদের অতো ভাবতে হয় না। হরিশ, লাটু, এদের ডেকে ডুকে খাওয়ায়। ওরা হয়তো একলা কোথায় ধ্যান কচ্ছে। সেখান থেকে রাম ডেকে ডুকে আনে।'

সপ্তদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত অধরের বাড়ীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে। সমাধিমন্দিরে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাটীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বৈঠকখানা দ্বিতলের উপর। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, ভবনাথ, মাষ্টার, চুনিলাল, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁর কাছে বসিয়া আছেন। বেলা ৩টা হইবে। আজ শনিবার, ২২-এ ভাদ্র, ১২৯১; ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪। কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথি।

ভক্তেরা প্রণাম করিতেছেন। মাষ্টার প্রণাম করিলে পর, ঠাকুর অধরকে বলিতেছেন—'নিতাই ডাক্তার আসবে না?'

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র গান গাইবেন, তাহার আয়োজন হইতেছে। তানপুরা বাঁধিতে গিয়া তার ছিঁড়িয়া গেল। ঠাকুর বলিতেছেন, ওরে কি কর্‌লি। নরেন্দ্র বাঁয়া তবলা বাঁধিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, তোর বাঁয়া যেন গালে চড় মার্‌ছে!

কীর্ত্তনাঙ্গের গান সম্বন্ধে কথা হইতেছে। নরেন্দ্র বলিতেছেন,—'কীর্ত্তনে তাল সম্ এ সব নাই—তাই অত Popular—লোকে ভালবাসে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি বল্‌লি! করুণ বলে তাই অত—লোকে ভালবাসে।

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

গান—সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।

গান—যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।

আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি, সহাস্যে)—প্রথম এই গান করে!

নরেন্দ্র আরও দুই-একটি গান করবার পর বৈষ্ণবচরণ গান গাইতেছেন—

চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি),
ওহে বঙ্কুরায় ভুলে আছ মথুরায়।
হাতীচড়া জোড়াপরা, ভুলেছ কি ধেনুচরা,
ব্রজের মাখন চুরি করা, মনে কিছু হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"হরি হরি বল রে বীণে" ঐটে একবার হোক্ না।

বৈষ্ণবচরণ গাইতেছেন—

হরি হরি বল রে বীণে!
শ্রীহরির চরণ বিনে পরম তত্ত্ব আর পাবিনে॥
হরিনামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে,
হরি যদি কৃপা করে তবে ভবে আর ভাবিনে।
বীণে একবার হরি বল, হরি নাম বিনে নাহি সম্বল,
দাস গোবিন্দ কয়, দিন গেল, অকুলে যেন ভাসিনে॥

[ঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ সমাধি ও নৃত্য]

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—আহা! আহা! হরি হরি বল!

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন ও দর্শন করিতেছেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কীর্তনিয়া ঐ গান সমাপ্ত করিয়া নূতন গান ধরিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব নটবর, তপত কাঞ্চন কায়।

কীর্তনিয়া যখন আখর দিচ্ছেন, 'হরিপ্রেমের বন্যে ভেসে যায়,' ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার বসিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া আখর দিতেছেন।—(একবার হরি বল রে)।

ঠাকুর আখর দিতে দিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন ও হেঁট মস্তক হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। তাকিয়াটী সম্মুখে। তাহার উপর শিরদেশ ঢলিয়া পড়িয়াছে। কীর্তনিয়া আবার গাইতেছেন—

'হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বল মাধাই মধুর স্বরে'।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

গান—**হরি বলে আমার গৌর নাচে।**
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে।
রাঙ্গাপায়ে সোণার নূপুর রুণু ঝুণু বাজে॥
থেকো রে বাপ নরহরি থেকো গৌরের পাশে।
রাধার প্রেমে গড়া তনু, ধূলায় পড়ে পাছে।
বামেতে অদ্বৈত আর দক্ষিণে নিতাই।
তার মাঝে নাচে আমার চৈতন্য গোঁসাই॥

ঠাকুর আবার উঠিয়াছেন ও আখর দিয়া নাচিতেছেন।
(প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রে)!

সেই অপূর্ব নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।

নাচিতে নাচিতে ঠাকুর এক একবার সমাধিস্থ হইতেছেন। তখন অন্তর্দশা। মুখে একটি কথা নাই। শরীর সমস্ত স্থির। ভক্তেরা তখন তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অর্ধবাহ্য দশা—চৈতন্যদেবের যেরূপ হইত,—অমনি ঠাকুর সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। তখনও মুখে কথা নাই—প্রেমে উন্মত্তপ্রায়!

যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন—অমনি একবার আখর দিতেছেন।

আজ অধরের বৈঠকখানার ঘর শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে। হরি নামের রোল শুনিতে পাইয়া রাজপথে অসংখ্য লোক জমিয়া গিয়াছে।

ভক্তসঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ। সেই অবস্থায় নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—সেই গানটি—আমায় দে মা পাগল করে।'

ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

আমায় দে মা পাগল করে।

[২য় ভাগ, ১৬শ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর ঐটী 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে।'

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি॥
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল।
দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল॥
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া,
বলরে মন হরি হরি॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আর 'চিদাকাশে'?—না, ওটা বড় লম্বা, না? আচ্ছা, একটু আস্তে আস্তে!

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

চিদাকাশে হ'লো পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় হে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে॥

[২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর ঐটে—'হরিরস মদিরা?'

নরেন্দ্র—হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।
লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে॥

ঠাকুর আখর দিতেছেন—

প্রেমে মত্ত হয়ে-হরি হরি বলি কাঁদ রে।
ভাবে মত্ত হয়ে,—হরি হরি বলি কাঁদ রে!

ঠাকুর ও ভক্তেরা একটু বিশ্রাম করিতেছেন। নরেন্দ্র আস্তে আস্তে ঠাকুরকে বলিতেছেন—'আপনি সেই গানটি একবার গাইবেন?—

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—'আমার গলাটা একটু ধরে গেছে—'

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—'কোন্‌টি?'

নরেন্দ্র ভুবনরঞ্জনরূপ।

ঠাকুর আস্তে আস্তে গাইতেছেন—

ভুবনরঞ্জনরূপ নদে গৌর কে আনিল রে (অলকা আবৃত মুখ)
(মেঘের গায়ে বিজলী) (আন হেরিতে শ্যাম হেরি)

ঠাকুর আর একটি গান গাইতেছেন—

শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই।
আমি কি সুখে আর ঘরে রই॥
শ্যাম যদি মোর হ'তো মাথার চুল।
যতন ক'রে বাঁধতুম্ বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল॥
(কেশব-কেশ যতনে বাঁধতুম সই) (কেউ নক্‌তে পার্‌ত না সই)
(শ্যাম কাল আর কেশ কাল) (কালোয় কালোয় মিশে যেতো গো)।
শ্যাম যদি মোর বেশর হইত, নাসা মাঝে সতত রহিত,—
(অধর চাঁদ অধরে র'ত সই।) (যা হবার নয়, তা মনে হয় গো)
(শ্যাম কেন বেশর হবে সই?)।
শ্যাম যদি মোর কঙ্কণ হ'তো বাহু মাঝে সতত রহিত
(কংকণ নাড়া দিয়ে চ'লে যেতুম সই) (বাহু নাড়া দিয়ে)
(শ্যাম কঙ্কণ হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই) (রাজপথে)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাবাবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি নরেন্দ্রাদির নিমন্ত্রণ

গান সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর কথা কহিতেছেন। সহাস্যে বল্‌ছেন, হাজরা নেচেছিল।

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—আজ্ঞা, একটু একটু।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটু একটু।

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—ভুঁড়ি আর একটি জিনিস নেচেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সে আপনি হেলে দোলে—না দোলাতে আপনি দোলে। (সকলের হাস্য)।

শশধর যে বাড়ীতে আছেন, সেই বাড়ীতে ঠাকুরের নিমন্ত্রণ হইবার কথা হইতেছে।

নরেন্দ্র—বাড়ীওয়ালা খাওয়াবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার শুনেছি স্বভাব ভাল না—লোচ্চা।

নরেন্দ্র—আপনি তাই—যে দিন শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়—তাদের ছোঁয়া জলের গেলাস থেকে জল খেলেন না। আপনি কেমন করে জান্‌লেন যে লোকটার স্বভাব ভাল না?

[পূর্বকথা—সিহোড়ে হৃদয়ের বাটীতে হাজরা ও বৈষ্ণব সঙ্গে।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাজরা আর একটা জানে,—ও দেশে—সিহোড়—হৃদের বাড়ীতে।

হাজরা—সে একজন বৈষ্ণব—আমার সঙ্গে দর্শন কর্‌তে গিছ্‌লো, যাই সে গিয়ে বস্‌লো, ইনি তার দিকে পেছন ফিরে বস্‌লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাসীর সঙ্গে নাকি নষ্ট ছিল—তার পর শোনা গেল। (নরেন্দ্রের প্রতি) আগে বল্‌তিস্‌ আমার অবস্থা সব মনের গতিক । (hallucination)

নরেন্দ্র—কে জানে! এখন ত অনেক দেখ্‌লাম—সব মিল্‌ছে!

নরেন্দ্র বলিতেছেন, ঠাকুর ভাবাবস্থায় লোকের অন্তর বাহির সমস্ত দেখিতে পান—এটা তিনি অনেকবার মিলাইয়া দেখিলেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তের জাতি বিচার Caste]

ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্য অধর অনেক আয়োজন করিয়াছেন। তিনি এইবার তাঁহাদিগকে আহবান করিতেছেন।

মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ—মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়কে—ঠাকুর বলিতেছেন, 'কি গো, তোমরা খেতে যাবে না?'

তাঁহারা বিনীতভাবে বলিতেছেন—'আজ্ঞা, আমাদের থাক্‌।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) এঁরা সবই কচ্ছেন, শুধু ঐটেতেই সঙ্কোচ।

"এক জনের শ্বশুর ভাসুরের নাম হরি, কৃষ্ণ, এই সব। এখন হরি নাম ত কর্‌তে হবে?—কিন্তু 'হরে কৃষ্ণ, বলবার যো নাই। তাই সে জপ কচ্ছে—

'ফরে ফৃষ্ট, ফরে ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে!
ফরে রাম, ফরে রাম, রাম রাম ফরে ফরে!"

অধর জাতিতে সুবর্ণবণিক্‌। তাই ব্রাহ্মণ ভক্তেরা কেহ কেহ প্রথম প্রথম তাঁহার বাটিতে আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কিছু দিন পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে খান, তখন তাঁদের চট্‌কা ভাঙ্গিল।

রাত্রি প্রায় ন'টা হইল। নরেন্দ্র ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর আনন্দে সেবা করিলেন।

এইবার বৈঠকখানায় আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন—দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

আগামীকল্য রবিবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আনন্দের জন্য মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় কীর্ত্তনের আয়োজন করিয়াছেন। শ্যামদাস কীর্ত্তনিয়া গান গাইবেন। শ্যামদাসের কাছে রাম নিজের বাটীতে কীর্ত্তন শিখেন।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাল দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—কাল যাবি—কেমন?

নরেন্দ্র—আচ্ছা, চেষ্টা কর্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেখানে নাইবি খাবি।

"ইনিও (মাষ্টার) না হয় গিয়ে খাবেন। (মাষ্টারের প্রতি)—তোমার অসুখ এখন সেরেছে?—এখন পত্তি (পথ্য) ত নয়?"

মাষ্টার—আজ্ঞা না—আমিও যাব।

নিত্যগোপাল বৃন্দাবনে আছেন। চুনীলাল কয়েক দিন হইল বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার কাছে নিত্যগোপালের সংবাদ লইতেছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিবেন। মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম মস্তকের দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে বলিতেছেন—তবে যেও।

(নরেন্দ্রাদির প্রতি, সস্নেহে)—'নরেন্দ্র ভবনাথ যেও।'

নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার অপূর্ব কীর্ত্তনানন্দ ও কীর্ত্তনমধ্যে ভক্তসঙ্গে অপূর্ব নৃত্য স্মরণ করিতে করিতে সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেছেন।

আজ ভাদ্র কৃষ্ণপ্রতিপদ। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—যেন হাসিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ভবনাথ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে যাইতেছেন।

অষ্টাদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাম, বাবুরাম, মাষ্টার, চুনী, অধর ভবনাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত—ঘোষপাড়া ও কর্তাভজাদের মত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেই ঘরে নিজের আসনে ছোট খাটটিতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা এগারটা হইবে, এখনও তাঁহার সেবা হয় নাই।

গতকল্য শনিবার ঠাকুর শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটীতে ভক্তসঙ্গে শুভাগমন করিয়াছিলেন। হরিনাম-কীর্ত্তন মহোৎসব করিয়া সকলকে ধন্য করিয়াছিলেন। আজ এখানে শ্যামদাসের কীর্ত্তন হইবে। ঠাকুরের কীর্ত্তনানন্দ দেখিবার জন্য অনেক ভক্তের সমাগম হইতেছে।

প্রথমে বাবুরাম, মাষ্টার, শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ, মনোমোহন, ভবনাথ, কিশোরী, তৎপরে চুনীলাল, হরিপদ প্রভৃতি; ক্রমে মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, রাম, সুরেন্দ্র, তারক, অধর, নিরঞ্জন। লাটু, হরিশ ও হাজরা আজ কাল দক্ষিণেশ্বরেই থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল মা কালীর সেবা করেন ও ঠাকুরের তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্তী বিষ্ণুঘরে সেবা করেন। তিনিও মাঝে মাঝে আসিয়া ঠাকুরের তত্ত্বাবধান করেন। লাটু, হরিশ ঠাকুরের সেবা করেন। আজ রবিবার ভাদ্রকৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ (২৩শে ভাদ্র, ১২৯১)।

মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন—"কই নরেন্দ্র এলো না?"

নরেন্দ্র সেদিন আসিতে পারেন নাই। শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণটি রামপ্রসাদের গানের বই আনিয়াছেন ও সেই পুস্তক হইতে মাঝে মাঝে গান পড়িয়া ঠাকুরকে শুনাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণের প্রতি)—কই পড় না?

ব্রাহ্মণ—'বসন পরো, মা বসন পর, মা বসন পরো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব রাখো, আকাট বিকাট! এমন পড় যাতে ভক্তি হয়।

ব্রাহ্মণ—কে জানে কালী কেমন ষড়্ দর্শনে না পায় দর্শন।

[ঠাকুরের 'দরদী'—পরমহংস, বাউল ও সাঁই]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কাল অধর সেনের বাড়ী ভাবাবস্থায় একপাশে থেকে পায়ে ব্যথা হয়েছিল। তাই ত বাবুরামকে নিয়ে যাই। দরদী!

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—
মনের কথা কইবো কি সই কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না॥
মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা,
সে দু এক জনা; সে যে রসে ভাসে প্রেমে ডোবে,
কচ্ছে রসের বেচা কেনা। (ভাবের মানুষ)
মনের মানুষ, মিলবে কোথা, বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা;
ও সে কয়না গো কথা; ভাবের মানুষ উজান পথে, করে আনাগোনা।
(মনের মানুষ, উজান পথে করে আনাগোনা)।

"বাউলের এই সব গান। আবার আছে—
'দরবেশ দাঁড়ারে, সাধের করোয়া ধারী,
দাঁড়ারে তোর রূপ নেহারী!

"শাক্তমতের সিদ্ধকে বলে কৌল। বেদান্তমতে বলে পরমহংস। বাউল বৈষ্ণবদের মতে সাঁই। 'সাঁইয়ের পর আর নাই!'

"বাউল সিদ্ধ হলে সাঁই হয়। তখন সব অভেদ। অর্ধেক মালা গোহাড়, অর্ধেক মালা তুলসীর। 'হিঁদুর নীর—মুসলমানের পীর।'

[আলেখ, হাওয়ার খবর, পৈঠে, রসের কাজ, খোলা নামা]

"সাঁইয়েরা বলে—আলেখ! আলেখ! বেদমতে বলে ব্রহ্ম; ওরা বলে আলেখ। জীবদের বলে—আলেখ আসে আলেখ যায়; অর্থাৎ জীবাত্মা অব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয়!

"তারা বলে, হাওয়ার খবর জান?

"অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ হলে ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না—এদের ভিতর দিয়ে যে মহাবায়ু উঠে, তাহার খবর!

"জিজ্ঞাসা করে, কোন পৈঠেতে আছ?—ছটা পইঠে—ষড়চক্র।

"যদি বলে পঞ্চমে আছে, তার মানে যে, বিশুদ্ধ চক্রে মন উঠেছে।

(মাষ্টারের প্রতি)—"তখন নিরাকার দর্শন। যেমন গানে আছে।

এই বলিয়া ঠাকুর একটু সুর করিয়া বলিতেছেন—'তদূর্ধ্বেতে আছে মাগো অম্বুজে আকাশ। সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।"

[পূর্বকথা—বাউল ও ঘোষপাড়ার কর্তাভজাদের আগমন]

"একজন বাউল এসেছিল। তা আমি বল্লাম, 'তোমার রসের কাজ সব হয়ে গেছে?—খোলা নেমেছে?' যত 'রস জ্বাল দেবে, তত রেফাইন হবে। প্রথম, আকের রস—তার পর গুড়—তার পর দোলো—তার পর চিনি—তার পর মিছরি, ওলা এই সব। ক্রমে ক্রমে আরও রেফাইন হচ্ছে।

"খোলা নাম্‌বে কখন? অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে?—যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে—যেমন জোঁকের উপর চুণ দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যাবে—ইন্দ্রিয় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে। **রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।**

"ওরা অনেকে রাধাতন্ত্রের মতে চলে। পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধন করে পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব—মল, মূত্র, রজ, বীজ এই সব তত্ত্ব! এ সব সাধন বড় নোংরা সাধন; যেমন পায়খানার ভিতর দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা!

"একদিন আমি দালানে খাচ্ছি। একজন ঘোষপাড়ার মতের লোক এলো। এসে বলছে,— 'তুমি খাচ্ছো, না কারুকে খাওয়াচ্ছ? অর্থাৎ যে সিদ্ধ হয়; সে দেখে যে, অন্তরে ভগবান্ আছেন!

"যারা এ মতে সিদ্ধ হয়, তারা অন্য মতের লোকদের বলে 'জীব'। বিজাতীয় লোক থাকলে কথা কবে না। বলে,—এখানে 'জীব' আছে।

[পূর্বকথা—জন্মভূমি দর্শন; সরীপাথরের বাড়ী হৃদুসঙ্গে]

"ও দেশে এই মতের লোক একজন দেখেছি। সরী (সরস্বতী) পাথর—মেয়ে মানুষ। এ মতের লোকে পরস্পরের বাড়ীতে খায়, কিন্তু অন্য মতের লোকের বাড়ী খাবে না। মল্লিকরা সরী পাথরের বাড়ীতে গিয়ে খেলে তবু হৃদের বাড়ীতে খেলে না। বলে ওরা 'জীব'। (হাস্য)।

"আমি একদিন তার বাড়ীতে হৃদের সঙ্গে বেড়াতে গিছ্‌লাম। বেশ তুলসী বন করেছে। কড়াই মুড়ি দিলে, দুটি খেলুম। হৃদে অনেক খেয়ে ফেল্লে,—তার পর অসুখ!

"ওরা সিদ্ধাবস্থাকে বলে **সহজ** অবস্থা। এক থাকের লোক আছে, তারা 'সহজ' 'সহজ' করে চ্যাঁচায়। সহজাবস্থার দুটি লক্ষণ বলে। প্রথম—কৃষ্ণগন্ধ গায়ে থাকবে না। দ্বিতীয়—পদ্মের উপর অলি বসবে, কিন্তু মধু পান করবে না। 'কৃষ্ণগন্ধ' নাই,—এর মানে ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অন্তরে,—বাহিরে কোন চিহ্ন নাই,—হরিনাম পর্যন্ত মুখে নাই। আর একটির মানে, কামিনীতে আসক্তি নাই—জিতেন্দ্রিয়।

"ওরা ঠাকুরপূজা, প্রতিমাপূজা, এ সব লাইক করে না, জীবন্ত মানুষ চায়। তাই ত ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্তাভজা, অর্থাৎ যারা কর্তাকে—গুরুকে—ঈশ্বর বোধে ভজনা করে—পূজা করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্বয়

Why all scriptures—all Religions—are true.

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখছো কত রকম মত! মত, পথ। **অনন্ত মত অনন্ত পথ!**

ভবনাথ—এখন উপায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে গেলে পাকা সিঁড়িতে উঠা যায়, একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উঠা যায়; এক গাছা দড়ি দিয়ে, এক গাছা বাঁশ দিয়ে, উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বর লাভ করতে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।

"আর সব মতকে এক একটি পথ বলে জান্‌বে। আমার ঠিক পথ, আর সকলের মিথ্যা, এরূপ বোধ না হয়। বিদ্বেষভাব না হয়।

['আমি কোন্ পথের ?' কেশব, শশধর ও বিজয়ের মত]

"আচ্ছা, আমি কোন্ পথের? কেশব সেন বলতো, আপনি আমাদেরই মতের,—নিরাকারে আসছেন। শশধর বলে, ইনি আমাদের। বিজয়ও (গোস্বামী) বলে, ইনি আমাদের মতের লোক।"

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, আমি সব পথ দিয়াই ভগবানের নিকট পৌঁছিয়াছি—তাই সব পথের খবর জানি? আর সকল ধর্মের লোক আমার কাছে এসে শান্তি পাবে?

ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে মাষ্টার প্রভৃতি দু-একটি ভক্তের সঙ্গে যাইতেছেন—মুখ ধুইবেন। বেলা বারটা, এইবার বান আসিবে। তাই শুনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীর পথে একটু অপেক্ষা করিতেছেন।

[ভাব মহাভাবের গূঢ় তত্ত্ব—গঙ্গার জোয়ার-ভাটা দর্শন]

ভক্তদের বলিতেছেন—"জোয়ার ভাটা কি আশ্চর্য!

"কিন্তু একটি দ্যাখো,—সমুদ্রের কাছে নদীর ভিতর জোয়ার ভাটা খেলে। সমুদ্র থেকে অনেক দূর হ'লে এক টানা হয়ে যায়। এর মানে কি?—ঐ ভাবটা আরোপ কর। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে, তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব, এই সব হয়;আবার দু-এক জনের (ঈশ্বরকোটির) মহাভাব, প্রেম—এ সব হয়।

(মাষ্টারের প্রতি)—"আচ্ছা, জোয়ার ভাটা কেন হয়?"

মাষ্টার—ইংরাজী জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে যে, সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে ঐরূপ হয়।

এই বলিয়া মাষ্টার মাটিতে অঙ্ক পাতিয়া পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যের গতি দেখাইতেছেন। ঠাকুর একটু দেখিয়াই বলিতেছেন—"থাক্, ওতে আমার মাথা ঝন্ ঝন্ করে!"

কথা কহিতে কহিতে বান ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছ্বাস—শব্দ হইতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ীর তীরভূমি আঘাত করিতে করিতে উত্তর দিকে বাণ চলিয়া গেল।

ঠাকুর একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দূরের নৌকা দেখিয়া বালকের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—দ্যাখো, দ্যাখো, ঐ নৌকাখানি বা কি হয়!

ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিয়া পড়িয়াছেন। একটি ছাতা সঙ্গে, সেইটি পঞ্চবটীর চাতালে রাখিয়া দিলেন। নারায়ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণের মত দেখেন, তাই বড় ভালবাসেন। নারাণ ইস্কুলে পড়ে, এবার তাহারই কথা কহিতেছেন।

[মাষ্টারকে শিক্ষা, টাকার সদ্ব্যবহার—নারাণের জন্য চিন্তা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—নারাণের কেমন স্বভাব দেখেছ? সকলের সঙ্গে মিশ্‌তে পারে—ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গে! এটি বিশেষ শক্তি না হলে হয় না। আর সব্বাই তাকে ভালবাসে। আচ্ছা, সে ঠিক সরল কি?

মাষ্টার—আজ্ঞা, খুব সরল বলে বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ওখানে নাকি যায়?

মাষ্টার—আজ্ঞা, দু একবার গিছ্‌লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটি টাকা তুমি তাকে দেবে? না কালীকে বলবো?

মাষ্টার—আজ্ঞা, বেশ তো, আমি দিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ তো—ঈশ্বরে যাদের অনুরাগ আছে, তাদের দেওয়া ভাল। টাকার সদ্ব্যবহার হয়। সব সংসারে দিলে কি হবে?

কিশোরীর ছেলে পুলে হয়েছে। কম মাহিনা—চলে না। ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—"নারাণ বলেছিল, কিশোরীর একটা কর্ম করে দেবে। নারাণকে একবার মনে করে দিও না।"

মাষ্টার পঞ্চবটীতে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে ঝাউতলা হইতে ফিরিলেন। মাষ্টারকে বলিতেছেন—"বাহিরে একটা মাদুর পাত্তে বোলোতো। আমি একটু পরে যাচ্ছি—একটু শোবো।"

ঠাকুর ঘরে পোঁছিয়া বলিতেছেন—"তোমাদের কারুরই ছাতাটা আন্‌তে মনে নাই। (সকলের হাস্য)। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিসও দেখতে

পায় না! একজন আর একটি লোকের বাড়ীতে টিকে ধরাতে গিছ্‌লো, কিন্তু হাতে লণ্ঠন জ্বলছে!

"একজন গামছা খুঁজে খুঁজে তার পর দেখে, কাঁধেতেই রয়েছে!"

[ঠাকুরের মধ্যাহ্ন-সেবা ও বাবুরামাদি সাঙ্গোপাঙ্গ]

ঠাকুরের জন্য মা কালীর অন্নপ্রসাদ আনা হইল। ঠাকুর সেবা করিবেন। বেলা প্রায় একটা। আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিবেন। ভক্তেরা তবুও ঘরে সব বসিয়া আছেন। বুঝাইয়া বলার পর বাহিরে গিয়া বসিলেন। হরিশ, নিরঞ্জন, হরিপদ, রান্না-বাড়ী গিয়া প্রসাদ পাইবেন। ঠাকুর হরিশকে বলিতেছেন, তোদের জন্য আমসত্ত্ব নিয়ে যাস্‌।

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। বাবুরামকে বলিতেছেন,—বাবুরাম, কাছে একটু আয় না? বাবুরাম বলিলেন, আমি পান সাজছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—রেখে দে পান সাজা।

ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। এদিকে বকুলতলায় ও পঞ্চবটীতলায় কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন,—মুখুয্যেরা, চুনীলাল, হরিপদ, ভবনাথ, তারক। তারক শ্রীবৃন্দাবন হইতে সবে ফিরিয়াছেন। ভক্তরা তাঁর কাছে বৃন্দাবনের গল্প শুনিতেছেন। তারক নিত্যগোপালের সহিত বৃন্দাবনে এতদিন ছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে—ভক্তসঙ্গে নৃত্য

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। সম্প্রদায় লইয়া শ্যামদাস মাথুর কীর্ত্তন গাইতেছেন—

"নাথ দরশসুখে ইত্যাদি—

"সুখময় সায়র, মরুভূমি ভেল। জলদ নেহারই, চাতকী মরি গেল।"

শ্রীমতীর এই বিরহদশা বর্ণনা শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। তিনি ছোট খাটটির উপর নিজের আসনে, বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাম, মনোমোহন, মাষ্টার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন। কিন্তু গান ভাল জমিতেছে না।

কোন্নগরের নবাই চৈতন্যকে ঠাকুর কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। নবাই মনোমোহনের পিতৃব্য। পেন্‌শন্‌ লইয়া কোন্নগরে গঙ্গাতীরে ভজন সাধন করেন। ঠাকুরকে প্রায় দর্শন করিতে আসেন।

নবাই উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমনি নবাই ও ভক্তেরা তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন

করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন বেশ জমিয়া গেল। মহিমাচরণ পর্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর নিজের আসনে উপবেশন করিলেন। হরিনামের পর এবার আনন্দময়ী মায়ের নাম করিতেছেন। ঠাকুর ভাবে মত্ত হইয়া মার নাম করিতেছেন। নাম করিবার সময় ঊর্ধ্বদৃষ্টি।

গান—গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ ক'রো না।

গান—ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।
যে জন কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়॥
কালীপদসুধাহ্রদে চিত্ত যদি রয়।
পূজা হোম জপ বলি কিছুই কিছু নয়॥

গান—তোদের খ্যাপার হাট বাজার মা (তারা)।
কব গুণের কথা কার মা তোদের॥
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস কদাচার।
মণি-মুক্তা ফেলে পরিস্ গলে নরশির হার॥
শ্মশানে-মশানে ফিরিস্ কার বা ধারিস্ ধার।
রামপ্রসাদকে ভবঘোরে করতে হবে পার॥

গান—গয়া-গঙ্গা-প্রভাসাদি কাশী-কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥

গান—আপনাতে আপনি থেকো মন, যেয়ো নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥

গান—মজ্‌লো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।

গান—যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দ্যাখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥

ঠাকুর এই গানটি গাইতে গাইতে দণ্ডায়মান হইলেন। মার প্রেমে উন্মত্তপ্রায়! 'আদরিণী শ্যামা মাকে হৃদয়ে রেখো' এ কথাটি যেন ভক্তদের বার বার বলিতেছেন।

ঠাকুর এইবার যেন সুরাপানে মত্ত হইয়াছেন। নাচিতে নাচিতে আবার গান গাহিতেছেন—

মা কি আমার কালো রে।
কালোরূপে দিগম্বরী, হৃদিপদ্ম করে আলো রে!

ঠাকুর গাইতে গাইতে বড় টলিতেছেন দেখিয়া নিরঞ্জন তাঁহাকে ধারণ করিতে গেলেন। ঠাকুর মৃদুস্বরে "য়্যাই! শালা ছুঁসনে" বলিয়া বারণ

করিতেছেন। ঠাকুর নাচিতেছেন দেখিয়া ভক্তেরা দাঁড়াইলেন। ঠাকুর মাষ্টারের হস্ত ধারণ করিয়া বলিতেছেন—"য়্যাই শালা নাচ।"

[বেদান্তবাদী মহিমার প্রভুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য ও ঠাকুরের আনন্দ]

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ভাবে গর্গর মাতোয়ারা!

ভাব কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বলিতেছেন—ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ কালী! আবার বলিতেছেন, তামাক খাব। ভক্তেরা অনেকে দাঁড়াইয়া আছেন। মহিমাচরণ দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—আপনারা বোসো।

"আপনি বেদ থেকে একটু কিছু শুনাও।

মহিমাচরণ আবৃত্তি করিতেছেন—'জয় জজ্বমান' ইত্যাদি।

আবার মহানির্বাণতন্ত্র হইতে স্তব আবৃত্তি করিতেছেন—

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়, নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শ্বাশ্বতায় ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্ ॥
বয়স্ত্বাং স্মরামো বয়স্ত্বাম্ভজামো, বয়স্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

ঠাকুর হাত জোড় করিয়া স্তব শুনিলেন। পাঠান্তে ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন। ভক্তেরাও নমস্কার করিলেন।

অধর কলিকাতা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আজ খুব আনন্দ হলো! মহিম চক্রবর্তী এদিকে আসছে। হরিনামে আনন্দ কেমন দেখ্‌লে! না?

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

মহিমাচরণ জ্ঞানচর্চা করেন। তিনি আজ হরিনাম করেছেন, আর কীর্ত্তনসময়ে নৃত্য করিয়াছেন—তাই ঠাকুর আহ্লাদ করিতেছেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তেরা অনেকেই ক্রমে ক্রমে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি—অধরের কর্ম—বিষয়ীর উপাসনা ও চাকরী

সন্ধ্যা হইল। ফরাস দক্ষিণের লম্বা বারান্দায় ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে চাঁদ উঠিলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণ, উদ্যানপথ গঙ্গাতীরে, পঞ্চবটী, বৃক্ষশীর্ষ, জ্যোৎস্নায় হাসিতে লাগিল।

ঠাকুর নিজাসনে বসিয়া আবিষ্ট হইয়া মার নাম ও চিন্তা করিতেছেন।

অধর আসিয়া বসিয়াছেন। ঘরে মাষ্টার ও নিরঞ্জনও আছেন। ঠাকুর অধরের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি গো তুমি এখন এলে! কত কীর্ত্তন নাচ হ'য়ে গেল। শ্যামদাসের কীর্ত্তন—রামের ওস্তাদ। কিন্তু আমার তত ভাল লাগলো না, উঠতে ইচ্ছা হল না। ও লোকটার কথা তারপর শুনলাম। গোপীদাসের বদলী বলেছে—আমার মাথায় যত চুল তত উপপত্নী করেছে। (সকলের হাস্য)। তোমার কর্ম হলো না?

অধর ডেপুটী, তিন শত টাকা বেতন পান। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান্-এর কর্মের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন—মাহিনা হাজার টাকা। কর্মের জন্য অধর কলিকাতার অনেক বড় বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

[নিবৃত্তিই ভাল—চাকরীর জন্য হীনবুদ্ধি বিষয়ীর উপাসনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও নিরঞ্জনের প্রতি)—হাজরা বলেছিল—অধরের কর্ম হবে, তুমি একটু মাকে বল। অধরও বলেছিল। আমি মাকে একটু বলেছিলাম—'মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা কচ্ছে, যদি হয় তো হোক না।' কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলুম—'মা, কি হীনবুদ্ধি! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে!'

(অধরের প্রতি)—"কেন হীনবুদ্ধি লোকগুনোর কাছে অত আনাগোনা করলে? এত দেখলে শুনলে!—সাতকাণ্ড রামায়ণ, সীতা কার ভার্যে! অমুক মল্লিক হীনবুদ্ধি। আমার মাহেশে যাবার কথায় চলতি নৌকা বন্দোবস্ত করেছিল,—আর বাড়ীতে গেলেই হৃদুকে বলতো—হৃদু, গাড়ী রেখেছো?"

অধর—সংসার করতে গেলে এ সব না করলে চলে না। আপনি ত বারণ করেন নাই?

[উন্মাদের পর মাহিনা সই করণার্থ খাজাঞ্চীর আহ্বান-কথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিবৃত্তিই ভাল—প্রবৃত্তি ভাল নয়। এই অবস্থার পর আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল—যেমন সবাই খাজাঞ্চির কাছে সই করে। আমি

বল্লাম—তা আমি পারবো না। আমি ত চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কারুকে দাও।

"এক ঈশ্বরের দাস।—আবার কার দাস হবো?

"—মল্লিক, আমার খেতে বেলা হয় বলে, রাঁধবার বামুন ঠিক করে দিছ্‌লো। এক মাস এক টাকা দিছ্‌লো। তখন লজ্জা হলো। ডেকে পাঠালেই ছুটতে হতো।—আপনি যাই, সে এক।

"হীনবুদ্ধি লোকের উপাসনা। সংসারে এই সব—আরও কত কি?

[পূর্বকথা—উন্মাদের পর ঠাকুরের প্রার্থনা—সন্তোষ]

"এই অবস্থা যাই হোলো, রকম সকম দেখে অমনি মাকে বল্লাম—মা, ঐখানেই মোড় ফিরিয়ে দাও!—সুধামুখীর রান্না—আর না, আর না—খেয়ে পায় কান্না! (সকলের হাস্য)।

[বাল্য—কামারপুকুরে ঈশ্বর ঘোষাল ডিপুটি দর্শন কথা]

"যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো। লোকে পঞ্চাশ টাকা একশ টাকা মাইনের জন্য লালায়িত! তুমি তিন শ টাকা পাচ্ছ। ওদেশে ডিপুটি আমি দেখেছিলাম। ঈশ্বর ঘোষাল। মাথায় তাজ—সব হাঁড়ে কাঁপে! ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। ডিপুটি কি কম গা!

"যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো। একজনের চাকরী কল্লেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচ জনের।

[চাকরীর নিন্দা, শম্ভু ও মথুরের ধনের আদর—নরেন্দ্র হেড্‌মাষ্টার]

"একজন স্ত্রীলোক একজন মুসলমানের উপর আসক্ত হয়ে, তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ডেকেছিল। মুসলমানটি সাধুলোক ছিল, সে বল্লে—আমি প্রস্রাব করবো, আমার বদনা আনতে যাই। স্ত্রীলোকটি বল্লে—তা এইখানেই হবে, আমি বদনা দিব এখন। সে বল্লে—তা হবে না। আমি যে বদনার কাছে একবার লজ্জা ত্যাগ করেছি, সেই বদনাই ব্যবহার করবো,—আবার নূতন বদনার কাছে নির্লজ্জ হবো না। এই বলে সে চলে গেল। মাগীটারও আক্কেল হলো। সে বদনার মানে বুঝ্‌লে উপপতি।"

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর বড়ই কষ্টে পড়িয়াছেন। মা ও ভাইদের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি কর্মকাজ খুঁজিতেছেন। বিদ্যাসাগরের বৌবাজার স্কুলে দিন কতক হেডমাষ্টারের কর্ম করিয়াছিলেন।

অধর—আচ্ছা, নরেন্দ্র কর্ম করবে কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ—সে করবে। মা ও ভাইরা আছে।

অধর—আচ্ছা, নরেন্দ্রের পঞ্চাশ টাকায়ও চলে; এক শ টাকায়ও চলে। নরেন্দ্র এক শ টাকার জন্য চেষ্টা করবে কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিষয়ীরা ধনের আদর করে, মনে করে, এমন জিনিস আর হবে না। শম্ভু বলে—'এই সমস্ত বিষয় তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে যাব, এইটি ইচ্ছা।' তিনি কি বিষয় চান? তিনি চান জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য।

"গয়না চুরির সময় সেজোবাবু বল্লে—'ও ঠাকুর! তুমি গয়না রক্ষা করতে পারলে না? হংসেশ্বরী কেমন রক্ষা করেছিল!'

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম—মথুরের তালুক দিবার পরামর্শ]

"একখানা তালুক আমার নামে লিখে দেবে (সেজোবাবু) বলেছিল। আমি কালীঘর থেকে শুনলাম। সেজোবাবু আর হৃদে একসঙ্গে পরামর্শ কচ্ছিল। আমি এসে সেজোবাবুকে বল্লাম—দ্যাখো, অমন বুদ্ধি কোরো না!—ওতে আমার ভারী হানি হবে!"

অধর—যা বলছেন, সৃষ্টির পর থেকে ছটি সাতটি হদ্দ ওরূপ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, ত্যাগী আছে বই কি? ঐশ্বর্য ত্যাগ করলেই লোকে জানতে পারে। এমনি আছে—লোকে জানে না। পশ্চিমে নাই?

অধর—কলকাতার মধ্যে একটি জানি—**দেবেন্দ্র ঠাকুর।**

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলো! ও যা ভোগ করেছে, অমন কে করেছে!—যখন সেজোবাবুর সঙ্গে ওর বাড়ীতে গেলাম, দেখলাম, ছোট ছোট ছেলে অনেক—ডাক্তার এসেছে, ঔষধ লিখে দিচ্ছে। যার আট ছেলে আবার মেয়ে, সে ঈশ্বর-চিন্তা করবে না তো কে করবে, এত ঐশ্বর্য ভোগ করার পর যদি ঈশ্বরচিন্তা না করতো, লোকে বলতো ধিক্!

নিরঞ্জন—দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধার উনি সব শোধ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রেখে দে ও **সব কথা! আর জ্বালাস** নে! ক্ষমতা থেকেও যে বাপের ধার শোধ করে না, সে কি আর মানুষ?

"তবে সংসারীরা একেবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাল—তাদের শিক্ষা হবে।

"ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাৎ। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী—ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত—মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না। মধুপান বই আর কিছু পান করবে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত, সন্দেশে বসছে, আবার পচা ঘায়েও বসছে। বেশ ঈশ্বরের ভাবেতে রয়েছে, আবার কামিনীকাঞ্চন লয়ে মত্ত হয়।

"ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না! সাত সমুদ্র নদী ভরপুর! সে অন্য জল খাবে না! কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না! কামিনীকাঞ্চন কাছে রাখবে না, পাছে আসক্তি হয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যদেব, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও লোকমান্য

অধর—চৈতন্যও ভোগ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (চমৎকৃত হইয়া)—কি ভোগ করেছিলেন?

অধর—অত পণ্ডিত! কত মান!

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্যের পক্ষে মান। তাঁর পক্ষে কিছু নয়!

"তুমি আমায় মানো আর নিরঞ্জন মানে, আমার পক্ষে এক—সত্য করে বলছি। একজন টাকাওয়ালা লোক হাতে থাকবে, এ মনে হয় না। মনোমোহন বল্লে,—'সুরেন্দ্র বলেছে, রাখাল এ'র কাছে থাকে—নালিশ চলে।' আমি বল্লাম, 'কে রে সুরেন্দ্র? তার সতরঞ্চ আর বালিশ এখানে আছে। আর সে টাকা দেয়?"

অধর—দশ টাকা করে মাসে বুঝি দেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দশ টাকায় দু মাস হয়। ভক্তেরা এখানে থাকে—সে ভক্তসেবার জন্য দেয়। সে তার পুণ্য, আমার কি? আমি যে রাখাল, নরেন্দ্র এদের ভালবাসি, সে কি কোন নিজের লাভের জন্য?

মাষ্টার—মার ভালবাসার মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মা তবু চাকরী করে খাওয়াবে বলে অনেকটা করে। আমি এদের যে ভালবাসি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি!—কথায় নয়।

[ঠিক ঠিক ত্যাগীর ভার ঈশ্বর লন—'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তঃ']

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি)—শোনো! আলো জ্বাল্লে বাদুলে পোকার অভাব হয় না! তাঁকে লাভ কল্লে তিনি সব জোগাড় করে দেন—কোন অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয় মধ্যে এলে সেবা করবার লোক অনেক এসে জোটে।

"একটি ছোক্‌রা সন্ন্যাসী গৃহস্থবাড়ী ভিক্ষা করতে গিছ্‌লো। সে আজন্ম সন্ন্যাসী। সংসারের বিষয় কিছু জানে না। গৃহস্থের একটি যুবতী মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। সন্ন্যাসী বল্লে, মা এর বুকে কি ফোড়া হয়েছে? মেয়েটির মা বল্লে, না বাবা! ওর পেটে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তন করে দিয়েছেন—ঐ স্তনের দুধ ছেলে খাবে। সন্ন্যাসী তখন বল্লে, তবে আর ভাবনা কি? আমি আর কেন ভিক্ষা করবো? যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন তিনি আমায় খেতে দেবেন।

"শোনো! যে উপপতির জন্য সব ত্যাগ করে এলো, সে বলবে না; শ্যালা, তোর বুকে বস্‌বো আর খাবো!

[তোতাপুরীর গল্প—রাজার সাধুসেবা—কাশীর দুর্গাবাড়ীর নিকট নানকপন্থীর মঠে ঠাকুরের মোহন্ত দর্শন ১৮৬৮ খৃঃ]

"ন্যাঙটা বল্লে, কোন রাজা সোনার থালা, সোনার গেলাস দিয়ে সাধুদের খাওয়ালে। কাশীতে মঠে দেখ্‌লাম, মোহন্তর কত মান—বড় বড় খোট্টারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আর বলছে কি, আজ্ঞা!

"ঠিক ঠিক সাধু—ঠিক ঠিক ত্যাগী সোনার থালও চায় না, মানও চায় না। তবে ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাখেন না! তাঁকে পেতে গেলে যা যা দরকার, সব যোগাড় করে দেন। (সকলে নিঃশব্দ)।

"আপনি হাকিম—কি বোল্‌বো!—যা ভালো বোঝ তাই ক'রো। আমি মূর্খ।"

অধর (সহাস্যে, ভক্তদিগকে)—উনি আমাকে এগ্‌জামিন কচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—**নিবৃত্তি ভালো!** দ্যাখো না আমি সই কল্লাম না। **ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু!**

হাজরা আসিয়া ভক্তদের কাছে মেজেতে বসিলেন। হাজরা কখন কখন 'সোঽহং সোঽহং' করেন! লাটু প্রভৃতি ভক্তদের বলেন, তাঁকে পূজা করে কি হয়!—তাঁরই জিনিস তাঁকে দেওয়া। এক দিন নরেন্দ্রকেও তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—লাটুকে বলেছিলাম, কে কারে ভক্তি করে।

হাজরা—ভক্ত আপনি আপনাকেই ডাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ তো খুব উঁচু কথা। বলি রাজাকে বৃন্দাবলী বলেছিলেন, তুমি ব্রহ্মণ্যদেবকে কি ধন দেবে?

"তুমি যা বল্‌ছ, ঐটুকুর জন্যই সাধন ভজন—তাঁর নামগুণগান।

"আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে ত সব হয়ে গেল! ঐটি দেখতে পাবার জন্যই সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার হয়। প্রতিমা হ'য়ে গেলে মাটির ছাঁচ্‌টা ফেলে দেওয়া যায়। ঈশ্বরদর্শন হলে শরীর ত্যাগ করা যায়।

"তিনি শুধু অন্তরে নয়। অন্তরে বাহিরে! কালীঘরে মা আমাকে দেখালেন সবই চিন্ময়!—মা-ই সব হয়েছেন!—প্রতিমা, আমি, কোশা, কুশী, চুমকী, চৌকাট, মার্বেল পাথর;—সব চিন্ময়!

"এইটি সাক্ষাৎকার করবার জন্যই তাঁকে ডাকা—সাধন ভজন—তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন। এইটির জন্যই তাঁকে ভক্তি করা। ওরা (লাটু প্রভৃতি) এমনি আছে —এখনও অতো উচ্চ অবস্থা হয় নাই। ওরা ভক্তি নিয়ে আছে। আর ওদের (সোঽহং ইত্যাদি) কিছু বোলো না।"

পাখী যেমন শাবকদের পক্ষাচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করে, দয়াময় গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই রূপে ভক্তদের রক্ষা করিতেছেন!

অধর ও নিরঞ্জন জলযোগ করিতে বারান্দায় গেলেন। জল খাইয়া ঘরে ফিরিলেন। মাষ্টার ঠাকুরের কাছে মেজেতে বসিয়া আছেন।

[চারটে পাস ব্রাহ্ম ছোক্‌রার কথা—এঁর সঙ্গে আবার তর্ক বিচার]

অধর (সহাস্যে)—আমাদের এত কথা হলো, ইনি (মাষ্টার) একটিও কথা কন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেশবের দলের একটি চারটে-পাশ করা ছোক্‌রা (বরদা?) সব্বাই আমার সঙ্গে তর্ক করছে, দেখে—কেবল হাসে। আর বলে, এঁর সঙ্গে আবার তর্ক! কেশব সেনের ওখানে আর একবার তাকে দেখলাম—কিন্তু তেমন চেহারা নাই।

শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্তী, বিষ্ণুঘরের পূজারী ঠাকুরের ঘরে আসিলেন। ঠাকুর বলিতেছেন—"দ্যাখো রাম! তুমি কি দয়ালকে বলেছ মিছরির কথা? না, না ও আর বলে কাজ নাই। অনেক কথা হয়ে গেছে।"

[ঠাকুরের রাত্রের আহার—'সকলের জিনিস খেতে পারি না']

রাত্রে ঠাকুরের আহার একখানি দুইখানি মা কালীর প্রসাদী লুচি ও একটু সুজির পায়েস। ঠাকুর মেজেতে আসনে সেবা করিতে বসিয়াছেন। কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন, লাটুও ঘরে আছেন। ভক্তেরা সন্দেশাদি মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন। সন্দেশ একটি স্পর্শ করিয়া ঠাকুর লাটুকে বলিতেছেন—"এ কোন্ শালার সন্দেশ?"—বলিয়াই সুজির পায়েসের বাটি হইতে নীচে ফেলিয়া দিলেন। (মাষ্টার ও লাটুর প্রতি) ও আমি সব জানি। ঐ আনন্দ চাটুয্যেদের ছোক্‌রা এনেছে—যে ঘোষপাড়ার মাগীর কাছে যায়।

লাটু—এ গজা দিব?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিশোরী এনেছে?

লাটু—এ আপনার চলবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ।

মাষ্টার ইংরাজী পড়া লোক।—ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন।—"সকালের জিনিস খেতে পারি না! তুমি এ সব মানো?"

মাষ্টার—আজ্ঞা, ক্রমে সব মানতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ।

ঠাকুর পশ্চিম দিকের গোল বারান্দাটিতে হাত ধুইতে গেলেন। মাষ্টার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন।

শরৎকাল। চন্দ্র উদয় হওয়াতে নির্মল আকাশ ও ভাগীরথীবক্ষ ঝক্‌মক্ করিতেছে। ভাটা পড়িয়াছে—ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী। মুখ ধুইতে ধুইতে মাষ্টারকে বলিতেছেন তবে নারায়ণকে টাকাটা দেবে?

মাষ্টার—যে আজ্ঞা, দেবো বই কি?

ঊনবিংশ খণ্ড

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

'জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও'—শশধরের শুষ্ক জ্ঞান

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্ন সেবার পর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। আজ নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, জ্ঞানবাবু, ছোট গোপাল, বড় কালী প্রভৃতি এঁরাও আসিয়াছেন। কোন্নগর হইতে তিন চারিটি ভক্ত আসিয়াছেন। রাখাল শ্রীবৃন্দাবনে বলরামের সহিত আছেন। তাঁহার জ্বর হইয়াছিল—সংবাদ আসিয়াছে। আজ রবিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৪। কৃষ্ণা দশমী তিথি, (৩০শে ভাদ্র ১২৯১)।

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর মা ও ভাইদের লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

জ্ঞানবাবু চারটে পাশ করিয়াছেন ও সরকারের কর্ম করেন। তিনি ১০টা ১১টার সময় আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জ্ঞানবাবু দৃষ্টে)—কি গো, হঠাৎ যে জ্ঞানোদয়!

জ্ঞান (সহাস্যে)—আজ্ঞা, অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন? ও বুঝেছি যেখানে জ্ঞান সেইখানেই অজ্ঞান! বশিষ্ঠদেব অত জ্ঞানী,—পুত্রশোকে কেঁদেছিলেন! তাই তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। অজ্ঞান কাঁটা পায়ে ফুটেছে তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটার দরকার। তার পর তোলা হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেয়।

[নির্লিপ্ত গৃহস্থ—ঠাকুরের জন্মভূমিতে ছুতোরদের মেয়েদের কাজদর্শন]

"এই সংসার ধোঁকার টাটী—জ্ঞানী বল্‌ছে। যিনি জ্ঞান অজ্ঞানের পার, তিনি বলছেন 'মজার কুঠি'! সে দ্যাখে ঈশ্বরই জীব জগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন!

"তাঁকে লাভ করার পর সংসার করা যেতে পারে। তখন নির্লিপ্ত হতে পারে। ও দেশে ছুতোরদের মেয়েদের দেখেছি—ঢেঁকি নিয়ে চিড়ে কোটে। এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই দ্যায়—আবার খরিদ্দারের সঙ্গে কথাও কচ্চে—'তোমার কাছে দুআনা পাওনা আছে—দাম দিয়ে যেও।' কিন্তু তার বারো আনা মন হাতের উপর—পাছে হাতে ঢেঁকি পড়ে যায়।

"বারো আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আনা লয়ে কাজকর্ম করা।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধরের কথা ভক্তদের বলিতেছেন, "দেখ্‌লাম—একঘেয়ে, কেবল শুষ্ক জ্ঞান-বিচার নিয়ে আছে।

"যে নিত্যেতে পৌঁছে লীলা নিয়ে থাকে, আবার লীলা থেকে নিত্যে যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি।

"নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন। এরি নাম বিজ্ঞান।

"শুধু শুষ্ক জ্ঞান!—ও যেন ভস্‌-করে-ওঠা তুব্‌ড়ী—খানিকটা ফুল কেটে ভস্‌ করে ভেঙে যায়। নারদ শুকদেবাদির জ্ঞান যেন ভাল তুব্‌ড়ী। খানিকটা ফুল কেটে বন্ধ হয়, আবার নূতন ফুল কাটছে—আবার বন্ধ হয়—আবার নূতন ফুল কাটে! নারদ শুকদেবাদির তাঁর উপর প্রেম হয়েছিল। প্রেম সচ্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি।"

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বকুলতলায়—ঝাউতলা হতে ভাবাবিষ্ট]

মধ্যাহ্নের সেবার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন।

বকুলতলায় বেঞ্চের মত যে বসিবার স্থান আছে, সেখানে দুই চারিজন ভক্ত উপবিষ্ট আছেন ও গল্প করিতেছেন—ভবনাথ, মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, মাষ্টার, ছোট গোপাল, হাজরা প্রভৃতি। ঠাকুর ঝাউতলায় যাইতেছেন—ওখানে আসিয়া একবার বসিলেন।

হাজরা (ছোট গোপালকে)—এঁকে একটু তামাক খাওয়াও।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি খাবে তাই বল। (সকলের হাস্য)।

মুখুয্যে (হাজরাকে)—আপনি এঁর কাছে থেকে অনেক শিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না, এঁর বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা। (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন—ভক্তেরা দেখিলেন। ভাবাবিষ্ট। মাতালের ন্যায় চলিতেছেন! যখন ঘরে পৌঁছিলেন, তখন আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারাণের জন্য ঠাকুরের ভাবনা—কোন্নগরের ভক্তগণ—শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও নরেন্দ্রের গান

ঠাকুরের ঘরে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন। কোন্নগরের ভক্তদের মধ্যে একজন সাধক নূতন অসিয়াছেন—বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উপর। দেখিলে বোধ হয়, ভিতরে খুব পাণ্ডিত্যাভিমান আছে। কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিতেছেন—'সমুদ্র মন্থনের আগে কি চন্দ্র ছিল না? এ সব মীমাংসা কে করবে?'

মাষ্টার (সহাস্যে)—ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি?

সাধক (বিরক্ত হইয়া)—ও আলাদা কথা।

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঠাকুর মাষ্টারকে হঠাৎ বলিতেছেন, "সে এসেছিল—নারা'ণ।"

নরেন্দ্র বারান্দায় হাজরা প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন—বিচারের শব্দ ঠাকুরের ঘর হইতে শুনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খুব বক্‌তে পারে! এখন বাড়ীর ভাবনায় বড় পড়েছে।

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করবে বলেছিল কি না। কি?

মাষ্টার—আজ্ঞা, মনের বলটা খুব আছে।

বড়কালী—কোন্‌টা কম? [ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়াছেন।

কোন্নগরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে বলিতেছেন—মহাশয়, ইনি (সাধক) আপনাকে দেখতে এসেছেন—এঁর কি কি জিজ্ঞাস্য আছে।

সাধক দেহ ও মস্তক উন্নত করিয়া বসিয়া আছেন।

সাধক—মহাশয়, উপায় কি?

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়, গুরুবাক্যে বিশ্বাস—শাস্ত্রের ধারণা কখন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—**গুরুবাক্যে বিশ্বাস।** তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন সুতোর খি ধরে ধরে গেলে বস্তুলাভ হয়!

সাধক—তাঁকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তির লেশ থাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায় না। কিন্তু শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর—যে মনে, যে বুদ্ধিতে, আসক্তির লেশমাত্র নাই। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, আর শুদ্ধ আত্মা—একই জিনিস।

সাধক—কিন্তু শাস্ত্রে বলেছে,—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' —তিনি বাক্য মনের অগোচর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও থাক্ থাক্। **সাধন না করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না।** সিদ্ধি সিদ্ধি বল্লে কি হবে? পণ্ডিতেরা শ্লোক সব ফড়্‌র্ ফড়্‌র্ করে বলে—কিন্তু তাতে কি হবে? সিদ্ধি গায় মাখলেও নেশা হয় না—খেতে হয়।

"শুধু বল্লে কি হবে 'দুধে আছে মাখন', 'দুধে আছে মাখন'? দুধকে দই পেতে মন্থন কর,—তবে ত হবে!"

সাধক—মাখন তোলা,—ও সব ত শাস্ত্রের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শাস্ত্রের কথা বল্লে বা শুনলে কি হবে?—ধারণা করা চাই। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, পাঁজি টিপলে একটুও পড়ে না।

সাধক—মাখন তোলা—আপনি তুলেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি করেছি আর না করেছি—সে কথা থাক। আর এ সব কথা বোঝান বড় শক্ত। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে—ঘি কি রকম খেতে। তার উত্তর—কেমন ঘি, না যেমন ঘি!

"এ সব জানতে গেলে সাধুসঙ্গ দরকার। কোন্‌টা কফের নাড়ী, কোন্‌টা পিত্তের নাড়ী, কোন্‌টা বায়ুর নাড়ী—এটা জানতে গেলে বৈদ্যের সঙ্গে থাকা দরকার।"

সাধক—কেউ কেউ অন্যের সঙ্গে থাকতে বিরক্ত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে জ্ঞানের পর—ভগবান লাভের পর—আগে সাধুসঙ্গ চাই না?

সাধক চুপ করিয়া আছেন।

সাধক (কিয়ৎক্ষণ পরে, গরম হইয়া)—আপনি তাঁকে যদি জানতে পেরেছেন বলুন—প্রত্যক্ষেই হোক্‌ আর অনুভবেই হোক্‌। ইচ্ছা হয় পারেন বলুন, না হয় না বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে)—কি বোলবো! কেবল আভাস বলা যায়।

সাধক—তাই বলুন!

নরেন্দ্র গান গাহিবেন। নরেন্দ্র বলিতেছেন, পাখোয়াজটা আন্‌লে না।

ছোট গোপাল—মহিম (মহিমাচরণ) বাবুর আছে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, ওর জিনিস এনে কাজ নাই।

আগে কোন্নগরের একটি ভক্ত কালোয়াতি গান গাহিতেছেন।

গানের সময় ঠাকুর সাধকের অবস্থা এক একবার দেখিতেছেন। গায়ক নরেন্দ্রের সহিত গান বাজনা সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক করিতেছেন।

সাধক (গায়কের প্রতি)—তুমিও ত বাপু কম নও! এ সব তর্কে কি দরকার!

আর একজন তর্কে যোগ দিয়াছিলেন—ঠাকুর সাধককে বলিতেছেন, "আপনি এঁকে কিছু বোক্‌লেন না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্নগরের ভক্তদের বলছেন, "কই আপনাদের সঙ্গেও এর ভাল বনে না দেখছি।"

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।

সাধক গান শুনিতে শুনিতে ধ্যানস্থ হইয়াছেন। ঠাকুর তক্তাপোশের উত্তরে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। বেলা ৩টা—৪টা হইবে। পশ্চিমের রোদ

আসিয়া তাঁহার গায়ে পড়িয়াছে। ঠাকুর তাড়াতাড়ি একটি ছাতি লইয়া তাহার পশ্চিম দিকে রাখিলেন। যাহাতে রৌদ্র সাধকের গায়ে না লাগে।

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়॥
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনলসম।
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়॥
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে।
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয়॥
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়।
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়॥
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে।
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয়॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রাদির শিক্ষা—'বেদবেদান্তে কেবল আভাস

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

সুন্দর, তোমার নাম দীনশরণ হে।
বরষে অমৃতধার জুড়ায় শ্রবণ ও প্রাণরমণ হে॥
গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে যখনি তব নামসুধা শ্রবণে পরশে।
হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে॥

নরেন্দ্র যেই গাহিলেন—'হৃদয় মধুময় তব নাম গানে', ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ! সমাধির প্রারম্ভে হস্তের অঙ্গুলি, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলি, স্পন্দিত হইতেছে। কোন্নগরের ভক্তেরা ঠাকুরের সমাধি কখন দেখেন নাই। ঠাকুর চুপ করিলেন দেখিয়া তাঁহারা গাত্রোত্থান করিতেছেন।

ভবনাথ—আপনারা বসুন না। এঁর সমাধি অবস্থা!

কোন্নগরের ভক্তেরা আবার আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র গাহিতেছেন—

দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে র'চেছি আসন,
জগৎপতি হে কৃপা করি, সেথা কি করিবে আগমন।

ঠাকুর ভাবাবেশে নীচে নামিয়া মেজেতে নরেন্দ্রের কাছে বসিলেন।

চিদাকাশে হ'লো পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে॥
জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!

'জয় দয়াময়' এই নাম শুনিয়া ঠাকুর দণ্ডায়মান, আবার সমাধিস্থ!

অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মেজেতে মাদুরের উপর বসিলেন। নরেন্দ্র গান সমাপ্ত করিয়াছেন—তানপুরা যথাস্থানে রাখা হইয়াছে। ঠাকুরের এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। ভাবাবস্থাতেই বলিতেছেন, "এ কী বল দেখি মা, মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো। পুকুরে চার ফেলবে না—ছিপ নিয়ে বসে থাক্‌বে না—মাছ ধরে ওঁর হাতে দাও! কি হাঙ্গাম! মা, বিচার আর শুনবো না, শালারা ঢুকিয়ে দেয়—কি হাঙ্গাম! ঝেড়ে ফেলবো।

"সে বেদ বিধির পার!!—বেদবেদান্ত শাস্ত্র পড়ে কি তাঁকে পাওয়া যায়? (নরেন্দ্রের প্রতি) বুঝেছিস্? বেদে কেবল আভাস!"

নরেন্দ্র আবার তানপুরা আনিতে বলিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আমি গাইবো।" এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে—ঠাকুর গাহিতেছেন—

আমি ঐ খেদে খেদ করি শ্যামা।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি গো মা।

"মা! বিচার কেন করাও? আবার গাহিতেছেন—

এবার আমি ভাল ভেবেছি, ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি,
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

ঠাকুর বলিতেছেন—"আমি হুঁশে আছি।" এখনও ভাবাবস্থা।

সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥

ঠাকুর বলিয়াছেন, 'মা, বিচার আর শুনবো না।'

নরেন্দ্র গাহিতেছেন,—

(আমায়) দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্ত-চিত্তহরা ডুবাও প্রেম সাগরে।

ঠাকুর ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—"দে মা পাগল ক'রে! তাকে জ্ঞান বিচার ক'রে—শাস্ত্রের বিচার ক'রে পাওয়া যায় না।"

কোন্নগরের গায়কের কালোয়াতি গান ও রাগিণী আলাপ শুনিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। বিনীতভাবে গায়ককে বলিতেছেন, "বাপু, একটি আনন্দময়ীর নাম!"

গায়ক—মহাশয়! মাপ করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গায়ককে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতে করিতে)—"না বাপু! একটি, জোর করতে পারি!"

এই বলিয়া গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় বৃন্দার উক্তি কীর্তন গান গাইয়া বলিতেছেন—

রাই বলিলে বলিতে পারে! (কৃষ্ণের জন্য জেগে আছে!)
(সারা রাত জেগে আছে!) (মান করিলে করিতে পারে!)

"বাপু!—তুমি ব্রহ্মময়ীর ছেলে!—তিনি ঘটে ঘটে আছেন!—অবশ্য ব'লবো। চাষা গুরুকে বলেছিল—'মেরে মন্ত্র লব্যো!'

গায়ক (সহাস্যে)—জুতো মেরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীগুরুদেবকে উদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে সহাস্যে)—অত দূর নয়।

আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—"প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ;—তুমি কি সিদ্ধ, না সিদ্ধের সিদ্ধ?—আচ্ছা গান কর।"

গায়ক রাগিণী আলাপ করিয়া গান গাহিতেছেন—মন বারণ!

[শব্দব্রহ্মে আনন্দ—মা, আমি না তুমি?']

শ্রীরামকৃষ্ণ (আলাপ শুনিয়া)—বাবু! এতেও আনন্দ হয়, বাবু!

গান সমাপ্ত হইল। কোন্নগরের ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। সাধক জোড়হস্তে প্রণাম করিয়া বলছেন, "গোসাঁই!—তবে আসি।"—ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট—মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন,

"মা! আমি না তুমি? আমি কি করি?—না, না, তুমি।

"তুমি বিচার শুন্‌লে—না এতক্ষণ আমি শুনলাম?—না; আমি না;—তুমিই! (শুন্‌লে)।"

[পূর্বকথা—সাধুর ঠাকুরকে শিক্ষা—তমোগুণী সাধু]

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। সাধকটির কথায়—

ভবনাথ (সহাস্যে)—কি রকমের লোক!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তমোগুণী ভক্ত।

ভবনাথ—খুব শ্লোক বলতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি একজনকে বলেছিলাম—'ও রজোগুণী সাধু—ওকে সিধে টিধে দেওয়া কেন?' আর একজন সাধু আমায় শিক্ষা দিলে—'অমন কথা বোলো না!—সাধু তিন প্রকার—সত্বগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী।' সেই দিন থেকে আমি সব রকম সাধুকে মানি।

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—কি, হাতী নারায়ণ?—সবই নারায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তিনিই বিদ্যা অবিদ্যা রূপে লীলা কচ্চেন। দুই-ই আমি প্রণাম করি। চণ্ডীতে আছে, 'তিনিই লক্ষ্মী আবার হতভাগার ঘরে অলক্ষ্মী।' (ভবনাথের প্রতি) এটা কি বিষ্ণুপুরাণে আছে?

ভবনাথ (সহাস্যে)—আজ্ঞা, তা জানি না। কোন্নগরের ভক্তরা আপনার সমাধি অবস্থা আসছে বুঝতে না পেরে উঠে যাচ্ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে আবার বলছিলো—তোমরা বোসো।

ভবনাথ (সহাস্যে)—সে আমি!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি বাছা ঘটাতেও যেমন, আবার তাড়াতেও তেমনি।

গায়কের সঙ্গে নরেন্দ্রের তর্ক হইয়াছিল,—সেই কথা হইতেছে।

[Doctrine of Non-resistance and Sri Ramakrishna—
নরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ—সত্ত্বের তমঃ—হরিনাম মাহাত্ম্য]

মুখুয্যে—নরেন্দ্রও ছাড়েন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, এরূপ রোখ্-চাই! একে বলে সত্ত্বের তমঃ। লোকে যা বলবে তাই কি শুন্‌তে হবে? বেশ্যাকে কি বলবে, আচ্ছা যা হয় তুমি করো। তা হলে বেশ্যার কথা শুনতে হবে? মান করাতে একজন সখী বলেছিল, শ্রীমতীর অহঙ্কার হয়েছে।' বৃন্দে বল্লে, এ 'অহং' কা'র?—এ তাঁরই অহং। কৃষ্ণের গরবে গরবিনী।

এইবার হরিনাম মাহাত্ম্যের কথা হইতেছে।

ভবনাথ—হরিনামে আমার গা যেন খালি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন।

"আর চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন—অতএব ভাল। দেখো চৈতন্যদেব কত বড় পন্ডিত—আর তিনি অবতার—তিনি যে কালে এই নাম প্রচার করেছিলেন এ অবশ্য ভাল। (সহাস্যে) চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে—তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে? তারা বল্লে, যদি বাবুরা খেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেয়ে গেছেন সেকালে ভালই হয়েছে। (সকলের হাস্য)।

[শিবনাথকে দেখিবার ইচ্ছা—মহেন্দ্রের তীর্থযাত্রা প্রস্তাব]

ঠাকুর শিবনাথ (শাস্ত্রী) কে দেখিতে যাইবেন ইচ্ছা হইয়াছে—তাই মুখুয্যেকে বলিতেছেন, "একবার শিবনাথকে দেখতে যাবো—তোমাদের গাড়ীতে গেলে আর ভাড়া লাগ্‌বে না!"

মুখুয্যে—যে আজ্ঞা, তাই একদিন ঠিক করা যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আচ্ছা, আমাদের কি লাইক্ করবে? অতো ওরা (ব্রাহ্মভক্তেরা), সাকারবাদীদের নিন্দা করে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যে তীর্থযাত্রা করিবেন—ঠাকুরকে জানাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সে কি গো! প্রেমের অঙ্কুর না হতে হতে যাচ্চো? অঙ্কুর হবে তার পর গাছ হবে, তার পর ফল হবে। তোমার সঙ্গে বেশ কথাবার্তা চলছিল।

মহেন্দ্র—আচ্ছা, একটু ইচ্ছা হয়েছে ঘুরে আসি। আবার শীঘ্র ফিরে আসবো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের ভক্তি—যদু মল্লিকের বাগানে ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব

অপরাহ্ণ হইয়াছে। বেলা ৫টা হইবে। ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ভক্তেরা বাগানে বেড়াইতেছেন। অনেকে শীঘ্র বিদায় লইবেন।

ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র আজ কাল গুহদের বড় ছেলে অন্নদার কাছে প্রায় যান।

হাজরা—গুহদের ছেলে অন্নদা, শুনলাম বেশ কঠোর করছে। সামান্য সামান্য কিছু খেয়ে থাকে। চারদিন অন্তর অন্ন খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বল কি? 'কে জানে কোন্ ভেক্‌সে নারায়ণ মিল্ যায়।'

হাজরা—নরেন্দ্র আগমনী গাইলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া)—কি রকম?

কিশোরী কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বলছেন তুই ভাল আছিস?

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায়। শরৎকাল। গেরুয়া রঙে ছোপান একটি ফ্লানেলের জামা পরিতেছেন। ও নরেন্দকে বল্‌ছেন, "তুই আগমনী গেয়েছিস্? গোল বারান্দা হইতে নামিয়া নরেন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গার পোস্তার উপর আসিলেন। সঙ্গে মাস্টার। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

কেমন করে পরের ঘরে, ছিলি উমা বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই॥
চিতাভস্ম মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় মহারঙ্গে।
তুই নাকি মা তারই সঙ্গে—সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই॥
কেমনে মা ধৈর্য ধরে জামাই নাকি ভিক্ষা করে।
এবার নিতে এলে পরে বল্‌ব উমা ঘরে নাই॥

ঠাকুর দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট।

এখনও একটু বেলা আছে। সূর্যদেব পশ্চিম গগনে দেখা যাইতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। তাঁহার এক দিকে উত্তরবাহিনী গঙ্গা—কিয়ৎক্ষণ হইল জোয়ার আসিয়াছে। পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। ডানদিকে নবৎ ও পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে। কাছে নরেন্দ্র দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন।

সন্ধ্যা হইল। নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ঘরে ঠাকুর আসিয়াছেন ও জগন্মাতার নাম ও চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক পার্শ্বের বাগানে আজ আসিয়াছেন। বাগানে আসিলে প্রায় ঠাকুরকে লোক পাঠাইয়া লইয়া যান—আজ লোক পাঠাইয়াছেন—ঠাকুরের যাইতে হইবে। শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

[ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগানে—শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব]

ঠাকুর শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগানে যাইবেন। লাটুকে বলিতেছেন লণ্ঠনটা জ্বাল,—একবার চল্।

ঠাকুর লাটুর সঙ্গে একাকী যাইতেছেন। মাষ্টার সঙ্গে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি নারাণকে আন্‌লে না কেন?

মাষ্টার—আমি কি সঙ্গে যাবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাবে? অধর টধর সব রয়েছে,—আচ্ছা, এসো।

মুখুয্যেরা পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—ওঁরা কেউ যাবেন? (মুখুয্যেদের প্রতি)—আচ্ছা, বেশ চলো। তা হলে শীঘ্র উঠে আস্‌তে পারবো।

[চৈতন্যলীলা ও অধরের কর্মের কথা যদু মল্লিকের সঙ্গে]

ঠাকুর যদু মল্লিকের বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। সুসজ্জিত বৈঠকখানা। ঘর বারান্দায় দ্যালগিরি জ্বলিতেছে। শ্রীযুক্ত যদুলাল ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া আনন্দে দু একটি বন্ধু সঙ্গে বসিয়া আছেন। খানসামারা কেহ অপেক্ষা করিতেছে, কেহ হাতপাখা লইয়া পাখা করিতেছে। যদু হাসিতে হাসিতে বসিয়া বসিয়া ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন ও অনেক দিনের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

যদু গৌরাঙ্গভক্ত। তিনি ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুরের কাছে গল্প করিতেছেন। বলিলেন, চৈতন্যলীলা নূতন অভিনয় হইতেছে—বড় চমৎকার হইয়াছে।

ঠাকুর আনন্দের সহিত চৈতন্যলীলা-কথা শুনিতেছেন—মাঝে মাঝে যদুর একটি ছোট ছেলের হাত লইয়া খেলা করিতেছেন। মাষ্টার ও মুখুয্যে-ভ্রাতারা তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান-এর কর্মের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে কর্মের মাহিনা হাজার টাকা। অধর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—তিন'শ টাকা মাইনে পান। অধরের বয়স ত্রিশ বৎসর।

শ্রীরামকৃষ্ণ (যদুর প্রতি)—কৈ অধরের কর্ম হলো না?

যদু ও তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, অধরের কর্মের বয়স যায় নাই।
কিয়ৎক্ষণ পরে যদু বলিতেছেন—"তুমি একটু তাঁর নাম করো।"
ঠাকুর গৌরাঙ্গের ভাব গানের ছলে বলিতেছেন,—

গান—আমার গৌর নাচে।
নাচে সংকীর্ত্তনে, শ্রীবাস-অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে॥

গান—আমার গৌর রতন।

গান—গৌর চাহে বৃন্দাবন পানে, ধারা বহে দুনয়নে!
(ভাব হবে বৈকি রে) (ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের)
(ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়) (বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে)
(সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে) (গৌর আপনার পায় আপনি ধরে)
(যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহি গৌর)

গান—আমার অঙ্গ কেন গৌর, (ও গৌর হল রে!)
কি করলে রে ধনী, অকালে সকাল কৈলে, অকালেতে বরণ ধরালে॥
এখন ত, গৌর হতে দিন, বাকি আছে!
এখন ত দ্বাপর লীলা, শেষ হয় নাই!
একি হ'ল রে! কোকিল ময়ূর, সকলই গৌর।
যে দিকে ফিরাই আঁখি (একি হ'ল রে)।
একি, একি, গৌরময় সকল দেখি॥
রাই বুঝি মথুরায় এলো, তাইতে অঙ্গ গৌর হ'ল!
ধনী কুমুরিয়ে পোকা ছিল, তাইতে আপনার বরণ ধরাইল।
এখনি যে অঙ্গ কাল ছিল, দেখতে দেখতে গৌর হ'ল!
রাই ভেবে কি রাই হলাম। (একি রে)
যে রাধামন্ত্র জপ না করে, রাই ধনী কি আপনার বরণ ধরায় তারে।
মথুরায় আমি, কি নবদ্বীপে আমি, কিছু ঠাওরাতে নারি রে!
এখনও ত, মহাদেব অদ্বৈত হয় নাই (আমার অঙ্গ কেন গৌর)।
এখনও ত, বলাই দাদা নিতাই হয় নাই, বিশাখা রামানন্দ হয় নাই।
এখনও ত, ব্রহ্মা হরিদাস হয় নাই, এখনও ত, নারদ শ্রীবাস হয় নাই।
এখনও ত, মা যশোদা শচী হয় নাই।
একাই কেন আমি গৌর (যখন বলাইদাদা নিতাই হয় নাই তখন)
তবে তাই বুঝি মথুরায় এলো, তাইতে কি অঙ্গ আমার গৌর হ'ল।
(অতএব বুঝি আমি গৌর) এখনও ত, পিতা নন্দ জগন্নাথ হয় নাই।
এখনও ত, শ্রীরাধিকা গদাধর হয় নাই। আমার অঙ্গ কেন গৌর হ'ল॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত রাখালের জন্য চিন্তা—যদু মল্লিক—ভোলানাথের এজাহার

গান সমাপ্ত হইলে মুখুয্যেরা গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে
উঠিলেন। কিন্তু ভাবাবিষ্ট। ঘরের বারান্দায় আসিয়া একেবারে সমাধিস্থ হইয়া
দণ্ডায়মান। বারান্দায় অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছে। বাগানের দ্বারবান
ভক্ত লোক। ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করান। ঠাকুর সমাধিস্থ
হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দ্বারবানটি আসিয়া ঠাকুরকে পাখার হাওয়া
করিতেছেন; বড় হাত পাখা।

বাগানের সরকার শ্রীযুক্ত রতন আসিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। **নারায়ণ! নারায়ণ!**—এই নাম উচ্চারণ করিয়া
তাহাদের সম্ভাষণ করিলেন।

ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর সদর ফটকের কাছে আসিয়াছেন। ইতি-
মধ্যে মুখুয্যেরা ফটকের কাছে অপেক্ষা করিতেছেন।

অধর ঠাকুরকে খুঁজিতেছিলেন।

মুখুয্যে (সহাস্যে)—মহেন্দ্র বাবু পালিয়ে এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মুখুয্যের প্রতি)—এর সঙ্গে তোমরা সর্বদা দেখা
করো, আর কথাবার্তা কোয়ো।

প্রিয় মুখুয্যে (সহাস্যে)—ইনি এখন আমাদের মাষ্টারী করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গাঁজাখোরের স্বভাব গাঁজাখোর দেখলে আনন্দ করে। আমীর
এলে কথা কয় না। কিন্তু যদি একজন লক্ষ্মীছাড়া গাঁজাখোর আসে, তবে
হয়ত কোলাকুলি করবে। (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর উদ্যান পথ দিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া নিজের ঘরের অভিমুখে
আসিতেছেন। পথে বলিতেছেন—"যদু খুব হিঁদু! ভগবত থেকে অনেক কথা
বলে।"

মণি কালীমন্দিরে আসিয়া প্রণামাদি করিয়া চরণামৃত পান করিতেছেন।
ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত—মাকে দর্শন করিবেন।

রাত প্রায় নয়টা হইল। মুখুয্যেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।
অধর ও মাষ্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর অধরের সহিত শ্রীযুক্ত রাখালের
কথা কহিতেছেন।

রাখাল বৃন্দাবনে আছেন—বলরামের সঙ্গে। পত্রে সংবাদ আসিয়াছিল
তাঁহার অসুখ হইয়াছে। দুই তিন দিন হইল ঠাকুর রাখালের অসুখ শুনিয়া
এত চিন্তিত হইয়াছিলেন যে, মধ্যাহ্নের সেবার সময় 'কি হবে!' বলিয়া হাজরার

কাছে বালকের ন্যায় কেঁদেছিলেন। অধর রাখালকে রেজিষ্টারী করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার পান নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নারাণ চিঠি পেলে আর তুমি চিঠির জবাব পেলে না?

অধর—আজ্ঞা, এখনও পাই নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর মাষ্টারকে লিখেছে।

ঠাকুরের চৈতন্য লীলা দেখিতে যাইবার কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে, ভক্তদের প্রতি)—যদু বল্‌ছিল এক টাকার জায়গা হ'তে বেশ দেখা যায়—সস্তা।

"একবার আমাদের পেনেটী নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল—যদু আমাদের চলতি নৌকায় চড়তে বলেছিল! (সকলের হাস্য)।

আগে ঈশ্বরের কথা একটু একটু শুন্‌তো। একটি ভক্ত ওর কাছে যাতায়াত কর্‌তো—এখন আর তাকে দেখতে পাই না। কতকগুলো মোসাহেব ওর কাছে সর্বদা থাকে—তারাই আরো গোল করেছে।

"ভারী হিসাবী—যেতে মাত্রই বলে কত ভাড়া—আমি বলি তোমার আর শুনে কাজ নেই, তুমি আড়াই টাকা দিয়ো—তাইতে চুপ ক'রে থাকে আর আড়াই টাকাই দেয়! (সকলের হাস্য)।

ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপ্রান্তে পাইখানা প্রস্তুত হইয়াছে। তাই লইয়া যদু মল্লিকের সহিত বিবাদ চলিতেছে। পাইখানার পাশে যদুর বাগান।

বাগানের মুহুরী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বিচারপতির কাছে এজাহার দিয়াছেন। এজাহার দেওয়ার পর হইতে তাঁহার বড় ভয় হইয়াছে। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—অধর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সে আসিলে তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরো। শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্তী ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে আনিয়াছেন ও সমস্ত বলিতেছেন—'এর এজাহার দিয়ে ভয় হয়েছে' ইত্যাদি।

ঠাকুর চিন্তিতপ্রায় হইয়া উঠিয়া বসিলেন ও অধরকে সব কথা বলিতে বলিলেন। অধর সমস্ত শুনিয়া বলিতেছেন—ও কিছুই না, একটু কষ্ট হবে। ঠাকুরের যেন গুরুতর চিন্তা দূর হইল।

রাত হইয়াছে। অধর বিদায় গ্রহণ করিবেন, প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—নারা'ণকে এনো।

বিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে মহেন্দ্র, রাখাল, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্রাদির প্রতি উপদেশ—কাপ্তেনের ভক্তি ও পিতামাতার সেবা

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ভক্তসঙ্গে আছেন। শরৎকাল। শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, (৪ঠা আশ্বিন; ১২৯১) বেলা দুইটা। আজ ভাদ্র অমাবস্যা। মহালয়া। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার, বাবুরাম, হরিশ, কিশোরী, লাটু, কেহ মেঝেতে বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন,—কেহ বা ঘরে যাতায়াত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত হাজরা বারান্দায় বসিয়া আছেন। রাখাল বলরামের সহিত বৃন্দাবনে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রাদি ভক্তদের প্রতি)—কলকাতায় কাপ্তেনের বাড়ীতে গিছ্‌লাম। ফিরে আসতে অনেক রাত হয়েছিল।

"কাপ্তেনের কি স্বভাব! কি ভক্তি! ছোট কাপড়খানি প'রে আরতি করে। একবার তিন বাতিওলা প্রদীপে আরতি করে,—তার পর আবার এক বাতিওলা প্রদীপে। আবার কর্পূরের আরতি।

"সে সময়ে কথা হয় না। আমায় ইসারা ক'রে আসনে বসতে বল্লে।

"পূজা করবার সময় চোখের ভাব—ঠিক যেন বোল্‌তা কামড়েছে!

"এদিকে গান গাইতে পারে না। কিন্তু সুন্দর স্তব পাঠ করে।

"তার মা'র কাছে নীচে বসে। মা—আসনের উপর বসবে।

"বাপ ইংরাজের হাওয়ালদার। যুদ্ধক্ষেত্রে এক হাতে বন্দুক আর এক হাতে শিবপূজা করে। খানসামা শিব গড়ে গড়ে দিচ্ছে। শিবপূজা না করে জল খাবে না। ছয় হাজার টাকা মাহিনা বছরে।

"মাকে কাশীতে মাঝে মাঝে পাঠায়। সেখানে বার তেরো জন মার সেবায় থাকে। অনেক খরচা। বেদান্ত, গীতা, ভাগবত—কাপ্তেনের কণ্ঠস্থ!

"সে বলে, কলকাতার বাবুরা ম্লেচ্ছাচার।

"আগে হটযোগ করেছিল—তাই আমার সমাধি কি ভাবাবস্থা হলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

"কাপ্তেনের পরিবার—তার আবার আলাদা ঠাকুর, গোপাল। এবার তত কৃপণ দেখ্‌লাম না। সেও গীতা টীতা জানে। ওদের কি ভক্তি!—আমি যেখানে খাব সেইখানেই আঁচাব। খড়কে কাঠিটি পর্যন্ত।

"পাঁঠার চচ্চড়ি করে,—কাপ্তেন বলে পনর দিন থাকে,—কিন্তু তার পরিবার

বল্লে—'নাহি নাহি, সাত রোজ'। কিন্তু বেশ লাগল। ব্যঞ্জন সব একটু একটু। আমি বেশী খাই বলে, আজকাল আমায় বেশী দেয়।

"তারপর খাবার পর, হয় কাপ্তেন, নয় তার পরিবার বাতাস করবে।

[Jung Bahadur-এর ছেলেদের কাপ্তেনের সঙ্গে আগমন ১৮৭৫-৭৬ —নেপালী ব্রহ্মচারিণীর গীতগোবিন্দ গান—'আমি ঈশ্বরের দাসী']

"ওদের কিন্তু ভারী ভক্তি,—সাধুদের বড় সম্মান। পশ্চিমে লোকেদের সাধুভক্তি বেশী। জাঙ্‌-বাহাদুরের ছেলেরা আর ভাইপো কর্ণেল এখানে এসেছিল। যখন এলো পেন্টুলুন খুলে যেন কত ভয়ে।

"কাপ্তেনের সঙ্গে একটি ওদের দেশের মেয়ে এসেছিল। ভারী ভক্ত,—বিবাহ হয় নাই। গীতগোবিন্দ গান কণ্ঠস্থ। তার গান শুন্‌তে দ্বারিক বাবুরা এসে বসেছিল। আমি বল্লাম, এরা শুনতে চাচ্ছে, লোক ভাল। যখন গীতগোবিন্দ গান গাইলে তখন দ্বারিকবাবু* রুমালে চক্ষের জল পুছতে লাগ্‌ল। বিয়ে কর নাই কেন, জিজ্ঞাসা করাতে বলে, 'ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হব?' আর সব্বাই তাকে দেবী বলে খুব মানে—যেমন পুঁথিতে (শাস্ত্রে) আছে।

(মহেন্দ্রাদির প্রতি)—"আপনারা যে আস্‌ছো, তাতে কিছু কি উপকার হচ্ছে? কিছু হচ্ছে শুন্‌লে, মনটা বড় ভাল থাকে। (মাষ্টারের প্রতি) এখানে লোক আসে কেন? তেমন লেখাপড়া জানি না—"

মাষ্টার—আজ্ঞা, কৃষ্ণ যখন নিজে সব রাখাল গরুটরু হলেন (ব্রহ্মা হরণ করবার পর) তখন রাখালদের মা'রা নূতন রাখালদের পেয়ে যশোদার বাড়ীতে আর আসেন না। গাভীরাও হাম্বা রবে ঐ নূতন বাছুরদের পিছে পিছে গিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাতে কি হলো?

মাষ্টার—ঈশ্বর নিজেই সব হয়েছেন কি না, তাই এত আকর্ষণ। ঈশ্বর বস্তু থাকলেই মন টানে।

[কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা—গোপীপ্রেম—বস্ত্রহরণের মানে]

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ যোগমায়ার আকর্ষণ—ভেল্কী লাগিয়ে দেয়। রাধিকা সুবোল বেশে বাছুর কোলে—জটিলার ভয়ে যাচ্ছে; যখন যোগমায়ার শরণাগত হলো তখন জটিলা আবার আশীর্বাদ করে।

---

* দ্বারিকবাবু মথুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৭৭ খৃঃ প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়—পৌষ ১২৮৪। কাপ্তেন প্রথম আসেন ১৮৭৫-৭৬ খৃঃ। অতএব এই গীত-গোবিন্দ গান ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ খৃঃ মধ্যে হইবে।

"হরিলীলা সব যোগমায়ার সাহায্যে!

"গোপীদের ভালবাসা—পরকীয়া রতি। কৃষ্ণের জন্য গোপীদের প্রেমোন্মাদ হয়েছিল। নিজের সোয়ামীর জন্য অত হয় না। যদি কেউ বলে, ওরে তোর সোয়ামী এসেছে! তা বলে, 'এসেছে, তা আসুক্‌গে,—ঐ খাবে এখন! কিন্তু যদি পর পুরুষের কথা শুনে,—রসিক, সুন্দর, রসপণ্ডিত,—ছুটে দেখ্‌তে যাবে,—আর আড়াল থেকে উঁকি মেরে—দেখ্‌বে।

"যদি খোঁচ ধর যে, তাঁকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন ক'রে গোপীদের মত টান হবে? তা শুন্‌লেও সে টান হয়—

"না জেনে নাম শুনে কাণে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'লো।"

একজন ভক্ত—আজ্ঞা, বস্ত্রহরণের মানে কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অষ্টপাশ,—গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল লজ্জা বাকী ছিল। তাই তিনি ও পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন। ঈশ্বর লাভ হ'লে সব পাশ চলে যায়।

[যোগভ্রষ্টের ভোগান্তে ঈশ্বর লাভ]

(মহেন্দ্র মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—"ঈশ্বরের উপর টান সকলের হয় না, আধার বিশেষে হয়। সংস্কার থাকলে হয়। তা না হ'লে বাগবাজারে এত লোক ছিল কেবল তোমরাই এখানে এলে কেন? আদাড়েগুলোর হয় না। মলয় পর্বতের হাওয়া লাগ্‌লে সব গাছ চন্দন হয়; কেবল শিমুল, অশ্বত্থ, বট আর কয়েকটা গাছ চন্দন হয় না।

"তোমাদের টাকা কড়ির অভাব নাই। যোগভ্রষ্ট হ'লে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়,—তার পর আবার ঈশ্বরের জন্য সাধনা করে।"

মহেন্দ্র মুখুয্যে—কেন যোগভ্রষ্ট হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা ক'রতে ক'রতে হয়ত হঠাৎ ভোগ করবার লালসা হ'য়েছে। এরূপ হ'লে যোগভ্রষ্ট হয়। আর পরজন্মে ঐরূপ জন্ম হয়।

মহেন্দ্র—তারপর, উপায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কামনা থাক্‌তে—ভোগ লালসা থাকতে—মুক্তি নাই। তাই খাওয়া-পরা, রমণ-ফমন সব ক'রে নেবে। (সহাস্যে) তুমি কি বল?—স্বদারায় না পরদারায়? (মাষ্টার, মুখুয্যে, এঁরা হাসিতেছেন)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত—ঠাকুরের নানা সাধ

[পূর্বকথা—প্রথম কলিকাতায় নাথের বাগানে—গঙ্গাস্নান]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্য যা যা মনে উঠতো অমনি ক'রে নিতাম।

"বড়বাজারের রংকরা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হ'লো। এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলুম,—তারপর অসুখ।

"ছেলেবেলা গঙ্গা নাইবার সময়, তখন নাথের বাগানে, একটি ছেলের কোমরে সোনার গোট দেখেছিলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট পরতে সাধ হ'লো। তা বেশীক্ষণ রাখবার জো নাই,—গোট পরে ভিতর দিয়ে শিড় শিড় করে উপরে বায়ু উঠ্‌তে লাগ্‌লো—সোনা গায়ে ঠেকেছে কি না? একটু রেখেই খুলে ফেল্‌তে হ'লো। তা না হ'লে ছিঁড়ে ফেল্‌তে হবে।

"ধনেখালির খইচুর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল। (সকলের হাস্য)।

[পূর্বকথা—শম্ভুর, রাজনারায়ণের চণ্ডী শ্রবণ—ঠাকুরের সাধুসেবা]

"শম্ভুর চণ্ডীর গান শুন্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল! সে গান শোনার পর আবার রাজনারায়ণের চণ্ডী শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল। তাও শোনা হ'লো।

"অনেক সাধুরা সে সময়ে আস্‌তো। তা সাধ হলো. তাদের সেবার জন্য আলাদা একটি ভাঁড়ার হয়। সেজোবাবু তাই ক'রে দিলে। সেই ভাঁড়ার থেকে সাধুদের সিদে, কাঠ, এ সব দেওয়া হ'তো।

"একবার মনে উঠ্‌লো যে খুব ভাল জরীর সাজ প'রবো। আর রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাবো। সেজোবাবু নূতন সাজ, গুড়গুড়ি, সব পাঠিয়ে দিলে। সাজ পরা হলো। গুড়গুড়ি নানা রকম করে টানতে লাগলুম। একবার এপাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে,—উঁচু থেকে নীচু থেকে। তখন বল্লাম, মন এর নাম রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া! এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগুলো খানিক পরে খুলে ফেললাম,—পা দিয়ে মাড়াতে লাগ্‌লাম—আর তার উপর থু থু করতে লাগলাম—বল্লাম, এর নাম সাজ! এই সাজে রজোগুণ হয়!

[বৃন্দাবনে রাখাল ও বলরাম—পূর্বকথা—রাখালের প্রথম ভাব ১৮৮১]

বলরামের সহিত রাখাল বৃন্দাবনে আছেন। প্রথম প্রথম বৃন্দাবনের খুব সুখ্যাত করিয়া আর বর্ণনা করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। মাষ্টারকে পত্র

লিখিয়াছিলেন, 'এ বড় উত্তম স্থান, আপনি আসবেন,—ময়ূর-ময়ূরী সব নৃত্য করছে—আর নৃত্যগীত, সর্বদাই আনন্দ!' তারপর রাখালের অসুখ হইয়াছে—বৃন্দাবনের জ্বর। ঠাকুর শুনিয়া বড়ই চিন্তিত আছেন। তাঁর জন্য চণ্ডীর কাছে মানসিক করেছেন। ঠাকুর রাখালের কথা কহিতেছেন—"এইখানে বসে পা টিপ্‌তে টিপ্‌তে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই সকল কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠ্‌তে লাগলো; তারপর একেবারে স্থির!

"দ্বিতীয় বার ভাব বলরামের বাটীতে—ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল।

"রাখালের সাকারের ঘর—নিরাকারের কথা শুন্‌লে উঠে যাবে।

"তার জন্য চণ্ডীকে মান্‌লুম। সে যে আমার উপর সব নির্ভর ক'রেছিল—বাড়ী ঘর সব ছেড়ে! তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম—একটু ভোগের বাকী ছিল।

"বৃন্দাবন থেকে এঁকে লিখেছে, এ বেশ জায়গা—ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করছে—এখন ময়ূর ময়ূরী—বড়ই মুস্কিলে ফেলেছে!

"সেখানে বলরামের সঙ্গে আছে। আহা! বলরামের কি স্বভাব! আমার জন্য ওদেশে (উড়িষ্যায় কোঠারে) যায় না। ভাই মাসোহারা বন্ধ ক'রেছিল আর বলে পাঠিয়েছিল, তুমি এখানে এসে থাকো, মিছামিছি কেন অত টাকা খরচ কর।'—তা সে শুনে নাই—আমাকে দেখ্‌বে বলে।

"কি স্বভাব!—রাত দিন কেবল ঠাকুর লয়ে;—মালীরা ফুলের মালাই গাঁথছে! টাকা বাঁচ্‌বে ব'লে বৃন্দাবনে চার মাস থাক্‌বে। দু'শ টাকা মাসোহারা পায়।

[পূর্বকথা—নরেন্দ্রের জন্য ক্রন্দন—নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন ১৮৮১]

"ছোকরাদের ভালবাসি কেন?—ওদের ভিতর কামিনীকাঞ্চন এখনও ঢুকে নাই। আমি ওদের নিত্যসিদ্ধ দেখি!

"নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো—ময়লা একখানা চাদর গায়ে,—কিন্তু চোখ মুখ দেখে বোধ হ'লো ভিতরে কিছু আছে। তখন বেশী গান জান্‌তো না। দুই একটা গান গাইলে,—

'মন চল নিজ নিকেতনে' আর 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।'

"যখন আস্‌তো,—এক ঘর লোক—তবু ওর দিক্ পানে চেয়েই কথা কইতাম। ও বোল্‌তো, 'এঁদের সঙ্গে কথা কন',—তবে কইতাম।

"যদু মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম,—ওকে দেখবার জন্য পাগল হ'য়েছিলাম। এখানে ভোলানাথের হাত ধরে কান্না!—ভোলানাথ বল্লে, 'একটা কায়েতের ছেলের জন্য ম'শায় আপনার এরূপ করা উচিত নয়।' মোটা বামুন একদিন

হাত জোড় করে বল্লে, ম'শায়, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্য আপনি এত অধীর কেন হন?'

"ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ী—দুজনে যেন স্ত্রী পুরুষ! তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বললুম। ওরা দু'জনেই অরূপের ঘর।

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম, লোক শিক্ষার্থ ত্যাগ—ঘোষপাড়ার সাধনের কথা]

"আমি ছোক্‌রাদের মেয়েদের কাছে বেশী থাক্‌তে বা আনাগোনা ক'র্‌তে বারণ ক'রে দিই।

"হরিপদ এক ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় পড়েছে। সে বাৎসল্য ভাব করে। হরিপদ ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। ওরা ছোকরা দেখলে ঐ রকম করে। শুন্‌লাম হরিপদ নাকি ওর কোলে শোয়। আর সে হাতে করে তাকে খাবার খাইয়ে দেয়। আমি ওকে বলে দিব—ও সব ভাল নয়। ঐ বাৎসল্য ভাব থেকেই আবার তাচ্ছল্য ভাব হয়।

"ওদের বর্তমানের সাধন—মানুষ নিয়ে সাধন। মানুষকে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ। ওরা বলে 'রাগকৃষ্ণ'। গুরু জিজ্ঞাসা করে, রাগকৃষ্ণ পেয়েছিস্?' সে বলে 'হাঁ, পেয়েছি।'

"সেদিন সে মাগী এসেছিল। তার চাহনির রকম দেখলাম, বড় ভাল নয়। তারি ভাবে বল্‌লাম, 'হরিপদকে নিয়ে যেমন কচ্চো কর—কিন্তু অন্যায় ভাব এনো না।'

"ছোকরাদের সাধনার অবস্থা। এখন কেবল ত্যাগ। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। আমি ওদের বলি, মেয়েমানুষ ভক্ত হলেও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না; দাঁড়িয়ে একটু কথা কবে। সিদ্ধ হলেও এইরূপ করতে হয়—নিজের সাবধানের জন্য,—আর লোকশিক্ষার জন্য। আমিও মেয়েরা এলে একটু পরে বলি, তোমরা ঠাকুর দেখগে। তাতে যদি না উঠে, নিজে উঠে পড়ি। আমার দেখে আবার সবাই শিখবে।

[পূর্বকথা—ফুলুই শ্যামবাজার দর্শন ১৮৮০—অবতারের আকর্ষণ]

"আচ্ছা, এই যে সব ছেলেরা আস্‌ছে, আর তোমরা সব আসছো, এর মানে কি? এর (অর্থাৎ আমার) ভিতরে অবশ্য কিছু আছে, তা না হলে টান হয় কেমন করে—কেন আকর্ষণ হয়?

"ওদেশে যখন হৃদের বাড়ীতে (কামারপুকুরের নিকট, সিওড়ে) ছিলাম, তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরাঙ্গভক্ত। গাঁয়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম গৌরাঙ্গ! এমনি আকর্ষণ—সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্ত্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক! গাছে লোক!

"নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে রাতদিন লোকের ভিড়।

আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতাম। সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে। সব খোল করতাল নিয়ে গেছে!—আবার 'তাকুটী! তাকুটী!' করছে। খাওয়া দাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো!

"রব উঠে গেল—সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন লোক এসেছে! পাছে আমার সর্দিগর্মি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো;—সেখানে আবার পিঁপড়ের সার! আবার খোল করতাল।—তাকুটী! তাকুটী! হৃদে বক্‌লে, আর বল্লে, 'আমরা কি কখনও কীর্ত্তন শুনি নাই?'

"সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া করতে এসেছিল। মনে করেছিল, আমরা বুঝি তাদের পাওনাগণ্ডা নিতে এসেছি। দেখ্‌লে, আমি একখানা কাপড় কি একগাছা সুতাও লই নাই। কে বলেছিল 'ব্রহ্মজ্ঞানী'। তাই গোসাঁইরা বিড়তে এসেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'এঁর মালা তিলক, নাই কেন?' তারাই একজন বল্লে, 'নারকেলের বেল্লো আপনা আপনি খসে গেছে'। 'নারকেলের বেল্লো' ও কথাটি ঐখানে শিখেছি। জ্ঞান হ'লে উপাধি আপনি খসে পড়ে যায়।

"দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হোতো। তারা রাত্রে থাক্‌তো। যে বাড়ীতে ছিলাম, তার উঠানে রাত্রে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে। হৃদে প্রস্রাব করতে রাতে বাহিরে যাচ্ছিল, তা বলে, 'এইখানেই (উঠানে) করো।'

"আকর্ষণ কাকে বলে, ঐখানেই (শ্যামবাজারে) বুঝলাম। হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্কী লেগে যায়!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী

মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত কথা কহিতে কহিতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করলেন। বয়স আন্দাজ ত্রিশের মধ্যে। গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনারা কি অদ্বৈতবংশ?

গোস্বামী—আজ্ঞা, হাঁ।

ঠাকুর অদ্বৈতবংশ শুনিয়া গোস্বামীকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছেন।

[গোস্বামীবংশ ও ব্রাহ্মণ পূজনীয়—মহাপুরুষের বংশে জন্ম]

শ্রীরামকৃষ্ণ—অদ্বৈতগোস্বামী বংশ,—আকরের গুণ আছেই!

"নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয়। (ভক্তদের হাস্য)। খারাপ আম হয় না। তবে মাটির গুণে একটু ছোট বড় হয়। আপনি কি বল?

গোস্বামী (বিনীতভাবে)—আজ্ঞে, আমি কি জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি যাই বল,—অন্য লোকে ছাড়বে কেন?

"ব্রাহ্মণ, হাজার দোষ থাকুক—তবু ভরদ্বাজ গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র ব'লে সকলের পূজনীয়। (মাষ্টারের প্রতি) শঙ্খচিলের কথাটি বল ত!"

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন তিনিই টেনে নেবেন—হাজার দোষ থাকুক। যখন গন্ধর্ব কৌরবদের বন্দী কর্‌লে যুধিষ্ঠির গিয়ে তাদের মুক্ত কর্‌লেন। যে দুর্যোধন এত শত্রুতা করেছে, যার জন্য যুধিষ্ঠিরের বনবাস হয়েছে তাকেই গিয়ে মুক্ত করলেন!

"তা ছাড়া ভেকের আদর করতে হয়। ভেক দেখলে সত্য বস্তুর উদ্দীপন হয়। চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন।

"শঙ্খচিলকে দেখলে প্রণাম করে কেন? কংশ মারতে যাওয়াতে ভগবতী শঙ্খচিল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন। তা এখনও শঙ্খচিল দেখ্‌লে সকলে প্রণাম করে।

[পূর্বকথা—চানকে কোয়ার সিং কর্তৃক ঠাকুরের পূজা—
ঠাকুরের রাজভক্তি Loyalty]

"চানকের পল্টনের ভিতর ইংরাজকে আসতে দেখে সেপাইরা সেলাম কর্‌লে। কোয়ার সিং আমায় বুঝিয়ে দিলে, 'ইংরাজের রাজ্য তাই, ইংরাজকে সেলাম ক'রতে হয়।'

[গোস্বামীর কাছে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা—শাক্ত ও বৈষ্ণব]

"শাক্তের তন্ত্র মত। বৈষ্ণবের পুরাণ মত। বৈষ্ণব যা সাধন করে তা প্রকাশে দোষ নাই। তান্ত্রিকের সব গোপন। তাই তান্ত্রিককে সব বোঝা যায় না।

(গোস্বামীর প্রতি)—"আপনারা বেশ—কত জপ করেন, কত হরিনাম করেন।"

গোস্বামী (বিনীতভাবে)—আজ্ঞা, আমরা আর কি করছি! আমি অতি অধম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—দীনতা; আচ্ছা ও ত আছে। আর এক আছে, 'আমি হরিনাম কচ্ছি, আমার আবার পাপ! যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' 'আমি অধম' 'আমি অধম' করে, সে তাই হয়ে যায়। কি অবিশ্বাস! তাঁর নাম এত করেছে আবার বলে, 'পাপ, পাপ!'

গোস্বামী এই কথা অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

[পূর্বকথা—বৃন্দাবনে বৈষ্ণবের ভেক গ্রহণ ১৮৬৮ খৃঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমিও বৃন্দাবনে ভেক নিয়েছিলাম;—পনর দিন রেখেছিলাম। (ভক্তদের প্রতি) সব ভাবই কিছুদিন করতাম, তবে শান্তি হ'তো।

(সহাস্যে) "আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি।

"একজনের একটি রঙ-এর গামলা ছিল। গামলার আশ্চর্য গুণ যে, যে যে রঙে কাপড় ছোপাতে চাইবে তার কাপড় সেই রঙে ছুপে যেত।

"কিন্তু একজন চালাক লোক বলেছিল, 'তুমি যে রঙে রঙেছো, আমায় সেই রঙটি দিতে হবে।' (ঠাকুর ও সকলের হাস্য)।

"কেন একঘেয়ে হব? 'অমুক মতের লোক তা হলে আসবে না।' এ ভয় আমার নাই। কেউ আসুক আর না আসুক তাতে আমার বয়ে গেছে;—লোক কিসে হাতে থাকবে, এমন কিছু আমার মনে নাই। অধর সেন বড় কর্মের জন্য মাকে বল্‌তে বলেছিল—তা ওর সে কর্ম হ'লো না। ও তাতে যদি কিছু মনে করে, আমার বয়ে গেছে!

[পূর্বকথা—কেশব সেনের বাটীতে নিরাকারের ভাব—বিজয় গোস্বামীর সঙ্গে এঁড়েদর গদাধরের পাটবাড়ী দর্শন—বিজয়ের চরিত্র]

"আবার কেশব সেনের বাড়ী গিয়ে আর এক ভাব হ'লো। ওরা নিরাকার নিরাকার করে;—তাই ভাবে বল্লুম, 'মা এখানে আসিস নি, এরা তোর রূপ টুপ মানে না।'

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই সকল কথা শুনিয়া গোস্বামী চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বিজয় এখন বেশ হ'য়েছে।

"হরি হরি বল্‌তে বল্‌তে মাটিতে পড়ে যায়!

"চারটে রাত পর্যন্ত কীর্ত্তন ধ্যান এই সব নিয়ে থাকে। এখন গেরুয়া পরে আছে। ঠাকুর বিগ্রহ দেখলে একেবারে সাষ্টাঙ্গ!

"গদাধরের পাটবাড়ীতে আমার সঙ্গে গিছ্‌লো—আমি বল্লাম, এখানে তিনি ধ্যান করতেন—সেই জায়গায় অমনি সাষ্টাঙ্গ!

"চৈতন্যদেবের পটের সম্মুখে আবার সাষ্টাঙ্গ!"

গোস্বামী—রাধাকৃষ্ণ মূর্তির সম্মুখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাষ্টাঙ্গ! আর আচারী খুব।

গোস্বামী—এখন সমাজে নিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে লোকে কি বলবে, তা অত চায় না।

গোস্বামী—না, সমাজ তা হলে কৃতার্থ হয়—অমন লোককে পেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমায় খুব মানে।

"তাকে পাওয়াই ভার। আজ ঢাকায় ডাক, কাল আর এক জায়গায় ডাক। সর্বদাই ব্যস্ত।

"তাদের সমাজে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে) বড় গোল উঠেছে।"

গোস্বামী—আজ্ঞা, কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাকে বলছে, 'তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো!—তুমি পৌত্তলিক।'

"আর অতি উদার সরল। **সরল না হ'লে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।"**

[মুখুয্যেদিগকে শিক্ষা—গৃহস্থ, 'এগিয়ে পড়'—অভ্যাসযোগ]

এইবার ঠাকুর মুখুযোদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্র ব্যবসা করেন, কাহারও চাকুরী করেন না। কনিষ্ঠ প্রিয়নাথ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এখন কিছু সংস্থান করিয়াছেন। আর চাকরী করেন না। জ্যেষ্ঠের বয়স ৩৫।৩৬ হইবে। তাঁহাদের বাড়ী কেদেটি গ্রামে। কলিকাতা বাগবাজারেও তাঁহাদের বসতবাটী আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটু উদ্দীপন হচ্চে ব'লে চুপ ক'রে থেকো না। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে—রূপার খনি, সোনার খনি!

প্রিয় (সহাস্যে)—আজ্ঞা, পায়ে বন্ধন—এগুতে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে?—মন নিয়ে কথা।

"মনেই বদ্ধ মুক্ত। দুই বন্ধু—একজন বেশ্যালয়ে গেল, একজন ভাগবত শুনছে। প্রথমটি ভাবছে, ধিক্ আমাকে—বন্ধু হরিকথা শুনছে আর আমি কোথা পড়ে রয়েছি। আর একজন ভাবছে—ধিক্ আমাকে, বন্ধু কেমন আমোদ আহ্লাদ করছে, আর আমি শালা কি বোকা! দ্যাখো প্রথমটিকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে গেল—বৈকুণ্ঠে। আর দ্বিতীয়টিকে যমদূতে নিয়ে গেল"

প্রিয়—মন যে আমার বশ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! **অভ্যাস যোগ।** অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে।

"মন ধোপাঘরের কাপড়। তারপর লালে ছোপাও লাল—নীলে ছোপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হ'য়ে যাবে।

(গোস্বামীর প্রতি)—"আপনাদের কিছু কথা আছে?"

গোস্বামী (অতি বিনীতভাবে)—আজ্ঞে না,—দর্শন হ'লো। আর কথা ত সব শুনছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠাকুরদের দর্শন করুন।

গোস্বামী (অতি বিনীতভাবে)—একটু মহাপ্রভুর গুণানুকীর্ত্তন—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামীকে গান শুনাইতেছেন—

গান—আমার অঙ্গ কেন গৌর হলো!

গান—গোরা চাহে বৃন্দাবনপানে, আর ধারা বহে দুনয়নে॥
(ভাব হবে বই কি রে!) (ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের)
(যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ গৌর) (ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়)
(বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে) (সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে)
(গোরা আপনার পা আপনি ধরে)

[শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামীকে সর্বধর্মসমন্বয় উপদেশ]

গান সমাপ্ত হইল—ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি)—এ ত আপনাদের (বৈষ্ণবদের) হ'লো। আর যদি কেউ শাক্ত, কি ঘোষপাড়ার মত আসে, তখন কি বলবো!

"তাই এখানে সব ভাবই আছে—এখানে সব রকম লোক আসবে বলে; বৈষ্ণব, শাক্ত, কর্তাভজা, বেদান্তবাদী; আবার ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী।

"তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম নানা মত হয়েছে।

"তবে তিনি যার যা পেটে সয় তাকে সেইটি দিয়েছেন। মা সকলকে মাছের পোলোওয়া দেয় না। সকলের পেটে সয় না। তাই কাউকে মাছের ঝোল করে দেন।

"যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে।

"বারোয়ারীতে নানা মূর্তি করে,—আর নানা মতের লোক যায়। রাধা-কৃষ্ণ, হর-পার্বতী, সীতারাম; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি রয়েছে, আর প্রত্যেক মূর্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা বৈষ্ণব তারা বেশী রাধা-কৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তারা হর পার্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত তারা সীতারাম মূর্তির কাছে।

"তবে যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নাই তাদের আলাদা কথা। বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে,—বারোয়ারীতে এমন মূর্তিও করে। ও সব লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে দেখে, আর চীৎকার করে বন্ধুদের বলে, 'আরে ও সব কি দেখছিস্, এদিকে আয়! এদিকে আয়!"

সকলে হাসিতেছেন। গোস্বামী প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ—মা কালীর আরতি দর্শন ও চামর ব্যজন—মায়ে-পোয়ে কথা—'কেন বিচার করাও'

বেলা পাঁচটা। ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায়। বাবুরাম, লাটু, মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি)—কেন একঘেয়ে হব? ওরা বৈষ্ণব আর গোঁড়া, মনে করে আমাদের মতই ঠিক, আর সব ভুল। যে কথা বলেছি, খুব লেগেছে। (সহাস্যে) হাতীর মাথায় অংকুশ মারতে হয়। মাথায় নাকি ওদের কোষ থাকে। (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর এইবার ছোকরাদের সঙ্গে ফষ্টি নাষ্টি করতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আমি এদের (ছোকরাদের) কেবল নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আঁষ ধোয়া জল একটু একটু দিই। তা না হলে আস্‌বে কেন।

মুখুয্যেরা বারান্দা হইতে চলিয়া গেলেন। বাগানে একটু বেড়াইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আমি জপ...করতাম্। সমাধি হ'য়ে যেত, কেমন এর ভাব?

মাষ্টার (গম্ভীরভাবে)—আজ্ঞা, বেশ!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) সাধু! সাধু!—কিন্তু ওরা (মুখুয্যেরা) কি মনে করবে?

মাষ্টার—কেন কাপ্তেন ত বলেছিলেন, আপনার বালকের অবস্থা। ঈশ্বর দর্শন করলে বালকের অবস্থা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর বাল্য, পৌগণ্ড, যুবা। পৌগণ্ড অবস্থায় ফচকিমি করে, হয়ত খেউর মুখ দে বেরোয়। আর যুবা অবস্থায় সিংহের ন্যায় লোক শিক্ষা দেয়।

"তুমি না হয় ওদের (মুখুয্যেদের) বুঝিয়ে দিও।"

মাষ্টার—আজ্ঞা, আমার বোঝাতে হবে না। ওরা কি আর জানে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরাদের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করিয়া একজন ভক্তকে বলিতেছেন **"আজ অমাবস্যা, মার ঘরে যেও!"**

সন্ধ্যার পর আরতির শব্দ শুনা যাইতেছে। ঠাকুর বাবুরামকে বলিতেছেন —"চল রে চল। কালীঘরে!" ঠাকুর বাবুরামের সঙ্গে যাইতেছেন—মাষ্টারও সঙ্গে আছেন। হরিশ বারান্দায় বসিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "এর আবার বুঝি ভাব লাগলো।"

উঠান দিয়া চলিতে চলিতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের আরতি একটু দেখিলেন। তৎপরেই মা কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে হাত তুলিয়া জগন্মাতাকে ডাকিতেছেন—"মা! ওমা! ব্রহ্মময়ী!" মন্দিরের সম্মুখের চাতালে উপস্থিত হইয়া মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। মার আরতি হইতেছে। ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

আরতি সমাপ্ত হইল। যাঁহারা আরতি দেখিতেছিলেন এককালে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও মন্দিরের বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিলেন। মহেন্দ্র মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন।

আজ **অমাবস্যা**। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। গর্গর মাতোয়ারা! বাবু-রামের হাত ধরিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে নিজের ঘরে ফিরিলেন।

ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাস একটি আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। ঠাকুর সেই বারান্দায় আসিয়া একটু বসিলেন। মুখে **হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ!** ও তন্ত্রোক্ত নানাবিধ বীজমন্ত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরের মধ্যে নিজের আসনে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়াছেন। এখনও ভাবের পূর্ণমাত্রা।

মুখুয্যে ভ্রতৃদ্বয়, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন।

[Origin of Language—The Philosophy of Prayer.]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া মা'র সহিত কথা কহিতেছেন—বলিতেছেন —"মা, আমি বলবো তবে তুমি করবে—এ কথাই নয়।

"কথা কওয়া কি?—কেবল ইসারা বই ত নয়! কেউ বলছে, 'আমি খাবো',—আবার কেউ বলছে, 'যা! আমি শুনবো না।'

"আচ্ছা, মা! যদি না বলতাম 'আমি খাবো' তা হ'লে কি যেমন খিদে তেমনি খিদে থাকতো না? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা শুধু ব্যাকুল হ'লে তুমি শুন্‌বে না,—তা কখন হ'তে পারে।

"তুমি যা আছ তাই আছ—তবে বলি কেন—প্রার্থনা করি কেন?

"ও! যেমন করাও তেমনি করি।

"যা! সব গোল হ'য়ে গেল!—কেন বিচার করাও!"

ঠাকুর ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।—ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

[সংস্কার ও তপস্যার প্রয়োজন—ভক্তদিগকে শিক্ষা—সাধুসেবা]

এইবার ভক্তদের উপর ঠাকুরের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—তাঁকে লাভ করতে হ'লে **সংস্কার** দরকার।

একটু কিছু করে থাকা চাই। তপস্যা। তা এ জন্মেই হোক আর পূর্ব জন্মেই হোক।

“দ্রৌপদীর যখন বস্ত্রহরণ করছিল, তাঁর ব্যাকুল হ'য়ে ক্রন্দন শুনে ঠাকুর দেখা দিলেন। আর বললেন—'তুমি যদি কারুকে কখনও বস্ত্র দান করে থাক, ত মনে করে দেখ—তবে লজ্জা নিবারণ হবে।' দ্রৌপদী বল্লেন, 'হাঁ, মনে পড়েছে। একজন ঋষি স্নান কচ্ছিলেন,—তাঁর কপ্‌নী ভেসে গিছ্‌লো। আমি নিজের কাপড়ের আধখানা ছিঁড়ে তাকে দিছ্‌লাম। ঠাকুর বল্লেন—তবে আর তোমার ভয় নাই।'

মাষ্টার ঠাকুরের আসনের পূর্ব দিকে পাপোসে বসিয়া আছেন।

(মাষ্টারের প্রতি)—“তুমি ওটা বুঝেছ।”

মাষ্টার—আজ্ঞা, সংস্কারের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একবার বল দেখি, কি বল্লাম।

মাষ্টার—দ্রৌপদী নাইতে গিছ্‌লেন ইত্যাদি। (হাজরার প্রবেশ)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাজরা মহাশয়

হাজরা মহাশয় এখানে দুই বৎসর আছেন। তিনি ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরের নিকটবর্তী সিওড় গ্রামে প্রথম তাঁহাকে দর্শন করেন, ১৮৮০ খৃঃ। এই গ্রামে ঠাকুরের ভাগিনেয়, পিস্‌তুতো ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র, শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের বাস। ঠাকুর তখন হৃদয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সিওড়ের নিকটবর্তী মরাগোড় গ্রামে হাজরা মহাশয়ের নিবাস। তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি, জমি প্রভৃতি এক রকম আছে। পরিবার, সন্তান-সন্ততি আছে। এক রকম চলিয়া যায়। কিছু দেনাও আছে, আন্দাজ হাজার টাকা।

যৌবনকাল হইতে তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব—কোথায় সাধু, কোথায় ভক্ত, খুঁজিয়া বেড়ান। যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে প্রথম আসেন ও সেখানে থাকিতে চান ঠাকুর তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া ও দেশের পরিচিত বলিয়া, ওখানে যত্ন করিয়া নিজের কাছে রাখেন।

হাজরার জ্ঞানীর ভাব। ঠাকুরের ভক্তিভাব ও ছোকরাদের জন্য ব্যাকুলতা পছন্দ করেন না। মাঝে মাঝে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করেন। আবার কখনও সামান্য বলিয়া জ্ঞান করেন।

তিনি ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্বের বারান্দায় আসন করিয়াছেন। সেই

খানেই মালা লইয়া অনেক জপ করেন। রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা বেশী জপ করেন না বলিয়া লোকের কাছে নিন্দা করেন।

তিনি আচারের বড় পক্ষপাতী। আচার আচার করিয়া তাঁহার এক প্রকার শুচিবাই হইয়াছে। তাঁহার বয়স প্রায় ৩৮ হইবে।

হাজরা মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর আবার ঈষৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন ও কথা কহিতেছেন।

[ঈশ্বর প্রার্থনা কি শুনেন? ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন কর, শুনবেন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—তুমি যা করছ তা ঠিক,—কিন্তু ঠিক ঠিক বসছে না।

"কারু নিন্দা কোরো না—পোকাটিরও না। তুমি নিজেই ত বলো, লোমস মুনির কথা। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে—'যেন কারু নিন্দা না করি'।"

হাজরা—(ভক্তি) প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক—শো—বার!—যদি ঠিক হয়—যদি আন্তরিক হয়। বিষয়ী লোক যেমন ছেলে কি স্ত্রীর জন্য কাঁদে সেরূপ ঈশ্বরের জন্য কই কাঁদে?

[পূর্বকথা—স্ত্রীর অসুখে কামারপুকুরবাসীর থর থর কম্প]

"ও দেশে একজনের পরিবারের অসুখ হয়েছিল। সারবে না মনে ক'রে লোকটা থর থর করে কাঁপতে লাগলো—অজ্ঞান হয় আর কি!

"এরূপ ঈশ্বরের জন্য কে হচ্ছে!"

হাজরা ঠাকুরের পায়ের ধূলা লইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সঙ্কুচিত হইয়া)—"উগুনো কি।"

হাজরা—যাঁর কাছে আমি রয়েছি তাঁর পায়ের ধূলো লব না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরকে তুষ্ট কর, সকলেই তুষ্ট হবে। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।—ঠাকুর যখন দ্রৌপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে বল্লেন, আমি তৃপ্ত হয়েছি, তখন জগৎশুদ্ধ জীব তৃপ্ত—হেউ-ঢেউ হয়েছিল! কই মুনিরা খেলে কি জগৎ তুষ্ট হয়েছিল—হেউ-ঢেউ হয়েছিল?

ঠাকুর লোকশিক্ষার্থ কিছু কর্ম করতে হয়, এই কথা বলিতেছেন।

[পূর্বকথা—বটতলার সাধুর গুরুপাদুকা ও শালগ্রাম পূজা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—জ্ঞানলাভের পরও লোকশিক্ষার জন্য পূজাদি কর্ম রাখে।

"আমি কালীঘরে যাই, আবার ঘরের এই সব পট নমস্কার করি;—তাই

সকলে করে। তারপর অভ্যাস হ'য়ে গেলে যদি না করে তাহলে মন হুস্‌ফুস্‌ করবে।

"বটতলায় সন্ন্যাসীকে দেখলাম। যে আসনে গুরুপাদুকা রেখেছে তারই উপরে শালগ্রাম রেখেছে! ও পূজা করছে! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদি এতদূর জ্ঞান হ'য়ে থাকে তবে পূজা করা কেন? সন্ন্যাসী বল্লে,—সবই করা যাচ্ছে—এ ও একটা করলাম। কখনও ফুলটা এ পায়ে দিলাম; আবার কখনও একটা ফুল ও পায়ে দিলাম।'

"দেহ থাকতে কর্মত্যাগ করবার যো নাই—পাঁক থাকতে ভুড়ভুড়ি হবেই।*

[The three stages—**শাস্ত্র, গুরুমুখ, সাধনা; Goal প্রত্যক্ষ**]

(হাজরাকে)—"এক জ্ঞান থাকলেই অনেক জ্ঞানও আছে। শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে?

"শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রের মর্ম সাধুমুখে গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার?

"চিঠিতে খবর এসেছে,—"পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবা—আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা।' এখন চিঠিখানি হারিয়ে গেল। তখন ব্যস্ত হ'য়ে চারিদিকে খোঁজে। অনেক খোঁজবার পর চিঠিখানি পেলে, পড়ে দেখে,—লিখছে—পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা।' তখন চিঠিখানি আবার ফেলে দেয়। আর কি দরকার? এখন সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড় করলেই হলো।

(মুখুয্যে, বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—"সব সন্ধান জেনে তারপর ডুব দাও। পুকুরের অমুক জায়গায় ঘটিটা পড়ে গেছে, জায়গাটি ঠিক ক'রে দেখে নিয়ে সেইখানে ডুব দিতে হয়।

"শাস্ত্রের মর্ম গুরুমুখে শুনে নিয়ে, তারপর সাধনা করতে হয়। এই সাধন ঠিক ঠিক হ'লে তবে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

"ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হয়! বসে বসে শাস্ত্রের কথা নিয়ে কেবল বিচার করলে কি হবে? শ্যালারা পথে যাবারই কথা—ঐ নিয়ে ম'রছে—মর শ্যালারা, ডুব দেয় না!

"যদি বল ডুব দিলেও হাঙ্গর-কুমীরের ভয় আছে—কামক্রোধাদির ভয় আছে।—হলুদ মেখে ডুব দাও—তারা কাছে আসতে পারবে না। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ।"

---

* ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ [গীতা—১৮. অঃ]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের পুরাণ, তন্ত্র ও বেদ মতের সাধনা

[পঞ্চবটী, বেলতলা ও চাঁদনীর সাধন—তোতার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ—১৮৬৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—তিনি আমায় নানারূপে সাধন করিয়েছেন। প্রথম, পুরাণ মতের—তারপর তন্ত্র মতের, আবার বেদ মতের। প্রথমে পঞ্চবটীতে সাধনা করতাম। তুলসী কানন হলো—তার মধ্যে বসে ধ্যান করতাম। কখনও ব্যাকুল হয়ে 'মা! মা! বলে ডাকতাম—বা 'রাম! রাম!' করতাম।

"যখন 'রাম রাম' করতাম তখন হনুমানের ভাবে হয়তো একটা ল্যাজ পরে বসে আছি! উন্মাদের অবস্থা। সে সময়ে পূজা করতে করতে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হতো—পূজারই আনন্দ!

"তন্ত্র মতের সাধনা বেলতলায়। তখন তুলসী গাছ—সজনের খাড়া—এক মনে হতো!

"সে অবস্থায় শিবানীর উচ্ছিষ্ট—সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে—তা সাপে খেলে কি কিসে খেলে তার ঠিক নাই—ঐ উচ্ছিষ্টই আহার।

"কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াতাম, আর নিজেও খেতাম। সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।—মাটিতে জল জমবে তাই আচমন, আমি সে মাটিতে পুকুর থেকে জল দিয়ে আচমন কল্লাম।

"অবিদ্যাকে নাশ না করলে হবে না। আমি তাই বাঘ হতাম—হয়ে অবিদ্যাকে খেয়ে ফেলতাম!

"বেদমতে সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলাম। তখন চাঁদনীতে পড়ে থাক্‌তাম,—হৃদুকে বল্‌তাম,—'আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, চাঁদনীতে ভাত খাবো!

[সাধনকালে নানা দর্শন ও জগন্মাতার বেদান্ত, গীতা সম্বন্ধে উপদেশ]

(ভক্তদের প্রতি)—"হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম! মাকে বল্লাম, আমি মুখ্যু—তুমি আমায় জানিয়ে দাও—বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে—নানা শাস্ত্রে—কি আছে।

"মা বল্লেন, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে, তাঁকে তন্ত্রে বলে, সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—আবার তাঁকেই পুরাণে বলে, সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ।

"গীতা দশবার বল্লে যা হয়, তাই গীতার সার। অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী!

"তাঁকে যখন লাভ হয়, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র—কত নীচে পড়ে থাকে।

(হাজরাকে) তখন ওঁ উচ্চারণ করবার যো নাই।—এটি কেন হয়? সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ওঁ উচ্চারণ করতে পারি না।

"প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সে সব হয়েছিল। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিচাশবৎ, জড়বৎ।

"আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হতো।

"কখন দেখতাম জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ!

"কখন চারিদিকে যেন পারার হ্রদ,—ঝক্, ঝক্ করছে। আবার কখনও রূপা গলার মত দেখতাম।

"কখন দেখতাম রঙ্গমশালের আলো যেন জ্বলছে!

"তা হলেই হলো, শাস্ত্রের সঙ্গে ঐক্য হচ্ছে।

[শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা—নিত্যলীলাযোগ]

"আবার দেখালে, তিনিই জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব; হয়েছেন! ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা।- অনুলোম বিলোম।

"উঃ! কি অবস্থাতেই রেখেছে!—একটা অবস্থা যায় তো আর একটা আসে। যেন ঢেঁকির পাট। এক দিক নীচু হয় ত আর এক দিক উঁচু হয়।

"যখন অন্তর্মুখ—সমাধিস্থ—তখনও দেখছি তিনি! আবার যখন বাহিরের জগতে মন এলো, তখনও দেখছি তিনি।

"যখন আরশির এ পিঠ দেখছি তখনও তিনি! আবার যখন উল্টো পিঠ দেখছি তখনও তিনি।"

মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা—শম্ভু মল্লিকের অনাসক্তি—মহাপুরুষের আশ্রয়

শ্রীরামকৃষ্ণ (মুখুয্যে প্রভৃতিকে)—কাপ্তেনের ঠিক সাধকের অবস্থা।

"ঐশ্বর্য থাকলেই যে তাতে আসক্ত হতেই হবে, এমন কিছু নয়। শম্ভু (মল্লিক) বলত, 'হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি!' আমি বলতাম কি অলক্ষণে কথা কও!—

"তখন শম্ভু বলে, 'না,—বলো, এ সব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই!"

"তাঁর ভক্তের ভয় নাই। ভক্ত তাঁর আত্মীয়। তিনি তাদের টেনে নেবেন। দুর্যোধনেরা গন্ধর্বের কাছে বন্দী হলে যুধিষ্ঠিরই উদ্ধার করলেন। বল্লেন, আত্মীয়দের ওরূপ অবস্থা হ'লে আমাদেরই কলঙ্ক।"

[ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মণ ও পরিচারকগণ মধ্যে ভক্তিদান]

প্রায় নয়টা রাত্রি হইল। মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় কলিকাতা ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ঠাকুর একটু উঠিয়া ঘরে ও বারান্দায় পাদচারণ করিতে করিতে বিষ্ণুঘরে উচ্চ সংকীর্ত্তন হইতেছে শুনিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, তাহাদের সঙ্গে লাটু ও হরিশ জুটিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন,—ও তাই!

ঠাকুর বিষ্ণুঘরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাকান্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর দেখিলেন যে, ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মণেরা—যারা ভোগ রাঁধে, নৈবেদ্য করে দেয়, অতিথিদের পরিবেশন করে এবং পরিচারকেরা, অনেকে একত্র মিলিত হইয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতেছে । ঠাকুর একটু দাঁড়াইয়া তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করিলেন।

উঠানের মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় ভক্তদের বলিতেছেন—

"দ্যাখো, এরা সব কেউ বেশ্যার বাড়ী যায়, কেউ বাসন মাজে!"

ঘরে আসিয়া ঠাকুর নিজ আসনে আবার বসিয়াছেন। যাঁহারা সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহারা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—"টাকার জন্য যেমন ঘাম বার করো, তেমনি হরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে হয়।

"আমি মনে করলাম, তোমাদের সঙ্গে নাচবো। গিয়ে দেখি যে ফোড়ন টোড়ন সব পড়েছে—মেথি পর্যন্ত। (সকলের হাস্য)—আমি আর কি দিয়ে সম্বরা করবো।

"তোমরা মাঝে মাঝে হরিনাম করতে অমন এসো।"

মুখুয্যে প্রভৃতি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরের ছোট বারান্দাটির পাশে মুখুয্যেদের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীতে বাতি জ্বালা হইয়াছে।

[ভক্ত বিদায় ও ঠাকুরের স্নেহ]

ঠাকুর সেই বারান্দার চাতালের ঠিক উত্তরপূর্ব কোণে উত্তরাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভক্ত পথ দেখাইয়া একটি আলো আনিয়াছেন—ভক্তদের তুলিয়া দিবেন।

আজ অমাবস্যা—অন্ধকার রাত্রি।—ঠাকুরের পশ্চিম দিকে গঙ্গা, সম্মুখে নহবৎ, পুষ্পোদ্যান ও কুঠী, ঠাকুরের ডান দিকে সদর ফটকে যাইবার রাস্তা।

ভক্তেরা তাঁহার চরণে মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া একে একে গাড়ীতে উঠিতেছেন। ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন—"ঈশানকে একবার বোলো না —ওর কর্মের জন্য।"

গাড়ীতে বেশী লোক দেখিয়া পাছে ঘোড়ার কষ্ট হয়—ঠাকুর বলিতেছেন— "গাড়ীতে অত লোক কি ধরবে?"

ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। সেই ভক্তবৎসল মূর্তি দেখিতে দেখিতে ভক্তেরা কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

একবিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে লাটু, মাষ্টার, মণিলাল, মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্ম মণিলালকে উপদেশ—বিদ্বেষভাব (Dogmatism) ত্যাগ কর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২রা অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। (১৭ই আশ্বিন ১২৯১)। আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী-ত্রয়োদশী। শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীর দুই দিন পরে। গতকল্য ঠাকুর কলিকাতায় অধরের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে নারাণ, বাবুরাম, মাষ্টার, কেদার, বিজয় প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। ঠাকুর সেখানে ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। (২য় ভাগ)।

ঠাকুরের কাছে আজকাল লাটু, রামলাল, হরিশ থাকেন। বাবুরামও মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল শ্রীশ্রীভবতারিণীর সেবা করেন। হাজরা মহাশয়ও আছেন।

আজ শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক, প্রিয় মুখুয্যে, তাঁহার আত্মীয় হরি, শিবপুরের একটি ব্রাহ্ম (দাড়ি আছে), বড় বাজার ১২নং মল্লিক ষ্ট্রীটের মারোয়াড়ী ভক্তেরা—উপস্থিত আছেন। ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের কয়েকটি ছোকরা, সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তেরা আসিলেন। মণিলাল পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলাল প্রভৃতির প্রতি)—**নমস্কার মানসেই ভাল।** পায়ে হাত দিয়ে নমস্কারে কি দরকার। আর মানসে নমস্কার করলে কেউ কুণ্ঠিত হবে না।

"আমারই ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা, এ ভাব ভাল নয়।

"আমি দেখি তিনিই সব হ'য়ে রয়েছেন—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। **এক ছাড়া দুই আমি দেখি না!**

"অনেকে মনে করে আমাদের মত ঠিক, আর সব ভুল,—আমরা জিতেছি আর সব হেরেছে। কিন্তু যে এগিয়ে এসেছে সে হয়ত, একটুর জন্য আটকে গেল। পেছনে যে পড়েছিল সে তখন এগিয়ে গেল। গোলকধাম খেলায়, অনেক এগিয়ে এসে, পোয়া (ঘুঁটি) আর পড়ল না।

"হার জিত তাঁর হাতে। তাঁর কার্য কিছু বোঝা যায় না। দেখ না, ডাব

অত উঁচুতে থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ডা শক্তি!—এ দিকে পানিফল জলে থাকে —গরম গুণ।

"মানুষের শরীর দেখ। মাথা যেটা মূল (গোড়া), সেটা উপরে চলে গেল।"

[শ্রীরামকৃষ্ণ, চার আশ্রম ও যোগতত্ত্ব—ব্রাহ্মসমাজ ও 'মনোযোগ']

মণিলাল—আমাদের এখন কর্তব্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোন রকম ক'রে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে থাকা। দুই পথ আছে,—কর্মযোগ আর মনোযোগ।

"যারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ কর্মের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরা* কাম্য কর্মের ত্যাগ ক'রবে কিন্তু নিত্যকর্ম কামনাশূন্য হ'য়ে করবে। দণ্ডধারণ, ভিক্ষা করা, তীর্থযাত্রা, পূজা, জপ এ সব কর্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

"আর যে কর্মই কর, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে কামনাশূন্য হ'য়ে করতে পারলে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

"আর এক পথ মনোযোগ। এরূপ যোগীর বাহিরের কোন চিহ্ন নাই। অন্তরে যোগ। যেমন জড়ভরত, শুকদেব। আরও কত আছে—এরা নামজাদা। এদের শরীরে চুল দাড়ি, যেমন তেমনই থাকে।

"পরমহংস অবস্থায় কর্ম উঠে যায়। স্মরণ মনন থাকে। সর্বদাই মনের যোগ। যদি কর্ম করে সে লোকশিক্ষার জন্য।

"কর্মের দ্বারাই যোগ হউক, আর মনের দ্বারাই যোগ হউক ভক্তি হ'লে সব জানতে পারা যায়।

"ভক্তিতে কুম্ভক আপনি হয়—একাগ্র মন হ'লেই বায়ু স্থির হয়ে যায়, আর বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। যার হয় সে নিজে টের পায় না।

[পূর্বকথা—সাধনাবস্থায় জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা—ভক্তিযোগ]

"ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, 'মা যোগীরা যোগ ক'রে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যা জেনেছে—আমায় জানিয়ে দাও—আমায় দেখিয়ে দাও!' মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদ বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে; সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।"

---

* কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ। যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ [গীতা—১৮ অঃ ২, ৩ শ্লোক]

মণিলাল—হঠযোগ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধু। কেবল নেতি ধৌতি করছে—কেবল দেহের যত্ন। ওদের উদ্দেশ্য আয়ু বৃদ্ধি করা। দেহ নিয়ে রাত দিন সেবা। ও ভাল নয়।

[মণি মল্লিক, সংসারী ও মনে ত্যাগ—কেশব সেনের কথা]

"তোমাদের কর্তব্য কি?—তোমরা মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ক'রবে। তোমরা সংসারকে কাকবিষ্ঠা বল্‌তে পার না।

"গোস্বামীরা গৃহস্থ, তাই তাদের আমি বল্‌লাম, 'তোমাদের ঠাকুর সেবা রয়েছে, তোমরা সংসার ত্যাগ কি করবে?—তোমরা সংসারকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পার না।

"সংসারীদের যা কর্তব্য চৈতন্যদেব বলেছিলেন,—**জীবে দয়া, বৈষ্ণবসেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।**

"কেশব সেন ব'লেছিল,—'উনি এখন দুই-ই কর ব'লছেন। এক দিন কুট্‌স ক'রে কামড়াবেন।' তা নয় —কামড়াব কেন?"

মণি মল্লিক—তাই কামড়ান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কেন? তুমি ত, তাই আছ—তোমার ত্যাগ করবার কি দরকার?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আচার্যের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ, তবে লোকশিক্ষার অধিকার—সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম—ব্রাহ্ম মণিলালকে শিক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাদের দ্বারা তিনি লোকশিক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ করা দরকার। যিনি আচার্য, তাঁর কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী হওয়া দরকার। তা, না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। **শুধু ভিতরে ত্যাগ হ'লে হবে না। বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়।** তা, না হ'লে লোকে মনে করে, ইনি যদিও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলছেন, ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে ঐ সব ভোগ করেন।

"একজন কবিরাজ ঔষধ দিয়ে রোগীকে বল্লে, তুমি আর একদিন এসো, খাওয়া-দাওয়ার কথা বলে দিব। সেদিন তাঁর ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। রোগীর বাড়ী অনেক দূরে। সে আর একদিন এসে দ্যাখা করলে। কবিরাজ বল্‌লে 'খাওয়া দাওয়া সাবধানে করবি, গুড় খাওয়া ভাল নয়।' রোগী চ'লে গেলে একজন বৈদ্যকে বল্‌লে 'ওকে অত কষ্ট দিয়ে আনা কেন? সেই

দিন বল্‌লেই ত হ'ত!' বৈদ্য হেসে বল্‌লে, 'ওর মানে আছে। সেদিন ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগ্‌রি ছিল। সেদিন যদি বলি, রোগীর বিশ্বাস হ'ত না। সে মনে করত ওঁর ঘরে যেকালে এত গুড়ের নাগ্‌রি, উনি নিশ্চয় কিছু কিছু খান। তা হ'লে গুড় জিনিসটা এত খারাপ নয়।' আজ আমি গুড়ের নাগ্‌রি লুকিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে।

"আদি সমাজের আচার্যকে দেখলাম। শুন্‌লাম নাকি দ্বিতীয় না তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ক'রেছে!—বড় বড় ছেলে!

"এই সব আচার্য! এরা যদি বলে 'ঈশ্বর সত্য, আর সব মিথ্যা" কে বিশ্বাস করবে!—এদের শিষ্য যা হবে, বুঝতেই পারছ।

"হেগো গুরু তার পেদো শিষ্য! সন্ন্যাসীও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনীকাঞ্চন লয়ে থাকে—তার দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না। লোকে বলবে, লুকিয়ে লুকিয়ে গুড় খায়।

[শ্রীরামকৃষ্ণের কাঞ্চনত্যাগ—কবিরাজের পাঁচ টাকা প্রত্যর্পণ]

"সিঁতির মহেন্দ্র (কবিরাজ) রামলালের কাছে পাঁচটা টাকা দিয়ে গিছ্‌লো —আমি জানতে পারি নাই।

"রামলাল বল্লে পর, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কাকে দিয়েছে? সে বল্লে, এখানকার জন্য। আমি প্রথমটা ভাব্‌লুম, দুধের দেনা আছে না হয় সেইটে শোধ দেওয়া যাবে। ও মা! খানিক রাত্রে ধড়মড় করে উঠে পড়েছি। বুকে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে! রামলালকে তখন গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম —'তোর খুড়িকে কি দিয়েছে?' সে বল্লে 'না'। তখন তাকে বল্লাম, 'তুই এক্ষণই ফিরিয়ে দিয়ে আয়!" রামলাল তার পর দিন টাকা ফিরিয়ে দিলে।

"সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা লওয়া বা লোভে আসক্ত হওয়া কিরূপ জানো? যেমন ব্রাহ্মণের বিধবা অনেক কাল হবিষ্য খেয়ে, ব্রহ্মচর্য করে, বাগ্দী উপপতি করেছিল! (সকলে স্তম্ভিত)।

"ও দেশে ভগী তেলীর অনেক শিষ্য সামন্ত হলো। শূদ্রকে সব্বাই প্রণাম করে দেখে, জমিদার একটা দুষ্ট লোক লাগিয়ে দিলে। সে তার ধর্ম নষ্ট করে দিলে—সাধন-ভজন সব মাটি হ'য়ে গেলো। পতিত সন্ন্যাসী সেইরূপ।

[সাধুসঙ্গের পর শ্রদ্ধা—কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী]

"তোমরা সংসারে আছ, তোমাদের সৎসঙ্গ (সাধুসঙ্গ) দরকার।

"আগে সাধুসঙ্গ, তারপর শ্রদ্ধা। সাধুরা যদি তাঁর নামগুণানুকীর্ত্তন না করে, তা হ'লে কেমন করে লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি হবে? তিন পুরুষে আমীর জান্‌লে তবে ত লোকে মানবে?

(মাষ্টারের প্রতি)—"জ্ঞান হলেও সর্বদা অনুশীলন চাই। ন্যাংটা বল্‌তো, ঘটি একদিন মাজ্‌লে কি হবে—ফেলে রাখ্‌লে আবার কলঙ্ক পড়বে!

"তোমার বাড়ীটায় একবার যেতে হবে। তোমার আড্‌ডাটা জানা থাকলে, সেখানে আরও ভক্তদের সঙ্গে দেখা হবে। ঈশানের কাছে একবার যাবে।

(মণিলালের প্রতি)—"কেশব সেনের মা এসেছিল। তাদের বাড়ীর ছোক্‌রারা হরিনাম করলে। সে তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে লাগ্‌লো। দেখলাম শোকে কাতর হয় নাই। এখানে এসে একাদশী করলে, মালাটি লয়ে জপ করে। বেশ ভক্তি দেখ্‌লাম।"

মণিলাল—কেশব বাবুর পিতামহ রামকমল সেন ভক্ত ছিলেন। তুলসী-কাননের মধ্যে বসে নাম করতেন। কেশবের বাপ প্যারীমোহনও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাপ ওরূপ না হ'লে ছেলে অমন ভক্ত হয় না। দ্যাখো না, বিজয়ের অবস্থা।

"বিজয়ের বাপ ভাগবত পড়্‌তে পড়্‌তে ভাবে অজ্ঞান হ'য়ে যেত। বিজয় মাঝে মাঝে 'হরি! হরি!' বলে উঠে পড়ে।

"আজকাল বিজয় যা সব (ঈশ্বরীয় রূপ) দর্শন করছে, সব ঠিক ঠিক!

"সাকার-নিরাকারের কথা বিজয় বল্লে—যেমন বহুরূপীর রঙ—লাল, নীল, সবুজও হচ্ছে,—আবার কোন রঙই নাই। কখন সগুণ কখন নির্গুণ।

[বিজয় সরল—'সরল হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়']

"বিজয় বেশ সরল—খুব উদার সরল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"বিজয় কাল অধর সেনের বাড়ীতে গিছ্‌লো। তা যেন আপনার বাড়ী—সবাই যেন আপনার।

"বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

"অমূল্যধন পাবি রে মন হলে খাঁটি!

"মাটি পাট করা না হ'লে হাঁড়ী তৈয়ার হয় না। ভিতরে বালি ঢিল থাক্‌লে হাঁড়ী ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটি পাট করে।

"আরশিতে ময়লা পড়ে থাক্‌লে মুখ দেখা যায় না। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে স্বস্বরূপ দর্শন হয় না।

"দ্যাখো না, যেখানে অবতার, সেইখানেই সরল। নন্দঘোষ, দশরথ বসুদেব—এ'রা সব সরল।

"বেদান্তে বলে শুদ্ধবুদ্ধি না হ'লে ঈশ্বরকে জান্‌তে ইচ্ছা হয় না। **শেষ জন্ম বা অনেক তপস্যা না থাক্‌লে উদার সরল হয় না।"**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের বালকের অবস্থা

ঠাকুরের পা একটু ফুলো ফুলো বোধ হওয়াতে তিনি বালকের ন্যায় চিন্তিত আছেন।

সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রিয় মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—কাল নারা'ণকে বল্লাম, তোর পা টিপে দেখ দেখি, ডোব হয় কি না। সে টিপে দেখলে—ডোব হল;—তখন বাঁচলুম—(মুখুয্যের প্রতি) তুমি একবার তোমার পা টিপে দ্যাখো তো; ডোব হয়েছে?

মুখুয্যে—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আঃ! বাঁচলুম।

মণি মল্লিক—কেন? আপনি স্রোতের জলে নাইবেন। সোরা ফোরা কেন খাওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, তোমাদের রক্তের জোর আছে,—তোমাদের আলাদা কথা!

"আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছে।

"ঘাস বনে একদিন কি কামড়ালে। আমি শুনেছিলাম, সাপে যদি আবার কামড়ায়, তা হলে বিষ তুলে লয়। তাই গর্তে হাত দিয়ে রইলাম। একজন এসে বল্লে—ও কি কচ্ছেন?—সাপ যদি সেইখানটা আবার কামড়ায়, তা হলে হয়। অন্য জায়গায় কামড়ালে হয় না।

"শরতের হিম ভাল, শুনেছিলাম—কলকাতা থেকে গাড়ী ক'রে আসবার সময় মাথা বার করে হিম লাগাতে লাগ্‌লাম। (সকলের হাস্য)।

(সিঁতির মহেন্দ্রের প্রতি)—"তোমাদের সিঁতির সেই পন্ডিতটি বেশ। বেদান্তবাগীশ। আমায় মানে। যখন বল্লাম, তুমি অনেক পড়েছ; কিন্তু 'আমি অমুক পন্ডিত' এ অভিমান ত্যাগ করো, তখন তার খুব আহ্লাদ।

"তার সঙ্গে বেদান্তের কথা হলো।

[মাষ্টারকে শিক্ষা—শুদ্ধ-আত্মা, অবিদ্যা; ব্রহ্মমায়া—বেদান্তের বিচার]

(মাষ্টারের প্রতি)—"যিনি শুদ্ধ-আত্মা, তিনি নির্লিপ্ত। তাঁতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতরে তিন গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যিনি শুদ্ধ-আত্মা তাঁতে এই তিন গুণ রয়েছে, অথচ তিনি নির্লিপ্ত। আগুনে যদি নীল বড়ি ফেলে দাও, নীল শিখা দেখা যায়; রাঙ্গা বড়ি ফেলে দাও, লাল শিখা দেখা যায়। কিন্তু আগুনের আপনার কোন রং নাই।

"জলে নীল রং ফেলে দাও, নীল জল হবে। আবার ফট্‌কিরি ফেলে দিলে সেই জলেরই রং।

"মাংসের ভাঁড় ল'য়ে যাচ্ছে চণ্ডাল—সে শঙ্করকে ছুঁয়েছিল। শঙ্কর যেই বলেছেন, আমায় ছুঁলি!—চণ্ডাল বল্লে, ঠাকুর, আমিও তোমায় ছুঁই নাই,—তুমিও আমায় ছোঁও নাই! তুমি শুদ্ধ-আত্মা—নির্লিপ্ত।

"জড় ভরতও ঐ সকল কথা রাজা রহূগণকে বলেছিল।

"শুদ্ধ-আত্মা নির্লিপ্ত। আর শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাকলে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না।

"যিনি শুদ্ধ-আত্মা তিনিই **মহাকারণ**—কারণের কারণ। **স্থূল সূক্ষ্ম**, কারণ, মহা-কারণ। পঞ্চভূত স্থূল। মন বুদ্ধি অহঙ্কার, সূক্ষ্ম। প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি সকলের কারণ। ব্রহ্ম বা শুদ্ধ-আত্মা কারণের কারণ।

"এই শুদ্ধ-আত্মাই আমাদের স্বরূপ।

"জ্ঞান কাকে বলে? **এই** স্ব-স্বরূপকে জানা আর তাঁতে মন রাখা! **এই** শুদ্ধ-আত্মাকে জানা।

[কর্ম্ম কত দিন?]

"কর্ম্ম কত দিন?—যতদিন দেহ-অভিমান থাকে; অর্থাৎ দেহই আমি এই বুদ্ধি থাকে। গীতায় ঐ কথা আছে।*

"দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান।

(শিবপুরের ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি)—"আপনি কি ব্রাহ্ম?"

ব্রাহ্ম ভক্ত—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমি নিরাকার সাধকের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারি। আপনি একটু ডুব দিবেন। উপরে ভাসলে রত্ন পাওয়া যায় না। আমি সাকার নিরাকার সব মানি।

[মারোয়াড়ী ভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবাত্মা—চিত্ত]

বড়বাজারের মারোয়াড়ী ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের সুখ্যাতি করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আহা! এরা যে ভক্ত। সকলে ঠাকুরের কাছে

---

* ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

যাওয়া—স্তর করা—প্রসাদ পাওয়া! এবার যাঁকে পুরোহিত রেখেছেন, সেটি ভাগবতের পণ্ডিত।

মারোয়াড়ী ভক্ত—'আমি তোমার দাস' যে বলে সে আমিটা কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—লিঙ্গশরীর বা জীবাত্মা। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চারিটি জড়িয়ে লিঙ্গশরীর।

মারোয়াড়ী ভক্ত—জীবাত্মাটি কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অষ্টপাশ-জড়িত আত্মা। আর চিত্ত কাকে বলে? যে ওহো! করে উঠে।

[মারোয়াড়ী—মৃত্যুর পর কি হয়? মায়া কি? 'গীতার মত']

মারোয়াড়ী ভক্ত—মহারাজ, মরলে কি হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাব্‌বে, তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য সাধন করা চাই। রাতদিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে।

মারোয়াড়ী ভক্ত—আচ্ছা, মহারাজ বিষয়ে বৈরাগ্য হয় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**এরই নাম মায়া**। মায়াতে সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ বোধ হয়।

"সৎ অর্থাৎ যিনি নিত্য,—পরব্রহ্ম। অসৎ—সংসার অনিত্য।"

মারোয়াড়ী ভক্ত—শাস্ত্র পড়ি, কিন্তু ধারণা হয় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—পড়লে কি হবে? সাধনা—তপস্যা চাই। তাঁকে ডাকো। 'সিদ্ধি সিদ্ধি' বল্লে কি হবে. কিছু খেতে হয়।

"এই সংসার কাঁটা গাছের মত। হাত দিলে রক্ত বেরোয়। যদি কাঁটা গাছ এনে, বসে বসে বল, ঐ গাছ পুড়ে গেল, তা কি অমনি পুড়ে যাবে? জ্ঞানাগ্নি আহরণ কর। সেই আগুন লাগিয়ে দাও, তবে ত পুড়বে!

"সাধনের অবস্থায় একটু খাটতে হয়, তারপর সোজা পথ। ব্যাঁক কাটিয়ে অনুকূল বায়ুতে নৌকা ছেড়ে দাও।

[আগে মায়ার সংসার ত্যাগ, তারপর জ্ঞানলাভ—ঈশ্বরলাভ]

"যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতর আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে; ততক্ষণ জ্ঞান-সূর্য কাজ করে না। মায়াঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দাঁড়ালে (কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের পর) তবে জ্ঞানসূর্য অবিদ্যা নাশ করে। ঘরের ভিতরে আনলে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে, রোদটি কাচে পড়ে,—তখন কাগজ পুড়ে যায়।

"আবার মেঘ থাক্‌লে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। মেঘটি সরে গেলে তবে হয়।

"কামিনীকাঞ্চন ঘর থেকে একটু সরে দাঁড়ালে—সরে দাঁড়িয়ে একটু সাধনা-তপস্যা করলে—তবেই মনের অন্ধকার নাশ হয়—অবিদ্যা অহংকার মেঘ পুড়ে যায়—জ্ঞান লাভ হয়?

"আবার কামিনী-কাঞ্চনই মেঘ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা—লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার টাকা দিবার কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের অচৈতন্য হওয়া—সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম

শ্রীরামকৃষ্ণ (মারোয়াড়ীর প্রতি)—ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কামিনী-কাঞ্চনের সংস্রব লেশমাত্রও থাকবে না। টাকা নিজের হাতে তো লবে না,—আবার কাছেও রাখতে দেবে না।

"লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী, বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আসতো। বিছানা ময়লা দেখে বল্লে, আমি দশ হাজার টাকা লিখে দোব, তার সুদে তোমার সেবা চলবে।

"যাই ও কথা বল্লে অমনি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম!

"চৈতন্য হবার পর তাকে বল্লাম, তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বলো, তা হ'লে এখানে আর এসো না। **আমার টাকা ছোঁবার জো নাই, কাছেও রাখবার জো নাই।**

"সে ভারী সূক্ষ্মবুদ্ধি,—বল্লে, 'তা হ'লে এখনও আপনার ত্যাজ্য, গ্রাহ্য আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই।'

"আমি বল্লাম, আমার বাপু, এতদূর হয় নাই! (সকলের হাস্য)।

"লক্ষ্মীনারায়ণ তখন হৃদের কাছে দিতে চাইলে, আমি বল্লাম, 'তা হলে "আমায় বলতে হবে 'একে দে, ওকে দে'; না দিলে রাগ হবে! টাকা কাছে থাকাই খারাপ! সে সব হবে না!

"আরশির কাছে জিনিস থাক্‌লে প্রতিবিম্ব হবে না?"

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুক্তিতত্ত্ব—'কলিতে বেদমত নয়, পুরাণমত']

মারোয়াড়ী ভক্ত—মহারাজ, গঙ্গায় শরীর ত্যাগ করলে তবে মুক্তি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞান হলেই মুক্তি। যেখানেই থাকো—ভাগাড়েই মৃত্যু হোক, আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক্ জ্ঞানীর মুক্তি হবে।

"তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর।"

মারোয়াড়ী ভক্ত—মহারাজ, কাশীতে মুক্তি হয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাশীতে মৃত্যু হলে শিব সাক্ষাৎকার হন।—হ'য়ে বলেন,

'আমার এই যে সাকার রূপ এ মাইক রূপ—ভক্তের জন্য এই রূপ ধারণ করি,—এই দ্যাখ্, অখন্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যাই! এই বলে সে রূপ অন্তর্ধান হয়!

"পুরাণমতে চন্ডালেরও যদি ভক্তি হয়, তার মুক্তি হবে। এ মতে নাম করলেই হয়। যাগ-যজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্র—এসব দরকার নাই।

"বেদমত আলাদা। ব্রাহ্মণ না হ'লে মুক্তি হয় না। আবার ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ-যজ্ঞ, মন্ত্র-তন্ত্র—সব বিধি অনুসারে করতে হবে।

[কর্মযোগ বড় কঠিন—কলিতে ভক্তিযোগ]

"কলিকালে বেদোক্ত কর্ম করবার সময় কই?

"তাই কলিতে নারদীয় ভক্তি।

"কর্মযোগ বড় কঠিন। নিষ্কাম না করতে পারলে বন্ধনের কারণ হয়। তাতে আবার অন্নগত প্রাণ—সব কর্ম বিধি অনুসারে করবার সময় নাই। দশমূল পাঁচন খেতে গেলে রোগীর এদিকে হ'য়ে যায়। তাই ফিভার মিক্শ্চার।

"নারদীয় ভক্তি—তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করা।

"কলিতে কর্মযোগ ঠিক নয়,—ভক্তিযোগই ঠিক।

"সংসারে কর্ম যতদিন ভোগ আছে করো। কিন্তু ভক্তি অনুরাগ চাই। তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করলে কর্মক্ষয় হবে।

"কর্ম চিরকাল করতে হয় না। তাঁতে যত শুদ্ধা ভক্তি-ভালবাসা হবে, ততই কর্ম কমবে। তাঁকে লাভ করলে কর্মত্যাগ হয়। গৃহস্থের বউ-এর পেটে ছেলে হ'লে শ্বাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়। সন্তান হ'লে আর কর্ম করতে হয় না।"

[সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম! সংস্কার থাকলে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা হয়]

দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে কতকগুলি ছোকরা আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। বেলা ৪টা হইবে।

দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী ছোকরা—মহাশয়, জ্ঞান কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বর সৎ, আর সমস্ত অসৎ; এইটি জানার নাম জ্ঞান।

"যিনি **সৎ** তাঁর একটি নাম **ব্রহ্ম**, আর একটি নাম **কাল (মহাকাল)**। তাই বলে 'কালে কত গেল—কত হলো রে ভাই!'

"**কালী** যিনি কালের সহিত রমণ করেন। আদ্যাশক্তি। **কাল ও কালী,—** ব্রহ্ম ও শক্তি—অভেদ।

"সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য—তিন কালেই আছেন—আদি অন্তরহিত।

তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। হন্দ বলা যায়,—তিনি চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

"জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য! জগৎ ভেল্কীস্বরূপ। বাজীকরই সত্য। বাজীকরের ভেল্কি অনিত্য।"

ছোক্‌রা—জগৎ যদি মায়া—ভেল্কি—এ মায়া যায় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংস্কার-দোষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়।

"সংস্কারের কত ক্ষমতা শোন। একজন রাজার ছেলে পূর্বজন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। রাজার ছেলে হ'য়ে যখন খেলা করছে, তখন সমবয়সীদের বলছে, ওসব খেলা থাক! আমি উপুড় হয়ে শুই, আর তোরা আমার পিঠে হুস্ হুস্ করে কাপড় কাচ্।

[সংস্কারবান গোবিন্দ পাল, গোপাল সেন, নিরঞ্জন, হীরানন্দ—পূর্বকথা—
গোবিন্দ, গোপাল ও ঠাকুরদের ছেলেদের আগমন—১৮৬৩-৬৪]

"এখানে অনেক ছোকরা আসে,—কিন্তু কেউ কেউ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। তারা সংস্কার নিয়ে এসেছে।

"সে সব ছোকরা বিবাহের কথায় অ্যাঁ-অ্যাঁ করে! বিবাহের কথা মনেই করে না! নিরঞ্জন ছেলেবেলা থেকে বলে, বিয়ে করব না।

"অনেক দিন হলো (কুড়ি বছরের অধিক) বরাহনগর থেকে দুটি ছোকরা আসত। একজনের নাম গোবিন্দ পাল আর একজনের নাম গোপাল সেন। তাদের ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরেতে মন। বিবাহের কথায় ভয়ে আকুল হতো। গোপালের ভাবসমাধি হতো! বিষয়ী দেখলে কুণ্ঠিত হতো; যেমন ইন্দুর বিড়াল দেখে কুণ্ঠিত হয়। যখন ঠাকুরদের (Tagore) ছেলেরা ঐ বাগানে বেড়াতে এসেছিল, তখন কুঠির ঘরের দ্বার বন্ধ করলে, পাছে তাদের সঙ্গে কথা কইতে হয়।

"গোপালের পঞ্চবটীতলায় ভাব হয়েছিল। ভাবে আমার পায়ে হাত দিয়ে বলে, 'আমি তবে যাই। আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না—আপনার এখন অনেক দেরী—আমি যাই।' আমিও ভাবাবস্থায় বল্লাম—'আবার আসবে'; সে বল্লে—'আচ্ছা, আবার আসবো।'

"কিছুদিন পরে গোবিন্দ এসে দেখা কর্‌লে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গোপাল কই? সে বল্লে, গোপাল (শরীর ত্যাগ করে) চ'লে গেছে।

"অন্য ছোক্‌রারা কি ক'রে বেড়াচ্ছে!—কিসে টাকা হয়—বাড়ী—গাড়ী—পোষাক, তারপর বিবাহ—এইজন্য ব্যস্ত হ'য়ে বেড়ায়। বিবাহ করবে,—আগে কেমন মেয়ে খোঁজ নেয়। আবার সুন্দর কি না, নিজে দেখতে যায়!

“একজন আমায় বড় নিন্দে করে। কেবল বলে, ছোকরাদের ভালবাসি। যাদের সংস্কার আছে—শুদ্ধ আত্মা, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল,—টাকা, শরীরের সুখ এ সবের দিকে মন নাই—তাদেরই আমি ভালবাসি।

“যারা বিয়ে করেছে, যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তা হলে সংসারে আসক্ত হবে না। হীরানন্দ বিয়ে করেছে। তা হোক, সে বেশী আসক্ত হবে না।”

হীরানন্দ সিন্ধুদেশবাসী, বি-এ পাস, ব্রাহ্মভক্ত।*

মণিলাল, শিবপুরের ব্রাহ্মভক্ত, মারোয়াড়ী ভক্তেরা ও ছোকরারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কর্মত্যাগ কখন? ভক্তের নিকট ঠাকুরের অঙ্গীকার

সন্ধ্যা হইল। দক্ষিণের বারান্দা ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাস আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইল।

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মার নাম করিতেছেন ও মার চিন্তা করিতেছেন। ঘরে মাষ্টার, শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুয্যে, তাঁহার আত্মীয় হরি মেজেতে বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ ধ্যান চিন্তার পরে ঠাকুর আবার ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। এখনও ঠাকুরবাড়ীর আরতির দেরী আছে।

[বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ—ওঁকার ও সমাধি—‘তত্ত্বমসি’—ওঁ তৎ সৎ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করছে, তার সন্ধ্যার কি দরকার!

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা-সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভূ সন্ধি নাহি পায়॥
দয়া ব্রত, দান আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনেরই যাগ-যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়॥

“সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।

“একবার ওঁ বল্লে যখন সমাধি হয় তখন পাকা।

“হৃষীকেশে একজন সাধু সকালবেলায় উঠে ভারী একটা ঝরণা তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত দিন সেই ঝরণা দ্যাখে আর ঈশ্বরকে বলে—‘বাঃ বেশ

* দ্বিতীয় ভাগ—সপ্তবিংশতি খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

করেছ! বাঃ বেশ করেছ! কি আশ্চর্য!' তার অন্য জপ-তপ নাই। আবার রাত্রি হ'লে কুটীরে ফিরে যায়।

"তিনি নিরাকার কি সাকার সে-সব কথা ভাববারই বা কি দরকার? নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বল্লেই হয়—হে ঈশ্বর, তুমি যে কেমন, তাই আমায় দেখা দাও!

"তিনি অন্তরে-বাহিরে আছেন।

"অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদে বলে **'তত্ত্বমসি'**। (সেই তুমি)। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে, নানা রূপ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন।

"তাই সব নাম রূপ বর্ণনা করবার আগে, বলতে হয় ওঁ **তৎ সৎ**।

"দর্শন করলে এক রকম, শাস্ত্র পড়ে আর এক রকম। শাস্ত্রে আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন প্রয়োজন নাই। **তার চেয়ে নির্জনে তাঁকে ডাকা ভাল।**

"গীতা সমস্ত না পড়লেও হয়। দশবার গীতা গীতা বল্লে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগী'। **হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনা কর—এই গীতার সার কথা।**

[শ্রীরামকৃষ্ণের 'ভবতারিণীর আরতি দর্শন ও ভাবাবেশ]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে মা কালীর আরতি দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। আর ঠাকুরপ্রতিমা সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে পারিতেছেন না।

অতি সন্তর্পণে ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এখনও ভাবাবিষ্ট। ভাবাবস্থায় কথা কহিতেছেন।

মুখুয্যের আত্মীয় হরির বয়ঃক্রম আঠার-কুড়ি হইবে। তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। আপাততঃ মুখুয্যেদের বাড়ীতেই থাকেন—কর্ম কাজ করিবেন। ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মন্ত্রগ্রহণ—ভক্তের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গীকার]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবেশে, হরির প্রতি)—তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে মন্ত্র নিও। (শ্রীযুক্ত প্রিয়কে) এঁকে (হরি) বলেও দিতে পারলাম না, মন্ত্র ত দিই না।

"তুমি যা ধ্যান-জপ কর তাই কোরো।"

প্রিয়—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর আমি এই অবস্থায় বলছি—কথায় বিশ্বাস কোরো। দ্যাখো, এখানে ঢং-ফং নাই।

"আমি ভাবে বলেছি,—মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে; তারা যেন সিদ্ধ হয়।"

সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ বারান্দায় বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল হাজরা প্রভৃতির সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন—'মহিন্দর!' 'মহিন্দর!'

মাষ্টার তাড়াতাড়ি গিয়া কবিরাজকে ডাকিয়া আনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিরাজের প্রতি)—বোসো না—একটু শোনো।

কবিরাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া উপবেশন করিলেন ও ঠাকুরের অমৃতোপম কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

[নানা ছাঁদে সেবা—বলরামের ভাব—গৌরাঙ্গের তিন অবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—তাঁকে নানা ছাঁদে সেবা করা যায়।

"প্রেমিক ভক্ত তাঁকে নানারূপে সম্ভোগ করে। কখনও মনে করে 'তুমি পদ্ম, আমি অলি'। কখনও 'তুমি সচ্চিদানন্দ, আমি মীন!'

"প্রেমিক ভক্ত আবার ভাবে 'আমি তোমার নৃত্যকী!'—আর তাঁর সম্মুখে নৃত্যগীত করে। কখনও সখীভাব বা দাসীভাব। কখনও তাঁর উপর বাৎসল্য-ভাব—যেমন যশোদার। কখনও বা পতিভাব—মধুর ভাব—যেমন গোপীদের।

"বলরাম কখনও সখার ভাবে থাকতেন ,কখনও বা মনে করতেন, আমি কৃষ্ণের ছাতা বা আসন হয়েছি। সব রকমে তাঁর সেবা করতেন।"

ঠাকুর প্রেমিক ভক্তের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা বলিতেছেন? আবার চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিত করিয়া বুঝি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা ছিল। অন্তর্দশায় সমাধিস্থ—বাহ্যশূন্য। অর্ধবাহ্য দশায় আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করতে পারতেন, কিন্তু কথা কইতে পারতেন না। বাহ্যদশায় সংকীর্ত্তন।

(ভক্তদের প্রতি)—"তোমরা এই সব কথা শুনছো—ধারণার চেষ্টা করবে। বিষয়ীরা সাধুর কাছে যখন আসে তখন বিষয় কথা, বিষয় চিন্তা, একেবারে লুকিয়ে রেখে দেয়। তারপর চলে গেলে সেইগুলি বার করে। পায়রা মটর খেলে; মনে হলো যে ওর হজম হয়ে গেল। কিন্তু গলার ভিতর সব রেখে দেয়। গলায় মটর গিড়-গিড় করে।

[সন্ধ্যাকালীন উপাসনা—শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুসলমান ধর্ম—জপ ও ধ্যান]

"সব কাজ ফেলে সন্ধ্যার সময় তোমরা তাঁকে ডাকবে।

"অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে; সব এই দেখা যাচ্ছিল!—কে এমন করলে! মোসলমানেরা দ্যাখো সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে নমাজটি পড়বে।"

মুখুয্যে—আজ্ঞা, জপ করা ভাল?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, জপ থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। তারপর দর্শন।

"যেমন জলের ভিতর ডুবানো বাহাদুরী কাঠ আছে—তীরেতে শিকল দিয়ে বাঁধা; সেই শিকলের এক এক পাপ ধরে ধরে গেলে, শেষে বাহাদুরী কাঠকে স্পর্শ করা যায়।

"পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল।

হাজরা আসিয়া বসিয়াছেন।

[রাগ ভক্তি, মালাজপা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—নারাণ]

(হাজরাকে)—"তাঁর উপর ভালবাসা যদি আসে তার নাম **রাগভক্তি**। বৈধী-ভক্তি আসতেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ। রাগ ভক্তি স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের মত। তার জড় খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বয়ম্ভু লিঙ্গের জড় কাশী পর্যন্ত। রাগ ভক্তি, অবতার আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের হয়।"

হাজরা—আহা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি যখন জপ একদিন কচ্ছিলে—বাহ্যে থেকে এসে—বল্লাম, মা একি হীনবুদ্ধি, এখানে এসে মালা নিয়ে জপ কচ্ছে!—**যে এখানে আসবে তার একেবারে চৈতন্য হবে।** তার মালা জপা অতো করতে হবে না। • তুমি কলকাতায় যাও না—দেখবে হাজার হাজার মালা জপ করছে—খান্‌কি পর্যন্ত!

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—"তুমি নারাণকে গাড়ী করে এনো। এঁকে (মুখুয্যেকে) ও বলে রাখলুম—নারাণের কথা। সে এলে কিছু খাওয়াবো। ওদের খাওয়ানোর অনেক মানে আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলুটোলায় শ্রীযুক্ত নবীন সেনের বাটীতে ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে

আজ শনিবার কোজাগর পূর্ণিমা। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীন সেনের কলুটোলার বাটীতে ঠাকুর আসিয়াছেন। ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ; ১৯শে আশ্বিন, ১২৯১ সাল।

গত বৃহস্পতিবারে কেশবের মা ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক করিয়া যাইতে বলিয়া গিয়াছেন।

বাহিরের উপরের ঘরে গিয়া ঠাকুর বসিলেন। নন্দলাল প্রভৃতি কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, কেশবের মাতা ও তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণ ঠাকুরকে খুব যত্ন করিতেছেন। উপরের ঘরেই সংকীর্ত্তন হইল। কলুটোলার সেনেদের অনেক মেয়েরাও আসিয়াছেন।

ঠাকুরের সঙ্গে বাবুরাম, কিশোরী, আর দু-একটি ভক্ত। মাষ্টারও আসিয়াছেন। তিনি নীচে বসিয়া ঠাকুরের মধুর সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন।

ঠাকুর ব্রাহ্ম ভক্তদের বলিতেছেন,—সংসার অনিত্য; আর সর্বদা মৃত্যু স্মরণ করা উচিত। ঠাকুর গান গাইতেছেন—

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুল না দক্ষিণে কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥
দিন দুই তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে।
সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে॥

ঠাকুর বলিতেছেন—ডুব দাও—উপরে ভাসলে কি হবে? দিন কতক নির্জনে, সব ছেড়ে, ষোল আনা মন দিয়ে, তাঁকে ডাকো।

ঠাকুর গান গাইতেছেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতী জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের, 'তুমি **সর্বস্ব আমার**।' এই গানটি গাইতে বলিতেছেন।

তুমি সর্বস্ব আমার (হে নাথ) প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে, কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার॥

ঠাকুর নিজে গাইতেছেন;—

যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি।
সেরূপ লুকালে কোথা করালবদনী॥
(একবার নাচ গো শ্যামা) (অসি ফেলে বাঁশী ল'য়ে)
(মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা লয়ে) (তোর শিব বলরাম হোক)
(তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ গো শ্যামা)
(যেরূপে ব্রজমাঝে নেচেছিলি)
(একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণু)
(যে বেণু রবে গোপীর মন ভুলিত)
(যে বেণুরবে ধেনু ফিরাতিস্)
(যে বেণুরবে যমুনা উজান বয়)।
গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হতো,
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর নবনী;
এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী।
শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গে, গো মা,
আবার তাথৈয়া তাথৈয়া, তাতা থৈয়া থৈয়া, বাজত নূপুরধ্বনি;
শুনতে পেয়ে আস্‌ত ধেয়ে যত ব্রজের রমণী (গো মা!)।

এই গান শুনিয়া কেশব ঐ সুরের একটি গান বাঁধাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতালি সংযোগে সেই গান গাইতেছেন—

কত ভালবাস গো মা মানব সন্তানে,
মনে হলে প্রেমধারা বহে দু নয়নে।

তাঁহারা আবার মার নাম করিতেছেন—

(১)—অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তর যামিনী,
কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী।
(২)—কেন রে মন ভাবিস এত, দীন হীন কাঙ্গালের মত,
আমার মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী ক্ষেমঙ্করী।

ঠাকুর এইবার হরিনাম ও শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিতেছেন ও ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত নাচিতেছেন।

(১)—মধুর হরিনাম নসে রে, জীব যদি সুখে থাকবি।
(২)—গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
হুঙ্কারে পাষণ্ড দলন এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥

(৩)—ব্রজে যাই কাঙ্গালবেশে কৌপিন দাও হে ভারতী।

(৪)—গৌর নিতাই তোমরা দুভাই, পরম দয়াল হে প্রভু।

(৫)—হরি বলে আমার গৌর নাচে।

(৬)—কে হরিবোল হরিবোল বলিয়ে যায়। যারে মাধাই জেনে আয়। (আমার গৌর যায় কি নিতাই যায় রে) (যাদের সোণার নূপুর রাঙ্গা পায়) (যাদের নেড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথা রে,) (যেন দেখি পাগলের প্রায়)।

ব্রাহ্মভক্তেরা আবার গাইতেছেন,—

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বল্‌বো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার॥

ঠাকুর উচ্চ সংকীর্ত্তন করিয়া গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন—

(১)—যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে,
তারা, তারা দুভাই এসেছে রে!

(যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা) (যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়)।

(২)—নদে টলমল টলমল করে ঐ গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে।

ঠাকুর মার নাম করিতেছেন—

গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ কোরো না।

ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁহাদের দুইটি গান গাহিতেছেন।

(১)—আমায় দে মা পাগল করে।

(২)—চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে।

দ্বাবিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে—বাবুরাম, মাষ্টার, নীলকণ্ঠ, মনোমোহন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাজরা মহাশয়—অহেতুকী ভক্তি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে মধ্যাহ্নসেবার পর নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। কাছে মেজেতে মাষ্টার, হাজরা, বড় কালী, বাবুরাম, রামলাল, মুখুয্যেদের হরি প্রভৃতি—কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত কেশবের মাতাঠাকুরাণীর নিমন্ত্রণে গতকল্য তাঁহাদের কলুটোলার বাড়ীতে গিয়া ঠাকুর খুব কীর্ত্তনানন্দ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—আমি কাল কেশব সেনের এ বাটীতে (নবীন সেনের বাটীতে) বেশ খেলুম—বেশ ভক্তি ক'রে দিলে।

[হাজরা মহাশয় ও তত্ত্বজ্ঞান—হাজরা ও তর্কবুদ্ধি]

হাজরা মহাশয় অনেক দিন ঠাকুরের কাছে রহিয়াছেন। 'আমি জ্ঞানী' এই বলিয়া তাহার একটু অভিমান আছে। লোকজনের কাছে ঠাকুরের একটু নিন্দা করাও হয়। এদিকে বারান্দাতে নিজের আসনে বসিয়া একমন হইয়া মালা জপও করেন। চৈতন্যদেবকে 'হালের অবতার' বলিয়া সামান্য জ্ঞান করেন। বলেন, 'ঈশ্বর যে শুদ্ধ ভক্তি দেন, তা নয়; তাঁহার ঐশ্বর্যের অভাব নাই,—তিনি ঐশ্বর্যও দেন। তাঁকে লাভ করলে অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি শক্তিও হয়। বাড়ীর দরুন কিছু দেনা আছে—প্রায় হাজার টাকা। সেগুলির জন্য তিনি ভাবিত আছেন।

বড় কালী অফিসে কর্ম করেন। সামান্য বেতন। ঘরে পরিবার ছেলেপুলে আছে। পরমহংসদেবের উপর খুব ভক্তি; মাঝে মাঝে অফিস কামাই করিয়াও তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন।

বড় কালী (হাজরার প্রতি)—তুমি যে কষ্টি পাথর হয়ে, কে ভাল সোণা কে মন্দ সোণা, পরখ্ করে করে বেড়াও—**পরের নিন্দা অতো করো কেন?**

হাজরা—যা বল্‌তে হয়, ওঁর কাছেই বলছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বটে।

হাজরা তত্ত্বজ্ঞান মানে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

হাজরা—তত্ত্বজ্ঞান মানে কি—না চব্বিশ তত্ত্ব আছে, এইটি জানা।

একজন ভক্ত—চব্বিশ তত্ত্ব কি কি?

হাজরা—পঞ্চভূত, ছয় রিপু, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়—পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয়; এই সব।

মাষ্টার (ঠাকুরকে, সহাস্যে)—ইনি বলছেন, ছয় রিপু চব্বিশ তত্ত্বের ভিতরে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ঐ দ্যাখো না। তত্ত্বজ্ঞানের নামে কি করছে আবার দ্যাখো। **তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান!** তৎ মানে পরমাত্মা, ত্বং মানে জীবাত্মা। জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান হ'লে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

হাজরা কিয়ৎক্ষণ পরে ঘর হইতে বারান্দায় গিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতিকে)—ও কেবল তর্ক করে। এই একবার বেশ বুঝে গেল—আবার খানিক পরে যেমন তেমনি।

"বড় মাছ জোর করছে দেখে আমি সুতো ছেড়ে দিই। তা না হ'লে সুতো ছিঁড়ে ফেল্‌বে, আর যে ধরেছে, সে শুদ্ধ জলে পড়বে। আমি তাই আর কিছু বলি না।

[হাজরা ও মুক্তি ও ষড়ৈশ্বর্য—মলিন ও অহৈতুকী ভক্তি]

(মাষ্টারকে)—"হাজরা বলে, 'ব্রাহ্মণ শরীর না হ'লে মুক্তি হয় না।' আমি বল্লাম, সে কি! ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হবে। শবরী ব্যাধের মেয়ে, রুহিদাস যার খাবার সময় ঘণ্টা বাজতো—এরা সব শূদ্র। এদের ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হয়েছে! হাজরা বলে, তবু!

"ধ্রুবকে ল্যায়। প্রহ্লাদকে যত ল্যায়, ধ্রুবকে তত না। নটো বল্লে, 'ধ্রুবের ছেলেবেলা থেকে অতো অনুরাগ'—তখন আবার চুপ করে।

"আমি বলি, কামনাশূন্য ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি—এর বাড়া আর কিছুই নাই। ও কথা সে কাটিয়ে দেয়। যারা কিছু চাইবে, তারা এলে, বড়মানুষরা ব্যাজার হয়—বিরক্ত হয়ে বলে, 'ঐ আসছেন।' এলে পরে এক রকম স্বর করে বলে 'বসুন'!—যেন কত বিরক্ত। যারা কিছু চায়, তাদের এক গাড়াতে নিয়ে যায় না।

"হাজরা বলে, তিনি এ সব ধনীদের মত নয়। তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব যে দিতে কষ্ট হবে?

"হাজরা আরও বলে—'আকাশের জল যখন পড়ে তখন গঙ্গা আর সব বড় বড় নদী, বড় বড় পুকুর, এ সব বেড়ে যায়; আবার ডোবাটোবাগুলোও পরিপূর্ণ হয়। তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞান ভক্তিও দেন,—আবার টাকাকড়িও দেন।'

"কিন্তু একে মলিন ভক্তি বলে। শুদ্ধাভক্তিতে কোন কামনা থাকবে না। তুমি এখানে কিছু চাও না, কিন্তু (আমাকে) দেখতে আর (আমার) কথা শুনতে ভালবাস;—তোমার দিকেও আমার মন পড়ে থাকে।—কেমন আছে—কেন আসে না—এই সব ভাবি।

"কিছু চাও না অথচ ভালবাস—এর নাম অহৈতুকী ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি। প্রহ্লাদের এটি ছিল; রাজ্য চায় না, ঐশ্বর্য চায় না, কেবল হরিকে চায়।"

মাষ্টার—হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র ফড়র ক'রে বকে। চুপ না করলে কিছু হচ্ছে না।

[হাজরার অহংকার ও লোকনিন্দা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক একবার বেশ কাছে এসে নরম হয়!—কি গ্রহ, আবার তর্ক করে। অহংকার যাওয়া বড় শক্ত। অশ্বথ গাছ এই কেটে দিলে আবার তারপর দিন ফেক্‌ড়ী বেরিয়েছে। যতক্ষণ তার শিকড় আছে ততক্ষণ আবার হবে।

"আমি হাজরাকে বলি, কারুকে নিন্দা কোরো না।

"নারায়ণই এই সব রূপ ধরে রয়েছেন। দুষ্ট খারাপ লোককেও পূজা করা যায়।

"দ্যাখো না কুমারীপূজা। একটা হাগে মোতে, নাক দিয়ে কফ পড়ছে, এমন মেয়েকে পূজা করা কেন? ভগবতীর একটি রূপ বলে।

"ভক্তের ভিতর তিনি বিশেষরূপে আছেন। ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকখানা।

"নাউ-এর খুব ডোল হলে তানপুরা ভাল হয়,—বেশ বাজে।

(সহাস্যে, রামলালের প্রতি)—"হ্যারে রামলাল হাজরা ওটা কি করে বলেছিল—অন্তস্ বহিস্ যদি হরিস্ (স-কার দিয়ে)? যেমন একজন বলেছিল মাতারং ভাতারং খাতারং অর্থাৎ মা ভাত খাচ্ছে।" (সকলের হাস্য)।

রামলাল (সহাস্যে)—অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এইটে তুমি অভ্যাস ক'রো, আমায় মাঝে মাঝে ব'লবে।

ঠাকুরের ঘরের রেকাবী হারাইয়াছে। রামলাল ও বৃন্দে ঝি রেকাবীর কথা বলিতেছেন—'সে রেকাবী কি আপনি জানেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ—কই এখন আর দেখতে পাই না। আগে ছিল বটে—দেখেছিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদ্বয় সঙ্গে—ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা

আজ পঞ্চবটীতে দুইটি সাধু অতিথি আসিয়াছেন। তাঁহারা গীতা বেদান্ত এ সব অধ্যয়ন করেন। মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুরকে আসিয়া দর্শন করিতেছেন। তিনি ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। সাধুরা প্রণাম করিয়া মেজেতে মাদুরের উপর আসিয়া বসিলেন। মাষ্টার প্রভৃতিও বসিয়া আছেন। ঠাকুর হিন্দিতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনাদের সেবা হয়েছে?
সাধুরা—জী, হাঁ।
শ্রীরামকৃষ্ণ—কি খেলেন?
সাধুরা—ডাল রুটী; আপনি খাবেন?

[সাধু ও নিষ্কাম কর্ম—ভক্তি কামনা—বেদান্ত—সংসারী ও 'সোঽহং']

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, আমি দুটি ভাত খাই। আচ্ছা জী, আপনারা যা জপ, ধ্যান করেন, তা নিষ্কাম করেন; না?

সাধু—জী, মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐ আচ্ছা হ্যায়, আর ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করতে হয়;—না? গীতাতে ঐরূপ আছে।

সাধু (অন্য সাধুর প্রতি)—

যৎ করোষি, যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যাসি, কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে একগুণ যা দেবে, সহস্র গুণ তাই পাবে। তাই সব কাজ করে জলের গণ্ডুষ অর্পণ—কৃষ্ণে ফল সমর্পণ।

"যুধিষ্ঠির যখন সব পাপ কৃষ্ণকে অর্পণ করতে যাচ্ছিল, তখন একজন (ভীম) সাবধান করলে, অমন কর্ম কোরো না—কৃষ্ণকে যা অর্পণ করবে, সহস্রগুণ তাই হবে!' আচ্ছা জী, নিষ্কাম হ'তে হয়—সব কামনা ত্যাগ করতে হয়?"

সাধু—জী, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কিন্তু ভক্তি কামনা আছে। ও মন্দ নয়, বরং ভালই হয়। মিষ্ট খারাপ জিনিস—অম্ল হয়, কিন্তু মিছরিতে বরং উপকার হয়। কেমন?

সাধু—জী, মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা জী, বেদান্ত কেমন?

সাধু—বেদান্তমে খট্ শাস্ত্র (ষড়দর্শন) হ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আমি আলাদা কিছু নই; আমি সেই ব্রহ্ম। কেমন?

সাধু—জী, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু যারা সংসারে আছে, আর যাদের দেহ বুদ্ধি আছে, তাদের সোঽহং এ ভাবটি ভাল নয়। সংসারীর পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ, বেদান্ত—ভাল নয়। বড় খারাপ।* সংসারীরা সেব্য সেবক ভাবে থাক্‌বে। 'হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য—প্রভু, আমি সেবক—আমি তোমার দাস।'

* "যাদের দেহবুদ্ধি আছে তাদের সোঽহং এ ভাব ভাল না।"

সকলেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আপনা আপনি একটু একটু হাসিতেছেন। আত্মারাম। আপনার আনন্দে আনন্দিত!

একজন সাধু অপরকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছেন—"আরে, দেখো দেখো! এস্‌কো পরমহংস অবস্থা বোল্‌তা হ্যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে, তাহার দিকে তাকাইয়া)—হাসি পাচ্ছে।

ঠাকুর বালকের ন্যায় আপনা আপনি ঈষৎ হাসিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'কামিনী'—সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম

[পূর্বকথা—শ্বশুরঘর যাবার সাধ—উলোর বামনদাসের সঙ্গে দেখা]

সাধুরা দর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর ও বাবুরাম, মাষ্টার, মুখুয্যেদের হরি প্রভৃতি ভক্তেরা ঘরে ও বারান্দায় বেড়াইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—নবীন সেনের ওখানে তুমি গিছ্‌লে?

মাষ্টার—আজ্ঞা, গিছ্‌লাম। নীচে বসে গান শুনেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ করেছো। তোমার ওরা গিছ্‌লো। কেশব সেন ওদের খুড়তাতো ভাই?

মাষ্টার—একটু তফাৎ আছে।

শ্রীযুক্ত নবীন সেনেরা একজন ভক্তের শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কীয় লোক।

মণির সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর নিভৃতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—লোকে শ্বশুরবাড়ী যায়। এতো ভেবেছিলুম; বিয়ে করবো, শ্বশুরঘর যাবো—সাধ আহ্লাদ করবো! কি হয়ে গেল!

মণি—আজ্ঞা, 'ছেলে যদি বাপকে ধরে, সে পড়তে পারে; বাপ যে ছেলেকে ধরেছেন সে আর পড়ে না।'—এই কথা আপনি বলেন। আপনারও ঠিক সেই অবস্থা। মা আপনাকে ধরে রয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—উলোর বামনদাসের সঙ্গে—বিশ্বাসদের বাড়ীতে—দেখা হলো। আমি বল্লাম, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। যখন চলে এলাম, শুনতে পেলাম, সে বলছে,—'বাবা, বাঘ যেমন মানুষকে ধরে, তেমনই ঈশ্বরী এঁকে ধরে রয়েছেন!' তখন সমর্থ বয়স—খুব মোটা। সর্বদাই ভাবে!

"আমি মেয়ে বড় ভয় করি। দেখি যেন বাঘিনী খেতে আসছে! আর অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ছিদ্র সব খুব বড় বড় দেখি! সব রাক্ষসীর মত দেখি।

"আগে ভারী ভয় ছিল! কারুকে কাছে আস্‌তে দিতাম না। এখন তবু অনেক করে মনকে বুঝিয়ে, মা আনন্দময়ীর এক একটি রূপ বলে দেখি।

"ভগবতীর অংশ। কিন্তু পুরুষের পক্ষে—সাধুর পক্ষে—ভক্তের পক্ষে—ত্যাজ্য।

"হাজার ভক্ত হলেও মেয়েমানুষকে বেশীক্ষণ কাছে বসতে দিই না। একটু পরে, হয় বলি, ঠাকুর দেখো গে যাও; তাতেও যদি না উঠে, তামাক খাবার নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি।

"দেখতে পাই, কারু কারু মেয়েমানুষের দিকে আদপে মন নাই। নিরঞ্জন বলে 'কই আমার মেয়েমানুষের দিকে মন নাই।'

[হরিবাবু, নিরঞ্জন, পাঁড়ে খোট্টা, জয়নারাণ]

"হরি (উপেন ডাক্তারের ভাই) কে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও বলে,—"না মেয়েমানুষের দিকে মন নাই।'

"যে মন ভগবানকে দিতে হবে, সে মনের বারো আনা মেয়েমানুষ নিয়ে ফেলে। তারপর তার ছেলে হ'লে প্রায় সব মনটাই খরচ হ'য়ে যায়। তা হলে ভগবানকে আর কি দেবে?

"আবার কারু কারু তাকে আগ্‌লাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। পাঁড়ে জমাদার খোট্টা বুড়ো—তার চৌদ্দ বছরের বৌ! বুড়োর সংগে তার থাকতে হয়! গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খুলে খুলে লোক দ্যাখে। এখন মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে।

"একজনের বৌ—কোথায় রাখে এখন ঠিক পাচ্ছে না। বাড়ীতে বড় গোল হয়েছিল। মহা ভাবিত। সে কথা আর কাজ নাই।

"আর মেয়েমানুষের সংগে থাকলেই তাদের বশ হ'য়ে যেতে হয়। সংসারীরা মেয়েদের কথায় উঠতে বল্লে উঠে, বসতে বল্লে বসে। সকলেই আপনার পরিবারের সুখ্যাতি করে।

"আমি এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম। রামলালের খুড়ীকে জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে, আর যাওয়া হলো না। খানিক পরে ভাবলুম—উঃ, আমি সংসার করি নাই, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাতেই এই!—সংসারীরা না জানি পরিবারদের কাছে কি রকম বশ!"

মণি—কামিনীকাঞ্চনের মাঝখানে থাকলেই একটু না একটু গায়ে আঁচ লাগবেই। আপনি বলেছিলেন, জয়নারাণ অতো পণ্ডিত—বুড়ো হয়েছিল—আপনি যখন গেলেন, বালিস টালিস শুকুতে দিচ্ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু পণ্ডিত বলে অহংকার ছিল না। আর যা বলেছিল, শেষে আইন মাফিক্ কাশীতে গিয়ে বাস হলো।

"ছেলেগুনো দেখলাম, বুট পায়ে দেওয়া ইংরাজী পড়া।

[ঠাকুরের প্রেমোন্মাদ প্রভৃতি নানা অবস্থা]

ঠাকুর মণিকে প্রশ্নচ্ছলে নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আগে খুব উন্মাদ ছিল, এখন কমলো কেন?—কিন্তু মাঝে মাঝে হয়।

মণি—আপনার একরকম অবস্থা তো নয়। যেমন বলেছিলেন, কখনও বালকবৎ—কখনও উন্মাদবৎ—কখনও জড়বৎ—কখনও পিশাচবৎ—এই সব অবস্থা মাঝে মাঝে হয়। আবার মাঝে মাঝে সহজ অবস্থাও হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, বালকবৎ। আবার ঐ সঙ্গে বাল্য, পৌগণ্ড, যুবা—এসব অবস্থা হয়। যখন জ্ঞান উপদেশ দেবে, তখন যুবার অবস্থা।

"আবার পৌগণ্ড অবস্থা। বারো তেরো বছরের ছোকরার মত ফচ্‌কিমি করতে ইচ্ছা হয়। তাই ছোকরাদের নিয়ে ফষ্টি নাস্টি হয়।

[নারাণের গুণ—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই সন্ন্যাসীর কঠিন সাধনা]

"আচ্ছা, নারা'ণ কেমন?"

মণি—আজ্ঞা, লক্ষণ সব ভাল আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নাউএর ডোলটা ভাল—তানপুরো বেশ বাজবে।

"সে আমায় বলে, আপনি সবই (অর্থাৎ অবতার)। যার যা ধারণা, সে তাই বলে। কেউ বলে, এমনি শুধু সাধু ভক্ত।

"যেটি বারণ করে দিয়েছি, সেটি বেশ ধারণা করে। পরদা গুটোতে বল্লাম তা গুটোলে না।

"গেরো দেওয়া, সেলাই করা, পরদা গুটোনো, দোর বাক্স চাবি দিয়ে বন্ধ করা, এসব বারণ করেছিলাম—তাই ঠিক ধারণা। যে ত্যাগ করবে, তার এই সব সাধন করতে হয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই সব সাধন।

"সাধনের অবস্থায় 'কমিনী' দাবানল স্বরূপ—কালসাপের স্বরূপ! সিদ্ধ অবস্থায় ভগবান দর্শনের পর—তবে মা আনন্দময়ী! তবে মার এক একটি রূপ বলে, দেখবে।

কয়েকদিন হইল, ঠাকুর নারা'ণকে কামিনী সম্বন্ধে অনেক সতর্ক করেছিলেন। বলেছিলেন—'মেয়েমানুষের গায়ের হাওয়া লাগাবে না; মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাকবে, পাছে তাদের হাওয়া গায় লাগে;—আর মা ছাড়া সকলের সঙ্গে আট হাত, নয় দু হাত, নয় অন্ততঃ এক হাত সর্বদা তফাৎ থাকবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—তার মা নারা'ণকে বলেছে, তাঁকে দেখে আমরাই মুগ্ধ হই, তুই ত ছেলেমানুষ! **আর সরল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।** নিরঞ্জন কেমন সরল!

মণি—আজ্ঞা, হাঁ।

[নিরঞ্জন, নরেন্দ্র কি সরল ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেদিন কলকাতা যাবার সময় গাড়ীতে দেখলে না? সব সময়েই এক ভাব—**সরল**। লোক ঘরের ভিতর এক রকম আবার বাড়ীর বাহিরে গেলে আর এক রকম হয়! নরেন্দ্র এখন (বাপের মৃত্যুর পর) সংসারের ভাবনায় পড়েছে। ওর একটু হিসাব বুদ্ধি আছে। সব ছোক্‌রা এদের মত কি হয়?

[শ্রীরামকৃষ্ণ নবীন নিয়োগীর বাড়ী—নীলকণ্ঠের যাত্রা]

"নীলকণ্ঠের যাত্রা আজ শুন্‌তে গিছ্‌লাম—দক্ষিণেশ্বরে। নবীন নিয়োগীর বাড়ী। সেখানকার ছোঁড়াগুনো বড় খারাপ। কেবল এর নিন্দা, ওর নিন্দা! ও রকম স্থলে ভাব সম্বরণ হয়ে যায়।

"সেবার যাত্রার সময় মধু ডাক্তারের চক্ষে ধারা দেখে, তার দিকে চেয়েছিলাম। আর কারু দিকে তাকাতে পার্‌লাম না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব ও ব্রাহ্মসমাজ—সমন্বয় উপদেশ

The Universal Catholic Church of Sree Ramkrishna

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আচ্ছা, লোক যে এত আকর্ষণ হ'য়ে আসে এখানে, তার মানে কি?

মণি—আমার ব্রজের লীলা মনে পড়ে। কৃষ্ণ যখন রাখাল আর বৎস হলেন, তখন রাখালদের উপর গোপীদের, আর বৎসদের উপর গাভীদের, বেশী আকর্ষণ হতে লাগ্‌লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে ঈশ্বরের আকর্ষণ। কি জান, মা এইরূপ ভেল্‌কি লাগিয়ে দেন, আর আকর্ষণ হয়।

"আচ্ছা, কেশব সেনের কাছে যত লোক যেতো, এখানে তো ততো আসে না। আর কেশব সেনকে কত লোক গণে মানে, বিলাতে পর্যন্ত জানে—কুইন (রাণী ভিক্টোরিয়া) কেশবের সঙ্গে কথা কয়েছে! গীতায় তো বলেছে, যাকে অনেকে গণে মানে, সেখানে ঈশ্বরের শক্তি। এখানে তো অত হয় না?

মণি—কেশব সেনের কাছে সংসারী লোক গিয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা বটে। ঐহিক লোক।

মণি—কেশব সেন যা করে গেলেন, তা কি থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, সংহিতা করে গেছে,—তাতে কত নিয়ম!

মণি—অবতার যখন নিজে কাজ করেন, তখন আলাদা কথা। যেমন চৈতন্যদেবের কাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, হাঁ, ঠিক।

মণি—আপনি ত বলেন,—চৈতন্যদেব বলেছিলেন, আমি যা বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেলাম, কখন না কখন এর কাজ হবে। কার্ণিশের উপর বীজ রেখেছিল, বাড়ী পড়ে গেলে সেই বীজ আবার গাছ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, শিবনাথরা যে সমাজ করেছে ,তাতেও অনেক লোক যায়।

মণি—আজ্ঞা, তেমনি লোক যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ হাঁ, সংসারী লোক সব যায়। যারা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা করছে—এমন সব লোক কম যায় বটে।

মণি—এখান থেকে একটা স্রোত যদি বয়, তা হ'লে বেশ হয়। সে স্রোতের টানেতে সব ভেসে যাবে। এখান থেকে যা হবে সে ত আর একঘেয়ে হবে না।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—বৈষ্ণব ও ব্রহ্মজ্ঞানী]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, 'এ কথা বোলো না— আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা ভুল।' হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে!

"বিজয়ের শাশুড়ী বলে, তুমি বলরামদের বলে দাও না, সাকার পূজোর কি দরকার? নিরাকার সচ্চিদানন্দকে ডাকলেই হোলো।

"আমি বল্লাম, 'অমন কথা আমিই বা বলতে যাবো কেন—আর তারাই বা শুন্‌বে কেন?' মা মাছ রেঁধেছে—কোনও ছেলেকে পোলোয়া রেঁধে দেয়, যার পেট ভাল নয় তাকে মাছের ঝোল করে দেয়। রুচিভেদে, অধিকারীভেদে, একই জিনিস নানারূপ করে দিতে হয়।

মণি—আজ্ঞা, হাঁ। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সব আলাদা রাস্তা। তবে যে রাস্তা দিয়েই যাওয়া হোক না কেন, শুদ্ধ মন হয়ে আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। এই কথা আপনি বলেন।

[মুখুয্যেদের হরি—শ্রীরামকৃষ্ণ ও দান ধ্যান]

ঘরের ভিতর ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া আছেন। মেজেতে মুখুয্যেদের হরি, মাষ্টার প্রভৃতি বসিয়া আছেন। একটি অপরিচিত ব্যক্তি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষুর লক্ষণ ভাল না—বিড়ালের ন্যায় কটা চক্ষু।

ঠাকুরকে হরি তামাক সাজিয়া আনিয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হুঁকা হাতে করিয়া, হরির প্রতি)—দেখি তোর—হাত দেখি। এই যে যব রয়েছে—এ বেশ ভাল লক্ষণ।

"হাত আল্‌গা কর দেখি। (নিজের হাত হরির হাত লইয়া যেন ওজন করিতেছেন)—ছেলেমানসি বুদ্ধি এখনও আছে;—দোষ এখনও কিছু হয় নাই। (ভক্তদের প্রতি)—আমি হাত দেখলে খল কি সরল বলতে পারি। (হরির প্রতি)—কেন, শ্বশুরবাড়ী যাবি—বৌর সঙ্গে কথাবার্তা কইবি—আর ইচ্ছে হয় একটু আমোদ আহ্লাদ করবি।

(মাষ্টারের প্রতি)—"কেমন গো?" (মাষ্টার প্রভৃতির হাস্য)।

মাষ্টার—আজ্ঞা, নতুন হাড়ী যদি খারাপ হ'য়ে যায়, তাহলে আর দুধ রাখা যাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—এখন যে হয় নাই তা কি করে জানলে?

মুখুয্যেরা দুই ভাই—মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ। তাঁহারা চাকরি করেন না। তাঁহাদের ময়দার কল আছে। প্রিয়নাথ পূর্বে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম করিতেন। ঠাকুর হরির নিকট মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরির প্রতি)—বড় ভাইটি বেশ, না? বেশ সরল।

হরি—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ছোট নাকি বড় সন (কৃপণ)?—এখানে এসে নাকি অনেক ভাল হয়েছে। আমায় বল্লে, আমি কিছু জানতুম না। (হরিকে) এরা কিছু দান টান করে কি?

হরি—তেমন দেখতে পাই না। এদের বড় ভাই যিনি ছিলেন—তাঁর কাল হয়েছে—তিনি বড় ভাল ছিলেন—খুব দান ধ্যান ছিল।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেহের লক্ষণ—মহেশ ন্যায়রত্নের ছাত্র]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতিকে)—শরীরের লক্ষণ দেখে অনেকটা বুঝা যায়, তার হবে কি না। খল হ'লে হাত ভারী হয়।

"নাক টেপা হওয়া ভাল না। শম্ভুর নাকটি টেপা ছিল। তাই অতো জ্ঞান থেকেও তত সরল ছিল না!

"উন পাঁজুরে লক্ষণ ভাল না। আর হাড় পেকে—কনুয়ের গাঁট মোটা, হাত ছিনে। আর বিড়াল চক্ষু—বিড়ালের মত কটা চোখ।

"ঠোঁট—ডোমের মত হলে—নীচবুদ্ধি হয়। বিষ্ণুঘরের পুরুত কয়মাস এক্‌টিং কর্মে এসেছিল! তার হাতে খেতুম না—হঠাৎ মুখ দিয়ে বলে ফেলেছিলুম, 'ও ডোম'। তারপর সে একদিন বল্লে, 'হাঁ, আমাদের ঘর ডোম পাড়ায়। আমি ডোমের বাসন চাঙগারী বুনতে জানি।'

"আরো খারাপ লক্ষণ—এক চক্ষু আর ট্যারা। বরং এক চক্ষু কানা ভাল, তো ট্যারা ভাল নয়। ভারী দুষ্ট ও খল হয়।

"মহেশের ('মহেশ ন্যায়রত্নের) একজন ছাত্র এসেছিল। সে বলে, 'আমি নাস্তিক'। সে হৃদেকে বল্লে, 'আমি নাস্তিক তুমি আস্তিক হ'য়ে আমার সঙ্গে বিচার করো'। তখন তাকে ভাল করে দেখলাম। দেখি, বিড়াল চক্ষু!

"আবার চলনেতে লক্ষণ ভাল মন্দ টের পাওয়া যায়।

"পুরুষাঙ্গের উপর চামড়াটি মুসলমানদের মত যদি কাটা হয়, সে একটি খারাপ লক্ষণ। (মাষ্টার প্রভৃতির হাস্য)। (মাষ্টারকে সহাস্যে) তুমি ওটা দেখো—ও খারাপ লক্ষণ। (সকলের হাস্য)।

ঘর হইতে ঠাকুর বারান্দায় বেড়াইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও বাবুরাম।

(হাজরার প্রতি)—"একজন এসেছিল,—দেখলাম বিড়ালের মত চক্ষু। সে বলে, 'আপনি জ্যোতিষ জানেন?—আমার কিছু কষ্ট আছে।' আমি বল্লাম,—'না বরাহনগরে যাও, সেখানে জ্যোতিষের পণ্ডিত আছে।'

বাবুরাম ও মাষ্টার নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা কহিতেছেন। বাবুরাম নবীন সেনের বাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া কাল রাত্রে এখানে ছিলেন। সকালে ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিয়াছিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ, মণি ও নিভৃত চিন্তা—'ঈশ্বরের ইচ্ছা'—নারা'ণের জন্য ভাবনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও বাবুরামের প্রতি)—তোমাদের কি কথা হচ্ছে?

মাষ্টার ও বাবুরাম—আজ্ঞা, নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা হচ্ছে,—আর সেই গানটির কথা—'শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস।'

ঠাকুর বারান্দায়—বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মণিকে নিভৃতে লইয়া বলিতেছেন—**ঈশ্বরচিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভাল।** হঠাৎ এই কথা বলিয়াই ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

হাজরা—নীলকণ্ঠ ত আপনাকে বলেছে, সে আসবে। তা ডাকতে গেলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, রাত্রি জেগেছে,—ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি আসে, সে এক।

ঠাকুর ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে বাবুরাম ও মাষ্টার। ঠাকুর বাবুরামকে নারা'ণের বাড়ী গিয়া দেখা করিতে বলিতেছেন। নারা'কে **সাক্ষাৎ নারায়ণ** দেখেন। তাই তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। বাবুরামকে বলিতেছেন,—"তুই বরং একখান ইংরাজী বই নিয়ে তার কাছে যাস।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে নিজের আসনে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় তিনটা হইবে। নীলকণ্ঠ পাঁচ সাত জন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ঠাকুরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর পূর্বাস্য হইয়া তাহাকে যেন অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। নীলকণ্ঠ ঘরের পূর্ব দ্বার দিয়া আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ!—তাঁহার পশ্চাতে বাবুরাম, সম্মুখে মাষ্টার, নীলকণ্ঠ ও চমৎকৃত অন্যান্য যাত্রাওয়ালারা। খাটের উত্তর ধারে দীননাথ খাজাঞ্জি আসিয়া দর্শন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে ঘর ঠাকুরবাড়ীর লোকে পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের কিঞ্চিৎ ভাব উপশম হইতেছে। ঠাকুর মেজেতে মাদুরে বসিয়াছেন—সম্মুখে নীলকণ্ঠ ও চতুর্দিকে ভক্তগণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আবিষ্ট হইয়া)—আমি ভাল আছি।

নীলকণ্ঠ (কৃতাঞ্জলি হইয়া)—আমায়ও ভাল করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি ত ভাল আছ। 'ক'য়ে আকার 'কা', আবার আকার দিয়ে কি হবে? 'কা' এর উপর আবার আকার দিলে সেই 'কা'-ই থাকে। (সকলের হাস্য)।

নীলকণ্ঠ—আজ্ঞা, এই সংসারে পড়ে রয়েছি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য।

"অষ্টপাশ। তা সব যায় না। দু-একটা পাশ তিনি রেখে দেন—লোকশিক্ষার জন্য। তুমি এই যাত্রাটি করেছো, তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে। আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এ'রা (যাত্রাওয়ালারা) কোথায় যাবেন।

"তিনি তোমার দ্বারা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না। গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে,—সকলকে খাইয়ে দাইয়ে—দাস-দাসীদের পর্যন্ত খাইয়ে দাইয়ে—নাইতে যায়;—তখন আর ডাকাডাকি করলেও ফিরে না।"

নীলকণ্ঠ—আমায় আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কৃষ্ণের বিরহে যশোদা উন্মাদিনী,—শ্রীমতীর কাছে গিয়েছেন। শ্রীমতী তখন ধ্যান কচ্ছিলেন। তিনি আবিষ্ট হ'য়ে যশোদাকে বল্লেন—**'আমি সেই মূল প্রকৃতি আদ্যাশক্তি!** তুমি আমার কাছে বর নাও!' যশোদা বল্লেন, 'আর কি বর দেবে! এই বলো যেন কায়মনোবাক্যে তাঁর চিন্তা, তাঁর

সেবা করতে পারি। কর্ণেতে যেন তাঁর নাম গুণগান শুনতে পাই, হাতে যেন তাঁর ও তাঁর ভক্তের সেবা করতে পারি,—চক্ষে যেন তাঁর রূপ, তাঁর ভক্ত, দর্শন করতে পারি।

"তোমার যেকালে তাঁর নাম করতে চক্ষু জলে ভেসে যায়, সেকালে আর তোমার ভাবনা কি?—তাঁর উপর তোমার ভালবাসা এসেছে।

"অনেক জানার নাম অজ্ঞান,—এক জানার নাম জ্ঞান—অর্থাৎ এক ঈশ্বর সত্য সর্বভূতে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান—তাঁকে লাভ করে নানা ভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।

"আবার আছে—তিনি এক দুয়ের পার—বাক্য মনের অতীত। লীলা থেকে নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলায় আসা,—এর নাম পাকা ভক্তি।

"তোমার ও গানটি বেশ—'শ্যামাপদে আশ নদীর তীরে বাস।'

"তা হলেই হলো,—তাঁর কৃপার উপর সব নির্ভর করছে।

"কিন্তু তা বলে তাঁকে ডাক্‌তে হবে—চুপ করে থাকলে হবে না। উকিল হাকিমকে সব বোলে শেষে বলে—'আমি যা বল্‌বার বল্লাম এখন হাকিমের হাত।'

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন—তুমি সকালে অত গাইলে, আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু অনারারী (Honorary) ।

নীলকণ্ঠ—কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বুঝেছি, আপনি যা বল্‌বেন।

নীলকণ্ঠ—**অমূল্য রতন নিয়ে যাব!!!**

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে অমূল্য রতন আপনার কাছে। আবার 'ক'য়ে আকার দিলে কি হবে? না হলে তোমার গান অতো ভাল লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তার গান ভাল লাগে।

"সাধারণ জীবকে বলে মানুষ। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহুঁস। তুমি তাই মানহুঁস।

"তোমার গান হবে শুনে আমি আপনি যাচ্ছিলাম—তা নিয়োগীও বল্‌তে এসেছিল।

ঠাকুর ছোট তক্তপোশের উপর নিজের আসনে গিয়া বসিয়াছেন। নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন, একটু মায়ের নাম শুনবো।

নীলকণ্ঠ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গান গাইতেছেন—

গান—শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস।

গান—মহিষমর্দিনী

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া **সমাধিস্থ!**

নীলকণ্ঠ গানে বলিতেছেন, 'যাঁর জটায় গঙ্গা, তিনি রাজরাজেশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন।'

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। নীলকণ্ঠ ও ভক্তগণ তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া গান গাহিতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন।

গান— **শিব শিব**।

এই গানের সঙ্গেও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন,—আমি আপনার সেই গানটি শুনবো, কল্‌কাতায় যা শুনেছিলাম।

মাষ্টার—শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর, তপতকাঞ্চনকায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, হাঁ।

নীলকণ্ঠ গাইতেছেন—

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, নবনটবর, তপতকাঞ্চনকায়। [পৃষ্ঠা—৪১

'প্রেমের বন্যে ভেসে যায়'—এই ধুয়া ধরিয়া ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে আবার নাচিতেছেন। সে অপূর্ব নৃত্য যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা কখনই ভুলিবেন না। ঘর লোকে পরিপূর্ণ সকলেই উন্মত্তপ্রায়! ঘরটি যেন শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বাটীর কয়েকটি মেয়ে আসিয়াছেন; তাঁহারা উত্তরের বারান্দা হইতে এই অপূর্ব নৃত্য ও সংকীর্ত্তন দর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যেও একজনের ভাব হইয়াছিল। মনোমোহন ঠাকুরের ভক্ত ও শ্রীযুক্ত রাখালের সম্বন্ধী।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে!

সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতেছেন ও আখর দিতেছেন—

'রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, তারা তারা দুভাই এসেছে রে।'

উচ্চ সংকীর্ত্তন শুনিয়া চতুর্দিকের লোক আসিয়া জমিয়াছে। দক্ষিণের, উত্তরের ও পশ্চিমের গোল বারান্দায়, সব লোক দাঁড়াইয়া। যাঁহারা নৌকা করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও এই মধুর সংকীর্ত্তনের শব্দ শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন ও বলিতেছেন—**ভাগবত, ভক্ত, ভগবান**—জ্ঞানীদের নমস্কার, যোগীদের নমস্কার, ভক্তদের নমস্কার।

এইবার ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে পশ্চিমের গোল বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমার পর দিন। চতুর্দিকে চাঁদের আলো। ঠাকুর নীলকণ্ঠের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

[ঠাকুর কে? 'আমি' খুঁজে পাই নাই—'ঘরে আনবো চণ্ডী']

নীলকণ্ঠ—আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও গুনো কি!—আমি সকলের দাসের দাস।

"গঙ্গারই ঢেউ। ঢেউ-এর কখন গঙ্গা হয়?"

নীলকণ্ঠ—আপনি যা বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া, করুণস্বরে)—বাপু, আমার 'আমি' খুঁজতে যাই, কিন্তু খুঁজে পাই না।

"হনুমান বলেছিলেন—হে রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ—তুমি প্রভু আমি দাস,—আবার যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়—তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি!"

নীলকণ্ঠ—আর কি বলবো, আমাদের কৃপা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি কত লোককে পার কোরছ—তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে।

নীলকণ্ঠ—পার করছি বল্‌ছেন। কিন্তু আশীর্বাদ করুন, যেন নিজে ডুবি না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—যদি ডোবো ত' ঐ সুধা হ্রদে!

ঠাকুর নীলকণ্ঠকে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহাকে আবার বলিতেছেন —"তোমার এখানে আসা!—যাকে অনেক সাধ্য সাধনা করে তবে পাওয়া যায়! তবে একটা গান শোনো—

গিরি! গণেশ আমার শুভকারী।—
পূজে গণপতি, পেলাম হৈমবতী
যাও হে গিরিরাজ, আন গিয়ে গৌরী॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।
ঘরে আনবো চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী,
কত আসবেন দণ্ডী, যোগী জটাধারী॥

"চণ্ডী যেকালে এসেছেন—সেকালে কত যোগী জটাধারীও আস্‌বে।"

ঠাকুর হাসিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তদের বলিতেছেন—"আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাব্‌ছি—এঁদের (যাত্রাওয়ালাদের) আবার আমি গান শোনাচ্ছি।"

নীলকণ্ঠ—আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই, তার পুরস্কার আজ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কোনো জিনিস বেচ্‌লে এক খাঁমচা ফাউ দেয়—তোমরা ওখানে গাইলে, এখানে ফাউ দিলে। (সকলের হাস্য)।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

শ্রীশ্রীরথযাত্রা বলরামমন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ণ, ছোট নরেন, গোপালের মা

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। আষাঢ় শুক্ল প্রতিপদ, সোমবার, ১৩ই জুলাই ১৮৮৫, বেলা ৯টা।

কল্য শ্রীশ্রীরথযাত্রা। রথে বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথবিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। একখানি ছোট রথও আছে,—রথের দিন রথ বাহিরের বারান্দায় টানা হইবে।

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে নারাণ, তেজচন্দ্র বলরাম ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা। পূর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে। পূর্ণের বয়স পনর হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, সে (পূর্ণ) কোন পথ দিয়ে এসে দেখা ক'রবে?—দ্বিজকে ও পূর্ণকে তুমিই মিলিয়ে দিও।

"এক সত্তার আর এক বয়সের লোক, আমি মিলিয়ে দিই। এর মানে আছে। দুজনেরি উন্নতি হয়। পূর্ণর কেমন অনুরাগ দেখেছ!'

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, আমি ট্রামে ক'রে যাচ্ছি, ছাদ থেকে আমাকে দেখে, রাস্তার দিকে দৌড়ে এলো,—আর ব্যাকুল হ'য়ে সেইখান থেকেই নমস্কার করলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাশ্রুনয়নে)—আহা! আহা!—কি না ইনি আমার পরমার্থের (পরমার্থ লাভের জন্য) সংযোগ ক'রে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল না হ'লে এরূপ হয় না।

[পূর্ণের পুরুষসত্তা, দৈবস্বভাব,—তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান]

এ তিন জনের পুরুষসত্তা—নরেন্দ্র, ছোট নরেন আর পূর্ণ। ভবনাথের নয়—ওর মেদী ভাব (প্রকৃতিভাব)।

"পূর্ণর যে অবস্থা, এতে হয় শীঘ্র দেহনাশ হবে—ঈশ্বরলাভ হ'লো, আর কেন;—বা কিছুদিনের মধ্যে তেড়ে ফুঁড়ে বেরুবে।

"দৈবস্বভাব—দেবতার প্রকৃতি। এতে লোকভয় কম থাকে। 'যদি গলায় মালা, গায়ে চন্দন, ধূপ ধুনার গন্ধ দেওয়া যায়; তা হ'লে সমাধি হ'য়ে যায়!—

ঠিক বোধ হ'য়ে যায় যে, অন্তরে নারায়ণ আছেন—নারায়ণ দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমি টের পেয়েছি।

[পূর্বকথা—সুলক্ষণা ব্রাহ্মণীর সমাধি—রণজিতের ভগবতী কন্যা]

"দক্ষিণেশ্বরে যখন আমার প্রথম **এইরূপ** অবস্থা হ'লো, কিছুদিন পরে একটি ভদ্রঘরের বামুনের মেয়ে এসেছিল। বড় সুলক্ষণা। যাই গলায় মালা আর ধূপ ধূনা দেওয়া হ'লো। অমনি সমাধিস্থ। কিছুক্ষণ পরে আনন্দ,—আর ধারা পড়্তে লাগলো। আমি তখন প্রণাম ক'রে বল্লুম, 'মা, আমার হবে?' তা বল্লে, 'হাঁ!' তবে পূর্ণকে আর একবার দেখা। তা দেখবার সুবিধা কই?

"কলা বলে বোধ হয়। কি আশ্চর্য! অংশ শুধু নয়, কলা!

"কি চতুর!—পড়াতে নাকি খুব।—তবে ত ঠিক ঠাওরেছি!

"তপস্যার জোরে **নারায়ণ** সন্তান হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন। ও দেশে যাবার রাস্তায় রণজিত রায়ের দীঘি আছে। রণজিত রায়ের ঘরে **ভগবতী কন্যা** হ'য়ে জন্মেছিলেন। এখনও চৈত্র মাসে মেলা হয়। আমার বড় যাবার ইচ্ছা হয়!—আর এখন হয় না।

"রণজিত রায় ওখানকার জমিদার ছিল। তপস্যার জোরে তাঁকে কন্যারূপে পেয়েছিল। মেয়েটিকে বড়ই স্নেহ করে। সেই স্নেহের গুণে তিনি আট্‌কে ছিলেন, বাপের কাছ ছাড়া প্রায় হ'তেন না। একদিন সে জমিদারীর কাজ করছে, ভারী ব্যস্ত; মেয়েটি ছেলের স্বভাবে কেবল বলেছে, 'বাবা, এটা কি; ওটা কি।' বাপ অনেক মিষ্টি করে বললে—'মা, এখন যাও, বড় কাজ পড়েছে।' মেয়ে কোন মতে যায় না। শেষে বাপ অন্যমনস্ক হয়ে বললে, 'তুই এখান থেকে দূর হ'। মা তখন এই ছুতো করে বাড়ী থেকে চলে গেলেন। সেই সময় একজন শাঁখারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে শাঁখা পরা হ'লো। দাম দেবার কথায় বল্লেন, 'ঘরের অমুক কুলুঙ্গিতে টাকা আছে, লবে।' এই ব'লে সেখান থেকে চলে গেলেন, আর দেখা গেল না। এদিকে শাঁখারী টাকার জন্য ডাকাডাকি ক'রছে। তখন মেয়ে বাড়ীতে নাই দেখে সকলে ছুটে এলো। রণজিত রায় নানাস্থানে লোক পাঠালে সন্ধান করবার জন্য। শাঁখারীর টাকা ঠিক সেই কুলুঙ্গিতে পাওয়া গেল। রণজিত রায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় লোকজন এসে বল্লে যে, দীঘিতে কি দেখা যাচ্ছে। সকলে দীঘির ধারে গিয়ে দেখে যে শাঁখা পরা হাতটি জলের উপর তুলেছেন। তার পর আর দেখা গেল না। এখনও ভগবতীর পূজা ঐ মেলার সময় হয়—বারুণীর দিনে।

(মাষ্টারকে)—"এ সব সত্য।"

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্র এখন এ সব বিশ্বাস করে।

"পূর্ণর বিষ্ণুর অংশে জন্ম। মানসে বিল্বপত্র দিয়ে পূজা করলুম, তা হ'লো না;—তুলসী-চন্দন দিলাম, তখন হলো!

"তিনি নানারূপে দর্শন দেন। কখন নররূপে, কখন চিন্ময় ঈশ্বরীয় রূপে। রূপ মানতে হয়। কি বল?"

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ!

[গোপালের মা-র প্রকৃতিভাব ও রূপদর্শন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কামারহাটীর বামনী (গোপালের মা) কত কি দ্যাখে! একলাটি গঙ্গার ধারে একটি বাগানে নির্জন ঘরে থাকে, আর জপ করে। গোপাল কাছে শোয়! (বলিতে বলিতে ঠাকুর চমকিত হইলেন)। কল্পনায় নয়, সাক্ষাৎ! দেখলে গোপালের হাত রাঙা! সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়!—মাই খায়!—কথা কয়! নরেন্দ্র শুনে কাঁদলে!

'আমিও আগে অনেক দেখতুম্। এখন আর ভাবে তত দর্শন হয় না। এখন প্রকৃতিভাব কম পড়্ছে। বেটা ছেলের ভাব আস্ছে। তাই ভাব অন্তরে, বাহিরে তত প্রকাশ নাই।

"ছোট নরেনের পুরুষভাব,—তাই মন লীন হয়ে যায়। ভাবাদি নাই। নিত্যগোপালের প্রকৃতিভাব। তাই খ্যাঁচা ম্যাঁচা;—ভাবে তার শরীর লাল হ'য়ে যায়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কামিনীকাঞ্চনত্যাগ ও পূর্ণাদি

[বিনোদ, দ্বিজ, তারক, মোহিত, তেজচন্দ্র, নারাণ, বলরাম, অতুল]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, লোকের তিল তিল ক'রে ত্যাগ হয়, এদের কি অবস্থা।

"বিনোদ বল্লে, 'স্ত্রীর সঙ্গে শুতে হয়, বড়ই মন খারাপ হয়।'

"দ্যাখো, সঙ্গ হউক আর না হউক, একসঙ্গে শোয়াও খারাপ। গায়ের ঘর্ষণ, গায়ের গরম!

"দ্বিজর কি অবস্থা! কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে এ কি কম? সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এলো, তা হ'লে তো সবই হলো।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার?]

"আমি আর কি?—তিনি। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে! তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছুঁয়ে দিলেই হয়! সে টান সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ।

"তারক (বেলঘরের) ওখান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ী ফিরে যাচ্চে! দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ ক'রতে ক'রতে কি বেরিয়ে গেল,—পেছ্ন পেছ্ন!

"কয়েক দিন পরে তারক আবার এলো (দক্ষিণেশ্বরে)। তখন সমাধিস্থ হ'য়ে তার বুকে পা দিলে—এর ভিতর যিনি আছেন।

"আচ্ছা, এমন ছোক্রাদের মতন আর কি ছোক্রা আছে!"

মাষ্টার—মোহিতটি বেশ। আপনার কাছে দু একবার গিয়েছিল। দুটো পাশের পড়া পড়ছে, আর ঈশ্বরে খুব অনুরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হ'তে পারে, তবে অত উঁচু ঘর নয়। শরীরের লক্ষণ তত ভাল নয়। মুখ থ্যাব্ড়ানো।

"এদের উঁচুঘর। **তবে শরীর ধারণ করলেই বড় গোল।** আবার শাপ হলো তো সাত জন্ম আস্তে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়! বাসনা থাকলেই শরীর ধারণ।"

একজন ভক্ত—যাঁরা অবতার দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন, তাঁদের কি বাসনা—?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, ঐ রকম পরি। এখনও আছে। জানি কিনা **আর একবার আস্তে হবে।**

বলরাম (সহাস্যে)—আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্য? (সকলের-হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটা সৎ কামনা রাখতে হয়। ঐ চিন্তা কর্তে কর্তে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধুরা চার ধামের একধাম বাকী রাখে। অনেকে জগন্নাথক্ষেত্র বাকী রাখে। তা হ'লে জগন্নাথ চিন্তা করতে করতে শরীর যাবে।

গেরুয়া পরা এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন। তিনি ভিতরে ভিতরে ঠাকুরের নিন্দা করেন, তাই বলরাম হাসিতেছেন। ঠাকুর অন্তর্যামী, বলরামকে বলিতেছেন,—"তা হোক; বলুকগে ভণ্ড।"

[তেজচন্দ্রের সংসারত্যাগের প্রস্তাব]

ঠাকুর তেজচন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তেজচন্দ্রের প্রতি)—তোকে এত ডেকে পাঠাই,—আসিস্ না কেন? আচ্ছা, ধ্যান ট্যান করিস, তা হ'লেই আমি সুখী হব। আমি তোকে আপনার বলে জানি, তাই ডাকি।

তেজচন্দ্র—আজ্ঞা, আপীস যেতে হয়,—কাজের ভীড়।

মাষ্টার (সহাস্যে)—বাড়ীতে বিয়ে, দশদিন আপীসের ছুটি নিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে!—**অবসর নাই, অবসর নাই! এই বল্লি সংসার ত্যাগ করবি।**

নারা'ণ—মাষ্টার মহাশয় একদিন বলেছিলেন—Wilderness of this world সংসার অরণ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি ঐ **গল্পটা** বল ত, এদের উপকার হবে। শিষ্য ঔষধ খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে আছে। গুরু এসে বল্লেন, এর প্রাণ বাঁচতে পারে, যদি এই বড়ি কেউ খায়। এ বাঁচবে কিন্তু বড়ি যে খাবে সে মরে যাবে।

"আর ওটাও বল—খ্যাঁচা ম্যাঁচা। সেই হঠযোগী যে মনে করেছিল যে পরিবারাদি—এরাই আমার আপনার লোক। (তৃতীয় ভাগ—শ্রীশ্রীকথামৃত)।

মধ্যাহ্নে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ পাইলেন। বলরামের জগন্নাথ-দেবের সেবা আছে। তাই ঠাকুর বলেন, 'বলরামের শুদ্ধ অন্ন।' আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। কর্তাভজা চন্দ্রবাবু ও রসিক ব্রাহ্মণটিও আছেন। ব্রাহ্মণটির স্বভাব এক রকম ভাঁড়ের ন্যায়,—এক একটি কথা কন আর সকলে হাসে।

ঠাকুর কর্তাভজাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন,—রূপ, স্বরূপ রজঃ, বীজ, পাকপ্রণালী ইত্যাদি।

[ঠাকুরের ভাবাবস্থা—শ্রীযুক্ত অতুল ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা]

ছ'টা বাজে। গিরিশের ভ্রাতা অতুল, ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা আসিয়াছেন। ঠাকুর ভাব সমাধিস্থ হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবে বলিতেছেন,—"চৈতন্যকে ভেবে কি অচৈতন্য হয়?—ঈশ্বরকে চিন্তা করে কেউ কি বেহেড্ হয়?—তিনি যে বোধস্বরূপ। নিত্য, শুদ্ধ বোধরূপ!"

আগন্তুকদের ভিতর কেউ কি মনে করিতেছিলেন যে, বেশী ঈশ্বর চিন্তা করিয়া ঠাকুরের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে?

['এগিয়ে পড়'—কৃষ্ণধনের সামান্য রসিকতা]

ঠাকুর কৃষ্ণধন নামক ঐ রসিক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—"কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি রাত দিন ফষ্টিনাষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ। ঐটি ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। যে নুনের হিসাব করতে পারে, সে মিছরির হিসাবও করতে পারে।

কৃষ্ণধন (সহাস্যে)—আপনি টেনে নিন্!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি করব, তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে। 'এ মন্ত্র নয়—এখন মন তোর!'

"ও সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়,—তারে বাড়া, তারে বাড়া,—আছে! ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে এগিয়ে পড়্‌তে বলেছিল। সে প্রথমে

এগিয়ে দ্যাখে চন্দনের কাঠ,—তার পর দ্যাখে রূপার খনি,—তার পর সোনার খনি,—তার পর হীরা মাণিক!"

কৃষ্ণধন—এ পথের শেষ নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ—যেখানে শান্তি সেইখানে 'তিষ্ঠ'।

ঠাকুর একজন আগন্তুক সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"ওর ভিতর কিছু বস্তু দেখ্‌তে পেলেম না। যেন ওলম্বাকুল।"

সন্ধ্যা হইল। ঘরে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা ও মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন।

কাল রথযাত্রা। ঠাকুর আজ এই বাটীতেই রাত্রিবাস করিবেন।

অন্তঃপুরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আবার বড় ঘরে ফিরিলেন। রাত প্রায় দশটা হইবে। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, 'ঐ ঘর থেকে (অর্থাৎ পার্শ্বের পশ্চিমের ছোট ঘর থেকে) গামছাটা আন ত'।

ঠাকুরের সেই ছোট ঘরটিতেই শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। রাত সাড়ে দশটা হইল। ঠাকুর শয়ন করিলেন।

গ্রীষ্মকাল। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, "বরং পাখাটা আনো।" তাঁহাকে পাখা করিতে বলিলেন। রাত বারটার সময় ঠাকুরের একটু নিদ্রাভঙ্গ হইল। বলিলেন, "শীত করছে, আর কাজ নাই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীরথযাত্রা দিবসে বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে

আজ শ্রীশ্রীরথযাত্রা। মঙ্গলবার। অতি প্রত্যূষে ঠাকুর উঠিয়া একাকী নৃত্য করিতেছেন ও মধুর কণ্ঠে নাম করিতেছেন।

মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। ক্রমে ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিয়া ঠাকুরের কাছে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর পূর্ণর জন্য বড় ব্যাকুল। মাষ্টারকে দেখিয়া তাঁরই কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি পূর্ণকে দেখে কিছু উপদেশ দিতে?

মাষ্টার—আজ্ঞা, চৈতন্যচরিত পড়্‌তে বলেছিলাম,—তা সে সব কথা বেশ বলতে পারে। আর আপনি বলেছিলেন, সত্য ধরে থাকতে, সেই কথাও বলেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা 'ইনি অবতার' এ সব কথা জিজ্ঞাসা করলে কি বলত।

মাষ্টার—আমি বলেছিলাম, চৈতন্যদেবের মত একজনকে দেখবে ত চল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর কিছু?

মাষ্টার—আপনার সেই কথা। ডোবাতে হাতী নামলে জল তোড়পাড় হ'য়ে যায়,—ক্ষুদ্র আধার হ'লেই ভাব উপ্‌ছে পড়ে।

"মাছ ছাড়ার কথায় বলেছিলাম, কেন অমন করলে! হৈ চৈ হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাই ভাল। নিজের ভাব ভিতরে ভিতরে থাকাই ভাল।

[ভূমিকম্প ও শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানীর দেহ ও দেহনাশ সমান]

প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজে। বলরামের বাটী হইতে মাষ্টার গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। পথে হঠাৎ ভূমিকম্প। তিনি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তেরাও দাঁড়াইয়া আছেন। ভূমিকম্পের কথা হইতেছে। কম্প কিছু বেশী হইয়াছিল। ভক্তেরা অনেকে ভয় পাইয়াছেন।

মাষ্টার—আমাদের সব নীচে যাওয়া উচিত ছিল।

[পূর্বকথা—আশ্বিনের ঝড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ—৫ই অক্টোবর, ১৮৬৪ খৃঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে ঘরে বাস, তারই এই দশা! এতে আবার লোকের অহংকার। (মাষ্টারকে) তোমার আশ্বিনের ঝড় মনে আছে?

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ। তখন খুব কম বয়স—নয়দশ বছর বয়স—এক ঘরে একলা ঠাকুরদের ডাক্‌ছিলাম!

মাষ্টার বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন—ঠাকুর হঠাৎ আশ্বিনের ঝড়ের দিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? আমি যে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে একাকী এক ঘরে বসে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেছিলাম, ঠাকুর কি সব জানেন ও আমাকে মনে করাইয়া দিতেছেন? উনি কি জন্মাবধি আমাকে গুরুরূপে রক্ষা করিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দক্ষিণেশ্বরে অনেক বেলায়—তবে কি কি রান্না হ'ল। গাছ সব উল্টে পড়েছিল! দেখ যে ঘরে বাস, তারই এ দশা!

"তবে পূর্ণ জ্ঞান হ'লে মরা মারা এক বোধ হয়। মলেও কিছু মরে না—মেরে ফেল্লেও কিছু মরে না*। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। সেই একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। লীলারূপ ভেঙে গেলেও নিত্য আছেই। জল স্থির থাকলেও জল,—হেল্লে দুল্লেও জল। হেলা দোলা থেমে গেলেও সেই জল।

ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে ভক্তসঙ্গে আবার বসিয়াছেন। মহেন্দ্র মুখুয্যে, হরিবাবু, ছোট নরেন ও অন্যান্য অনেকগুলি ছোক্‌রা ভক্ত বসিয়া আছেন। হরিবাবু একলা একলা থাকেন ও বেদান্ত চর্চা করেন। বয়স ২৩।২৪ হবে। বিবাহ করেন নাই। ঠাকুর তাহাকে বড় ভালবাসেন। সর্বদা তাঁহার কাছে

---

*ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। নায়ং হন্তি ন হন্যতে।—গীতা

যাইতে বলেন। তিনি একলা একলা থাকতে চান বলিয়া হরিবাবু ঠাকুরের কাছে অধিক যাইতে পারেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিবাবুকে)—কি গো, তুমি অনেক দিন আস নাই।

[হরিবাবুকে উপদেশ—অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—বিজ্ঞান]

"তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে?—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও সত্য। 'আমি' যখন তিনি পুছে ফেল্‌বেন, তখন যা আছে তাই আছে। মুখে বলা যায় না। যতক্ষণ 'আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে। কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায়। কিন্তু খোল থাকলেই মাজ আছে। মাজ থাকলেই খোল আছে। খোলেরই মাজ, মাজেরই খোল। নিত্য বল্লেই লীলা আছে বুঝায়। লীলা বল্লেই নিত্য আছে বুঝায়।

"তিনি জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি। যখন সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন,—তখন তাঁকে শক্তি বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, জল স্থির থাকলেও জল, হেল্লে দুল্লেও জল।

"'আমি' বোধ যায় না। যতক্ষণ 'আমি' বোধ থাকে, ততক্ষণ জীবজগৎ মিথ্যা বলবার যো নাই! বেলের খোলটা আর বিচিগুলো ফেলে দিলে সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া যায় না।

"যে ইট, চূণ সুরকি থেকে ছাদ, সেই ইট, চূণ, সুরকি থেকেই সিঁড়ি। যিনি ব্রহ্ম, তাঁর সত্তাতেই জীবজগৎ।

"ভক্তেরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার সাকার দুইই লয়,—অরূপ রূপ দুইই গ্রহণ করে। ভক্তি হিমে ঐ জলেরই খানিকটা বরফ হয়ে যায়। আবার জ্ঞান-সূর্য উদয় হলে ঐ বরফ গলে আবার যেমন জল তেমনি হয়।'

[বিচারান্তে মনের নাশ ও ব্রহ্মজ্ঞান]

"যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ নিত্যেতে পোঁছান যায় না। মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যো নাই,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানা যায়! শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা, একই।

"দেখ না, একটা জিনিস দেখতেই কতগুলো দরকার—চক্ষু দরকার, আলো দরকার, আবার মনের দরকার। এই তিনটার মধ্যে একটা বাদ দিলে তার দর্শন হয় না। এই মনের কাজ যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ কেমন করে বলবে যে, জগৎ নাই, কি আমি নাই?

"মনের নাশ হলে, সঙ্কল্প বিকল্প চলে গেলে; সমাধি হয়,—ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কিন্তু সা রে গা মা পা ধা নী—নীতে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।

[ছোট নরেনকে উপদেশ—ঈশ্বর দর্শনের পর তাঁর সঙ্গে আলাপ]

ছোট নরেনের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "শুধু ঈশ্বর আছেন, বোধে বোধ করলে কি হবে? ঈশ্বর দর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল, তা নয়।

"**তাঁকে ঘরে আনতে হয়—আলাপ করতে হয়।**

"কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে।

"রাজাকে কেউ কেউ দেখেছে। কিন্তু দু একজন বাড়ীতে আনতে পারে, আর খাওয়াতে-দাওয়াতে পারে।"

মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা—কাশীধামে শিব ও সোণার অন্নপূর্ণা দর্শন
অদ্য ব্রহ্মাণ্ডকে শালগ্রাম রূপে দর্শন

বেলা দশটা বাজিয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও কাছে বসিলেন।

ঠাকুর ভাবে পূর্ণ হইয়া কত কথাই বলিতেছেন। মাঝে মাঝে অতি গুহ্য দর্শনকথা একটু একটু বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেজোবাবুর সঙ্গে যখন কাশী গিয়েছিলাম, মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছ দিয়া আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। **হঠাৎ শিবদর্শন।** আমি নৌকার ধারে এসে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ। মাঝিরা হৃদেকে বলতে লাগ্‌ল—'ধর! ধর!' পাছে পড়ে যাই। যেন জগতের যত গম্ভীর নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখ্‌লাম দূরে দাঁড়িয়ে তারপর কাছে আসতে দেখলাম, তারপর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন!

"ভাবে দেখ্‌লাম, **সন্ন্যাসী** হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটি ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকলাম—**সোণার অন্নপূর্ণা দর্শন হলো!**

"তিনিই এই সব হয়েছেন,—কোন কোন জিনিসে বেশী প্রকাশ।

(মাষ্টারাদির প্রতি) "শালগ্রাম তোমরা বুঝি মান না—ইংলিশম্যান্‌রা মানে না। তা তোমরা মানো আর নাই মানো। সুলক্ষণ শালগ্রাম,—বেশ চক্র থাকবে, —গোমুখী; আর আর সব লক্ষণ থাক্‌বে—তা হলে ভগবানের পূজা হয়।"

মাষ্টার—আজ্ঞা, সুলক্ষণযুক্ত মানুষের ভিতর যেমন ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্র আগে মনের ভুল বলত, এখন সব মানছে।

ঈশ্বর দর্শনের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে। ভাব-সমাধিস্থ। ভক্তেরা একদৃষ্টে চুপ করিয়া দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ করিলেন ও কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কি দেখ্‌ছিলাম। ব্রহ্মাণ্ড একটি শালগ্রাম!—তার ভিতর তোমার দুটো চক্ষু দেখছিলাম!

মাষ্টার ও ভক্তেরা এই অদ্ভূত, অশ্রুতপূর্ব দর্শনকথা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন। এই সময় আর একটি ছোক্‌রা ভক্ত, শারদা, প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শরাদার প্রতি)—দক্ষিণেশ্বরে যাস্ না কেন? কলিকাতায় যখন আসি, তখন আসিস না কেন?

শারদা—আমি খবর পাই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এইবার তোকে খবর দিব। (মাষ্টারকে সহাস্যে) একখানা ফর্দ করো তো—ছোক্‌রাদের। (মাষ্টার ও ভক্তদের হাস্য)।

[পূর্ণের সংবাদ—নরেন্দ্র দর্শনে ঠাকুরের আনন্দ]

শারদা—বাড়ীতে বিয়ে দিতে চায়। ইনি (মাষ্টার) বিয়ের কথায় আমাদের কতবার বকেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন বিয়ে কেন? (মাষ্টারের প্রতি) শারদার বেশ অবস্থা হয়েছে। আগে সঙ্কোচ ভাব ছিল। যেন ছিপের ফাতা টেনে নিত। এখন মুখে আনন্দ এসেছে।

ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন, "তুমি একবার পূর্ণর জন্য যাবে?"

এইবার নরেন্দ্র আসিয়াছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে জল খাওয়াইতে বলিলেন। নরেন্দ্রকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। নরেন্দ্রকে খাওয়াইয়া যেন সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা করিতেছেন। গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন, যেন সূক্ষ্মভাবে হাত পা টিপিতেছেন! গোপালের মা ('কামারহাটির বামনী') ঘরের মধ্যে আসিলেন। ঠাকুর বলরামকে কামারহাটিতে লোক পাঠাইয়া গোপালের মাকে আনিতে বলিয়াছিলেন। তাই তিনি আসিয়াছেন। গোপালের মা ঘরের মধ্যে আসিয়াই বলিতেছেন, "আমার আনন্দে চক্ষে জল পড়্‌ছে!" এই বলিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি গো। এই তুমি আমাকে গোপাল বল—আবার নমস্কার!

"যাও, বাড়ীর ভিতর গিয়ে একটি বেন্নন রাঁধ গে—খুব ফোড়ন দিও—যেন এখানে পর্যন্ত গন্ধ আসে।" (সকলের হাস্য)।

গোপালের মা—এঁরা (বাড়ীর লোকেরা) কি মনে করবে?

গোপালের মা কি ভাবিতেছেন যে, এখানে নূতন এসেছি,—যদি আলাদা রাঁধব বলে বাড়ীর লোকেরা কিছু মনে করে!

বাড়ীর ভিতর যাইবার আগে তিনি নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কাতরস্বরে বলিতেছেন, "বাবা! আমার কি হয়েছে; না বাকী আছে?"

আজ রথযাত্রা—শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগরাগাদি হইতে একটু দেরী হইয়াছে। এইবার ঠাকুরের সেবা হইবে। অন্তঃপুরে যাইতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা ব্যাকুল হইয়া আছেন,—তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবেন।

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথা পুরুষ ভক্তদের কাছে বেশী বলিতেন না। কেহ মেয়ে ভক্তদের কাছে যাতায়াত করিলে, বলিতেন, 'বেশী যাস্ নাই; পড়ে যাবি!' কখন কখন বলিতেন, 'যদি স্ত্রীলোক ভক্তিতে গড়াগড়ি যায়; তবুও তার কাছে যাতায়াত করবে না।' মেয়েভক্তেরা আলাদা থাকবে—পুরুষভক্তেরা আলাদা থাকবে। তবেই উভয়ের মঙ্গল। আবার বলিতেন, "মেয়েভক্তদের গোপাল ভাব—'বাৎসল্য ভাব' বেশী ভাল নয়। ঐ 'বাৎসল্য' থেকেই আবার একদিন 'তাচ্ছল্য' হয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বলরামের রথযাত্রা—নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে—সংকীর্তনানন্দে

বেলা ১টা হইয়াছে। ঠাকুর আহারান্তে আবার বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। একটি ভক্ত পূর্ণকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। ঠাকুর মহানন্দে মাষ্টারকে বলিতেছেন, "এই গো! পূর্ণ এসেছে।" নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নারা'ণ, হরিপদ ও অন্যান্য ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।

[স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রি উইল) ও ছোট নরেন—নরেন্দ্রের গান]

ছোট নরেন—আচ্ছা, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রি উইল) আছে কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কে খোঁজ দেখি। আমি খুঁজতে খুঁজতে তিনি বেরিয়ে পড়েন! 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী'। চীনের পুতুল দোকানে চিঠি হাতে করে যায় শুনেছ! **ঈশ্বরই কর্তা!** আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করো।

"যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ অজ্ঞান; আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী, আমি ধনী, আমি মানী; আমি কর্তা বাবা গুরু—এ সব অজ্ঞান থেকে হয়। 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'—এই জ্ঞান। অন্য সব উপাধি চলে গেল। কাঠ পোড়া শেষ হলে আর শব্দ থাকে না—উত্তাপও থাকে না। সব ঠাণ্ডা!—**শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!**

(নরেন্দ্রকে)—"একটু গা না।"

নরেন্দ্র—ঘরে যাই—অনেক কাজ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন? যার আছে কানে সোণা, তার কথা আনা আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা তার কথা কেউ শোনে না! (সকলের হাস্য)।

"তুমি গুহদের বাগানে যেতে পারো। প্রায় শুনি, আজ কোথায়, না গুহদের বাগানে!—এ কথা বল্‌তুম না, তুই কেঁড়েলি করলি—

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। বলছেন, "যন্ত্র নাই শুধু গান—"

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমাদের বাছা যেমন অবস্থা—এইতে পার তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত!

বলরাম বলে, "আপনি নৌকা করে আসবেন, একান্ত না হয় গাড়ী করে আস্‌বেন,—(সকলের হাস্য)। খ্যাঁট দিয়েছে। আজ তাই বৈকালে নাচিয়ে নেবে (হাস্য)। এখান থেকে একদিন গাড়ী করে দিছ্‌লো—বার আনা ভাড়া;—আমি বল্লাম, বার আনায় দক্ষিণেশ্বরে যাবে? তা বলে, 'ও অমন হয়।' গাড়ী রাস্তায় যেতে যেতে একধার ভেঙ্গে পড়ে গেল—(সকলের হাস্য)। আবার ঘোড়া মাঝে মাঝে একবারে থেমে যায়। কোন মতে চলে না; গাড়োয়ান এক একবার খুব মারে, আর এক এক বার দৌড়ায়! (উচ্চ হাস্য)। তারপর রাম খোল বাজাবে—আর আমরা নাচবো—রামের তালবোধ নাই। (সকলের হাস্য)। বলরামের ভাব, আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ করো। (সকলের হাস্য)।

ভক্তেরা বাটী হইতে আহারাদি করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন।

মহেন্দ্র মুখুয্যেকে দূর হইতে প্রণাম করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন—আবার সেলাম করিতেছেন। কাছের একটি ছোকরা ভক্তকে বলিতেছেন ওকে বল্‌না 'সেলাম করলে',—ও বড় অলকট্‌ অলকট্‌ করে। (সকলের হাস্য)। গৃহস্থ ভক্তেরা অনেকে নিজেদের বাটীর পরিবারদের আনিয়াছেন;—তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিবেন ও রথের সম্মুখে কীর্ত্তনানন্দ দেখিবেন। রাম, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়াছেন। ছোক্‌রা ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

(১) **কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।**
হয়ে পূর্ণকাম বোল্‌বো হরিনাম,
নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার॥

(২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥

বলরাম আজ কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন,—বৈষ্ণবচরণ ও বেনোয়ারীর কীর্ত্তন। এইবার বৈষ্ণবচরণ গাহিতেছেন—শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার। দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার।

গান একটু শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ! দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ!—ছোট নরেন ধরিয়া আছেন। সহাস্যবদন। ক্রমে সব স্থির! একঘর ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখিতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা চিকের মধ্য হইতে দেখিতেছেন। সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহ ধারণ করিয়া ভক্তের জন্য আসিয়াছেন! কি করে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, তাই বুঝি শিখাতে এসেছেন!

নাম করিতে করিতে অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবচরণ আবার গান ধরিলেন—

(১) হরি হরি বল রে বীণে!
(২) বিফলে দিন যায় রে বীণে, শ্রীহরির সাধন বিনে।

এইবার আর এক কীর্ত্তনীয়া, বেনোয়ারী, রূপ গাহিতেছেন। কিন্তু সদাই গান গাহিতে গাহিতে 'আহা! আহা!' বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। তাহাতে শ্রোতারা কেহ হাসে, কেহ বিরক্ত হয়।

অপরাহ্ণ হইয়াছে। ইতিমধ্যে বারান্দায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেই ছোট রথখানি ধ্বজা পতাকা দিয়া সুসজ্জিত করিয়া আনা হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম চন্দনচর্চিত ও বসন ভূষণ ও পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত হইয়াছেন। ঠাকুর বেনোয়ারীর কীর্ত্তন ফেলিয়া বারান্দায় রথাগ্রে গমন করিলেন,—ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রথের রজ্জু ধরিয়া একটু টানিলেন—তৎপরে রথাগ্রে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেছেন। অন্যান্য গানের সঙ্গে ঠাকুর পদ ধরিলেন—

যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দু'ভাই এসেছে রে!
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা তারা দু'ভাই এসেছে রে!
আবার—নদে টলমল টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

ছোট বারান্দাতে রথের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন ও নৃত্য হইতেছে। উচ্চ সংকীর্ত্তন ও খোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের লোক অনেকে বারান্দা মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের গান—ঠাকুরের ভাবাবেশে নৃত্য

রথাগ্রে কীর্ত্তন ও নৃত্যের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। মণি প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

নরেন্দ্র ভাবে পূর্ণ হইয়া তানপুরা লইয়া আবার গান গাইতেছেন—

(১) এসো মা এসো মা, হৃদয়রমা, পরাণপুতলি গো,
হৃদয়-আসনে, হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো।

(২) মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীনদয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুখহরা॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা।
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোরমা॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা।
তুমি সর্বঘটে অর্ঘপুটে, সাকার আকার নিরাকারা॥

(৩) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা॥

একজন ভক্ত নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তুমি ঐ গানটা গাইবে?-

অন্তরে জাগিছো গো মা অন্তরযামিনী!

শ্রীরামকৃষ্ণ—দূর! এখন ও সব গান কি! এখন আনন্দের গান—**'শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী।'**

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা, সুধাতরঙ্গিণী!
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী॥

ভাবোন্মত্ত হইয়া নরেন্দ্র বার বার গাইতে লাগিলেন—

'কভু কমলে কমলে থাকো মা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।'

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন,—ও গাইতেছেন, **ওমা পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী!** অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র ভাবাবিষ্ট হইয়া সাশ্রুনয়নে গান গাহিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টা হইবে, এখনও ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বসিয়া আছেন। আবার বৈষ্ণবচরণের গান শুনিতেছেন।

(১) শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়।

(২) চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি)।
ওহে বঙ্কুরায়, ভুলে আছ মথুরায়॥
হাতীচিড়া জোড়া পরা, ভুলেছ কি ধেনুচরা
ব্রজের মাখন-চুরি করা, মনে কিছু হয়।

রাত্রি দশটা এগারটা। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আর সব্বাই বাড়ী যাও—(নরেন্দ্র ও ছোট নরেনকে দেখাইয়া) এরা দুইজন থাক্‌লেই হ'লো। (গিরিশের প্রতি) তুমি কি বাড়ী গিয়ে খাবে? থাকো তো খানিক থাক। তামাক!—ওহ্ বলরামের চাকরও তেমনি। ডেকে দেখ না—দেবে না। (সকলের হাস্য) কিন্তু তুমি তামাক খেয়ে যেও।

শ্রীযুক্ত গিরিশের সঙ্গে একটি চশমাপরা বন্ধু আসিয়াছেন। তিনি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন—"তোমাকে আর হরে প্যালাকে বলি, জোর করে কারুকে নিয়ে এসো না,—**সময় না হ'লে হয় না।**"

একটি ভক্ত প্রণাম করিলেন। সঙ্গে একটি ছেলে। ঠাকুর সস্নেহে কহিতেছেন—"তবে তুমি এসো—আবার উটি সঙ্গে।" নরেন্দ্র, ছোট নরেন, আর দু-একটি ভক্ত, আর একটু থাকিয়া বাটী ফিরিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুপ্রভাত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—মধুর নৃত্য ও নামকীর্ত্তন

শ্রীরামকৃষ্ণ বৈঠকখানার পশ্চিমদিকের ছোট ঘরে শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। রাত ৪টা। ঘরের দক্ষিণে বারান্দা, তাহাতে একখানি টুল পাতা আছে। তাহার উপর মাষ্টার বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর বারান্দায় আসিলেন। মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সংক্রান্তি, বুধবার, ৩২শে আষাঢ়; ১৫ই জুলাই, ১৮৮৫।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি আর একবার উঠেছিলাম। আচ্ছা, সকালবেলা কি যাবো?

মাষ্টার—আজ্ঞা, সকালবেলায় ঢেউ একটু কম থাকে।

ভোর হইয়াছে—এখনও ভক্তেরা আসিয়া জুটেন নাই। ঠাকুর মুখ ধুইয়া মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। পশ্চিমের ঘরটির উত্তর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নাম করিতেছেন। কাছে মাষ্টার। কিয়ৎক্ষণ পরে অনতিদূরে গোপালের মা আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্তঃপুরের দ্বারের অন্তরালে ২/১টি স্ত্রীলোক ভক্ত

আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। যেন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন! অথবা নবদ্বীপের ভক্ত মহিলারা প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে আড়াল হইতে দেখিতেছেন।

রাম নাম করিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ নাম করিতেছেন, **কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! গোপীকৃষ্ণ! গোপী! গোপী! রাখালজীবন কৃষ্ণ! নন্দনন্দন কৃষ্ণ! গোবিন্দ! গোবিন্দ!**

আবার গৌরাঙ্গের নাম করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরেকৃষ্ণ হরে রাম, রাধে গোবিন্দ!

আবার বলিতেছেন, **আলেখ নিরঞ্জন**! নিরঞ্জন বলিয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া ও কাতর স্বর শুনিয়া, কাছে দণ্ডায়মান ভক্তেরা কাঁদিতেছেন। তিনি কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'নিরঞ্জন! আয় বাপ—খারে নেরে—কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করবো! তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে নররূপে এসেছিস।"

জগন্নাথের কাছে আর্ত্তি করিতেছেন—**জগন্নাথ! জগবন্ধু! দীনবন্ধু!** আমি তো জগৎছাড়া নই নাথ, আমায় দয়া কর!

প্রেমোন্মত্ত হইয়া গাহিতেছেন—"উড়িষ্যা জগন্নাথ ভজ বিরাজ জী!"

এইবার নারায়ণের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নাচিতেছেন ও গাহিতেছেন,—শ্রীমন্নারায়ণ! শ্রীমন্নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

নাচিতে নাচিতে আবার গান গাইতেছেন—

> হলাম যার জন্য পাগল, তারে কই পেলাম সই।
> ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব,
> তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙ্গলে নবদ্বীপ
> আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবনের মাঠে,
> রাইকে রাজা সাজায়ে আপনি কোটাল সাজে!

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ছোট ঘরটিতে বসিয়াছেন। **দিগম্বর!** যেন পাঁচ বৎসরের বালক! মাষ্টার, বলরাম আরও দুই একটি ভক্ত বসিয়া আছেন।

[রূপদর্শন কখন? গুহ্য কথা—শুদ্ধ আত্মা ছোকরাতে নারায়ণ দর্শন]

(রামলালা, নিরঞ্জন, পূর্ণ, নরেন্দ্র, বেলঘরের তারক, ছোট নরেন)

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করা যায়! যখন উপাধি সব চলে যায়,—বিচার বন্ধ হয়ে যায়,—তখন **দর্শন!** তখন মানুষ অবাক **সমাধিস্থ হয়!** থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গল্প করে,—এ গল্প সে গল্প। যাই পর্দা উঠে যায় সব গল্প টল্প বন্ধ হয়ে যায়। যা দেখে তাইতেই মগ্ন হয়ে যায়!

"তোমাদের **অতি গুহ্য কথা** বলছি। কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র, এদের সব এত ভালবাসি। জগন্নাথের সঙ্গে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে

গেল। জানিয়ে দিলে, "তুমি শরীর ধারণ করেছ—এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এইসব ভাব লয়ে থাকো।"

"রামলালার উপর যা যা ভাব হ'তো, তাই পূর্ণাদিকে দেখে হচ্ছে! রামলালাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম,—সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতাম,—রামলালার জন্য বসে বসে কাঁদতাম, ঠিক এই সব ছেলেদের নিয়ে তাই হ'য়েছে! দেখ না নিরঞ্জন। কিছুতেই লিপ্ত নয়। নিজের টাকা দিয়ে গরীবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিবাহের কথায় বলে, 'বাপ্‌রে? ও বিশালাক্ষীর দ!' ওকে দেখি যে, একটা জ্যোতিঃর উপর বসে রয়েছে।

"পূর্ণ উঁচু সাকার ঘর—বিষ্ণুর অংশে জন্ম। আহা কি অনুরাগ।

(মাষ্টারের প্রতি)—"দেখলে না,—তোমার দিকে চাইতে লাগলো—যেন গুরুভাই-এর উপর—যেন ইনি আমার আপনার লোক! আর একবার দেখা ক'রবে বলেছে। বলে কাপ্তেনের ওখানে দেখা হবে।

[নরেন্দ্রের কত গুণ—ছোট নরেনের গুণ]

"নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা।

"এতো ভক্ত আসছে, ওর মত একটি নাই।

"এক একবার বসে বসে খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারু দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু শতদল কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল!

"অন্যেরা কলসী, ঘটি এসব হ'তে পারে,—নরেন্দ্র জালা।

"ডোবা পুষ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি! যেমন হালদার পুকুর।

"মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানা রকম মাছ—পোনা, কাঠি বাটা, এই সব।

"খুব আধার,—অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ!

"নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়-সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয়,—মাদী পায়রা চুপ করে থাকে।

"বেলঘরের তারককে মৃগেল বলা যায়।

"নরেন্দ্র পুরুষ, গাড়ীতে তাই ডান দিকে বসে। ভবনাথের মেদী ভাব ওকে তাই অন্যদিকে বস্‌তে দিই!

"নরেন্দ্র সভায় থাক্‌লে আমার বল।"

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যে আসিয়া প্রণাম করিলেন। বেলা আটটা হইবে। হরিপদ, তুলসীরাম, ক্রমে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। বাবুরামের জ্বর হইয়াছে,—আসিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারাদির প্রতি)—ছোট নরেন এলো না? মনে করেছে

আমি চলে গেছি। (মুখুয্যের প্রতি) কি আশ্চর্য! সে (ছোট নরেন) ছেলে-বেলায়, স্কুল থেকে এসে ঈশ্বরের জন্য কাঁদ্‌তো। (ঈশ্বরের জন্য) কান্না কি কমেতে হয়!

আবার বুদ্ধি খুব। বাঁশের মধ্যে বড় ফুটোওলা বাঁশ!

"আর আমার উপর সব মনটা। গিরিশ ঘোষ বল্লে, নবগোপালের বাড়ী যেদিন কীর্ত্তন হয়েছিল, সেদিন (ছোট নরেন) গিছিল,—কিন্তু 'তিনি কই' বলে আর হুঁশ নাই,—লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায়!

"আবার ভয় নাই—যে বাড়ীতে বক্‌বে। দক্ষিণেশ্বরে তিন রাত্রি সমানে থাকে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভক্তিযোগের গূঢ় রহস্য—জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়

[মুখুয্যে, হরিবাবু, পূর্ণ, নিরঞ্জন, মাষ্টার, বলরাম]

মুখুয্যে—হরি (বাগবাজারের হরিবাবু) আপনার কালকের কথা শুনে অবাক! বলে 'সাংখ্যদর্শনে, পাতঞ্জলে, বেদান্তে—ও সব কথা আছে। ইনি সামান্য নন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—কৈ, আমি সাংখ্য, বেদান্ত পড়ি নাই।

"পূর্ণজ্ঞান আর পূর্ণভক্তি একই। 'নেতি' 'নেতি' করে বিচারের শেষ হলে, ব্রহ্মজ্ঞান।—তার পর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠ্‌তে হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও যে জিনিসে—ইট চূণ সুর্কি—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী!

"যার উচ্চ বোধ আছে, তার নীচু বোধ আছে। জ্ঞানের পর, উপর নীচে এক বোধ হয়।

"প্রহ্লাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান হ'ত, 'সোঽহং' হয়ে থাকতেন। যখন দেহবুদ্ধি আস্‌ত 'দসোঽহম' 'আমি তোমার দাস', এই ভাব আসত।

"হনুমানেরও কখনও 'সোঽহম', কখন 'দাস আমি', কখন 'আমি তোমার অংশ', এই ভাব আস্‌ত।

"কেন ভক্তি নিয়ে থাকা?—তা না হ'লে মানুষ কি নিয়ে থাকে! কি নিয়ে দিন কাটায়।

"'আমি' তো যাবার নয়, 'আমি' ঘট থাক্‌তে সোঽহং হয় না। সমাধিস্থ হলে 'আমি' পুছে যায়,—তখন যা আছে তাই। রামপ্রসাদ বলে, তার পর আমি ভাল কি তুমি ভাল, তা তুমিই জান্‌বে।

"যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ ভক্তের মত থাকাই ভাল! 'আমি ভগ্‌বান' এটি ভাল না। হে জীব ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ!—তবে যদি নিজে টেনে লন, তবে

আলাদা কথা। যেমন মনিব চাকরকে ভালবেসে বল্‌ছে, আয় আয় কাছে বোস আমিও যা তুইও তা।

"গংগারই ঢেউ, ঢেউয়ের গংগা হয় না!

"শিবের দুই অবস্থা। যখন আত্মারাম তখন সোঽহং অবস্থা,—যোগেতে সব স্থির। যখন 'আমি একটি আলাদা বোধ থাকে তখন 'রাম! রাম!' করে নৃত্য।

"যাঁর অটল আছে, তাঁর টলও আছে।

"এই তুমি স্থির। আবার তুমিই কিছুক্ষণ পরে কাজ করবে।

"জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিস।—তবে একজন বলছে 'জল', আর একজন 'জলের খানিকটা চাপ'।

[দুই সমাধি—সমাধির প্রতিবন্ধক—কামিনীকাঞ্চন]

"সমাধি মোটামুটি দুই রকম।—জ্ঞানের পথে, বিচার করতে করতে অহং নাশের পর যে সমাধি, তাকে **স্থিত সমাধি বা জড় সমাধি** (নির্বিকল্প সমাধি) বলে। ভক্তিপথের সমাধিকে ভাব সমাধি বলে। এতে সম্ভোগের জন্য, আস্বাদনের জন্য, রেখার মত একটু অহং থাকে। **কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকলে এ সব ধারণা হয় না।**

"কেদারকে বল্লুম, কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছা হ'ল, একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দি,—কিন্তু পারলাম না। ভিতরে অঙ্কট বঙ্কট। ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ, ঢুকতে পারলাম না। যেমন স্বয়ম্ভু লিংগ কাশী পর্যন্ত জড়। সংসারে আসক্তি,—কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি,—থাক্‌লে হবে না।

"ছোকরাদের ভিতর এখনও কামিনীকাঞ্চন ঢোকে নাই; তাইত ওদের অত ভালবাসি। হাজরা বলে, 'ধনীর ছেলে দেখে, সুন্দর ছেলে দেখে,—তুমি ভালবাস'। তা যদি হয়, হরিশ, নোটো, নরেন্দ্র,—এদের ভালবাসি কেন? নরেন্দ্রের ভাত নুন দে খাবার পয়সা জোটে না।

"ছোকরাদের ভিতর বিষয়বুদ্ধি এখনও ঢোকে নাই। তাই অন্তর অত শুদ্ধ।

"আর অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। জন্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান। যেমন বাগান একটা কিনেছ। পরিষ্কার করতে করতে এক জায়গায় বসানো জলের কল পাওয়া গেল। একবারে জল কল কল করে বেরুচ্ছে।"

[পূর্ণ ও নিরঞ্জন—মাতৃসেবা—বৈষ্ণবের ভাব]

বলরাম—মহাশয়, সংসার মিথ্যা, একবারে জ্ঞান, পূর্ণের কেমন করে হ'ল?

শ্রীরামকৃষ্ণ—জন্মান্তরীণ। পূর্ব পূর্ব জন্মে সব করা আছে। শরীরই ছোট হয় আবার বৃদ্ধ হয়—আত্মা সেইরূপ নয়।

"ওদের কেমন জান,—ফল আগে তারপর ফুল। আগে দর্শন,—তার পর গুণ মহিমা শ্রবণ, তার পর মিলন!

"নিরঞ্জনকে দেখ—লেনা দেনা নাই।—যখন ডাক পড়বে যেতে পারবে। তবে যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে। আমি মাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করতাম। সেই জগতের মা-ই মা হ'য়ে এসেছেন। তাই কারু শ্রাদ্ধ,—শেষে ইষ্টের পূজা হ'য়ে পড়ে। কেউ মরে গেলে বৈষ্ণবদের মহোৎসব হয়, তারও এই ভাব।

"যতক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে ততক্ষণ মা-র খপর নিতে হবে। তাই হাজরাকে বলি, নিজের কাশি হ'লে মিছরি মরিচ্ করতে হয়, মরিচ-লবণের যোগাড় করতে হয়; যতক্ষণ এ সব করতে হয়, ততক্ষণ মা-র খপরও নিতে হয়।

"তবে যখন নিজের শরীরের খপর নিতে পাচ্ছ না,—তখন অন্য কথা। তখন ঈশ্বরই সব ভার লন।

"নাবালক নিজের ভার নিতে পারে না। তাই তার অছি(Guardian) হয়। নাবালকের অবস্থা—যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা।"

মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের কোষ্ঠী—পূর্বকথা—ঠাকুরের ঈশ্বর দর্শন

[রাম, লক্ষ্মণ ও পার্থসারথি দর্শন—ন্যাংটা পরমহংস মূর্তি]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ছোট ঘরে কথা কহিতেছেন। মহেন্দ্র মুখুয্যে, বলরাম, তুলসী, হরিপদ, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। গিরিশ ঠাকুরের কৃপা পাইয়া সাত-আট মাস যাতায়াত করিতেছেন। মাষ্টার ইতিমধ্যে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার অদ্ভুত ঈশ্বর-দর্শনকথা একটু একটু বলিতেছেন।

"কালীঘরে একদিন ন্যাংটা আর হলধারী অধ্যাত্ম (রামায়ণ) পড়ছে। হঠাৎ দেখলাম নদী, তার পাশে বন, সবুজ রং গাছপালা,—রাম লক্ষ্মণ জাঙিগয়া পরা, চলে যাচ্ছেন। একদিন কুঠীর সম্মুখে অর্জুনের রথ দেখ্‌লাম।—সারথির বেশে ঠাকুর বসে আছেন। সে এখনও মনে আছে।

"আর একদিন, দেশে কীর্তন হচ্ছে,—সম্মুখে গৌরাঙ্গ মূর্তি।

"একজন ন্যাংটা সঙ্গে সঙ্গে থাকত—তার ধনে হাত দিয়ে ফচ্‌কিমি করতুম। তখন খুব হাসতুম। এ ন্যাংটো মূর্তি আমারই ভিতর থেকে বেরুত। পরমহংস মূর্তি,—বালকের ন্যায়।

"ঈশ্বরীয় রূপ কত যে দর্শন হয়েছে, তা বলা যায় না। সেই সময়ে বড় পেটের ব্যামো। ঐ সকল অবস্থায় পেটের ব্যামো বড় বেড়ে যেত। তাই রূপ দেখলে শেষে থু-থু করতুম—কিন্তু পেছনে গিয়ে ভূতে পাওয়ার মত আবার আমায় ধর্‌ত! ভাবে বিভোর হ'য়ে থাকতুম, দিন-রাত কোথা দিয়ে যেত! তার পরদিন পেট ধুয়ে ভাব বেরুত! (হাস্য)।

গিরিশ (সহাস্যে)—আপনার কোষ্ঠী দেখ্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—দ্বিতীয়ার চাঁদে জন্ম। আর রবি, চন্দ্র, বুধ—এ ছাড়া আর কিছু বড় একটা নাই।

গিরিশ—কুম্ভ রাশি। কর্কট আর বৃষে রাম আর কৃষ্ণ;—সিংহে চৈতন্যদেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দুটি সাধ ছিল। প্রথম—ভক্তের রাজা হব, দ্বিতীয় শুঁট্‌কে সাধু হবো না।

[শ্রীরামকৃষ্ণের কোষ্ঠী—ঠাকুরের সাধন কেন—ব্রহ্মযোনি দর্শন]

গিরিশ (সহাস্যে)—আপনার সাধন করা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ভগবতী শিবের জন্য অনেক কঠোর সাধন করেছিলেন,—পঞ্চতপা, শীতকালে জলে গা বুড়িয়ে থাকা, সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা!

"স্বয়ং কৃষ্ণ রাধাযন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন্। যন্ত্র ব্রহ্মযোনি—তাঁরই পূজা, ধ্যান! এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্চে।

"অতি গুহ্যকথা! বেলতলায় দর্শন হ'তো—লক্ লক্ ক'রতো!

[পূর্বকথা—বেলতলায় তন্ত্রের সাধন—বামনীর যোগাড়]

"বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাথা নিয়ে। আবার... আসন। বাম্‌নী সব যোগাড় ক'রতো।

(হরিপদর দিকে অগ্রসর হইয়া)—"সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন, ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা না ক'রলে থাকতে পারতাম না।

"আর একটি অবস্থা হ'ত। যেদিন অহংকার ক'রতুম, তার পরদিনই অসুখ হ'ত।

মাষ্টার শ্রীমুখনিঃসৃত অশ্রুতপূর্ব বেদান্তবাক্য শুনিয়া অবাক্ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। ভক্তেরাও যেন সেই পূতসলিলা পতিতপাবনী শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবতগঙ্গায় স্নান করিয়া বসিয়া আছেন।

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

তুলসী—ইনি হাসেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভিতরে হাসি আছে। ফল্গুনদীর উপরে বালি,—খুঁড়লে জল পাওয়া যায়।

(মাষ্টারের প্রতি)—"তুমি জিহ্বা ছোল না! রোজ জিহ্বা ছুলবে।

বলরাম—আচ্ছা, এঁর (মাষ্টারের) কাছে পূর্ণ আপনার কথা অনেক শুনেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আগেকার কথা—ইনি জানেন—আমি জানি না।

বলরাম—পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ। তবে এঁরা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এঁরা হেতুমাত্র।

নয়টা বাজিয়াছে—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন তাহার উদ্যোগ হইতেছে। বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে নৌকা ঠিক করা আছে। ঠাকুরকে ভক্তেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন।

ঠাকুর দুই-একটি ভক্তের সহিত নৌকায় গিয়া বসিলেন, গোপালের মা ঐ নৌকায় উঠিলেন,—দক্ষিণেশ্বরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে হাঁটিয়া কামারহাটি যাইবেন।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের ঘরের ক্যাম্পখাটটি সারাইতে দেওয়া হইয়াছিল। সেখানিও নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল। এই খাটখানিতে শ্রীযুক্ত রাখাল প্রায় শয়ন করিতেন।

আজ কিন্তু মঘা নক্ষত্র। যাত্রা বদলাইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আগত শনিবারে বলরামের বাটীতে আবার শুভাগমন করিবেন।

চতুর্বিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিজ, দ্বিজের পিতা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—মাতৃঋণ ও পিতৃঋণ

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা তিনটা-চারিটা।

ঠাকুরের গলার অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। তথাপি সমস্ত দিন কেবল ভক্তদের মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন—কিসে তাহারা সংসারে বদ্ধ না হয়,—কিসে তাহাদের জ্ঞান-ভক্তি লাভ হয়;—ঈশ্বরলাভ হয়।

দশ-বারো দিন হইল, ২৮শে জুলাই মঙ্গলবার, তিনি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বাটীতে ঠাকুরদের ছবি দেখিতে আসিয়া বলরাম প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তদের বাড়ী শুভাগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখাল বৃন্দাবন হইতে আসিয়া কিছুদিন বাড়ীতে ছিলেন। আজকাল তিনি, লাটু, হরিশ ও রামলাল ঠাকুরের কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীমা কয়েক মাস হইল, ঠাকুরের সেবার্থ দেশ হইতে শুভাগমন করিয়াছেন। তিনি নবতে আছেন। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' আসিয়া কয়েক দিন তাঁহার কাছে আছেন।

ঠাকুরের কাছে দ্বিজ, দ্বিজর পিতা ও ভাইরা, মাষ্টার প্রভৃতি বসিয়া আছেন। আজ ৯ই আগষ্ট, ১৮৮৫ খৃঃ।

দ্বিজর বয়স ষোল বছর হইবে। তাঁহার মাতার পরলোকপ্রাপ্তির পর পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। দ্বিজ—মাষ্টারের সহিত প্রায় ঠাকুরের কাছে আসেন,—কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে বড় অসন্তুষ্ট।

দ্বিজর পিতা অনেক দিন ধরিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়াছিলেন। তাই আজ আসিয়াছেন। কলিকাতায় সওদাগরী অফিসের তিনি একজন কর্মচারী—ম্যানেজার। হিন্দু কলেজে ডি-এল রিচার্ডসনের কাছে পড়িয়াছিলেন ও হাইকোর্টের ওকালতী পাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজর পিতার প্রতি)—আপনার ছেলেরা এখানে আসে, তাতে কিছু মনে করবে না।

"আমি বলি, চৈতন্য লাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম ক'রে যদি কেউ সোণা পায়, সে মাটির ভিতর রাখতে পারে—বাক্সের ভিতরও রাখতে পারে, জলের ভিতরও রাখতে পারে—সোণার কিছু হয় না।

"আমি বলি, অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ—তা হ'লে হাতে আঠা লাগবে না।

"কাঁচা মনকে সংসারে রাখতে গেলে মন মলিন হয়ে যায়। জ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে থাকতে হয়।

"শুধু জলে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হ'য়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখলে আর কোন গোল থাকে না।"

দ্বিজর পিতা—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আপনি যে এদের বকেন-টকেন, তার মানে বুঝেছি। আপনি ভয় দেখান। ব্রহ্মচারী সাপকে বল্লে,—'তুই তো বড় বোকা! তোকে কামড়াতেই আমি বারণ করেছিলাম। তোকে ফোঁস করতে বারণ করি নাই! তুই যদি ফোঁস করতিস্ তা হ'লে তোর শত্রুরা তোকে মারতে পারত না। আপনি ছেলেদের বকেন-ঝকেন,—সে কেবল ফোঁস করেন।

দ্বিজর পিতা হাসিতেছেন।

"ভাল ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন। যদি পুষ্করিণীতে ভাল জল হয়—সেটি পুষ্করিণীর মালিকের পুণ্যের চিহ্ন।

"ছেলেকে আত্মজ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিছু তফাৎ নয়। তুমি একরূপে ছেলে হয়েছ। একরূপে তুমি বিষয়ী, আফিসের কাজ করছো, সংসারে ভোগ করছো;—আর একরূপে তুমিই ভক্ত হয়েছ—তোমার সন্তানরূপে। শুনেছিলাম, আপনি খুব ঘোর বিষয়ী। তা ত নয়! (সহাস্যে) এ সব ত আপনি জানেন। তবে আপনি নাকি আট পিটে, এতেও হুঁ দিয়ে যাচ্ছেন'।

দ্বিজর পিতা ঈষৎ হাসিতেছেন।

"এখানে এলে, আপনি কি বস্তু তা এরা জানতে পারবে। বাপ কত বড় বস্তু! **বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম্ম করবে, তার ছাই হবে!**

[পূর্বকথা—বৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণের মা-র জন্য চিন্তা]

"মানুষের অনেকগুলি ঋণ আছে। **পিতৃ-ঋণ, দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ।** এছাড়া আবার মাতৃঋণ আছে। আবার পরিবারের সম্বন্ধেও ঋণ আছে—প্রতিপালন করতে হবে। সতী হলে, মরবার পরও তার জন্য কিছু সংস্থান করে যেতে হয়।

"আমি মা-র জন্য বৃন্দাবনে থাকতে পারলাম না। যাই মনে পড়ল মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে আছেন, অমনি আর বৃন্দাবনেও মন টিকল না।

"আমি এদের বলি, সংসারও কর, আবার ভগবানেতেও মন রাখ।—সংসার ছাড়তে বলি না;—এও কর, ও-ও কর।"

পিতা—আমি বলি, পড়াশুনা ত চাই,—আপনার এখানে আসতে বারণ করি না। তবে ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে সময় না কাটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর (দ্বিজর) অবশ্য সংস্কার ছিল। এ দুই ভায়ের হ'ল না কেন? আর এরই বা হ'ল কেন?

"জোর করে আপনি কি বারণ করতে পারবেন? যার যা (সংস্কার) আছে তাই হবে।"

পিতা—হাঁ, তা বটে।

ঠাকুর মেজেতে দ্বিজর পিতার কাছে আসিয়া মাদুরের উপর বসিয়াছেন। কথা কহিতে কহিতে এক-একবার তাঁহার গায়ে হাত দিতেছেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ঠাকুর মাষ্টার প্রভৃতিকে বলিতেছেন, "এদের সব ঠাকুর দেখিয়ে আনো—আমি ভাল থাকলে সঙ্গে যেতাম।"

ছেলেদের সন্দেশ দিতে বলিলেন। দ্বিজর পিতাকে বলিলেন, "এরা একটু খাবে; মিষ্টমুখ করতে হয়।"

দ্বিজর বাবা দেবালয় ও ঠাকুরদের দর্শন করিয়া বাগানে একটু বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় ভূপেন, দ্বিজ, মাষ্টার প্রভৃতির সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। ক্রীড়াচ্ছলে ভূপেন ও মাষ্টারের পিঠে চাপড় মারিলেন। দ্বিজকে সহাস্যে বলিতেছেন,—"তোর বাপকে কেমন বল্লাম।"

সন্ধ্যার পর দ্বিজর পিতা আবার ঠাকুরের ঘরে আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই বিদায় লইবেন।

দ্বিজের পিতার গরম বোধ হইয়াছে—ঠাকুর নিজে হাতে করিয়া পাখা দিতেছেন।

পিতা বিদায় লইলেন—ঠাকুর নিজে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ—শ্রীরামকৃষ্ণ কি সিদ্ধপুরুষ না অবতার?

রাত্রি আটটা হইয়াছে। ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমাচরণের দু একটি সঙ্গী,—আছেন।

মহিমাচরণ আজ রাত্রে থাকিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, কেদারকে কেমন দেখছো?—দুধ দেখেছে না খেয়েছে?

মহিমা—হাঁ, আনন্দ ভোগ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিত্যগোপাল?

মহিমা—খুব!—বেশ অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ। আচ্ছা, গিরিশ ঘোষ কেমন হয়েছে?

মহিমা—বেশ হয়েছে। কিন্তু ওদের থাক আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্র?

মহিমা—আমি পনর বৎসর আগে যা ছিলুম এ তাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছোট নরেন? কেমন সরল?

মহিমা—হাঁ, খুব সরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক বলেছ। (চিন্তা করতে করতে) আর কে আছে?

"যে সব ছোকরা এখানে আসছে, তাদের—দু'টি জিনিস জান্‌লেই হ'ল। তা হলে আর বেশী সাধন ভজন করতে হবে না। প্রথম, আমি কে—তার পর, ওরা কে। ছোকরারা অনেকেই অন্তরঙ্গ।

"যারা অন্তরঙ্গ, তাদের মুক্তি হবে না। বায়ুকোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে।

"ছোকরাদের দেখে আমার প্রাণ শীতল হয়। আর যারা ছেলে করেছে, মামলা মোকদ্দমা করে বেড়াচ্ছে—কামিনীকাঞ্চন নিয়ে রয়েছে—তাদের দেখলে কেমন করে আনন্দ হবে? শুদ্ধ-আত্মা না দেখলে কেমন ক'রে থাকি!"

মহিমাচরণ শাস্ত্র হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন—আর তন্ত্রোক্ত ভূচরী খেচরী শাম্ভবী প্রভৃতি নানা মুদ্রার কথা বলিতেছেন।

[ঠাকুরের পাঁচ প্রকার সমাধি—ষট্‌চক্রভেদ—যোগতত্ত্ব—কুণ্ডলিনী]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আমার আত্মা সমাধির পর মহাকাশে পাখীর মত উড়ে বেড়ায়, এই রকম কেউ কেউ বলে।

"**হৃষীকেশ সাধু** এসেছিল। সে বল্লে যে, সমাধি পাঁচ প্রকার—তা তোমার সবই হয় দেখছি। পিপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষিবৎ, তির্যগ্‌বৎ।

"কখনও বায়ু উঠে পিঁপড়ের মত শিড় শিড় করে—কখনও সমাধি অবস্থায় ভাব-সমুদ্রের ভিতর আত্মা-মীন আনন্দে খেলা করে!

"কখনও পাশ ফিরে রয়েছি, **মহাবায়ু** বানরের ন্যায় আমায় ঠেলে—আমোদ করে। আমি চুপ করে থাকি। সেই বায়ু হঠাৎ বানরের ন্যায় লাফ দিয়ে সহস্রারে উঠে যায়! তাই ত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি।

"আবার কখনও পাখীর মত এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডাল,—মহাবায়ু উঠতে থাকে! যে ডালে বসে, সে স্থান আগুনের মত বোধ হয়। হয়ত মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয়, এইরূপ ক্রমে মাথায় উঠে।

"কখনও বা মহাবায়ু তির্যক গতিতে চলে—এঁকে বেঁকে! ঐরূপ চলে চলে শেষে মাথায় এলে সমাধি হয়।

[পূর্বকথা—২২।২৩ বছরে প্রথম উন্মাদ ১৮৫৮ খৃঃ—ষটচক্র ভেদ]

"কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে চৈতন্য হয় না।

"মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। **চৈতন্য** হলে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে

স্বাধীষ্ঠান, মণিপুর এই সব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরই নাম মহাবায়ুর গতি—তবেই শেষে সমাধি হয়।

"শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না—তাঁকে ডাকতে হয়। ব্যাকুল হলে তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে জ্ঞানের কথা!—তাতে কি হবে!

"এই অবস্থা যখন হ'লো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে—কিরূপ কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণ হয়ে, ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে যেতে লাগলো, আর সমাধি হ'লো। এ অতি গুহ্য কথা। দেখলাম, ঠিক আমার মতন বাইশ তেইশ বছরের ছোকরা, সুষুম্না নাড়ীর ভিতর গিয়ে জিহ্বা দিয়ে যোনিরূপ পদ্মের সঙ্গে রমণ করছে! প্রথমে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি। চতুর্দল, ষড়দল, দশদল পদ্ম সব অধোমুখ হয়েছিল—ঊর্ধ্বমুখ হ'ল!

"হৃদয়ে যখন এলো—বেশ মনে পড়ছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর দ্বাদশদল অধোমুখ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হ'লো,—আর প্রস্ফুটিত হলো! তারপর কণ্ঠে ষোড়শদল, আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হলো! সেই অবধি আমার এই অবস্থা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা—ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ—ঠাকুর সিদ্ধপুরুষ না অবতার?

[ঈশ্বরের সঙ্গে কথা—মায়াদর্শন—ভক্ত আসিবার অগ্রে তাদের দর্শন—কেশব সেনকে ভাবাবেশে দর্শন—অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন ও নরেন্দ্র—ও কেদার—প্রথম উন্মাদে জ্যোতির্ময় দেহ—বাবার স্বপ্ন—ন্যাংটা ও তিন দিনে সমাধি—মথুরের ১৪ বৎসর সেবা ১৮৫৮-৭১—কুঠীর উপর ভক্তদের জন্য ব্যাকুলতা—অবিরত সমাধি। সব রকম সাধন।]

ঠাকুর এই কথা বলিতে বলিতে নামিয়া আসিয়া মেজেতে মহিমাচরণের নিকট বসিলেন। কাছে মাষ্টার ও আরও দু একটি ভক্ত। ঘরে রাখালও আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—আপনাকে অনেকদিন বলবার ইচ্ছা ছিল পারি নাই—আজ বলতে ইচ্ছা হচ্ছে।

"আমার যা অবস্থা—আপনি বলেন, সাধন করলেই ও রকম হয়, তা নয়। এতে (আমাতে) কিছু বিশেষ আছে।

মাষ্টার, রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা অবাক হইয়া ঠাকুর কি বলিবেন উৎসুক হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কথা কয়েছে!—শুধু দর্শন নয়—কথা কয়েছে। বটতলায় দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে—তার পর কত হাসি! খেলার ছলে আঙুল মটকান হলো। তার পর কথা।—কথা কয়েছে!

"তিন দিন করে কেঁদেছি, আর বেদ পুরাণ তন্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে —(তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন!

"মহামায়ার মায়া যে কি, তা একদিন দেখালে। ঘরের ভিতর ছোট জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে বাড়্‌তে লাগলো! আর জগৎকে ঢেকে ফেল্‌তে লাগ্‌লো!

"আবার দেখালে,—যেন মস্ত দীঘি, পানায় ঢাকা! হাওয়াতে পানা একটু সরে গেল,—অমনি জল দেখা গেল। কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে চার দিক্‌কার পানা নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে, আবার ঢেকে ফেল্লে! দেখালে, ঐ জল, যেন সচ্চিদানন্দ, আর পানা যেন মায়া। মায়ার দরুন সচ্চিদানন্দকে দেখা যায় না,—যদিও এক একবার চকিতের ন্যায় দেখা যায়, তো আবার মায়াতে ঢেকে ফেলে।

"কিরূপ লোক (ভক্ত) এখানে আসবে, আসবার আগে দেখিয়ে দেয়। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের দল দেখালে। তাতে বলরামকে দেখ্‌লাম—না হলে মিছরি এ সব দেবে কে! আর এঁকে দেখেছিলাম।

[শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব সেন ও তাঁহার সমাজে হরিনাম ও মায়ের নাম প্রবেশ]

"কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে, তাকে দেখলাম! সমাধি অবস্থায় দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল। এক ঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে! কেশবকে দেখাচ্ছে, যেন একটি ময়ূর তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে! পাখা অর্থাৎ দল বল। কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি। ওটি রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বলছে—'ইনি কি বলছেন, তোমরা সব শোনো'। মাকে বল্লাম, মা এদের ইংরাজী মত,—এদের বলা কেন। তার পর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এ রকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে। কিন্তু আদি সমাজে গেল না।

(নিজেকে দেখাইয়া) "এর (আমার) ভিতর একটা কিছু আছে। গোপাল সেন ব'লে একটি ছেলে আসতো—অনেক দিন হ'ল। এর ভিতর যিনি আছেন গোপালের বুকে পা দিলে। সে ভাবে বলতে লাগলো, তোমার এখন দেরী আছে। আমি ঐহিকদের সঙ্গে থাকতে পারছি না,—তারপর 'যাই' ব'লে বাড়ী চলে গেল। তার পর শুন্‌লাম দেহত্যাগ করেছে। সেই বোধ হয় নিত্যগোপাল।

"আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। একধারে কেদার চুনী, আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আর এক ধারে টকটকে লাল সুরকীর কাঁড়ির মত জ্যোতিঃ। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র।—সমাধিস্থ!

"ধ্যানস্থ দেখে বল্লুম 'ও নরেন্দ্র!' একটু চোখ চাইলে।—বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে।—তখন বল্লাম 'মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর।—তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।'—কেদার সাকারবাদী, উঁকি মেরে দেখে শিউরে উঠে পালালো।

"তাই ভাবি এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হোলো, তখন জ্যোতিঃতে দেহ জবল জবল করতো। বুক লাল হয়ে যেতো! তখন বল্লুম 'মা, বাইরে প্রকাশ হোয়ো না, ঢুকে যাও, ঢুকে যাও! তাই এখন এই হীন দেহ।

"তা না হলে লোকে জবালাতন করতো। লোকের ভিড় লেগে যেতো—সেরূপ জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে। এখন বাহিরে প্রকাশ নাই। এতে আগাছা পালায়—যারা শুদ্ধভক্ত তারাই কেবল থাকবে। এই ব্যারাম হয়েছে কেন?—এর মানে ঐ। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।

"সাধ ছিল—মাকে বলেছিলাম, "মা, ভক্তের রাজা হব!

"আবার মনে উঠলো, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আসতেই হবে! আসতেই হবে!' দ্যাখো, তাই হচ্ছে—সেই সব লোকই আসছে।

"এর ভিতরে কে আছেন, আমার বাপেরা জানতো! বাপ গয়াতে স্বপ্নে দেখেছিলেন,—রঘুবীর বলছেন, 'আমি তোমার ছেলে হব।'

"এর ভিতরে তিনিই আছেন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ! একি আমার কর্ম! স্ত্রীসম্ভোগ স্বপনেও হোলো না!

"ন্যাংটা বেদান্তের উপদেশ দিলে। তিন দিনেই সমাধি। মাধবীতলায় ঐ সমাধি অবস্থা দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে বলছে, 'আরে এ ক্যেয়া রে!' পরে সে বুঝতে পারলে—এর ভিতর কে আছে। তখন আমার বলে, 'তুমি আমায় ছেড়ে দাও! ওকথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল;—আমি সেই অবস্থায় বল্লাম, 'বেদান্ত বোধ না হলে তোমার যাবার যো নাই।'

"তখন রাত দিন তার কাছে! কেবল বেদান্ত! বামনী বলতো, 'বাবা, বেদান্ত শুনো না!—ওতে ভক্তির হানি হবে।'

"মাকে যাই বল্লাম 'মা, এ দেহ রক্ষা কেমন করে হবে, আর সাধু ভক্ত লয়ে কেমন করে থাকবো!—একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও! তাই সেজোবাবু চৌদ্দ বৎসর ধরে সেবা করলে!

"এর ভিতর যিনি আছে, আগে থাকতে জানিয়ে দেয়, কোন থাকের ভক্ত আসবে। যাই দেখি গৌরাঙ্গরূপ সামনে এসেছেন, অমনি বুঝতে পারি গৌরভক্ত আসছে। যদি শাক্ত আসে, তা হলে শক্তিরূপ—কালীরূপ—দর্শন হয়।

"কুঠীর উপর থেকে আরতির সময় চেঁচাতাম, 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়।' দ্যাখো, এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটছে!

"এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন—যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন।

"এক-একজন ভক্তের অবস্থা কি আশ্চর্য! ছোট নরেন—এর কুম্ভক আপনি হয়! আবার সমাধি! এক-একবার কখন কখন আড়াই ঘণ্টা! কখনও বেশী! কি আশ্চর্য!

"সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। হঠযোগ পর্যন্ত—আয়ু বাড়াবার জন্য! এর ভিতর একজন আছে। তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি। কোয়ার সিং বলতো, 'সমাধির পর ফিরে আসা লোক কখন দেখি নাই।—তুমিই নানক।'

[পূর্বকথা—কেশব, প্রতাপ ও কুক্ সঙ্গে জাহাজে ১৮৮১]

"চার দিকে ঐহিক লোক—চারিদিকে কামিনীকাঞ্চন—এতোর ভিতর থেকে এমন অবস্থা!—সমাধি, ভাব, লেগেই রয়েছে। তাই প্রতাপ (ব্রাহ্মসমাজের শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার)—কুক্ সাহেব যখন এসেছিল, জাহাজে আমার অবস্থা (সমাধি-অবস্থা) দেখে বল্লে, "বাবা! যেন ভূতে পেয়ে রয়েছে!"

রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি অবাক্ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই সকল আশ্চর্য কথা শুনিতেছেন।

মহিমাচরণ কি ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিলেন? এই সমস্ত কথা শুনিয়াও তিনি বলিতেছেন,—"আজ্ঞা, আপনার প্রারব্ধবশতঃ এরূপ সব হয়েছে।" তাঁহার মনের ভাব,—ঠাকুর একটি সাধু বা ভক্ত। ঠাকুর তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন, 'হাঁ, প্রাক্তন! যেন বাবুর অনেক বাড়ী আছে—এখানে একটা বৈঠকখানা। ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহিমাচরণের ব্রহ্মচক্র—পূর্বকথা—তোতাপুরীর উপদেশ

['স্বপ্নে দর্শন কি কম?' নরেন্দ্রের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন]

রাত নয়টা হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। মহিমাচরণের সাধ—ঘরে ঠাকুর থাকিবেন—ব্রহ্মচক্র রচনা করিবেন। তিনি রাখাল, মাষ্টার, কিশোরী ও আর দু একটি ভক্তকে লইয়া মেজেতে চক্র করিলেন। সকলকে ধ্যান করিতে বলিলেন। রাখালের ভাবাবস্থা হইয়াছে। ঠাকুর নামিয়া আসিয়া তাঁহার বুকে হাত দিয়া মা'র নাম করিতে লাগিলেন। রাখালের ভাব সম্বরণ হইল।

রাত একটা হইবে। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। দু একটি ভক্ত গঙ্গার পোস্তার উপর একাকী বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার উঠিয়াছেন। তিনিও বাহিরে আসিলেন ও ভক্তদের বলিতেছেন, ন্যাংটা বলতো, 'এই সময়ে—এই গভীর রাত্রে—**অনাহত শব্দ** শোনা যায়।'

শেষ রাত্রে মহিমাচরণ ও মাষ্টার ঠাকুরের ঘরেই মেজেতে শুইয়া আছেন। রাখালও ক্যাম্প খাটে শুইয়াছেন।

ঠাকুর পাঁচ বছরের ছেলের ন্যায় দিগম্বর হইয়া মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন।

প্রত্যূষ হইল। ঠাকুর মার নাম করিতেছেন। পশ্চিমের বারান্দায় গিয়া গঙ্গা দর্শন করিলেন। ঘরের মধ্যস্থিত দেবদেবীর যত পট ছিল, কাছে গিয়া নমস্কার করিলেন। ভক্তেরা শয্যা হইতে উঠিয়া প্রণামাদি করিয়া প্রাতঃকৃত্য করিতে গেলেন।

ঠাকুর পঞ্চবটীতে একটি ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনি স্বপ্নে চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবিষ্ট হইয়া)—আহা! আহা!

ভক্ত—আজ্ঞা, ও স্বপনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**স্বপন কি কম!**

ঠাকুরের চক্ষে জল। **গদ গদ স্বর!**

একজন ভক্তের জাগরণ অবস্থায় দর্শন-কথা শুনিয়া বলিতেছেন—'তা আশ্চর্য কি! আজকাল **নরেন্দ্রও** ঈশ্বরীয় রূপ দেখে!"

মহিমাচরণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণের **পশ্চিম** দিকের শিবের মন্দিরে গিয়া, নির্জনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

বেলা আটটা হইয়াছে। মণি গঙ্গাস্নান করিয়া ঠাকুরের কাছে আসিলেন। শোকাতুরা ব্রাহ্মণীও দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণীর প্রতি)—এঁকে কিছু প্রসাদ খেতে দাও তো গা, লুচি টুচি। তাকের উপর আছে।

ব্রাহ্মণী—আপনি আগে খান। তার পর উনি প্রসাদ পাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি আগে জগন্নাথের আটকে খাও, তারপর প্রসাদ।

প্রসাদ পাইয়া মণি শিবমন্দিরে শিব দর্শন করিয়া ঠাকুরের কাছে আবার আসিলেন ও প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—তুমি এসো। আবার কাজে যেতে হবে।

পঞ্চবিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মাষ্টার, পণ্ডিত শ্যামাপদ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাধিমন্দিরে—পণ্ডিত শ্যামাপদের প্রতি কৃপা

শ্রীরামকৃষ্ণ দদু একটি ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন। অপরাহ্ণ পাঁচটা; বৃহস্পতিবার, ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮৫; (১২ই ভাদ্র, শ্রাবণ কৃষ্ণাদ্বিতীয়া)।

ঠাকুরের অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। তথাপি ভক্তেরা কেহ আসিলে শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না। হয় ত সমস্ত দিন তাঁহাদের লইয়া কথা কহিতেছেন—কখনও বা গান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত **মধু ডাক্তার** প্রায় নৌকায় করিয়া আসেন—ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য ভক্তেরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। মধু ডাক্তার যাহাতে প্রত্যহ আসিয়া দেখেন, এই তাঁহাদের ইচ্ছা। মাষ্টার ঠাকুরকে বলিতেছেন, 'উনি বহুদর্শী' লোক, উনি রোজ দেখলে ভাল হয়।'

পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিলেন। ইঁহার নিবাস আঁটপুর গ্রামে। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া পণ্ডিত 'সন্ধ্যা করিতে যাই', বলিয়া গঙ্গাতীরে চাঁদনীর ঘাটে গমন করিলেন।

সন্ধ্যা করিতে করিতে পণ্ডিত কি আশ্চর্য দর্শন করিলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে ঠাকুরের ঘরে আসিয়া মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর মা'র নাম ও চিন্তার পর নিজের আসনেই বসিয়া আছেন। পাপোশের উপর মাষ্টার। রাখাল, লাটু প্রভৃতি ঘরে যাতায়াত করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, পণ্ডিতকে দেখাইয়া)—ইনি একজন বেশ লোক। (পণ্ডিতের প্রতি) 'নেতি' 'নেতি' করে যেখানে **মনের শান্তি হয়, সেইখানেই তিনি।**

[ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ ও পণ্ডিত শ্যামাপদ—'সমাধিমন্দিরে']

"সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন। প্রথম দেউড়িতে গিয়ে দেখে যে একজন ঐশ্বর্যবান পুরুষ অনেক লোকজন নিয়ে বসে আছেন; খুব জাঁকজমক! রাজাকে যে দেখতে গিয়েছে, সে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে 'এই কি রাজা? সঙ্গী ঈষৎ হেসে বল্লে, 'না'।

"দ্বিতীয় দেউড়ি আর অন্যান্য দেউড়িতেও ঐরূপ বল্লে। দ্যাখে, যত এগিয়ে যায়, ততই ঐশ্বর্য! আর জাঁকজমক! সাত দেউড়ি পার হয়ে যখন দেখলে তখন আর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে না! রাজার অতুল ঐশ্বর্য দর্শন করে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।—বুঝলে এই রাজা।—এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।"

[ঈশ্বর, মায়া, জীবজগৎ—অধ্যাত্ম রামায়ণ—যমলার্জ্জুনের স্তব]

পণ্ডিত—মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে গেলে তাঁকে দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর সাক্ষাৎকারের পর আবার দ্যাখে, এই মায়া জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। এই সংসার ধোকার টাটী—স্বপ্নবৎ,—এই বোধ হয়, যখন 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে। তাঁর দর্শনের পর আবার 'এই সংসার মজার কুটী!'

"শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে? পণ্ডিতেরা কেবল বিচার করে।"

পণ্ডিত—আমায় কেউ পণ্ডিত বল্লে ঘৃণা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐটি তাঁর কৃপা! পণ্ডিতেরা কেবল বিচার করে। কিন্তু কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে। সাক্ষাৎকারের পর সব নারায়ণ দেখবে —নারায়ণই সব হয়েছেন।

পণ্ডিত নারায়ণের স্তব শুনাইতেছেন। ঠাকুর আনন্দে বিভোর।

পণ্ডিত—সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনার অধ্যাত্ম (রামায়ণ) দেখা আছে?

পণ্ডিত—আজ্ঞে হাঁ, একটু দেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওতে জ্ঞান ভক্তি পরিপূর্ণ। শবরীর উপাখ্যান, অহল্যার স্তব, সব ভক্তিতে পরিপূর্ণ।

"তবে একটি কথা আছে। তিনি বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক দূর।"

পণ্ডিত—যেখানে বিষয়বুদ্ধি, তিনি 'সুদূরম্',—আর যেখানে তা নাই, সেখানে তিনি 'অদূরম্'। উত্তরপাড়ার এক জমিদার মুখুয্যেকে দেখে এলাম বয়স হয়েছে—কেবল নভেলের গল্প শুনছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—অধ্যাত্মে আর একটি বলেছে যে, তিনিই জীব জগৎ!

পণ্ডিত আনন্দিত হইয়া যমলার্জ্জুনের এই ভাবের স্তব শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ, হইতে আবৃত্তি করিতেছেন—

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ॥
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।

ত্বমেব কালো ভগবান বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ॥

[শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ—'আন্তরিক ধ্যান জপ করলে আসতেই হবে]

ঠাকুর স্তব শুনিয়া **সমাধিস্থ!** দাঁড়াইয়াছেন। পণ্ডিত বসিয়া। পণ্ডিতের কোলে ও বক্ষে একটি চরণ রাখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন।

পণ্ডিত চরণ ধারণ করিয়া বলিতেছেন, '**গুরো চৈতন্যং দেহি।**' ঠাকুর ছোট তক্তার কাছে পূর্বাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

পণ্ডিত ঘর হইতে চলিয়া গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন,—আমি যা বলি মিলছে? **যারা আন্তরিক ধ্যান জপ করেছে তাদের এখানে আসতেই হবে।**

রাত দশটা হইল। ঠাকুর একটু সামান্য সুজির পায়স খাইয়া শয়ন করিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, "পায়ে হাতটা বুলিয়ে দাও ত।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গায়ে ও বক্ষঃস্থলে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন।

সামান্য নিদ্রার পর মণিকে বলিতেছেন, "তুমি শোওগে;—দেখি একলা থাকলে যদি ঘুম হয়।" ঠাকুর রামলালকে বলিতেছেন, "ঘরের ভিতরে ইনি (মণি) আর রাখাল শুলে হয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশুখৃষ্ট (Jesus Christ)

প্রত্যূষ হইল। ঠাকুর গাত্রোত্থান করিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। অসুস্থ হওয়াতে ভক্তেরা শ্রীমুখ হইতে সেই মধুর নাম শুনিতে পাইলেন না। ঠাকুর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঘরে নিজের আসনে আসিয়া বসিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, আচ্ছা, রোগ কেন হলো?

মণি—আজ্ঞা, মানুষের মতন সব না হলে জীবের সাহস হবে না। তারা দেখেছে যে, এই দেহের এত অসুখ, তবুও আপনি ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বলরামও বল্লে, 'আপনারই এই, তা হলে আমাদের আর হবে না কেন?'

"সীতার শোকে রাম ধনুক তুলতে না পারাতে লক্ষ্মণ আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু **পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পরে কাঁদে।**"

মণি—ভক্তের দুঃখ দেখে যীশুখৃষ্টও অন্য লোকের মত কেঁদেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি হয়েছিল?

মণি—মর্থা, মেরী দুই ভগ্নী, আর ল্যাজেরাস ভাই—তিন জনই যীশুখৃষ্টের ভক্ত। ল্যাজেরাসের মৃত্যু হয়। যীশু তাদের বাড়ীতে আসছিলেন। পথে একজন ভগ্নী (মেরী), দৌড়ে গিয়ে পদতলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, 'প্রভু, তুমি যদি আসতে, তা হলে সে মরতো না।' যীশু তার কান্না দেখে কেঁদেছিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সিদ্ধাই Miracles]

"তার পর তিনি গোরের কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন অমনি ল্যাজেরাস প্রাণ পেয়ে উঠে এলো!"

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কিন্তু উগুনো হয় না।

মণি—সে আপনি করেন না—ইচ্ছা করে। ও সব সিদ্ধাই, তাই আপনি করেন না। ও সব করলে লোকদের দেহেতেই মন যাবে—শুদ্ধা ভক্তির দিকে মন যাবে না। তাই আপনি করেন না।

"আপনার সঙ্গে যীশুখৃষ্টের অনেক মেলে!"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর কি কি মেলে?

মণি—আপনি ভক্তদের উপবাস করতে কি অন্য কোন কঠোর করতে বলেন না—খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও কোন কঠিন নাই। যীশুখৃষ্টের শিষ্যেরা রবিবারে নিয়ম না করে খেয়েছিল, তাই যারা শাস্ত্র মেনে চল্‌ত তারা তিরস্কার করেছিল। যীশু বল্লেন, 'ওরা খাবে, খুব করবে; যতদিন বরের সঙ্গে আছে, বরযাত্রীরা আনন্দই করবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর মানে কি?

মণি—অর্থাৎ যতদিন অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আছে, সাঙ্গোপাঙ্গগণ কেবল আনন্দই করবে—কেন নিরানন্দ হবে? তিনি যখন স্বধামে চলে যাবেন, তখন তাদের নিরানন্দের দিন আসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর কিছু মেলে?

মণি—আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন—'ছোকরাদের ভিতর কামিনী কাঞ্চন ঢুকে নাই; ওরা উপদেশ ধারণা করতে পারবে,—যেমন নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়। দই পাতা হাঁড়িতে রাখলে নষ্ট হতে পারে; তিনিও সেইরূপ বলতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলতেন?

মণি—'পুরানো বোতলে নূতন মদ রাখ্‌লে বোতল ফেটে যেতে পারে। আর 'পুরানো কাপড়ে নূতন তালি দিলে শীঘ্র ছিঁড়ে যায়।'

"আপনি যেমন বলেন, 'মা আর আপনি এক' তিনিও তেমনি বলতেন, 'বাবা আর আমি এক'!" (I and my father are one.)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর কিছু?

মণি—আপনি যেমন বলেন, 'ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে তিনি শুন্‌বেনই শুনবেন।' তিনিও বলতেন, 'ব্যাকুল হয়ে দোরে ঘা মারো দোর খোলা পাবে!" (Knock and it shall be opened unto you).

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, অবতার যদি হয়, তা পূর্ণ, না অংশ, না কলা? কেউ কেউ বলে পূর্ণ।

মণি—আজ্ঞা, পূর্ণ অংশ, কলা, ও সব ভাল বুঝতে পারি না। তবে যেমন বলেছিলেন ঐটে বেশ বুঝেছি। পাঁচিলের মধ্যে গোল ফাঁক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বল দেখি?

মণি—প্রাচীরের ভিতর একটি গোল ফাঁক—সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে প্রাচীরের ওধারের মাঠ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সেইরূপ আপনার ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত ঈশ্বর খানিকটা দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, দুই তিন ক্রোশ একেবারে দেখা যাচ্ছে!

মণি চাঁদনীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া আবার ঠাকুরের কাছে ঘরে উপনীত হইলেন। বেলা আটটা হইয়াছে।

মণি লাটুর কাছে আট্‌কে চাইছেন—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আট্‌কে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে আসিয়া মণিকে বলিতেছেন, "তুমি ওটা (প্রসাদ খাওয়া) কোরো—যারা ভক্ত হয়, প্রসাদ না হলে খেতে পারে না।"

মণি—আজ্ঞে, আমি কাল অবধি বলরাম বাবুর বাড়ী থেকে জগন্নাথের আট্‌কে এনেছি—তাই রোজ একটি দুটি খাই।

মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন, তবে তুমি সকাল সকাল এসো—আবার ভাদ্র মাসের রৌদ্র—বড় খারাপ।

ষড়বিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে জন্মাষ্টমী-দিবসে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুবোধের আগমন—পূর্ণ, মাষ্টার, গঙ্গাধর, ক্ষীরোদ, নিতাই

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। রাত আটটা। সোমবার ১৬ই ভাদ্র, শ্রাবণ-কৃষ্ণা-ষষ্ঠী, ৩১শে আগষ্ট, ১৮৮৫।

ঠাকুর অসুস্থ—গলায় অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু নিশিদিন এক চিন্তা, কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। এক এক বার বালকের ন্যায় অসুখের জন্য কাতর। পরক্ষণেই সব ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা। আর ভক্তের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্যে উন্মত্তপ্রায়।

দুই দিন হইল—গত শনিবার রাত্রে—শ্রীযুক্ত পূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন—'আমার খুব আনন্দ হয়। মাঝে মাঝে রাত্রে আনন্দে ঘুম হয় না!'

ঠাকুর পত্রপাঠ শুনিয়া বলিয়াছেন,—"আমার গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছে! ঐ আনন্দের অবস্থা ওর পরে থেকে যাবে; দেখি চিঠিখানা।"

পত্রখানি হাতে করে মুড়ে টিপে বলিতেছেন,—"অন্যের চিঠি ছুঁতে পারি না; এর বেশ ভাল চিঠি।"

সেই রাত্রে একটু শুইয়াছেন। হঠাৎ গায়ে ঘাম—শয্যা হইতে উঠিয়া বলিতেছেন,—"আমার বোধ হচ্ছে, এ অসুখ সারবে না।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তেরা সকলেই চিন্তিত হইলেন।

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য আসিয়াছেন ও অতি নিভৃতে নবতে বাস করেন। নবতে তিনি যে আছেন, ভক্তেরা প্রায় কেহ জানিতেন না। একটি ভক্ত স্ত্রীলোক (গোলাপ মা) ও কয়দিন নবতে আছেন। তিনি ঠাকুরের ঘরে প্রায় আসেন ও দর্শন করেন।

ঠাকুর তাঁহাকে পর দিন রবিবারে বলিতেছেন,—"তুমি অনেক দিন এখানে আছ, লোকে কি মনে করবে? বরং দশ দিন বাড়ী গিয়ে থাক গে।" মাষ্টার এই সমস্ত কথা শুনিলেন।

আজ সোমবার। ঠাকুর অসুস্থ রহিয়াছেন। রাত প্রায় আটটা হইয়াছে। ঠাকুর ছোট খাটটিতে পেছন ফিরিয়া দক্ষিণ দিকে শিয়র করিয়া শুইয়া আছেন। গঙ্গাধর সন্ধ্যার পর কলিকাতা হইতে মাষ্টারের সহিত আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া আছেন। ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দুটি ছেলে এসেছিল। শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেলে (সুবোধ)

আর একটি তাদের পাড়ার ছেলে (ক্ষীরোদ)। বেশ ছেলে দুটি। তাদের বল্লাম, আমার এখন অসুখ, তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে। তুমি একটু যত্ন কোরো।

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ, আমাদের পাড়ায় তাদের বাড়ী।

[অসুখের সূত্রপাত—ভগবান্ ডাক্তার—নিতাই ডাক্তার]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেদিন আবার গায়ে ঘাম দিয়ে ঘুম ভেঙ্গে গিছ্‌লো। এ অসুখটা কি হ'ল!

মাষ্টার—আজ্ঞে, আমরা একবার ভগবান রুদ্রকে দেখাব, ঠিক করেছি। এম-ডি পাশ করা। খুব ভাল ডাক্তার।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কত নেবে?

মাষ্টার—অন্য জায়গা হ'লে কুড়ি পঁচিশ টাকা নিতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে থাক্।

মাষ্টার—আজ্ঞা, আমরা হদ্দ চার পাঁচ টাকা দেবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা এই রকম করে যদি একবার বলো, 'দয়া করে তাঁকে দেখ্‌বেন চলুন।' এখানকার কথা কিছু শুনে নাই ?

মাষ্টার—বোধ হয় শুনেছে। এক রকম কিছু নেবে না বলেছে তবে আমরা দেবো; কেন না, তা হ'লে আবার আস্‌বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিতাইকে (ডাক্তার) আনো তো সে বরং ভাল। আর ডাক্তাররা এসেই বা কি কর্‌ছে? কেবল টিপে বাড়িয়ে দেয়।

রাত নয়টা—ঠাকুর একটু সুজির পায়স খাইতে বসিলেন।

খাইতে কোন কষ্ট হইল না। তাই আনন্দ করিতে করিতে মাষ্টারকে বলিতেছেন,—"একটু খেতে পারলাম, মনটায় বেশ আনন্দ হলো।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্মাষ্টমীদিবসে নরেন্দ্র, রাম, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

বলরাম, মাষ্টার, গোপালের মা, রাখাল, লাটু, ছোট নরেন, পাঞ্জাবী সাধু, নবগোপাল, কাটোয়ার বৈষ্ণব, রাখাল ডাক্তার

আজ জন্মাষ্টমী মঙ্গলবার। ১৭ই ভাদ্র; ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫। ঠাকুর স্নান করিবেন। একটি ভক্ত তেল মাখাইয়া দিতেছেন। ঠাকুর দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া তেল মাখিতেছেন। মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

স্নানান্তে ঠাকুর গামছা পরিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া সেই বারান্দা হইতেই ঠাকুরদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া কালীঘরে বা বিষ্ণুঘরে যাইতে পারিলেন না।

আজ জন্মাষ্টমী—রামাদি ভক্তেরা ঠাকুরের জন্য নববস্ত্র আনিয়াছেন। ঠাকুর নববস্ত্র পরিধান করিয়াছেন—বৃন্দাবনী কাপড় ও গায়ে লাল চেলী। তাঁহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দেহ নববস্ত্রে শোভা পাইতে লাগিল। বস্ত্র পরিধান করিয়াই তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিলেন।

আজ জন্মাষ্টমী। গোপালের মা গোপালের জন্য কিছু খাবার করিয়া কামারহাটি হইতে আনিয়াছেন। তিনি আসিয়া ঠাকুরকে দুঃখ করিতে করিতে বলিতেছেন, "তুমি ত খাবে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই দ্যাখো, অসুখ হয়েছে।

গোপালের মা—আমার অদৃষ্ট!—একটু হাতে করো!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি আশীর্বাদ করো।

গোপালের মা ঠাকুরকেই গোপাল বলিয়া সেবা করিতেন।

ভক্তেরা মিছরি আনিয়াছেন। গোপালের মা বলিতেছেন, "এ মিছরি নবতে নিয়ে যাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন "এখানে ভক্তদের দিতে হয়। কে একশ বার চাইবে, এখানেই থাক্।"

বেলা এগারটা। কলিকাতা হইতে ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত বলরাম, নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নবগোপাল, কাটোয়া হইতে একটি বৈষ্ণব, ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। রাখাল, লাটু আজকাল থাকেন। একটি পাঞ্জাবী সাধু পঞ্চবটীতে কয়দিন রহিয়াছেন।

ছোট নরেনের কপালে একটি আব আছে। ঠাকুর পঞ্চবটীতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতেছেন, "তুই আবটা কাট না, ও ত গলায় নয়—মাথায়। ওতে আর কি হবে—লোকে একশিরা-কাটাচ্ছে।" (হাস্য)।

পাঞ্জাবী সাধুটি উদ্যানের পথ দিয়া যাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,— "আমি ওকে টানি না। জ্ঞানীর ভাব। দেখি যেন শুকনো কাঠ!"

ঘরে ঠাকুর ফিরিয়াছেন। শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের কথা হইতেছে।

বলরাম—তিনি বলেছেন যে, নরেন্দ্রের যেমন বুকে পা দিয়ে (ভাবাবেশ) হয়েছিলো, কই আমার ত তা হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান, **কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে ছড়ান মন কুড়ান দায়।** ওর সালিসী করতে হয়, বলেছে। আবার বাড়ীর ছেলেদের বিষয় ভাবতে হয়। নরেন্দ্রাদির মন ত ছড়ানো নয়—ওদের ভিতর এখনো কামিনীকাঞ্চন ঢোকে নাই।

"কিন্তু (শ্যামাপদ) খুব লোক!"

কাটোয়ার বৈষ্ণব ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। বৈষ্ণবটি একটু ট্যারা।

[জন্মান্তরের খপর—ভক্তিলাভের জন্যই মানুষজন্ম]

বৈষ্ণব—ম'শায়, আবার জন্ম কি হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতায় আছে, মৃত্যুসময় যে যা চিন্তা করে দেহত্যাগ কর্‌বে তার সেই ভাব লয়ে জন্মগ্রহণ কর্‌তে হয়। হরিণকে চিন্তা করে ভরত রাজার হরিণ-জন্ম হয়েছিল।

বৈষ্ণব—এটি যে হয়, কেউ চোখে দেখে বলে ত বিশ্বাস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা জানি না বাপু। আমি নিজের ব্যামো সারাতে পার্‌ছি না—আবার মলে কি হয়!

"তুমি যা বল্‌ছো এ সব হীনবুদ্ধির কথা। ঈশ্বরে কিসে ভক্তি হয়, এই চেষ্টা করো। ভক্তিলাভের জন্যই মানুষ হয়ে জন্মেছ। বাগানে আম খেতে এসেছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, এ সব খপরে কাজ কি? জন্ম-জন্মান্তরের খপর!

[গিরিশ ঘোষ ও অবতারবাদ। কে পবিত্র? যার বিশ্বাস ভক্তি]

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ দুই একটি বন্ধু সঙ্গে গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত। কিছু পান করিয়াছেন! কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন ও ঠাকুরের চরণে মাথা দিয়া কাঁদিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে তাঁহার গা চাপড়াইতে লাগিলেন। একজন ভক্তকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"ওরে একে তামাক খাওয়া।"

গিরিশ মাথা তুলিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন,—তুমিই পূর্ণব্রহ্ম! তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা!

"বড় খেদ রইলো, তোমার সেবা কর্‌তে পেলুম না! (এই কথাগুলি এরূপ স্বরে বলিতেছেন যে, দু-একটি ভক্ত কাঁদিতেছেন!)

"দাও বর ভগবন্‌, এক বৎসর তোমার সেবা করবো? মুক্তি ছড়াছড়ি—প্রস্রাব করে দি। বল, তোমার সেবা এক বৎসর কর্‌বো?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানকার লোক ভাল নয়—কেউ কিছু বল্‌বে!

গিরিশ—তা হবে না, বলো—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার বাড়ীতে যখন যাবো—

গিরিশ—না, তা নয়! এইখানে কর্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জিদ দেখিয়া)—আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঠাকুরের গলায় অসুখ। গিরিশ আবার কথা কহিতেছেন,—"বল আরাম হয়ে যাক্‌!—আচ্ছা, আমি ঝাড়িয়ে দেবো। কালী! কালী!"

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার লাগ্‌বে!

গিরিশ—ভাল হয়ে যা! (ফুঃ)। ভাল যদি না হয়ে থাকে তো—যদি আমার ও পায়ে কিছু ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য ভাল হবে! বল, ভাল হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—যা বাপু, আমি ও সব বলতে পারি না। রোগ ভাল হবার কথা মাকে বল্‌তে পারি না। আচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে।

গিরিশ—আমায় ভুলোনো! **তোমার ইচ্ছায়!**

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছি, ও কথা বল্‌তে নাই। **ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ।** তুমি যা ভাবো, তুমি ভাবতে পারো। আপনার গুরু তো ভগবান—তা বলে ও সব কথা বলায় অপরাধ হয়—ও কথা বল্‌তে নাই।

গিরিশ—বল, ভাল হ'য়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, যা হয়েছে তা যাবে।

গিরিশ নিজের ভাবে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"হ্যাঁগা, এবার রূপ নিয়ে আস নাই কেন গা?"

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন,—'এবার বুঝি বাঙলা উদ্ধার!'

কোন কোন ভক্ত ভাবিতেছেন, বাঙলা উদ্ধার, সমস্ত জগৎ উদ্ধার!

গিরিশ আবার বলিতেছেন, "ইনি এখানে রয়েছেন কেন, কেউ বুঝ্‌ছো? জীবের দুঃখে কাতর হয়ে এসেছেন; তাঁদের উদ্ধার করবার জন্য!"

গাড়োয়ান ডাকিতেছিল। গিরিশ গাত্রোত্থান করিয়া তাহার কাছে যাইতেছেন! শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন, "দ্যাখো, কোথায় যায়—মারবে না তো।" মাষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

গিরিশ আবার ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে স্তব করিতেছেন—"ভগবন্, পবিত্রতা আমায় দাও। যাতে কখনও একটুও পাপ-চিন্তা না হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—**তুমি পবিত্র ত আছো।—তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি!** তুমি ত আনন্দে আছ?

গিরিশ—আজ্ঞা, না। মন খারাপ—অশান্তি—তাই খুব মদ খেলুম।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরিশ আবার বলিতেছেন,—"ভগবন্, আশ্চর্য হচ্ছি যে, পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি! এমন কি তপস্যা করিছি যে এই সেবার অধিকারী হয়েছি!"

ঠাকুর মধ্যাহ্নের সেবা করিলেন। অসুখ হওয়াতে অতি সামান্য একটু আহার করিলেন।

ঠাকুরের সর্বদাই ভাবাবস্থা—জোর করিয়া শরীরের দিকে মন আনিতেছেন। কিন্তু শরীর রক্ষা করিতে বালকের ন্যায় অক্ষম। বালকের ন্যায় ভক্তদের বলিতেছেন,—"এখন একটু খেলুম—একটু শোবো। তোমরা একটু বাহিরে গিয়ে বসো।"

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ভক্তেরা আবার ঘরে বসিয়াছেন।

[গিরিশ ঘোষ—গুরুই ইষ্ট—দ্বিবিধ ভক্ত]

গিরিশ—হ্যাঁ গা, গুরু আর ইষ্ট;—গুরু-রূপটি বেশ লাগে—ভয় হয় না—কেন গা? ভাব দেখলে দশ হাত তফাতে যাই। ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরুরূপ হয়ে আসেন। শবসাধনের পর যখন ইষ্ট দর্শন হয়, গুরুই এসে শিষ্যকে বলেন—এ (শিষ্য) ঐ (তোর ইষ্ট)। এই কথা বলেই ইষ্টরূপেতে লীন হয়ে যান। শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পায় না। যখন পূর্ণ জ্ঞান হয়, তখন কে বা গুরু, কে বা শিষ্য। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই। গুরুশিষ্যে দেখা নাই।'

একজন ভক্ত—গুরুর মাথা শিষ্যের পা।

গিরিশ—(আনন্দে) হাঁ।

নবগোপাল—শোনো মানে! শিষ্যের মাথাটা গুরুর জিনিস, আর গুরুর পা শিষ্যের জিনিস। শুনলে?

গিরিশ—না, ও মানে নয়। বাপের ঘাড়ে ছেলে কি চড়ে না? তাই শিষ্যের পা।

নবগোপাল—সে তেমনি কাঁচ ছেলে থাকলে ত হয়।

[পূর্বকথা—শিখভক্ত—দুই থাক ভক্ত—বানরের ছা ও বিল্লির ছা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—দু রকম ভক্ত আছে। এক থাকের বিল্লির ছার স্বভাব। সব নির্ভর—মা যা করে। বিল্লীর ছা কেবল মিউ মিউ করে। কোথায় যাবে, কি করবে—কিছুই জানে না। মা কখন হেঁশালে রাখছে—কখন বা বিছানার উপরে রাখছে। এরূপ ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তারি (বকলমা) দেয়। **আমমোক্তারি দিয়ে নিশ্চিন্ত।**

"শিখরা বলেছিল—ঈশ্বর দয়ালু। আমি বল্লাম, তিনি আমাদের মা বাপ, তিনি আবার দয়ালু কি? ছেলেদের জন্ম দিয়ে বাপ মা লালন পালন করবে না,—তো কি বামুন পাড়ার লোকেরা এসে করবে? এ ভক্তদের ঠিক বিশ্বাস—**তিনি আপনার মা, আপনার বাপ।**

"আর এক থাক ভক্ত আছে, তাদের বানরের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়ে ধরে। এদের একটু কর্তৃত্ব বোধ আছে। আমায় তীর্থ করতে হবে, জপ তপ করতে হবে, ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে, তবে আমি ঈশ্বরকে ধরতে পারবো,—এদের এই ভাব।

"দুজনেই ভক্ত (ভক্তদের প্রতি)—যত এগোবে, ততই দেখ্‌বে **তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।** তিনিই জ্ঞান, ভক্তি সব দিচ্ছেন।

[পূর্বকথা—কেশব সেনকে উপদেশ 'এগিয়ে পড়ো']

যত এগোবে, দেখবে, চন্দন কাঠের পরও আছে,—রূপার খনি,—সোণার খনি,—হীরে মাণিক! **তাই এগিয়ে পড়।**

"আর 'এগিয়ে পড়' এ কথাই বা বলি কেমন করে!—সংসারী লোকদের **বেশী এগোতে গেলে সংসার টংসার ফক্কা হয়ে যায়!** কেশব সেন উপাসনা কচ্ছিলো,—বলে 'হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে যেন ডুবে যাই।' সব হয়ে গেলে আমি কেশবকে বল্লাম, 'ওগো, তুমি ভক্তিনদীতে ডুবে যাবে কি করে? ডুবে গেলে, চিকের ভিতর যারা আছে তাদের কি হবে। তবে এক কর্ম ক'রো—মাঝে মাঝে ডুব দিও, আর এক এক বার আড়ায় উঠো।' (সকলের হাস্য)।

[বৈষ্ণবের 'কলকলানি'—'ধারণা করো!' সত্যকথা তপস্যা]

কাটোয়ার বৈষ্ণব তর্ক করিতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি কলকলানি ছাড়। ঘি কাঁচা থাকলেই কলকল করে।

"একবার তাঁর আনন্দ পেলে বিচারবুদ্ধি পালিয়ে যায়। মধু পানের আনন্দ পেলে আর ভন্‌ভনানি থাকে না।

"বই পড়ে কতকগুলো কথা বলতে পারলে কি হবে? পণ্ডিতেরা কত শ্লোক বলে—'শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী!'—এই সব।

"সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বল্লে কি হবে? কুলকুচো করলেও কিছু হবে না। পেটে ঢুকুতে হবে! তবে নেশা হবে। ঈশ্বরকে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে না ডাক্‌লে, এ সব কথা **ধারণা** হয় না।

ডাক্তার রাখাল ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন—"এসো গো বসো।" বৈষ্ণবের সহিত কথা চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মানুষ আর মানহুঁস। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহুঁস। **চৈতন্য না হ'লে বৃথা মানুষ জন্ম!**

[পূর্বকথা—কামারপুকুরে ধার্মিক সত্যবাদী দ্বারা সালিসী]

"আমাদের দেশে পেটমোটা গোঁফওয়ালা অনেক লোক আছে। তবু দশ ক্রোশ দূর থেকে ভাল লোককে পাল্কী ক'রে আনে কেন—ধার্মিক সত্যবাদী দেখে। তারা বিবাদ মিটাবে। শুধু যারা পণ্ডিত, তাদের আনে না।

"সত্য কথা কলির তপস্যা। 'সত্যকথা, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃসমান।'

ঠাকুর বালকের মত ডাক্তারকে বলিতেছেন—"বাবু আমার এটা ভাল করে দাও।"

ডাক্তার—আমি ভাল কর্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ডাক্তার নারায়ণ। আমি সব মানি।

[Reconciliation of Free Will and God's Will—of Liberty and Necessity—ঈশ্বরই মাহুত নারায়ণ]

"যদি বলো সব নারায়ণ, তবে চুপ করে থাক্‌লেই হয়, তা আমি মাহুত নারায়ণও মানি। [১ম ভাগ—১ম খণ্ড।

"শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা একই! শুদ্ধ মনে যা উঠে, সে তাঁরই কথা। তিনিই 'মাহুত নারায়ণ।'

তাঁর কথা-শুন্‌বো না কেন? তিনিই কর্তা! 'আমি' যতক্ষণ রেখেছেন, তাঁর আদেশ শুনে কাজ কর্‌বো।

ঠাকুরের গলার অসুখ এইবার ডাক্তার দেখিবেন। ঠাকুর বলিতেছেন—"মহেন্দ্র সরকার জিহ্বা টিপেছিল, যেমন গরুর জিহ্বাকে টিপে।

ঠাকুর আবার বালকের ন্যায় ডাক্তারের জামায় বারংবার হাত দিয়ে বলিতেছেন,—"বাবু! বাবু! তুমি এইটে ভাল করে দাও!"

Laryngoscope দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—"বুঝেছি, এতে ছায়া পড়বে।"

নরেন্দ্র গান গাইলেন। ঠাকুরের অসুখ বলিয়া বেশী গান হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভগবান্ রুদ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবা করিয়া নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ডাক্তার ভগবান্ রুদ্র ও মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে রাখাল লাটু প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন।

আজ বুধবার, নন্দোৎসব ,১৮ই ভাদ্র; শ্রাবণ অষ্টমী নবমী তিথি; ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুরের অসুখের বিষয় সমস্ত ডাক্তার শুনিলেন। ঠাকুর নীচে মেজেতে আসিয়া ডাক্তারের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দ্যাখো গা, ঔষধ সহ্য হয় না! ধাত্ আলাদা।

[টাকা স্পর্শন, গিরোবান্ধা, সঞ্চয়—এ সব ঠাকুরের অসম্ভব]

"আচ্ছা, এটা তোমার কি মনে হয়? টাকা ছুঁলে হাত এঁকে বেঁকে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়! আর যদি আমি গিরো (গ্রন্থি) বাঁধি যতক্ষণ না গিরো খোলা হয়, ততক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে!"

এই বলিয়া একটি টাকা আনিতে বলিলেন। ডাক্তার দেখিয়া অবাক যে হাতের উপর টাকা দেওয়াতে হাত বাঁকিয়া গেল; আর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। টাকাটি স্থানান্তরিত করিবার পর, ক্রমে ক্রমে তিন বার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িয়া, তবে হাত পুনর্বার শিথিল হইল।

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিতেছেন Action on the nerves (স্নায়ুর উপর ক্রিয়া)।

[পূর্বকথা—শম্ভু মল্লিকের বাগানে আফিম সঞ্চয়—জন্মভূমি কামারপুকুরে আম পাড়া—সঞ্চয় অসম্ভব]

ঠাকুর আবার ডাক্তারকে বলিতেছেন, "আর একটি অবস্থা আছে। কিছু সঞ্চয় করবার যো নাই! শম্ভু মল্লিকের বাগানে একদিন গিছলাম। তখন বড় পেটের অসুখ। শম্ভু বল্লে—একটু একটু আফিম খেও তা হলে কম পড়বে। আমার কাপড়ের খোঁটে একটু আফিম বেঁধে দিলে। যখন ফিরে আস্‌ছি, ফটকের কাছে, কে জানে ঘুরতে লাগলাম—যেন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তারপর যখন আফিমটা খুলে ফেলে দিলে, তখন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলাম।

"দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আসছি—আর চলতে পারলাম না, দাঁড়িয়ে পড়লাম। তার পর সেগুলো একটা ডোবের মতন যায়গায় রাখতে হলো—তবে আস্‌তে পারলাম! আচ্ছা, ওটা কি?"

ডাক্তার—ওর পেছনে আর একটা (শক্তি) আছে, মনের শক্তি।

মণি—ইনি বলেন, এটি ঈশ্বরের শক্তি (Godforce) আপনি বল্‌ছেন মনের শক্তি (Willforce)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—আবার এমনি অবস্থা, যদি কেউ বল্লে, 'কমে গেছে' ত অমনি অনেকটা কমে যায়। সেদিন ব্রাহ্মণী বল্লে 'আট আনা কমে গেছে'—অমনি নাচতে লাগলুম!

ঠাকুর ডাক্তারের স্বভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ডাক্তারকে বলিতেছেন, "তোমার স্বভাবটি বেশ। জ্ঞানের দুটি লক্ষণ—শান্ত স্বভাব, আর অভিমান থাকবে না।"

মণি—এঁর (ডাক্তারের) স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—আমি বলি, তিন টান হলে ভগবানকে পাওয়া যায়। **মায়ের ছেলের উপর টান, সতীর পতির উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান।**

"যা হোক, আমার বাবু এটা ভাল করো!"

ডাক্তার এইবার অসুখের স্থানটি দেখিবেন। গোল বারান্দায় একখানি কেদারাতে ঠাকুর বসিলেন। ঠাকুর প্রথমে ডাক্তার সরকারের কথা বলিতেছেন,—"শ্যালা, যেন গরুর জিহবা টিপলে!"

ভগবান্—তিনি বোধ হয় ইচ্ছা করে. ওরূপ করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, তা নয় খুব ভাল করে দেখবে বলে টিপেছিল।

সপ্তবিংশ খণ্ড

শ্যামপুকুর বাটীতে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র, শশী, শরৎ, মাষ্টার, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা—উন্মাদাবস্থায় কুঠীর পেছনে যেন গায় হোমাগ্নি জ্বলন! পণ্ডিত পদ্মলোচনের বিশ্বাস ও তাঁহার মৃত্যু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাটীতে চিকিৎসার্থ ভক্তসঙ্গে বাস করিতেছেন। আজ কোজাগর পূর্ণিমা, শুক্রবার। ২৩শে অক্টোবর ১৮৮৫,- বেলা ১০টা। ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

মাষ্টার তাঁহার পায়ে মোজা পরাইয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কম্‌ফর্টার্‌টা কেটে পায় পরলে হয় না? বেশ গরম।

[মাষ্টার হাসিতেছেন।

গতকল্য বৃহস্পতিবার রাত্রে ডাক্তার সরকারের সহিত অনেক কথা হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীকথামৃত প্রথমভাগে এ সব কথা প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর সে সকল কথা উল্লেখ করিয়া মাষ্টারকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—"কাল কেমন তুঁহু তুঁহু বল্লুম!"

ঠাকুর কাল বলিয়াছিলেন,—"জীবেরা ত্রিতাপে জ্বলছে, তবু বলে বেশ আছি। বেঁকা কাঁটা দিয়ে হাত কেটে যাচ্ছে। দরদর করে রক্ত পড়ছে—তবু বলে, 'আমার হাতে কিছু হয় নাই।' জ্ঞানাগ্নি দিয়ে এই কাঁটা তো পোড়াতে হবে।

ছোট নরেন ঐ কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—'কাল্‌কের বাঁকা কাঁটার কথাটি বেশ! জ্ঞানাগ্নিতে জ্বালিয়ে দেওয়া।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার সাক্ষাৎ ঐ সব অবস্থা হোতো।

"কুঠীর পেছন দিয়ে যেতে যেতে—গায়ে যেন হোমাগ্নি জ্বলে গেল!

"পদ্মলোচন বলেছিল,—'তোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বলবো!' তার পর কিন্তু তার মৃত্যু হলো।"

বেলা এগারটার সময় ঠাকুরের সংবাদ লইয়া ডাক্তার সরকারের বাটীতে মণি আসিয়াছেন।

ডাক্তার ঠাকুরের সংবাদ লইয়া তাঁহারই বিষয় কথাবার্তা কহিতেছেন—তাঁহার কথা শুনিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন।

ডাক্তার (সহাস্যে)—আমি কাল কেমন বল্লাম, 'তুঁহু তুঁহু' বলতে গেলে তেমনি ধুনুরির হাতে পড়তে হয়!

মণি—আজ্ঞা হাঁ, তেমন গুরুর হাতে না পড়লে অহঙ্কার যায় না।

"কাল ভক্তির কথা কেমন বল্লেন!—ভক্তি মেয়েমানুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে।"

ডাক্তার—হাঁ ওটি বেশ কথা; কিন্তু তা বলে জ্ঞান তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না।

মণি—পরমহংসদেব তা ত বলেন না। তিনি জ্ঞান ভক্তি দুই-ই লন—নিরাকার, সাকার। তিনি বলেন, ভক্তি হিমে জলের খানিকটা বরফ হলো, আবার জ্ঞানসূর্য উদয় হলে বরফ গলে গেল। অর্থাৎ ভক্তিযোগে সাকার, জ্ঞানযোগে নিরাকার।

"আর দেখেছেন, ঈশ্বরকে এত কাছে দেখছেন যে তাঁর সঙ্গে সর্বদা কথা কচ্ছেন। ছোট ছেলেটির মত বলছেন,—"মা, বড় লাগছে!'

"আর কি অব্জর্ভেশন্ (দর্শন)! মিউজিয়াম-এ, (যাদুঘরে) ফসিল (জানোয়ার পাথর) হয়ে গেছে দেখেছিলেন। অমনি সাধুসঙ্গের উপমা হয়ে গেল! পাথরের কাছে থেকে থেকে পাথর হয়ে গেছে, তেমনি সাধুর কাছে থাকতে থাকতে সাধু হয়ে যায়।"

ডাক্তার—ঈশানবাবু কাল অবতার অবতার করছিলেন। অবতার আবার কি!—মানুষকে ঈশ্বর বলা!

মণি—ওঁদের যা যা বিশ্বাস, তা আর ইণ্টার্ফিয়ার (তাতে হস্তক্ষেপ) করে কি হবে?

ডাক্তার—হাঁ, কাজ কি।

মণি—আর ও কথাটিতে কেমন হাসিয়েছেন!—'একজন দেখে গেল, একটা বাড়ী পড়ে গেছে কিন্তু খপরের কাগজে ওটি লিখা নাই। অতএব ও বিশ্বাস করা যাবে না।'

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন—কেন না ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'তোমার সাইয়েন্স্-এ অবতারের কথা নাই, অতএব অবতার নাই!'

বেলা দ্বিপ্রহর হইল। ডাক্তার মণিকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। অন্যান্য রোগী দেখিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন।

ডাক্তার সেদিন গিরিশের নিমন্ত্রণে 'বুদ্ধলীলা' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি গাড়ীতে বসিয়া মণিকে বলিতেছেন,—"বুদ্ধকে দয়ার অবতার বল্লে ভাল হতো —বিষ্ণুর অবতার কেন বল্লে?"

ডাক্তার মণিকে হেদুয়ার চৌমাথায় নামাইয়া দিলেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা—চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াসা দর্শন—ভগবতীর রূপ দর্শন—যেন বলছে, 'লাগ্‌ ভেল্‌কী'

বেলা ৩টা। ঠাকুরের কাছে ২।১টি ভক্ত বসিয়া আছেন। তিনি 'ডাক্তার কখন আসিবে' আর 'কটা বেজেছে' বালকের ন্যায় অধৈর্য হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ডাক্তার আজ সন্ধ্যার পর আসিবেন।

হঠাৎ ঠাকুরের বালকের ন্যায় অবস্থা হইয়াছে। বালিস কোলে করিয়া যেন বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন! ভাবাবিষ্ট বালকের ন্যায় হাসিতেছেন—আর এক রকম করিয়া কাপড় পরিতেছেন!

মণি প্রভৃতি অবাক হইয়া দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব উপশম হইল। ঠাকুরের খাবার সময় হইয়াছে, তিনি একটু সুজি খাইলেন।

মণির কাছে নিভৃতে অতি গুহ্য কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি একান্তে)—এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখছিলাম জান?—**তিন চার ক্রোশ ব্যাপী সিওড়ে যাবার রাস্তার মাঠ।** সেই মাঠে আমি একাকী!—সেই যে পনের ষোল বছরের ছোকরার মত পরমহংস বটতলায় দেখেছিলাম, আবার ঠিক সেই রকম দেখলাম!

"**চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াসা!**—তারই ভিতর থেকে ১৩/১৪ বছরের একটি ছেলে উঠ্‌লো মুখটি দেখা যাচ্ছে! পূর্ণর রূপ। দুই জনেই দিগম্বর!—তার পর আনন্দে মাঠে দুইজনে দৌড়াদৌড়ি আর খেলা!

"দৌড়াদৌড়ি পরে পূর্ণর জলতৃষ্ণা পেলো। সে একটা পাত্রে করে জল খেলে। জল খেয়ে আমায় দিতে আসে। আমি বল্লাম, 'ভাই, তোর এঁটো খেতে পারব না।' তখন সে হাস্‌তে হাস্‌তে গিয়ে গ্লাসটি ধুয়ে আর এক গ্লাস জল এনে দিলে।

['ভয়ঙ্করা কালকামিনী'—দেখাচ্ছেন, সব ভেল্‌কী]

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মণির সহিত কথা কহিতেছেন।

"আবার অবস্থা বদলাচ্ছে!—প্রসাদ খাওয়া উঠে গেল!—সত্য মিথ্যা এক হয়ে যাচ্ছে!—আবার কি দেখছিলাম জান? ঈশ্বরীয় রূপ! **ভগবতী মূর্তি**—পেটের ভিতর ছেলে—তাকে বার করে আবার গিলে ফেলছে। ভিতরে যতটা যাচ্ছে, ততটা শূন্য হয়ে! **আমায় দেখাচ্ছে যে, সব শূন্য!**

"যেন বলছে, **লাগ্! লাগ্! লাগ্ ভেল্‌কী! লাগ্!**"

মণি ঠাকুরের কথা ভাবিতেছেন! 'বাজিকরই সত্য আর সব মিথ্যা।'

[সিদ্ধাই ভাল নয়—নীচু ঘরের সিদ্ধাই]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তখন পূর্ণকে আকর্ষণ কল্লাম, তা হোলো না কেন? এইতে একটু বিশ্বাস কমে যাচ্ছে!

মণি—**ও সব ত সিদ্ধাই।**

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঘোর সিদ্ধাই!

মণি—সেই অধর সেনের বাড়ী থেকে গাড়ী করে আপনার সঙ্গে আমরা দক্ষিণেশ্বরে আসছিলাম—বোতল ভেঙ্গে গেল। একজন বল্লেন যে, এতে কি হানি হবে, আপনি একবার দেখুন। আপনি বল্লেন, দায় পড়েছে, দেখবার জন্য—ও সব ত সিদ্ধাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐ রকম হরির লুটের ছেলে—রোগ ভাল করা—এ সব সিদ্ধাই। **যারা অতি নীচু ঘর, তারাই ঈশ্বরকে ডাকে রোগ ভালর জন্য।**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ণজ্ঞান—দেহ ও আত্মা আলাদা,—শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত

সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যায় বসিয়া মার চিন্তা ও নাম করিতেছেন। ভক্তেরা অনেকে তাঁহার কাছে নিঃশব্দে বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, ডাক্তার সরকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে লাটু, শশী, শরৎ, ছোট নরেন, পল্টু, ভূপতি, গিরিশ প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা আসিয়াছেন। গিরিশের সঙ্গে থিয়েটারের শ্রীযুক্ত রামতারণ আসিয়াছেন—গান গাইবেন।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—কাল রাত তিনটার সময় আমি তোমার জন্য বড় ভেবেছিলুম। বৃষ্টি হ'ল ভাবলুম দোর টোর খুলে রেখেছে—না কি করেছে, কে জানে!

শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারের স্নেহ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বলিতেছেন, বল কি গো।

"যতক্ষণ দেহটা আছে ততক্ষণ যত্ন কর্‌তে হয়।

"কিন্তু দেখছি যে এটা আলাদা। কামিনীকাঞ্চনের উপর ভালবাসা যদি একেবারে চলে যায়, তাহলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা। নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। তখন নারকেল টের পাওয়া যায়—ঢপর ঢপর করছে। যেমন খাপ্ আর তরবার—খাপ্ আলাদা, তরবার আলাদা।

"তাই দেহের অসুখের জন্য তাঁকে বেশী বলতে পারি না।"

গিরিশ—পণ্ডিত শশধর বলেছিলেন, 'আপনি সমাধি অবস্থায় দেহের উপর মনটা আন্‌বেন,—তা হলে অসুখ সেরে যাবে।' ইনি ভাবে দেখলেন যে শরীরটা যেন ধ্যাড় ধ্যাড় করছে।

[পূর্বকথা—মিউজিয়াম্‌ দর্শন ও পীড়ার সময় প্রার্থনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেক দিন হলো,—আমার তখন খুব ব্যামো। কালীঘরে ব'সে আছি,—মার কাছে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হলো! কিন্তু ঠিক আপনি বলতে পাল্লাম না। বল্লুম,—মা হৃদে বলে তোমার কাছে ব্যামোর কথা বল্‌তে। আর বেশী বলতে পাল্লাম না—বলতে বলতে অমনি দপ্‌ করে মনে এলো সুসাইট্‌ (Asiatic Society's Museum)। সেখানকার তারে বাঁধা মানুষের হাড়ের দেহ (Skeleton) অমনি বল্লুম,—'মা, তোমার নাম গুণ করে বেড়াব—দেহটা একটু তার দিয়ে এ'টে দাও, সেখানকার মত! **সিদ্ধাই চাইবার জো নাই!**

"প্রথম প্রথম হৃদে বলেছিল,—হৃদের অণ্ডার (under) ছিলাম কি না—'মার কাছে একটু ক্ষমতা চেও।' কালীঘরে ক্ষমতা চাইতে গিয়ে দেখ্‌লাম—ত্রিশ প'য়ত্রিশ বছরের রাঁড়—কাপড় তুলে ভড়্‌ ভড়্‌ করে হাগ্‌ছে। তখন হৃদের উপর রাগ হলো,—কেন সে সিদ্ধাই চাইতে শিখিয়ে দিলে।"

[শ্রীযুক্ত রামতারণের গান—ঠাকুরের ভাবাবস্থা]

এইবার রামতারণের গান হইতেছে—

> আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।
> যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার॥
>
> তানে মানে বাঁধলে ডুরী, শত ধারে বয় মাধুরী।
> বাজে না আল্‌গা তারে, টানে ছি'ড়ে কোমল তার॥

ডাক্তার (গিরিশের প্রতি)—গান এ সব কি অরিজিন্যাল্‌ (নূতন)?

গিরিশ—না, Edwin Arnold-এর thought. (আর্নল্ড্‌ সাহেবের ভাব লয়ে গান)।

রামতারণ প্রথমে বুদ্ধচরিত হইতে গান গাইতেছেন।—

> জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই?
> কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই?
> ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি,
> কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই!
> কর হে চেতন কে আছ চেতন,
> কত দিনে আর ভাঙিবে স্বপন?

কে আছ চেতন ঘুমা'ওনা আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমো নাশ, হও হে প্রকাশ;—
তোমা বিনে আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই॥

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

গান—কোঁ কোঁ কোঁ বহরে ঝড়।

[সূর্যের অন্তর্যামী দেবতা দর্শন]

এই গানটি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বলিতেছেন,—"এ কি কর্‌লে!—পায়েসের পর নিম ঝোল!—

"যাই গাইলে—'কর তমোনাশ', অমনি দেখ্‌লাম সূর্য—উদয় হবা মাত্র চারদিকের অন্ধকার ঘুচে গেল! আর সেই সূর্যের পায়ে সব শরণাগত হয়ে পড়্‌ছে?"

রামতারণ আবার গাইতেছেন—(শ্রীকথামৃত, তৃতীয় ভাগ)।

(১) দীনতারিণী দুরিতবারিণী, সত্ত্বরজঃতমঃ ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন পালন নিধনকারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী!

(২) ধরম করম সকলি গেল, শ্যামাপূজা বুঝি হলো না!
মন নিবারিতে নারি কোন মতে, ছি, ছি, কি জবালা বল না॥

এই গান শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন।

রাঙা জবা কে দিলে তোর পায়ে মুঠো মুঠো॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছোট নরেন প্রভৃতির ভাবাবস্থা—সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের কর্তব্য

গান সমাপ্ত হইল। ভক্তেরা অনেকে ভাবাবিষ্ট। নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ছোট নরেন ধ্যানে মগ্ন। কাষ্ঠের ন্যায় বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোট নরেনকে দেখাইয়া, ডাক্তারকে)—এ অতি শুদ্ধ! বিষয় বুদ্ধির লেশ এতে লাগে নাই।

ডাক্তার নরেনকে দেখিতেছেন। এখনও ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই।

মনোমোহন (ডাক্তারের প্রতি, সহাস্যে)—আপনার ছেলের কথায় বলেন,—'ছেলেকে যদি পাই, বাপ্‌কে চাই না।'

ডাক্তার—অই তো!—তাইতো বলি, তোমরা ছেলে নিয়েই ভোলো! (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ছেড়ে অবতার বা ভক্তকে নিয়ে ভোলো)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বাপকে চাই না—তা বল্‌ছি না।

ডাক্তার—তা বুঝিছি!—এ রকম দু' একটা না বল্লে হবে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ছেলেটি বেশ সরল। শম্ভু রাঙ্গা মুখ করে বলেছিল—'সরলভাবে ডাক্‌লে তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন।' ছোকরাদের অত ভালবাসি কেন, জান? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়—ঠাকুর সেবায় চলে।

"জোলো দুধ্ অনেক জ্বাল দিতে হয়—অনেক কাঠ পুড়ে যায়।

"ছোকরারা যেন নূতন হাঁড়ি—পাত্র ভাল—দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না। দই পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখ্‌লে ভয় হয়, পাছে নষ্ট হয়!

"তোমার ছেলের ভিতর বিষয়বুদ্ধি—কামিনীকাঞ্চন—ঢোকে নাই।"

ডাক্তার—বাপের খাচ্চেন, তাই!—

"নিজের ক'রতে হ'লে দেখ্‌তুম, বিষয় বুদ্ধি ঢোকে কি না!"

[সন্ন্যাসী ও নারীত্যাগ—সন্ন্যাসী ও কাঞ্চনত্যাগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বটে, তা বটে। তবে কি জানো, তিনি বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক দূর, তা না হলে হাতের ভিতর। (সরকার ও ডাক্তার দোকড়ির প্রতি) কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ আপনাদের পক্ষে নয়। আপনারা মনে ত্যাগ করবে। গোস্বামীদের তাই বল্লাম—তোমরা ত্যাগের কথা কেন বল্‌ছো?—ত্যাগ করলে তোমাদের চল্‌বে না—শ্যামসুন্দরের সেবা রয়েছে।

"সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। তারা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখ্‌বে না। মেয়েমানুষ তাদের পক্ষে বিষবৎ। অন্ততঃ দশ হাত অন্তরে, একান্ত পক্ষে এক হাত অন্তরে থাকবে। হাজার ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও তাদের সঙ্গে বেশী আলাপ করবে না।

"এমন কি সন্ন্যাসীর এরূপ স্থানে থাকা উচিত, যেখানে স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায় না;—বা অনেক কাল পরে দেখা যায়।

"টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা, অহঙ্কার, দেহের সুখের চেষ্টা, ক্রোধ,—এই সব এসে পড়ে। রজোগুণ বৃদ্ধি করে। আবার রজোগুণ থাকলেই তমোগুণ। তাই সন্ন্যাসী কাঞ্চন স্পর্শ করে না। কামিনীকাঞ্চন ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

[ডাক্তারকে উপদেশ—টাকার ঠিক ব্যবহার—গৃহস্থের পক্ষে স্বদারা]

"তোমরা জানবে যে, টাকাতে ডাল ভাত হয়, পরবার কাপড়,—থাকবার একটি স্থান হয়, ঠাকুরের সেবা—সাধু ভক্তের সেবা হয়।

“জমাবার চেষ্টা মিথ্যা। অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে—আর একজন এসে ভেঙ্গে নিয়ে যায়।”

ডাক্তার—জমাচ্চেন কার জন্য?—না একটা বদ ছেলের জন্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ—বদ ছেলে!—পরিবারটা হয়তো নষ্ট—উপপতি করে! তোমারই ঘড়ি, তোমারই চেন তাকে দেবে!

“তোমাদের পক্ষে স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ নয়। স্ব-দারায় গমন দোষের নয়। **তবে ছেলে পুলে হয়ে গেলে, ভাই-ভগ্নীর মত থাক্‌তে হয়।**

“কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকলেই বিদ্যার অহঙ্কার, টাকার অহঙ্কার, উচ্চপদের অহঙ্কার—এই সব হয়।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ডাক্তার সরকারকে উপদেশ—অহঙ্কার ভাল নয়

বিদ্যার আমি ভাল—তবে লোকশিক্ষা (Lecture) হয়

শ্রীরামকৃষ্ণ—অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান লাভ করা যায় না। উঁচু ঢিপিতে জল জমে না। খাল জমিতে চারিদিক্‌কার জল হুড় হুড় করে আসে।

ডাক্তার—কিন্তু খাল জমিতে যে চারদিকের জল আসে, তার ভিতর ভাল জলও আছে, খারাপ জলও আছে,—ঘোলা জল, হেগো জল, এ সবও আছে। পাহাড়ের উপরও খাল জমি আছে। নৈনিতাল, মানস সরোবর—যেখানে কেবল আকাশের শুদ্ধ জল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেবল আকাশের জল,—বেশ।

ডাক্তার—আর উঁচু জায়গার জল চারিদিকে দিতে পার্‌বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একজন সিদ্ধমন্ত্র পেয়েছিল। সে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে দিলে—তোমরা এই মন্ত্র জপে ঈশ্বরকে লাভ কর্‌বে।

ডাক্তার—হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে একটি কথা আছে, যখন ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, ভাল জল—হেগো জল—এ সব হিসাব থাকে না। তাঁকে জানবার জন্য কখন ভাল লোকের কাছেও যায় কখন কাঁচা লোকের কাছেও যায়। কিন্তু তাঁর কৃপা হলে ময়লা জলে কিছু হানি করে না। যখন তিনি জ্ঞান দেন, কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, সব জানিয়ে দেন।

“পাহাড়ের উপর খাল জমি থাকতে পারে, কিন্তু বজ্জাৎ-আমি-রূপ পাহাড়ে থাকে না। বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি, যদি হয়,—তবেই আকাশের শুদ্ধ জল এসে জমে।

"উঁচু জায়গার জল চারিদিকে দিতে পারা যায় বটে! সে বিদ্যার-আমি রূপ পাহাড় থেকে হ'তে পারে।

"তাঁর আদেশ না হ'লে লোকশিক্ষা হয় না। শঙ্করাচার্য জ্ঞানের পর 'বিদ্যার-আমি' রেখেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য। তাঁকে লাভ না করে লেকচার! তা'তে লোকের কি উপকার হবে?

[পূর্বকথা—সামাধ্যায়ীর লেকচার—নন্দনবাগান সমাজ দর্শন]

"নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে গিছ্‌লাম। তাদের উপাসনার পর বেদীতে বসে লেকচার দিলে।—লিখে এনেছে।—পড়বার সময় আবার চারিদিকে চায়।—ধ্যান কচ্ছে, তা এক একবার আবার চায়!

"যে ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তার উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না। একটা কথা যদি ঠিক হোলো, তো আর একটা গোলমেলে হয়ে যায়।

"সামাধ্যায়ী লেকচার দিলে। বলে,—ঈশ্বর বাক্য মনের অতীত—তাঁতে কোন রস নাই—তোমরা প্রেমভক্তিরূপ রস দিয়ে তাঁর ভজনা কর। দ্যাখো যিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তাঁকে এইরূপ বল্‌ছে। এ লেকচারে কি হবে? এতে কি লোকশিক্ষা হয়?

"একজন বলেছিল—আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। গোয়ালে আবার ঘোড়া! (সকলের হাস্য)। তাতে বুঝতে হবে ঘোড়া নাই।"

ডাক্তার (সহাস্যে)—গরুও নাই। (সকলের হাস্য)।

ভক্তদের মধ্যে যাহারা ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, সকলে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ভক্তদের দেখিয়া ডাক্তার আনন্দ করিতেছেন।

মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ইনি কে' 'ইনি কে'। পল্টু, ছোট নরেন, ভূপতি, শরৎ, শশী প্রভৃতি ছোকরা ভক্তদিগকে মাষ্টার এক একটি করিয়া দেখাইয়া ডাক্তারের কাছে পরিচয় দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শশী* সম্বন্ধে মাষ্টার বলিতেছেন—"ইনি বি, এ পরীক্ষা দিবেন।"

ডাক্তার একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—দ্যাখো গো! ইনি কি বলছেন।

ডাক্তার শশীর পরিচয় শুনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে দেখাইয়া, ডাক্তারের প্রতি)—ইনি সব ইস্কুলের ছেলেদের উপদেশ দেন।

ডাক্তার—তা শুনেছি।

---

* শশী ১৮৮৪ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি আশ্চর্য, আমি মূর্খ!—তবু লেখাপড়াওয়ালারা এখানে আসে, এ কি আশ্চর্য! এতে ত বলতে হবে ঈশ্বরের খেলা!

আজ কোজাগর পূর্ণিমা। রাত প্রায় নয়টা হইবে। ডাক্তার ছয়টা হইতে বসিয়া আছেন ও এই সকল ব্যাপার দেখিতেছেন।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—আচ্ছা, মশায় এ রকম কি আপনার হয়?—এখানে আসবো না আসবো না করছি,—যেন কে টেনে আনে—আমার নাকি হয়েছে, তাই বলছি।

ডাক্তার—তা এমন বোধ হয় না! তবে হার্ট-এর (হৃদয়ের) কথা হার্টই (হৃদয়ই) জানে। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আর এ সব বলাও কিছু নয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চতুর্থ ভাগ, সপ্তবিংশ খণ্ডে, কোজাগর পূর্ণিমা দিনে. শ্যামপুকুরে ভক্তসঙ্গ কথা সমাপ্ত।

অষ্টবিংশ খণ্ড

শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডাক্তার সরকার ও সর্বধর্ম পরীক্ষা (Comparative Religion)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, মহিমাচরণ, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্যামপুকুরের বাটীতে দ্বিতলার ঘরে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় একটা। ২৪শে অক্টোবর, ১৮৮৫, ৯ই কার্তিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার এ (হোমিওপ্যাথিক) চিকিৎসা বেশ।

ডাক্তার—এতে রোগীর অবস্থা বইয়ের সঙ্গে মেলাতে হয়। যেমন ইংরাজী-বাজনা,—দেখে পরা আর গাওয়া।

"গিরিশ ঘোষ কই?—থাক্ থাক্ কাল জেগেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, সিদ্ধির নেশার মত ভাবাবস্থায় হয়, ওটা কি?

ডাক্তার (মাষ্টারকে)—Nervous centre—action বন্ধ হয়, তাই অসাড়—এ দিকে পা টলে, যত energies brain-এর দিকে যায়। এই nervous system নিয়ে Life। ঘাড়ের কাছে আছে—Medulla Oblongata; তার হানি হলে Life extinct হতে পারে।

শ্রীযুক্ত মহিমা চক্রবর্তী সুষুম্না নাড়ীর ভিতরে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির কথা বলিতেছেন,—"স্পাইন্যাল্ কর্ড-এর ভিতর সুষুম্না নাড়ী সূক্ষ্মভাবে আছে—কেউ দেখ্‌তে পায় না। মহাদেবের বাক্য।

ডাক্তার—মহাদেব man in the maturity-কে examine করেছে। European-রা Embryo থেকে maturity পর্যন্ত সমস্ত stage দেখেছে! Comparative History সব জানা ভাল। সাঁওতালদের history পড়ে জানা গেছে যে, কালী একজন সাঁওতালী মাগী ছিল—খুব লড়াই করেছিল। (সকলের হাস্য)।

"তোমরা হেসো না। আবার Comparative anatomy-তে কত উপকার হয়েছে, শোনো। প্রথমে pancreatic juice ও bile-এর (পিত্তের) action-এর (ক্রিয়ার) তফাৎ বোঝা যাচ্ছিল না। তারপর Claude Bernard খরগোশের stomach, liver প্রভৃতি examine করে দেখালে যে, bile-এর action আর ঐ juice-এর action আলাদা।

"তা হলেই দাঁড়ালো যে, lower animal-দের আমাদের দেখা উচিত—শুধু মানুষকে দেখ্‌লে হবে না।

"সেইরূপ Comparative Religion-তে বিশেষ উপকার!

"এই যে ইনি (পরমহংসদেব) যা বলেন, তা অত অন্তরে লাগে কেন? **এঁর সব ধর্ম দেখা আছে**—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব,—এ সব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাক্‌টি বেশ হয়।"

মাষ্টার (ডাক্তারকে)—ইনি (মহিমা) খুব সাইয়েন্স্ পড়েছেন।

ডাক্তার (সহাস্যে)—কি Maxmuller's Science of Religion?

মহিমা (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনার অসুখ, ডাক্তারেরা আর কি করবে? যখন শুনলাম যে আপনার অসুখ করেছে তখন ভাবলাম যে ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ইনি খুব ভাল ডাক্তার। আর খুব বিদ্যা।

মহিমাচরণ—আজ্ঞা হাঁ, উনি জাহাজ, আর আমরা সব ডিঙ্গি।

ডাক্তার বিনীত হইয়া হাত জোড় করিতেছেন।

মহিমা—তবে ওখানে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে) সবাই সমান।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে গান গাইতে বলিতেছেন।

নরেন্দ্রের গান—

(১) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।

(২) অহঙ্কারে মত্ত সদা, অপার বাসনা।

(৩) চমৎকার অপার, জগৎ রচনা তোমার!
শোভার আগার বিশ্ব সংসার!

(৪) মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ।
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্তের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
আমিও দুয়ারে তব, হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শোনাব গীতি এসেছি তাহারি লাগি।
গায় যথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাইতে চাহে এই ভকতের চিত।

(৫) ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও!
করুণা-ভিখারী আমি করুণা কটাক্ষে চাও॥
চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও॥
কলুষ-কলঙ্কে তাহে আবরিত এ হৃদয়;
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে শোধন করিয়ে লও॥

(৬) হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে!
লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর **'যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়!'**

ডাক্তার—আহা!

গান সমাপ্ত হইল। ডাক্তার মুগ্ধ প্রায় হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার অতি ভক্তিভাবে হাত জোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, "তবে আজ যাই,—আবার কাল আসবো।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটু থাকো না! গিরিশ ঘোষকে খপর দিয়েছে। (মহিমাকে দেখাইয়া) ইনি বিদ্বান্ হরিনামে নাচেন, অহঙ্কার নাই। কোন্নগরে চলে গিছলেন—আমরা গিছলাম বলে; আবার স্বাধীন, ধনবান, কারু চাকরী করতে হয় না! (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) এ কেমন?

ডাক্তার—খুব ভাল!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর ইনি—

ডাক্তার—আহা!

মহিমাচরণ—হিন্দুদের দর্শন না পড়লে দর্শন পড়াই হয় না। সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ইউরোপ জানে না—বুঝতেও পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি তিন পথ তুমি বলো?

মহিমা—সৎপথ—জ্ঞানের পথ। চিৎপথ, যোগের। কর্মযোগ। তাই চার আশ্রমের ক্রিয়া, কি কি কর্তব্য, এর ভিতর আসছে। আনন্দ পথ—ভক্তিপ্রেমের পথ।—আপনাতে তিন পথেরই ব্যাপার—আপনি তিন পথেরই খপর বাত্‌লে দেন! (ঠাকুর হাসিতেছেন)।

"আমি আর কি বলবো? জনক বক্তা, শুকদেব শ্রোতা!"

ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[সন্ধ্যার পর সমাধিস্থ—নিত্যগোপাল ও নরেন্দ্র—'জপাৎ সিদ্ধি']

সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিয়াছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমার পরদিন, শনিবার, ৯ই কার্ত্তিক। ঠাকুর **সমাধিস্থ!** দাঁড়াইয়া আছেন। নিত্যগোপালও তাঁহার কাছে ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

ঠাকুর উপবিষ্ট হইয়াছেন—নিত্যগোপাল পদসেবা করিতেছেন। দেবেন্দ্র কালীপদ প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দেবেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি)—এমনি মনে উঠ্‌ছে, নিত্যগোপালের এ অবস্থাগুলো এখন যাবে,—ওর সব মন কুড়িয়ে আমাতেই আসবে—যিনি এর ভিতর আছেন, তাঁতে।

"নরেন্দ্রকে দেখছো না?—সব মনটা ওর আমারই উপর আস্‌ছে!

ভক্তেরা অনেকে বিদায় লইতেছেন ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভক্তকে জপের কথা বলিতেছেন—"জপ করা কিনা নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। একমনে নাম করতে করতে—জপ করতে করতে—তাঁর রূপ দর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবান আছে—শিকলের আর একদিক তীরে বাঁধা আছে। শিকলের এক একটি পাপ (Link) ধরে ধরে গিয়ে ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে ঐ কড়িকাঠ স্পর্শ করা যায়! ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।"

কালীপদ (সহাস্যে, ভক্তদের প্রতি)—আমাদের এ খুব ঠাকুর!—জপ ধ্যান, তপস্যা করতে হয় না!

এই সময় ঠাকুর হঠাৎ বলিতেছেন—"এটা কেমন কচ্ছে।"

ঠাকুরের গলায় অসুখ করিতেছে। দেবেন্দ্র বলিতেছেন—"এ কথায় আর ভুলি না।" দেবেন্দ্রের এই মনের ভাব যে ঠাকুর কেবল ভক্তদের ভুলাইবার জন্য অসুখ দেখাইতেছেন।

ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত্রে কয়েকটি ছোকরা ভক্ত পালা করিয়া থাকিবেন। আজ মাষ্টারও রাত্রে থাকিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, অষ্টাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ খণ্ড

শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

অসুখ কেন? নরেন্দ্রের প্রতি সন্ন্যাসের উপদেশ

ঠাকুর শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা দশটা। আজ ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫, মঙ্গলবার; আশ্বিন কৃষ্ণা চতুর্থী ১২ই কার্ত্তিক। ২৬শে অক্টোবর, ১১ই কার্ত্তিকের কথা ও ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার, শ্রীশ্রীকথামৃত প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঠাকুর নরেন্দ্র মণি প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র—ডাক্তার কাল কি করে গেল।

একজন ভক্ত—সুতোয় মাছ গিঁথেছিল, ছিঁড়ে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বঁড়শি বেঁধা আছে,—মরে ভেসে উঠবে।

নরেন্দ্র একটু বাহিরে গেলেন, আবার আসিবেন। ঠাকুর মণির সহিত পূর্ণ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমায় বলছি—এ সব জীবের শুনতে নাই—প্রকৃতিভাবে পুরুষকে (ঈশ্বরকে) আলিঙ্গন চুম্বন করতে ইচ্ছা হয়।

মণি—নানা রকম খেলা—আপনার রোগ পর্যন্ত খেলার মধ্যে। এই রোগ হয়েছে ব'লে এখানে নূতন নূতন ভক্ত আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ভূপতি বলে, রোগ না হ'লে শুধু বাড়ী ভাড়া করলে লোকে কি ব'লত—আচ্ছা, ডাক্তারের কি হ'ল?

মণি—এদিকে দাস্য মানা আছে—'আমি দাস, তুমি প্রভু।' আবার বলে—মানুষ উপমা আনো কেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলে! আজ কি আর তুমি তার কাছে যাবে?

মণি—খপর দিতে যদি হয়, তবে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বঙ্কিম ছেলেটি কেমন? এখানে যদি আসতে না পারে, তুমি না হয় তারে সব বলবে।—চৈতন্য হবে।

[আগে সংসারের গোছগাছ, না ঈশ্বর? কেশব ও নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত]

নরেন্দ্র আসিয়া কাছে বসিলেন। নরেন্দ্রের পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। মা ও ভাই এরা আছেন, তাহাদের ভরণ-পোষণ

করিতে হইবে। নরেন্দ্র আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মধ্যে বিদ্যাসাগরের বৌবাজারের স্কুলে কয়েক মাস শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বাটীর একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন—এই চেষ্টা কেবল করিতেছেন।

ঠাকুর সমস্তই অবগত আছেন—নরেন্দ্রকে এক দৃষ্টে সস্নেহে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—আচ্ছা, কেশব সেনকে বল্লাম,—যদৃচ্ছালাভ। যে বড় ঘরের ছেলে, তার খাবার জন্য ভাবনা হয় না—সে মাসে মাসে মুসোহারা পায়। তবে নরেন্দ্রের অত উঁচু ঘর, তবু হয় না কেন? ভগবানে মন সব সমর্পণ করলে তিনি ত সব জোগাড় করে দিবেন!

মাষ্টার—আজ্ঞা হবে; এখনও ত সব সময় যায় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য হলে ওসব হিসাব থাকে না। বাড়ীর সব বন্দোবস্ত করে দিব, তার পরে সাধনা করবো'—তীব্র বৈরাগ্য হলে এরূপ মনে হয় না। (সহাস্যে) গোঁসাই লেক্‌চার দিয়েছিল। তা বলে, দশ হাজার টাকা হলে ঐ থেকে খাওয়া-দাওয়া এই সব হয়—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাকা যেতে পারে।

"কেশব সেনও ঐ ইঙ্গিত করেছিল। বলেছিল,—'মহাশয়, যদি কেউ বিষয়-আশয় ঠিকঠাক ক'রে, ঈশ্বর চিন্তা করে—তা পারে কি না? তার তাতে কিছু দোষ হতে পারে কি?

"আমি বল্লাম, তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কাল সাপের মত, বোধ হয়। তখন, 'টাকা জমাবো, 'বিষয় ঠিকঠাক করবো, এ সব হিসাব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু—ঈশ্বরকে ছেড়ে বিষয়চিন্তা!

"একটা মাগীর ভারী শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধ্‌লে,—তার পর, 'ওগো! আমার কি হলো গো।' বলে আছড়ে পড়্‌লো। কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা না ভেঙ্গে যায়।"

সকলে হাসিতেছেন।

নরেন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় একটু কাইত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। মাষ্টার তাঁর মনের অবস্থা বুঝিয়া—

মাষ্টার (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)—শুয়ে পড়্‌লে যে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)—"আমি তো আপনার ভাশুরকে নিয়ে আছি তাইতেই লজ্জায় মরি, এরা সব (অন্য মাগীরা) পরপুরুষ নিয়ে কি করে থাকে?

মাষ্টার নিজে সংসারে আছেন, লজ্জিত হওয়া উচিত। নিজের দোষ, কেহ দেখে না—অপরের দ্যাখে। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন। একজন স্ত্রীলোক ভাশুরের সঙ্গে নষ্ট হইয়াছিল। সে নিজের দোষ কম, অন্য নষ্ট স্ত্রীলোকদের

দোষ বেশী, মনে করিতেছে। বলে, 'ভাশুর তো আপনার লোক, তাইতেই লজ্জায় মরি।'

[মুক্তহস্ত কে? চাকরী ও খোসামোদের টাকায় বেশী মায়া]

নীচে একজন বৈষ্ণব গান গাইতেছিল। ঠাকুর শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বৈষ্ণবকে কিছু পয়সা দিতে বলিলেন। একজন ভক্ত কিছু দিতে গেলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি দিলে?" একজন ভক্ত বলিলেন—"তিনি দু পয়সা দিয়েছেন।"

ঠাকুর—চাকরি করা টাকা কি না।—অনেক কষ্টের টাকা—খোসামোদের টাকা! মনে করেছিলাম, চার আনা দিবে!

[Electricity তাড়িতযন্ত্র ও বাগ্‌চী চিত্রিত ষড়ভুজ ও রামচন্দ্রের আলেখ্য দর্শন—পূর্বকথা—দক্ষিণেশ্বরের দীর্ঘকেশ সন্ন্যাসী]

ছোট নরেন ঠাকুরকে যন্ত্র আনিয়া তাড়িতের প্রকৃতি দেখাইবেন বলিয়াছিলেন। আজ আনিয়া দেখাইলেন।

বেলা দুইটা—ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। অতুল একটি বন্ধু মুনসেফ্‌কে আনিয়াছেন। শিকদারপাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর বাগ্‌চী আসিয়াছেন। কয়েকখানি চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন।

ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দেখিতেছেন। ষড়ভুজ মূর্তি দর্শন করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন—"দ্যাখো, দ্যাখো, কেমন হয়েছে!"

ভক্তদের আবার দেখাইবার জন্য 'অহল্যা পাষাণীর পট' আনিতে বলিলেন। পটে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বাগ্‌চীর মেয়েদের মত লম্বা চুল। ঠাকুর বলিতেছেন, "অনেককাল হ'ল দক্ষিণেশ্বরে একটি সন্ন্যাসী দেখেছিলাম। ন হাত লম্বা চুল। সন্ন্যাসীটি 'রাধে রাধে' করতো। ঢং নাই।"

কিয়ংক্ষণ পরে নরেন্দ্র গান গাইতেছেন। গানগুলি বৈরাগ্যপূর্ণ। ঠাকুরের মুখে তীব্র বৈরাগ্যের কথা ও সন্ন্যাসের উপদেশ শুনিয়া কি নরেন্দ্রের উদ্দীপন হইল?

নরেন্দ্রের গান—

(১) যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,

(২) অন্তরে জাগিছ ওমা অন্তরযামিনী।

(৩) কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে,
যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ, চির মগন না রয় হে!

ত্রিংশ খণ্ড

শ্যামপুকুর বাটীতে হরিবল্লভ, নরেন্দ্র, মিশ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত বলরামের জন্য চিন্তা—শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভক্তসংগে চিকিৎসার্থ বাস করিতেছেন। আজ শনিবার। আশ্বিন, কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি, ১৬ই কার্তিক। ৩১শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। বেলা নয়টা।

এখানে ভক্তেরা দিবারাত্র থাকেন—ঠাকুরের সেবার্থ! এখনও কেহ সংসার ত্যাগ করেন নাই।

বলরাম সপরিবারে ঠাকুরের সেবক। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছেন, সে অতি ভক্তবংশ। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, বৃন্দাবনে একাকী বাস করেন—তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের কুঞ্জে। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু ও বাটীর অন্যান্য সকলেই বৈষ্ণব।

হরিবল্লভ কটকের প্রধান উকিল। পরমহংসদেবের কাছে বলরাম যাতায়াত করেন—বিশেষতঃ মেয়েদের লইয়া যান—শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। দেখা হইলে, বলরাম বলিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে একবার দর্শন কর—তার পর যা হয় বোলো!

আজ হরিবল্লভ আসিয়াছেন, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি করে ভাল হবে!—আপনি কি দেখ্‌ছো শক্ত ব্যামো?

হরিবল্লভ—আজ্ঞা, ডাক্তারেরা বল্‌তে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মেয়েরা পায়ের ধূলা লয়। তা ভাবি একরূপে তিনি (ঈশ্বর) ভিতরে আছেন—হিসাব আনি।

হরিবল্লভ—আপনি সাধু! আপনাকে সকলে প্রণাম করবে, তাতে দোষ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, কপিল, এরা কেউ হলে হোতো। আমি কি! আপনি আবার আসবেন।

হরি—আজ্ঞা আমাদের টানেই আস্‌বো—আপনি বলছেন কেন।

হরিবল্লভ বিদায় লইবেন—প্রণাম করিতেছেন। পায়ের ধূলা লইতে যাইতেছেন—ঠাকুর পা সরাইয়া লইতেছেন। কিন্তু হরিবল্লভ ছাড়িলেন না—জোর করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন।

হরিবল্লভ গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুর যেন তাঁহাকে খাতির করিবার জন্য

দাঁড়াইলেন। বলিতেছেন,—"বলরাম অনেক দুঃখ করে। আমি মনে কল্লাম, একদিন যাই—গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি। তা আবার ভয় হয়! পাছে তোমরা বল, একে কে আন্‌লে!"

হরি—ও সব কথা কে বলেছে। আপনি কিছু ভাববেন না।

হরিবল্লভ চলিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—ভক্তি আছে—তা না হলে জোর করে পায়ের ধূলা নিলে কেন?

"সেই যে তোমায় বলেছিলাম, 'ভাবে দেখলাম ডাক্তার ও আর একজনকে,—এই সেই আর একজন। তাই দেখ, এসেছে।"

মাস্টার—আজ্ঞে, ভক্তিরই ঘর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি সরল!

ডাক্তার সরকারের কাছে ঠাকুরের অসুখের সংবাদ দিবার জন্য মাস্টার শাঁখারিটোলায় আসিয়াছেন। ডাক্তার আজ আবার ঠাকুরকে দেখিতে যাইবেন।

ডাক্তার ঠাকুরের ও মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তদের কথা বলিতেছেন।

ডাক্তার—কৈ, তিনি (মহিমাচরণ) সে বইতো আনেন নাই—যে বই আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন! বল্লে, ভুল হয়েছে। তা হতে পারে—আমারও হয়।

মাস্টার—তাঁর বেশ পড়াশুনা আছে।

ডাক্তার—তা হলে এই দশা!

ঠাকুরের সম্বন্ধে ডাক্তার বলিতেছেন, "শুধু ভক্তি নিয়ে কি হবে—জ্ঞান যদি না থাকে।"

মাস্টার—কেন, ঠাকুর ত বলেন—জ্ঞানের পর ভক্তি। তবে তাঁর 'জ্ঞান, ভক্তি' আর আপনাদের 'জ্ঞান ভক্তি'র মানে অনেক তফাৎ।

"তিনি যখন বলেন—'জ্ঞানের পর ভক্তি' তার মানে—তত্ত্বজ্ঞানের পর ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি—ভগবানকে জানার পর, ভক্তি। আপনাদের জ্ঞান মানে সেন্স্ নলেজ্ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে পাওয়া জ্ঞান)। প্রথমটি not verifiable by our standard; তত্ত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানের দ্বারা ঠিক করা যায় না। দ্বিতীয়টি—verifiable (জড়জ্ঞান)।

ডাক্তার চুপ করিয়া, আবার অবতার সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার—অবতার আবার কি? আর পায়ের ধূলা লওয়া কি!

মাস্টার—কেন, আপনি তো বলেন এক্‌সপেরিমেণ্ট সময় তাঁর সৃষ্টি দেখে ভাব হয়, মানুষ দেখ্‌লে ভাব হয়। তা যদি হয়, ঈশ্বরকে কেন না মাথা নোয়াবো। মানুষের হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন।

"হিন্দুধর্মে দ্যাখে **সর্বভূতে নারায়ণ**! এটা তত আপনার জানা নাই। সর্বভূতে যদি থাকেন তাঁকে প্রণাম করতে কি?

"পরমহংসদেব বলেন, কোনো কোনো জিনিসে তিনি বেশী প্রকাশ। সূর্যের প্রকাশ জলে, আর্শীতে। জল সব জায়গায় আছে—কিন্তু নদীতে পুষ্করিণীতে, বেশী প্রকাশ। ঈশ্বরকেই নমস্কার করা হয়—মানুষকে নয়। God is God—not, man is God

"তাঁকে তো রীজ্নিং (সামান্য বিচার) করে জানা যায় না—সমস্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর। এই সব কথা ঠাকুর বলেন।"

আজ মাষ্টারকে ডাক্তার তাঁহার রচিত একখানি বই উপহার দিলেন—Physiological Basis of Psychology—'as a token of brotherly regards'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও Jesus Christ—তাঁহাতে খৃষ্টের আবির্ভাব

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা এগারটা। মিশ্র নামক একটি খৃষ্টান ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। মিশ্রের বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর হইবে। মিশ্র খৃষ্টানবংশে জন্মিয়াছেন। যদিও সাহেবের পোষাক, ভিতরে গেরুয়া আছে। এখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে। একটি ভ্রাতার বিবাহের দিনে তাঁহার এবং আর একটি ভ্রাতার একদিনে মৃত্যু হয়। সেই দিন হইতে মিশ্র সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কোয়েকার্ সম্প্রদায়ভুক্ত।

মিশ্র—'ওহি রাম ঘট্ ঘটমে লেটা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন—যাহাতে মিশ্রও শুনিতে পান—'এক রাম তাঁর হাজার নাম।'

"খৃষ্টানরা যাঁকে God বলে, হিন্দুরা তাঁকেই রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর—এই সব বলে। পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বল্ছে জল, ঈশ্বর। খৃষ্টানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে,—বল্ছে, ওয়াটার্, গড্ যীশু। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে—বল্ছে, পানি, আল্লা।"

মিশ্র—মেরির ছেলে Jesus নয়। Jesus স্বয়ং ঈশ্বর।

(ভক্তদের প্রতি)—"ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখন এই আছেন—আবার এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

"আপনারা (ভক্তেরা) এঁকে চিন্তে পাচ্ছেন না। আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম—একটি বাগান, উনি উপরে আসনে বসে আছেন; মেজের উপর আর একজন বসে আছেন,—তিনি তত advanced (উন্নত) নন।

"এই দেশে চারজন দ্বারবান্ আছেন। বোম্বাই অঞ্চলে তুকারাম ও কাশ্মীরে রবার্ট মাইকেল;—এখানে ইনি;—আর পূর্বদেশে আর একজন আছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কিছু দেখতে-টেকতে পাও?

মিশ্র—আজ্ঞা, বাটীতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতিঃ দর্শন হ'ত। তার পর যীশুকে দর্শন করেছি। সে রূপ আর কি বলব!—সে সৌন্দর্যের কাছে কি স্ত্রীর সৌন্দর্য!

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মিশ্র জামা পেণ্টলুন খুলিয়া ভিতরের গেরুয়ার কোপীন দেখাইলেন।

ঠাকুর বারান্দা হইতে আসিয়া বলিতেছেন—"বাহ্যে হলো না—এঁকে (মিশ্রকে) দেখলাম, বীরের ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে আছে।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর **সমাধিস্থ** হইতেছেন। পশ্চিমাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মিশ্রকে দেখিতে দেখিতে হাসিতেছেন।

এখনও দাঁড়াইয়া। ভাবাবেশে মিশ্রকে শেক্ হ্যান্ড (হস্তধারণ) করিতেছেন ও হাসিতেছেন। হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে।"

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হইল! তিনি আর যীশু কি এক?

মিশ্র (করজোড়ে)—আমি সে দিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর,—সব আপনাকে দিয়েছি!

ঠাকুর ভাবাবেশে হাসিতেছেন।

ঠাকুর উপবেশন করিলেন। মিশ্র ভক্তদের কাছে তাঁহার পূর্বকথা সব বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার দুই ভাই বরের সভায় সামিয়ানা চাপা পড়িয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিলেন,—তাহাও বলিলেন।

ঠাকুর মিশ্রকে যত্ন করিবার কথা ভক্তদের বলিয়া দিলেন।

[নরেন্দ্র, ডাঃ সরকার প্রভৃতি সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে]

ডাক্তার সরকার আসিয়াছেন। ডাক্তারকে দেখিয়া ঠাকুর **সমাধিস্থ।** কিঞ্চিৎ ভাব উপশমের পর ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতেছেন—**"কারণানন্দের পর সচ্চিদানন্দ।—কারণের কারণ!"**

ডাক্তার বলিতেছেন, হাঁ!

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেহুঁশ হই নাই।

ডাক্তার বুঝিয়াছেন যে, ঠাকুরের ঈশ্বরের আবেশ হইয়াছে। তাই বলিতেছেন—**"না, তুমি খুব হুঁশে আছ!"**

ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন—

সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে,
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে (মা)
জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

গান শুনিয়া ডাক্তার ভাবাবিষ্টপ্রায় হইলেন। ঠাকুরেরও আবার ভাবাবেশ হইল। ভাবে ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ হইল,—তখন চরণ গুটাইয়া লইয়া ডাক্তারকে বলিতেছেন—"উহ্! তুমি কি কথাই বলেছ! তাঁরই কোলে বসে আছি, তাঁকে ব্যারামের কথা বোলবো না ত কাকে বোলব।—ডাকতে হয় তাঁকেই ডাকবো!"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

আবার ভাবাবিষ্ট।—ভাবে ডাক্তারকে বলিতেছেন—"তুমি খুব শুদ্ধ! তা না হলে পা রাখতে পারি না!" আবার বলিতেছেন, "শান্ত ওহি হ্যায় যো রাম-রস চাখে!

"বিষয় কি?—ওতে আছে কি?—টাকা কড়ি, মান, শরীরের সুখ—ওতে আছে কি? রামকো যো চিনা নাই দিল্, চিনা হ্যায় সো কেয়া রে।

এত অসুখের উপর ঠাকুরের ভাবাবেশ হইতেছে দেখিয়া ভক্তেরা চিন্তিত হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,—"ঐ গানটি হলে আমি থাম্‌বো;—হরিরস মদিরা।"

নরেন্দ্র কক্ষান্তরে ছিলেন, তাঁকে ডাকান হইল। তিনি তাঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠে গান শুনাইতেছেন—

হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে।
(একবার) লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে।
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে
নাচো হরি ব'লে, দু বাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে।
হরিপ্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাসো রে,
গাও হরিনাম হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশো রে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর সেইটি? 'চিদানন্দসিন্ধুনীরে?'
নরেন্দ্র গাইতেছেন—

(১)—**চিদানন্দসিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী,**
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী—মরি মরি।

মহাযোগে সব একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান সব ঘুচিল রে,
এখন আনন্দে মাতিয়া, দু বাহু তুলিয়া বল রে মন হরি হরি।

(২)—চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।

কিবা অনুপম ভাতি, মোহনমূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন॥
নব রাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত।
কিবা বিজলি চমকে সেরূপ আলোকে পুলকে শিহরে জীবন॥
হৃদি কমলাসনে, ভাব তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।
চিদানন্দ-রসে ভক্তিযোগাবেশে হওরে চির মগন॥

ডাক্তার একাগ্রমনে শুনিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন, 'চিদানন্দসিন্ধুনীরে, ঐটি বেশ!' ডাক্তারের আনন্দ দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—"ছেলে বলেছিল, 'বাবা, একটু (মদ) চেখে দেখ তারপর আমায় ছাড়তে বল ত ছাড়া যাবে।' বাবা খেয়ে বল্লে, 'তুমি বাছা ছাড় আপত্তি নাই কিন্তু আমি ছাড়ছি না।' (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)।

"সেদিন মা দেখালে দু'টি লোককে। ইনি তার ভিতর একজন। খুব জ্ঞান হবে দেখলুম,—কিন্তু শুষ্ক। (ডাক্তারকে, সহাস্যে) কিন্তু তুমি রোসবে।"

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, ত্রিংশৎ খণ্ডে মিশ্রাদি ভক্তসঙ্গে আনন্দ ও যীশুর আবেশ-কথা সমাপ্ত।

একত্রিংশৎ খণ্ড

কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ—মাস্টার, নিরঞ্জন, ভবনাথ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরে বাস করিতেছেন। এতো অসুখ—কিন্তু এক চিন্তা—কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। নিশিদিন কোন না কোন ভক্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

শুক্রবার ১১ই ডিসেম্বর, ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্লা পঞ্চমীতে শ্যামপুকুর হইতে ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আইসেন। আজ বারো দিন হইল। ছোকরা ভক্তেরা ক্রমে কাশীপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন—ঠাকুরের সেবার জন্য। এখনও বাটী অনেকে যাতায়াত করেন। গৃহী ভক্তেরা প্রায় প্রত্যহ দেখিয়া যান—মধ্যে মধ্যে রাত্রেও থাকেন।

ভক্তেরা প্রায় সকলেই জুটিয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভক্ত সমাগম হইতেছে। শেষের ভক্তেরা সকলেই আসিয়া পড়িয়াছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি শশী ও শরৎ ঠাকুরকে দর্শন করেন; কলেজের পরীক্ষাদির পর, ১৮৮৫-র মাঝামাঝি হইতে তাঁহারা সর্বদা যাতায়াত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্টার থিয়েটারে শ্রীযুক্ত গিরিশ (ঘোষ) ঠাকুরকে দর্শন করেন। তিন মাস পরে অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রারম্ভ হইতে তিনি সর্বদা যাতায়াত করেন। ১৮৮৪, ডিসেম্বরের শেষে শারদা ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দর্শন করেন। সুবোধ ও ক্ষীরোদ ১৮৮৫-র আগস্ট মাসে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন।

আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি। নিরঞ্জনকে বলছেন, "তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।" কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, "চৈতন্য হও!" আর চিবুক ধরিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন; আর বলিতেছেন, "যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে।" আজ সকালে দুইটি ভক্ত স্ত্রীলোকের উপরও কৃপা করিয়াছেন। সমাধিস্থ হইয়া তাহাদের বক্ষে চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন; একজন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনার এত দয়া!" প্রেমের ছড়াছড়ি! সিঁতির গোপালকে কৃপা করিবেন বলিয়া বলিতেছেন, "গোপালকে ডেকে আন্।"

আজ বুধবার ৯ই পৌষ, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৮৫। সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর অতি মৃদুস্বরে দু-একটি ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে কালী, চুনীলাল, মাষ্টার, নবগোপাল, শশী, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটি টুল কিনে আনবে—এখানকার জন্য। কত নেবে?

মাষ্টার—আজ্ঞা, দু-তিন টাকার মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জলপিড়ি যদি বার আনা, ওর দাম অত হবে কেন?

মাষ্টার—বেশী হবে না,—ওরই মধ্যে হয়ে যাবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, কাল আবার **বৃহস্পতিবারের বারবেলা,**—তুমি তিনটের আগে আস্‌তে পারবে না?

মাষ্টার—যে আজ্ঞা, আসবো।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার? অসুখের গুহ্য উদ্দেশ্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, এ অসুখটা কদ্দিনে সারবে?

মাষ্টার—একটু বেশী হয়েছে—দিন নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কত দিন?

মাষ্টার—পাঁচ-ছ' মাস হতে পারে।

এই কথায় ঠাকুর বালকের ন্যায় অধৈর্য হইলেন। আর বলিতেছেন—"বল কি?"

মাষ্টার—আজ্ঞা, সব সার্‌তে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাই বল।—আচ্ছা, এত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, ভাব, সমাধি!—তবে এমন ব্যামো কেন?

মাষ্টার—আজ্ঞা, খুব কষ্ট হচ্ছে বটে কিন্তু উদ্দেশ্য আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি উদ্দেশ্য?

মাষ্টার—আপনার অবস্থা পরিবর্তন হবে—নিরাকারের দিকে ঝোঁক হচ্ছে।—'বিদ্যার আমি' পর্যন্ত থাক্‌ছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে—আর বলতে পারি না। **সব রামময় দেখছি।**—এক-একবার মনে হয়, কাকে আর বল্‌ব! দ্যাখো না,—এই বাড়ী ভাড়া হয়েছে বলে কত রকম ভক্ত আস্‌ছে।

"কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা শশধরের মত **সাইন্‌বোর্ড** ত হবে না,—অমুক সময় লেক্‌চার হইবে!" (ঠাকুরের ও মাষ্টারের হাস্য)।

মাষ্টার—আর একটি উদ্দেশ্য, লোক বাছা। পাঁচ বছরের তপস্যা করে যা না হতো, এই কয় দিনে ভক্তদের তা হয়েছে। সাধনা, প্রেম, ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা হলো বটে! এই **নিরঞ্জন বাড়ী গিছলো।** (নিরঞ্জনের প্রতি) তুই বল্‌, দেখি, কি রকম বোধ হয়?

নিরঞ্জন—আজ্ঞে, আগে ভালবাসা ছিল বটে,—কিন্তু এখন ছেড়ে থাক্‌তে পারবার যো নাই।

মাষ্টার—আমি একদিন দেখেছিলাম, এরা কত বড়লোক!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোথায়?

মাষ্টার—আজ্ঞা, একপাশে দাঁড়িয়ে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে দেখেছিলাম। বোধ হলো, এরা এক-একজন কত বিঘ্ন-বাধা ঠেলে ওখানে এসে বসে রয়েছে—সেবার জন্য।

[সমাধিমন্দিরে—আশ্চর্য অবস্থা—নিরাকার—অন্তরঙ্গ নির্বাচন]

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। **সমাধিস্থ!**

ভাবের উপশম হইলে মাষ্টারকে বলিতেছেন—"**দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে!** আর আর কথা বল্‌তে ইচ্ছা যাচ্ছে কিন্তু পারছি না।

"আচ্ছা, ঐ নিরাকারে ঝোঁক,—ওটা কেবল লয় হবার জন্য; না?"

মাষ্টার (অবাক হইয়া)—আজ্ঞা, তাই হবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখনও দেখছি **নিরাকার অখণ্ডসচ্চিদানন্দ** এই রকম করে রয়েছে!......কিন্তু চাপলাম খুব কষ্টে।

"লোক বাছা যা বলছ তা ঠিক। এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ, বোঝা যাচ্ছে। **যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ।** আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন মশাই,' জিজ্ঞাসা করে, তারা বহিরঙ্গ।

"ভবনাথকে দেখ্‌লে না? শ্যামপুকুরে বরটি সেজে এলো! জিজ্ঞাসা করলে 'কেমন আছেন?' তারপর আর দেখা নাই। নরেন্দ্রের খাতিরে ঐ রকম তাকে করি, কিন্তু, **মন নাই।**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত—শ্রীরামকৃষ্ণ কে? মুক্তকণ্ঠ

আহুস্ত্বাম্ ঋষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—তিনি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে যখন আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসে। কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ। কেউ রসদ্দার।

"দশ-এগারো বছরের সময় দেশে বিশালক্ষী দেখ্‌তে গিয়ে মাঠে প্রথম এই অবস্থা হয়। কি দেখলাম!—একেবারে বাহ্যশূন্য!

"যখন বাইশ-তেইশ বছর বয়স কালীঘরে (দক্ষিণেশ্বরে) বল্লে, 'তুই কি অক্ষর হতে চাস?'—অক্ষর মানে জানি না! জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—হলধারী বল্লে, 'ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে পরমাত্মা'।

"যখন আরতি হোতো, কুঠীর উপর থেকে চীৎকার করতাম, 'ওরে কে কোথায় ভক্ত আছিস্‌ আয়! ঐহিক লোকদের সঙ্গে আমার প্রাণ যায়!' ইংলিশম্যানকে (ইংরাজীপড়া লোককে) বল্‌লাম। তাঁরা বলে, 'ওসব মনের ভুল!' তখন 'তাই হবে' বলে শান্ত হলাম। কিন্তু এখন ত সেই সব মিলছে! —সব ভক্ত এসে জুটছে!

"আবার দেখালে পাঁচজন সেবায়েত। প্রথম, সেজোবাবু (মথুর বাবু) তারপর শম্ভু মল্লিক,—তাকে আগে কখন দেখি নাই। ভাবে দেখলাম,—গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যখন অনেক দিন পরে শম্ভুকে দেখ্‌লাম, তখন মনে পড়্‌ল,—একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি! আর তিনজন সেবায়েত এখনও ঠিক হয় নাই। কিন্তু সব গৌরবরণ। সুরেন্দ্র অনেকটা রসদ্দার বলে বোধ হয়।

"এই অবস্থা যখন হলো ঠিক আমার মত একজন এসে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল! ষড়চক্রের এক-একটি পদ্মে জিহবা দিয়ে রমণ করে, আর অধোমুখ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হয়ে উঠে। শেষে সহস্রার পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল।

"যখন যেরূপ লোক আসবে, আগে দেখিয়ে দিতো! এই চক্ষে—ভাবে নয়—দেখলাম, চৈতন্যদেবের সংকীর্তন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্ছে। তাতে বলরামকে দেখলাম, আর যেন তোমায় দেখলাম। চুনীকে আর তোমাকে আনাগোনায় উদ্দীপন হয়েছে। শশী আর শরৎকে দেখেছিলাম, ঋষি কৃষ্ণের (ক্রাইস্ট) দলে ছিল।

"বটতলায় একটি ছেলে দেখেছিলাম। হৃদে বল্লে, তবে তোমার একটি ছেলে হবে। আমি বল্লাম, 'আমার যে মাতৃযোনি! আমার ছেলে কেমন করে হবে?' সেই ছেলে রাখাল।

"বল্লাম, মা, এ রকম অবস্থা যদি কর্‌লে, তা হলে একজন বড় মানুষ জুটিয়ে দাও। তাই **সেজোবাবু** চৌদ্দ বছর* ধরে সেবা কল্লে। সে কত কি!—আলাদা ভাঁড়ার করে দিলে—সাধুসেবার জন্য—গাড়ী, পাল্কী—যাকে যা দিতে বলেছি, তাকে তা দেওয়া। বামনী খতাতো—প্রতাপ রুদ্র।

"বিজয় এই রূপ (অর্থাৎ ঠাকুরের মূর্ত্তি) দর্শন করেছে। একি বলো দেখি? বলে, তোমায় যেমন ছোঁয়া, ঐরূপ ছুঁয়েছি।

"নোটো (লাটু) খতালে একত্রিশজন ভক্ত। কৈ তেমন বেশী কৈ!—তবে কেদার আর বিজয় কতকগুলো কচ্ছে!

"ভাবে দেখালে, শেষে পায়েস খেয়ে থাকতে হবে!

"এ অসুখে পরিবার (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায়েস খাইয়ে দিচ্ছিল, তখন কাঁদ্‌লাম এই বলে,—এই কি পায়েস খাওয়া! এই কষ্টে!"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভগ, একত্রিংশৎ খণ্ডে মুক্তকণ্ঠে কথা সমাপ্ত।

* মথুরের চৌদ্দ বৎসর সেবা। ১৮৫৮ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ। মথুরের মৃত্যু—১লা শ্রাবণ, ১২৭৮; ১৪ই জুলাই, ১৮৭১।

দ্বাত্রিংশৎ খণ্ড

কাশীপুর উদ্যানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রকে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় উপদেশ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে হলঘরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। আজ রাত্রি প্রায় আটটা। ঘরে নরেন্দ্র, শশী, মাষ্টার, বুড়োগোপাল, শরৎ। আজ বৃহস্পতিবার—২৮শে ফাল্গুন, ১২৯২ সাল; ফাল্গুন মাসের শুক্লা-ষষ্ঠী তিথি; ১১ই মার্চ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ।

ঠাকুর অসুস্থ—একটু শুইয়া আছেন। ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। শরৎ দাঁড়াইয়া পাখা করিতেছেন। ঠাকুর অসুখের কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভোলানাথের কাছে গেলে তেল দেবে। আর সে বলে দেবে, কি রকম করে লাগাতে হবে।

বুড়াগোপাল—তা হলে কাল সকালে আমরা গিয়ে আনবো।

মাষ্টার—আজ কেউ গেলে বলে দিতে পারে।

শশী—আমি যেতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শরৎকে দেখাইয়া)—ও যেতে পারে।

শরৎ কিয়ৎক্ষণ পরে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মুহুরী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তেল আনিতে যাত্রা করিলেন।

ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—**ব্রহ্ম অলেপ**। তিন গুণ তাঁতে আছে, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত।

"যেমন বায়ুতে সুগন্ধ-দুর্গন্ধ দুইই পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। কাশীতে শঙ্করাচার্য পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন! চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল —হঠাৎ ছুঁয়ে ফেল্লে। শঙ্কর বল্লেন—ছুঁয়ে ফেলালি! চণ্ডাল বল্লে,—ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই! আমিও তোমায় ছুঁই নাই! আত্মা নির্লিপ্ত। **তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা।**

"**ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়।**

"**মায়া আবরণস্বরূপ।** এই দেখ, এই গামছা আড়াল করলাম—আর প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে না।

ঠাকুর গামছাটি আপনার ও ভক্তদের মাঝখানে ধরিলেন! বলিতেছেন,—"এই দেখ, আমার মুখ আর দেখা যাচ্ছে না।

"রামপ্রসাদ যেমন বলেছে—'মশারি তুলিয়া দেখ—

"ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে, 'মা, পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে।' জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি,—এই তিন অবস্থা জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়! ভক্তেরা এ সব অবস্থাই লয়—যতক্ষণ আমি আছে ততক্ষণ সবই আছে।

"যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ দ্যাখে যে, তিনিই মায়া, জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সব হয়েছেন!

নরেন্দ্র প্রভৃতি চুপ করিয়া আছেন।

"মায়াবাদ শুক্‌নো। কি বল্লাম, বল দেখি।"

নরেন্দ্র—শুক্‌নো।

ঠাকুর নরেন্দ্রের হাত-মুখ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আবার কথা কহিতেছেন—"এ সব (নরেন্দ্রের সব) ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর সে আলাদা লক্ষণ,—মুখ, চেহারা শুক্‌নো হয়।

"জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করবার পরও বিদ্যামায়া নিয়ে থাক্‌তে পারে—ভক্তি, দয়া বৈরাগ্য—এই সব নিয়ে থাকতে পারে। এর দুটি উদ্দেশ্য। প্রথম, লোকশিক্ষা হয়, তারপর রসাস্বাদনের জন্য।

"জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে চুপ করে থাকে, তা হলে লোকশিক্ষা হয় না। তাই শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

"আর ঈশ্বরের আনন্দ ভোগ করবার জন্য—সম্ভোগ করবার জন্য—ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে!

এই 'বিদ্যার আমি', 'ভক্তের আমি'—এতে দোষ নাই। 'বজ্জাৎ আমি'তে দোষ হয়। তাঁকে দর্শন করবার পর বালকের স্বভাব হয়। 'বালকের আমি'তে কোন দোষ নাই। যেমন আর্শির মুখ—লোককে গালাগাল দেয় না। পোড়া দড়ি দেখ্‌তেই দড়ির আকার, ফুঁ দিলে উড়ে যায়। জ্ঞানাগ্নিতে অহঙ্কার পুড়ে গেছে। এখন আর কারও অনিষ্ট করে না। নামমাত্র 'আমি।'

"নিত্যেতে পৌঁছে আবার লীলায় থাকা! যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা। লোকশিক্ষা আর বিলাসের জন্য—আমোদের জন্য।

ঠাকুর অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছেন। একটু চুপ করিলেন। আবার ভক্তদের বলিতেছেন—"শরীরের এই রোগ—কিন্তু অবিদ্যা মায়া রাখে না! এই দ্যাখো, রামলাল, কি বাড়ী, কি পরিবার, আমার মনে নাই!—কে না পূর্ণ কায়েত তার জন্য ভাবছি।—ওদের জন্য ত ভাবনা হয় না!

"তিনিই বিদ্যামায়া রেখে দিয়েছেন—লোকের জন্য—ভক্তের জন্য।

"কিন্তু বিদ্যামায়া থাকলে আবার আস্‌তে হবে। অবতারাদি বিদ্যামায়া রাখে! একটু বাসনা থাক্‌লেই আস্‌তে হয় ফিরে ফিরে আস্‌তে হয়। সব বাসনা গেলে মুক্তি। ভক্তরা কিন্তু মুক্তি চায় না।

"যদি কাশীতে কারু দেহত্যাগ হয় তা হলে মুক্তি হয়—আর আস্‌তে হয় না। জ্ঞানীদের মুক্তি।"

নরেন্দ্র—সেদিন মহিম চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আমরা গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তারপর?

নরেন্দ্র—ওর মত এমন শুষ্ক জ্ঞানী দেখি নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি হয়েছিল?

নরেন্দ্র—আমাদের গান গাইতে বল্লে। গঙ্গাধর গাইলে—

শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়,
সম্মুখে তমালবৃক্ষ দেখিবারে পায়!

"গান শুনে বল্লে—ওসব গান কেন? প্রেম-ট্রেম ভাল লাগে না। তা ছাড়া, মাগ-ছেলে নিয়ে থাকি, এসব গান এখানে কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ভয় দেখেছ!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, দ্বাত্রিংশৎ খণ্ডে নরেন্দ্রের শিক্ষাকথা সমাপ্ত।

ত্রয়োত্রিংশৎ খণ্ড

কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ—পূর্বকথা—মাস্টারের বাড়ীতে শুভাগমন

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে বাস করিতেছেন। শরীর খুব অসুস্থ—কিন্তু ভক্তদের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল। আজ শনিবার, ৫ই বৈশাখ, চৈত্র শুক্লা-চতুর্দশী। ১৭ই এপ্রিল ১৮৮৬। পূর্ণিমাও পড়িয়াছে।

কয়দিন ধরিয়া প্রায় প্রত্যহ **নরেন্দ্র** দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন—পঞ্চবটীতে ঈশ্বর-চিন্তা করেন—সাধনা করেন। আজ সন্ধ্যার সময় ফিরিলেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত **তারক ও কালী**।

রাত আটটা হইয়াছে। জ্যোৎস্না ও দক্ষিণে হাওয়া বাগানটিকে সুন্দর করিয়াছে। ভক্তেরা অনেকে নীচের ঘরে ধ্যান করিতেছেন। নরেন্দ্র মণিকে বলিতেছেন—'এরা ছাড়াচ্ছে' (অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে উপাধি বর্জন করিতেছে)।

কিয়ৎক্ষণ পরে মণি উপরের হলঘরে ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ডাবর ও গামছা পরিষ্কার করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি পশ্চিমের পুষ্করিণীর ঘাট হইতে চাঁদের আলোতে ঐগুলি ধুইয়া আনিলেন।

পরদিন সকালে ঠাকুর মণিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি গঙ্গা স্নানের পর ঠাকুরকে দর্শন করিয়া হলঘরের ছাদে গিয়াছিলেন।

মণির পরিবার পুত্রশোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বাগানে আসিবার কথা ও এখানে আসিয়া প্রসাদ পাইতে বলিলেন।

ঠাকুর ইসারা করিয়া বলিতেছেন—"এখানে আস্‌তে বল্‌বে—দুদিন থাকবে; —কোলের ছেলেটিকে যেন নিয়ে আসে;—আর এখানে এসে খাবে।"

মণি—যে আজ্ঞা। খুব ঈশ্বরে ভক্তি হয়, তা হলে বেশ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইসারা করিয়া বলিতেছেন—"উঁহুঃ—(শোক) ঠেলে দেয় (ভক্তিকে)। আর এত বড় ছেলে!

"**কৃষ্ণকিশোরের** ভবনাথের মত দুই ছেলে। দুটো আড়াইটে পাশ। মারা গেল। অতো বড় জ্ঞানী!—প্রথম প্রথম সাম্‌লাতে পারলে না। আমায় ভাগ্যিস্‌ ঈশ্বর দেন নি!

"অর্জুন অত বড় জ্ঞানী। **সঙ্গে কৃষ্ণ**। তবু অভিমন্যুর শোকে একেবারে অধীর! কিশোরী আসে না কেন?"

একজন ভক্ত—সে রোজ গঙ্গাস্নানে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে আসে না কেন?

ভক্ত—আজ্ঞে আস্‌তে বল্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (লাটুর প্রতি)—হরিশ আসে না কেন?

[মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ—পূর্বকথা—মাস্টারের বাড়িতে শুভাগমন]

মাস্টারের বাটীর নয় দশ বছরের দুইটি মেয়ে ঠাকুরের কাছে কাশীপুর বাগানে আসিয়া 'দুর্গানাম জপ সদা', 'মজলো আমার মন ভ্রমরা' ইত্যাদি গান শুনাইতেছিল। ঠাকুর যখন মাস্টারের শ্যামপুকুরের তেলিপাড়ার বাটীতে শুভাগমন করেন (৩০শে অক্টোবর ১৮৮৪; ১৫ই কার্তিক বৃহস্পতিবার উত্থান একাদশীর দিন) তখন এই দুটি মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইয়াছিল। ঠাকুর গান শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যখন ঠাকুরের কাছে কাশীপুর বাগানে আজ তাহারা উপরে গান গাহিতেছিল, ভক্তেরা নীচে হইতে শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা আবার তাহাদের নীচে ডাকাইয়া গান শুনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—তোমার মেয়েদের আর গান শিখিও না। আপনা আপনি গায় সে এক। যার তার কাছে গাইলে লজ্জা ভেঙে যাবে, লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপূজা—ভক্তদের প্রসাদ প্রদান]

ঠাকুরের সম্মুখে পুষ্পপাত্রে ফুল চন্দন আনিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন। ফুল চন্দন দিয়া আপনাকেই পূজা করিতেছেন। সচন্দন পুষ্প কখনও মস্তকে কখনও কণ্ঠে, কখনও হৃদয়ে কখনও নাভিদেশে, ধারণ করিতেছেন।

মনোমোহন কোন্নগর হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর আপনাকে এখনও পূজা করিতেছেন। নিজের গলায় পুষ্পমালা দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে যেন প্রসন্ন হইয়া মনোমোহনকে নির্মাল্য প্রদান করিলেন। মণিকে একটি চম্পক দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধদেব কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন? নরেন্দ্রকে শিক্ষা

বেলা নয়টা হইয়াছে, ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন, ঘরে শশীও আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—নরেন্দ্র আর শশী কি বলছিল—কি বিচার করছিল?

মাষ্টার (শশীর প্রতি)—কি কথা হচ্ছিল গা?

শশী—নিরঞ্জন বুঝি বলেছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—'ঈশ্বর নাস্তি অস্তি', এই সব কি কথা হচ্ছিল?

শশী (সহাস্যে)—নরেন্দ্রকে ডাকব?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ডাক। [নরেন্দ্র আসিয়া উপবেশন করিলেন।

(মাষ্টারের প্রতি)—"তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর। কি কথা হচ্ছিল, বল্।"

নরেন্দ্র—পেট গরম হয়েছে। ও আর কি বোলবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেরে যাবে।

মাষ্টার (সহাস্যে)—বুদ্ধ অবস্থা কি রকম?

নরেন্দ্র—আমার কি হয়েছে, তাই বলবো।

মাষ্টার—ঈশ্বর আছেন—তিনি কি বলেন?

নরেন্দ্র—ঈশ্বর আছেন কি করে বল্‌ছেন? তুমিই জগৎ সৃষ্টি ক'রছো! Barkely কি বলেছেন, জানো ত?

মাষ্টার—হাঁ, তিনি বলেছেন বটে—Their esse is percipii (The existence of external objects depends upon their perception.) —'যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের কাজ চলছে, ততক্ষণই জগৎ!'

[পূর্বকথা—তোতাপুরীর ঠাকুরকে উপদেশ—'মনেই জগৎ']

শ্রীরামকৃষ্ণ—ন্যাংটা বলতো, 'মনেই জগৎ, আবার মনেতেই লয় হয়।'

"কিন্তু যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ সেব্য সেবকই ভাল।"

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)—বিচার যদি কর, তা হ'লে ঈশ্বর আছেন, কেমন করে বলবে? আর বিশ্বাসের উপর যদি যাও, তা হলে সেব্য-সেবক মান্‌তেই হবে। তা যদি মানো—আর মানতেই হবে—তা হলে দয়াময়ও বলতে হবে।

"তুমি কেবল দুঃখটাই মনে করে রেখেছো। তিনি যে এত সুখ দিয়েছেন—তা ভুলে যাও কেন? তাঁর কত কৃপা! তিনটি বড় বড় জিনিস আমাদের

দিয়েছেন—মানুষজন্ম, ঈশ্বরকে জানবার ব্যাকুলতা, আর মহাপুরুষের সঙ্গ দিয়েছেন। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আমার কিন্তু বেশ বোধ হয়, ভিতরে একটি আছে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত আসিয়া বসিলেন। হোমিওপ্যাথিক মতে ঠাকুরের চিকিৎসা করিতেছেন। ঔষধাদির কথা হইয়া গেলে, ঠাকুর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মনোমোহনকে দেখাইতেছেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্র—উনি আমার মামা'ত ভায়ের ছেলে।

নরেন্দ্র নীচে আসিয়াছেন। আপনা আপনি গান গাহিতেছেন—

'সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ।
সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে পাইয়ে,
কোথা আমি অতি দীন হীন।'

নরেন্দ্রের একটু পেটের অসুখ করিয়াছে। মাষ্টারকে বলিতেছেন—"প্রেম ভক্তির পথে থাক্‌লে দেহে মন আসে। তা না হ'লে আমি কে? মানুষও নই—দেবতাও নই—আমার সুখও নাই, দুঃখও নাই।"

[ঠাকুরের আত্মপূজা—সুরেন্দ্রকে প্রসাদ—সুরেন্দ্রের সেবা]

রাত্রি নয়টা হইল। সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে পুষ্পমালা আনিয়া নিবেদন করিয়াছেন! ঘরে বাবুরাম, সুরেন্দ্র, লাটু, মাষ্টার প্রভৃতি আছেন।

ঠাকুর সুরেন্দ্রের মালা নিজে গলায় ধারণ করিয়াছেন, সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। যিনি অন্তরে আছেন, ঠাকুর তাঁহারই পূজা করিতেছেন!

হঠাৎ সুরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছেন। সুরেন্দ্র শয্যার কাছে আসিলে প্রসাদীমালা (যে মালা নিজে পরিয়াছিলেন) লইয়া নিজে তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন!

সুরেন্দ্র মালা পাইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আবার তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন। সুরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ঠাকুরের পদসেবা করিলেন।

[কাশীপুর উদ্যানে ভক্তগণের সঙ্কীর্ত্তন]

ঠাকুর যে ঘরে আছেন, তাহার পশ্চিম দিকে একটি পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর ঘাটের চাতালে কয়েকটি ভক্ত খোল-করতাল লইয়া গান গাইতেছেন। ঠাকুর লাটুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—'তোমরা একটু হরিনাম কর।'

মাষ্টার, বাবুরাম প্রভৃতি এখনও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহারা শুনিতেছেন, ভক্তেরা গাইতেছেন—

হরি বোলে আমার গৌর নাচে।

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—'তোমরা নীচে যাও। ওদের সঙ্গে গান কর,—আর নাচ্‌বে।'

তাঁহারা নীচে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার লোক পাঠাইয়াছেন। বলেছেন, এই আখরগুলি দেবে—'গৌর নাচ্‌তেও জানে রে! গৌরের ভাবের বালাই যাই রে! গৌর আমার নাচে দুই বাহু তুলে!'

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। সুরেন্দ্র ভাবাবিষ্টপ্রায় হইয়া গাইতেছেন—

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।

আমি তাদের পাগল ছেলে, আমার মায়ের নাম শ্যামা॥
বাবা বব বম্‌ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে, ঐ নূপুর বাজে শুন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব—ভবনাথ, পূর্ণ, সুরেন্দ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হীরানন্দ গাড়ীতে উঠিতেছেন। গাড়ীর কাছে নরেন্দ্র, রাখাল দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন। বেলা দশটা। হীরানন্দ আবার কাল আসিবেন। সে সকল কথা শ্রীশ্রীকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, সপ্তবিংশ খণ্ডে বিবৃত আছে।

আজ বুধবার, ৯ই বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা তৃতীয়া। ২১শে এপ্রিল, ১৮৮৬। নরেন্দ্র উদ্যানপথে বেড়াইতে বেড়াইতে মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বাটীতে মা ও ভাইদের বড় কষ্ট—এখনও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন নাই। তজ্জন্য চিন্তিত আছেন।

নরেন্দ্র—বিদ্যাসাগরের ইস্কুলের কর্ম আর আমার দরকার নাই। গয়াতে যাব মনে করেছি। একটা জমিদারীর ম্যানেজারের কর্মের কথা একজন বলেছে। ঈশ্বর-টীশ্বর নাই।

মণি (সহাস্যে)—সে তুমি এখন বলছ; পরে বলবে না। Scepticism ঈশ্বরলাভের পথের একটা স্টেজ; এই সব স্টেজ পার হলে, আরও এগিয়ে পড়লে, তবে ভগবানকে পাওয়া যায়,—পরমহংসদেব বলেছেন।

নরেন্দ্র—যেমন গাছ দেখছি, অমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে?

মণি—হাঁ, ঠাকুর দেখেছেন।

নরেন্দ্র—সে মনের ভুল হতে পারে।

মণি—যে যে অবস্থায় যা দেখে, সেই অবস্থায় তা তার পক্ষে রীয়্যালিটি (সত্য)। যতক্ষণ স্বপন দেখছো একটা বাগানে গিয়েছো, ততক্ষণ বাগানটি তোমার পক্ষে রীয়্যালিটি; কিন্তু তোমার অবস্থা বদলালে—যেমন জাগরণ অবস্থা—তোমার ওটা ভুল বলে বোধ হতে পারে! যে অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন করা যায়,—সে অবস্থা হলে তখন রীয়্যালিটি (সত্য) বোধ হবে।

নরেন্দ্র—আমি ট্রুথ্ চাই। সেদিন পরমহংস মহাশয়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম।

মণি (সহাস্যে)—কি হয়েছিল?

নরেন্দ্র—উনি আমায় বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বল্লাম, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বল্‌বো না।'

"তিনি বল্লেন—'অনেকে যা বল্‌বে, তাই ত সত্য—তাই ত ধর্ম!'

"আমি বল্লাম, 'নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা শুন্‌ব না।"

মণি (সহাস্যে)—তোমার ভাব Copernicus, Barkeley—এদের মত। জগতের লোক বলছে,—সূর্য চল্‌ছে, Copernicus, তা শুন্‌লে না;—জগতের লোক বলছে External World (জগৎ) আছে, Barkeley তা শুন্‌লে না। তাই Lewis বলেছেন, 'Why was not Barkeley a philosophical Copernicus?

নরেন্দ্র—একখানা History of philosophy দিতে পারেন?

মণি—কি, Lewis?

নরেন্দ্র—না, Ueberweg;—German পড়তে হবে।

মণি—তুমি বলছো, সামনে গাছের মতন কেউ কি দেখেছে? তা ঈশ্বর মানুষ হয়ে যদি এসে বলেন, 'আমি ঈশ্বর!' তা হলে তুমি কি বিশ্বাস কর্‌বে? তুমি ল্যাজারাস্ এর গল্প ত জান? যখন ল্যাজারাস্ পরলোকে গিয়ে এব্রাহাম-কে বল্লে যে, আমি আত্মীয়বন্ধুদের বলে আসি যে, সত্যই পরলোক আর নরক আছে। এব্রাহাম বল্লেন, তুমি গিয়ে বল্লে কি তারা বিশ্বাস কর্‌বে? তারা বলবে, কে একটা জোচ্চোর এসে এই সব কথা বলছে।

"ঠাকুর বলেছেন, তাঁকে বিচার করে জানা যায় না। বিশ্বাসেই সমস্ত হয়,—জ্ঞান, বিজ্ঞান। দর্শন, আলাপ,—সব।"

ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার অন্নচিন্তা হইয়াছে। তিনি মাষ্টারের

কাছে আসিয়া বলিতেছেন, 'বিদ্যাসাগরের নূতন ইস্কুল হবে, শুনলাম। আমারও তো খ্যাটের যোগাড় করতে হবে। ইস্কুলের একটা কাজ করলে হয় না?'

[রামলাল—পূর্ণের গাড়ীভাড়া—সুরেন্দ্রের খস্‌খসের পরদা]

বেলা তিনটে চারটে। ঠাকুর শুইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল পদসেবা করিতেছেন। ঘরে সিঁতির গোপাল ও মণি আছেন। রামলাল দক্ষিণেশ্বর হইতে আজ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর মণিকে জানালা বন্ধ করিয়া দিতে—ও পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণকে গাড়ী ভাড়া করিয়া কাশীপুরের উদ্যানে আসিতে বলিয়াছিলেন। তিনি দর্শন করিয়া গিয়াছেন। গাড়ীভাড়া মণি দিবেন। ঠাকুর গোপালকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'এঁর কাছে টাকা পেয়েছ?'

গোপাল—আজ্ঞা, হাঁ।

রাত নয়টা হইল। সুরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

বৈশাখ মাসের রৌদ্র—দিনের বেলা ঠাকুরের ঘর বড়ই গরম হয়। সুরেন্দ্র তাই খস্‌খস্‌ আনিয়া দিয়াছেন। পরদা করিয়া জানালায় টাঙ্গাইয়া দিলে ঘর বেশ ঠান্ডা হইবে।

সুরেন্দ্র—কৈ, খস্‌খস্‌ কেউ পরদা করে টাঙ্গিয়ে দিলে না?—কেউ মনোযোগ করে না।

একজন ভক্ত (সহাস্যে)—ভক্তদের এখন ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। এখন 'সোহহং'—জগৎ মিথ্যা। আবার 'তুমি প্রভু, আমি দাস' এই ভাব যখন আসবে তখন এই সব সেবা হবে! (সকলের হাস্য)।

বরাহনগর মঠ

নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি মঠের ভাইদের ঁশিবরাত্রি ব্রত

বরাহনগর মঠ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি আজ ঁশিবরাত্রির উপবাস করিয়া আছেন। দুইদিন পরে ঠাকুরের জন্মতিথি পূজা হইবে।

বরাহনগর মঠ সবে পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যধামে বেশীদিন যান নাই। নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের তীব্র বৈরাগ্য। একদিন রাখালের পিতা বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য রাখালকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন। রাখাল বলিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন! আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।" সকলেরই **তীব্র বৈরাগ্য!** সর্বদা সাধন-ভজন লইয়া আছেন। **এক উদ্দেশ্য—কিসে ভগবান দর্শন হয়।**

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা কখনও জপ ধ্যান করেন, কখনও শাস্ত্রপাঠ করেন। নরেন্দ্র বলেন 'গীতায় ভগবান্ যে নিষ্কাম কর্ম করতে বলেন—সে পূজা, জপ, ধ্যান এই সব কর্ম—অন্য কর্ম নহে।'

আজ সকালে নরেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছেন। বাটীর মোকদ্দমার তদ্বির করিতে হইতেছে। আদালতে সাক্ষী দিতে হয়।

মাষ্টার বেলা নয়টার সময় মঠে উপনীত হইয়াছেন। দানাদের ঘরে প্রবেশ করিলে পর তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীযুক্ত তারক আনন্দে শিবের গান ধরিলেন—

'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা'।

তাঁহার গানের সহিত রাখালও যোগ দিলেন। আর গান গাহিয়া দুইজনেই নৃত্য করিতেছেন। এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন।

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বববম্, বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল-ত্রিশূল রাজে।
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলি বন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক ভাল॥

মঠের ভাইয়েরা সকলে উপবাস করিয়া আছেন। ঘরে এখন নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাবুরাম. তারক, হরিশ, সিঁতির গোপাল, শারদা, মাষ্টার আছেন। যোগিন, লাটু, শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। তাঁহারা এখনও মঠ দেখেন নাই।

আজ সোমবার ঁশিবরাত্রি, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭। আগামী শনিবারে শরৎ, কালী, নিরঞ্জন, শারদা, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থ ঁপুরীধামে যাত্রা করিবেন।

শ্রীযুক্ত শশী দিন-রাত ঠাকুরের সেবা লইয়া আছেন।

[পূজা হইয়া গেল। শরৎ তানপুরা লইয়া গান গাইতেছেন—

শিব শঙ্কর বম্ বম্ (ভোলা), কৈলাসপতি মহারাজরাজ!
উড়ে শৃঙ্গ কি খেয়াল, গলে ব্যাল মাল, লোচন বিশাল, লালে লাল;
ভালে চন্দ্র শোভে, সুন্দর বিরাজে।

নরেন্দ্র কলিকাতা হইতে এইমাত্র আসিয়াছেন। এখনও স্নান করেন নাই। কালী নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মোকদ্দমার কি খবর?

নরেন্দ্র (বিরক্ত হইয়া)—তোদের ওসব কথায় কাজ কি?

নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন ও মাষ্টার প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন।—"কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না কর্‌লে হ'বে না। কামিনী নরকস্য দ্বারম্। যত লোক স্ত্রীলোকের বশ। শিব আর কৃষ্ণ এদের আলাদা কথা। শক্তিকে শিব দাসী করে রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংসার করেছিলেন বটে, কিন্তু কেমন নির্লিপ্ত!—ফস্ করে বৃন্দাবন কেমন ত্যাগ করলেন!"

রাখাল—আবার দ্বারিকা কেমন ত্যাগ করলেন!

নরেন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া মঠে ফিরিলেন। হাতে ভিজে কাপড় ও গামছা। শারদা এতক্ষণ সমস্ত গায়ে মাটি মাখা—আসিয়া নরেন্দ্রকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমস্কার করিলেন। তিনিও শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছেন—গঙ্গাস্নানে যাইবেন। নরেন্দ্র ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন ও উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল ধ্যান করিলেন।

ভবনাথের কথা হইতেছে। ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন, কর্ম কাজ করিতে হইতেছে। নরেন্দ্র বলিতেছেন, "ওরা ত সংসারী কীট!"

অপরাহ্ণ হইল। শিবরাত্রির পূজার আয়োজন হইতেছে। বেলকাঠ ও বিল্বপত্র আহরণ করা হইল। পূজান্তে হোম হইবে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরঘরে ধুনা দিয়া শশী অন্যান্য ঘরেও ধুনা লইয়া গেলেন। প্রত্যেক দেবদেবীর পটের কাছে প্রণাম করিয়া অতি ভক্তিভরে নাম উচ্চারণ করিতেছেন। "শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ! শ্রীশ্রীকালিকায়ৈ নমঃ! শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামেভ্যো নমঃ! শ্রীশ্রীষড়্‌ভুজায় নমঃ! শ্রীশ্রীরাধাবল্লভায় নমঃ! শ্রীনিত্যানন্দায়, শ্রীঅদ্বৈতায়, শ্রীভক্তেভ্যো নমঃ! শ্রীগোপালায়, শ্রীশ্রীযশোদায়ৈ নমঃ! শ্রীরামায়, শ্রীলক্ষ্মণায়, শ্রীবিশ্বামিত্রায় নমঃ!"

মঠের বেলতলায় শিবপূজার আয়োজন।—রাত্রি নয়টা। এইবার প্রথম পূজা হইবেক। সাড়ে এগারটার সময় দ্বিতীয় পূজা। চারি প্রহরে চার পূজা। নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, কালী, সিঁতির গোপাল প্রভৃতি মঠের ভাইরা সকলেই বেলতলায় উপস্থিত। ভূপতি ও মাষ্টারও আছেন। মঠের ভাইদের মধ্যে একজন পূজা করিতেছেন।

কালী গীতা পাঠ করিতেছেন। সৈন্যদর্শন, সাংখ্য-যোগ—কর্মযোগ। পাঠের মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের সহিত কথা ও বিচার হইতেছে।

কালী—আমিই সব। আমি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছি।

নরেন্দ্র—আমি সৃষ্টি কর্ছি কই? আর এক শক্তিতে আমায় করাচ্ছে! এই নানা কার্য,—চিন্তা পর্যন্ত, তিনি করাচ্ছেন।

মাষ্টার (স্বগত)—ঠাকুর বলেন, যতক্ষণ আমি 'ধ্যান করছি' এই বোধ, ততক্ষণও আদ্যাশক্তির এলাকা! শক্তি মানতেই হবে।

কালী নিস্তব্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতেছেন। তার পর বলিতেছেন—"কার্য যা বল্লে, ও সব মিথ্যা!—চিন্তা আদপেই হয় নাই—ওসব মনে করলে হাসি পায়—"

নরেন্দ্র—'সোঽহং' বল্‌লে যে 'আমি' বোঝায়, সে এ 'আমি' নয়। মন দেহ, এ সব বাদ দিলে যা থাকে, সেই 'আমি।'

গীতা পাঠান্তে কালী শান্তিবাদ করিতেছেন—শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

এইবার নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য গীত করিতে করিতে বিল্বমূল বার বার পরিক্রমণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে সমস্বরে 'শিবগুরু!' 'শিবগুরু!' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। গভীর রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। চারিদিক্ অন্ধকার! জীবজন্তু সকলেই নিস্তব্ধ।

গৈরিক বস্ত্রধারী, এই কৌমার-বৈরাগ্যবান্ ভক্তগণের কণ্ঠে উচ্চারিত 'শিব-গুরু! শিবগুরু!' এই মহামন্ত্রধ্বনি মেঘগম্ভীররবে অনন্ত আকাশে উঠিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দে লীন হইতে লাগিল!

পূজা সমাপ্ত হইল: অরুণোদয় হয় হয়। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ব্রহ্মমুহূর্তে গঙ্গাস্নান করিলেন।

সকাল হইল। স্নানান্তে ভক্তগণ মঠে ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণামানন্তর দানাদের ঘরে (অর্থাৎ বৈঠকখানা ঘরে) ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইতেছেন। নরেন্দ্র সুন্দর নব গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। বসনের সৌন্দর্যের সঙ্গে তাহার মুখের ও দেহের তপস্যাসম্ভূত অপূর্ব স্বর্গীয় পবিত্র জ্যোতিঃ মিশাইয়াছে! বদনমণ্ডল তেজঃপরিপূর্ণ, আবার প্রেমানুরঞ্জিত! যেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরের একটি ফুট জ্ঞান-ভক্তি শিখাইবার জন্য দেব-দেহ ধারণ করিয়াছেন—অবতার লীলায় সহায়তার জন্য। যে দেখিতেছে, সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছে না। নরেন্দ্রের বয়ঃক্রম ঠিক চতুর্বিংশতি বৎসর। ঠিক এই বয়সে শ্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভক্তদের পারণের জন্য শ্রীযুক্ত বলরাম তাঁহার বাটী হইতে ফল মিষ্টান্নাদি পূর্বদিনেই (শিবরাত্রির দিনে) পাঠাইয়াছেন।

রাখাল প্রভৃতি দু-একটি ভক্তসঙ্গে নরেন্দ্র ঘরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ

জলযোগ করিতেছেন। একটি দুটি খাইয়াই আনন্দ করিতে করিতে বলিতেছেন, 'ধন্য বলরাম' 'ধন্য বলরাম!' (সকলের হাস্য)।

এইবার নরেন্দ্র বালকের ন্যায় রহস্য করিতেছেন। রসগোল্লা মুখে করিয়া একবারে স্পন্দহীন! চক্ষু নিমেষশূন্য! নরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া একজন ভক্ত ভাণ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন—পাছে পড়িয়া যান!

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র—(রসগোল্লা মুখে রহিয়াছে)—চোখ চাহিয়া বলিতেছেন, "আমি—ভাল—আছি!" (সকলের উচ্চ হাস্য)।

মাষ্টার প্রভৃতিকে সিদ্ধি ও প্রসাদ মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইল।

মাষ্টার আনন্দের হাট দেখিতেছেন। ভক্তেরা জয়ধ্বনি করিতেছেন।

—"জয় গুরু মহারাজ! জয় গুরু মহারাজ!"—

চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত

In a letter dated Mylapur, Madras, 10th April, 1909, he also says:—"I went through the graphic description (in Sri Sri Ramkrishna Kathamrita Part III) of Sri Guru Maharaja's going to bless Pandit Iswar Chandra Vidyasagore. It is unparallelled. The picture is so very vivid that it is perfectly life-like. You have been able to baffle the all-destructive power of time. We see Sri Guru Maharaj again with the Bhaktas engaged in saving miserable men and women from the hands of Ignorance and Death. God preserve your life for long time to come so that you may successfully wage war against All-destroying Time and keep Sri Ramkrishna ever living in this world of miseries so that his Divine presence may serve to dispel the gloom from many minds. **

SWAMY PREMANANDA (Baburam) of Belur Math, in a letter dated Puri, 21st July, 1906, says:—শ্রীশ্রীকথামৃত ঘরের কথা বলে এত দিন বড় মন দিই নাই। কিন্তু এখন আর হাত ছাড়া কর্ত্তে পাচ্ছি না। কত কথাই মনে হচ্ছে। ধন্য আপনি। In his letter dated, Belur Math, 19th April 1909 he says:—* * "কথামৃত পাঠে হাজার হাজার লোকে প্রাণ পাচ্ছে, সহস্র সহস্র ভক্ত আনন্দ উপলব্ধি করছে, কত শত লোক সংসারের তাপে তাপিত হয়ে শান্তি পাচ্ছে। * * সত্যকথা, দেখেছি কতলোকে শান্তি পাচ্ছে,—এই শোক মোহের সংসারে।"

SWAMY ABHEDANANDA, Belur Math, now at New York, says:—I think your Bengali edition of Sri Ramkrishna Kathamrita is perfect.

Mr. N. Ghosh in the Indian Nation, 19th May, 1902, says—Ramkrishna Kathamrita by M. Part I. is a work of singular value and interest. * He has done a kind of work which no Bengali had ever done before, which, so far as we are aware, no native of India had ever done. It has been done only once in history, namely by Boswell.* But then the immortal biography is only the life of a scholar and a kindhearted man. This Kathamrita, on the other hand, is the record of the sayings of a Saint. What is the wit or even the worldly wisdom of the great Doctor by the side of the Divine teachings of a genuine Devotee? Its value is immense. We say nothing of the sayings themselves—for the character of the teacher and the teaching is well-known. They take us straight to the truth and not through any metaphysical maze. Their style is Biblical in simplicity. What a treasure would it have been to the world if all the sayings of Sree Krishna, Buddha, Jesus, Mahomet, Nanak and Chaitanya could have been thus preserved!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বঙ্গভাষার এক অমূল্য জিনিস।* * *
'ম' ভিন্ন এই অমৃত আর কাহারও ভাণ্ডারে নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থ ঘরে ঘরে পঠিত হইবে। নব্যভারত ১৩০৮ চৈত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামত বস্তুতই অমৃতের নিধি। সঞ্জীবনী, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩০৯।

Swami Vivekananda to 'M'.

Thanks! 100000 Master! You have hit Ramkristo in the right point.

Few alas, few understand him !!

* Antpore }
২৬ মাঘ 1889. }

NARENDRA NATH

My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find any body thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter.

* Antpore is a village in the Hugly district,—the birthplace of Swamy Premananda. The Swamiji, 'M,' and many of their fellow disciples were at this time, staying as guests at Premananda's house.

OPINIONS.

Swami Vivekananda in a letter **dated** October 1897, c/o Lala Hansaraj, Rawalpindi, says :—

"Dear M., *Cest bon mon ami*—Now you are doing just the thing. Come out man. No sleeping all life. Time is flying. Bravo, that is the way.

"Many many thanks for your publication. Only I am afraid it will not pay its way in a pamphlet form** Never mind—pay or no pay. Let it see the blaze of day-light. You will have many blessings on you and many more curses—but বৈসাহি সদ্ কাল বনতা সাহেব (that is always the way of the world, Sir). This is the time."

Swami Vivekananda in a letter dated Dehra Dun, 24th November 1897, says :—"My dear M., many many thanks for your second leaflet. It is indeed wonderful. The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing. The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy. I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. Strange, isn't it? Our Teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you—this great work. He is with you evidently. With love and namaskar, yours in the Lord, Vivekananda.

"P. S. Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely nidden. Moreover the dramatic part is infinitely beautiful. Every body likes it, here or in the west."

Srijut **Girish Chandra Ghosh** in a letter dated 22nd March 1909 says :—**"If my humble opinion go for anything I not only fully endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda), but add in a loud voice that Kathamrita has been my very existence during my protracted illness for the last three years.** You deserve the gratitude of the whole human race to the end of days."

Swamy Ramkrishnananda (Sasi Maharaj), Belur Math, now of the Madras Math, in a letter dated 27th Oct. 1904, says :—** "You have left whole humanity in debt by publishing these invaluable pages fraught with the best wisdom of the greatest Avatar of God."